[illegible] আগামী বর্ষে আমাদিগের বঙ্গভূমিকে বলবতী কর, আমাদিগের হৃদয়কে দৃঢ় প্রশস্ত ও গম্ভীর কর, এবং যেরূপ আমাদের সেই রূপ সমস্ত বঙ্গবাসীদিগের প্রকৃত মঙ্গল কর।

বিনীত হৃদয়ে প্রণতমস্তকে, হে অনাথ নাথ! তোমার নিকট এই নিবেদন করিতেছি, যে আগামী বর্ষে এই দুর্ভাগ্য মাতৃভূমি বঙ্গদেশের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিও। তোমার প্রসাদে যেন ইহার রোগ শোক শান্তি হয়, ইহার পাপ অপবিত্রতা দূর হয়, এবং সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত যেন ইহাতে সত্যের রাজ্য, ধর্ম্মের রাজ্য, কুশলের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মনোবিজ্ঞান।

উপক্রমণিকা।

জগতে মানব জীবন এত প্রকার আশ্চর্য্য ও মনোহর পদার্থে পরিবৃত যে, যে-পর্য্যন্ত না আমাদিগের হৃদিস্থিত সহজজ্ঞান বিশেষ রূপে সমালোচিত হয় সে পর্য্যন্ত আমরা পৃথিবীর অতীত অন্য কোন পদার্থে দৃষ্টিপাত বা মনঃসংযোগ করিতে প্রবৃত্ত হই না। যেরূপ শারীরিক শৈশবাবস্থা আছে সেই রূপ মানসিক শৈশবাবস্থাও দৃষ্ট হয়। শারীরিক শৈশবাবস্থায় যেমন প্রতিজন জীবনের মহত্ত্বার অজ্ঞাত থাকে এবং জীবনের সকল মহৎ কার্য্যে উদাসীন থাকিয়া অনর্থক, অকিঞ্চিৎকর খেলা ক্রীড়ায় ব্যস্ত হয়, মানসিক শৈশবাবস্থায় সেই রূপ প্রতিজন পৃথিবীর বাহ্য শোভায় বিমুগ্ধ হইয়া তাহার অন্তর্বর্ত্তী সামান্য পদার্থের নিমিত্ত [illegible] এবং অন্ত[illegible] আত্মতত্ত্ব বিমুখ হইয়া অতীন্দ্রিয় [illegible] স্বরূপ চেতনাবান্ সূক্ষ্ম জ্ঞান পদার্থকে অজ্ঞাত থাকে। তদ্রূপ লোকেরা মানসিক শৈশবাবস্থাতে মনুষ্য শরীর ও জগতের পরস্পর সম্বন্ধকেই জীবনের অস্তিত্ব বোধ করে। সংসারই জীবনের উদ্দেশ্য, সংসারকে সেবা করিবার জন্যই মানবজাতির সৃষ্টি হইয়াছে ইহা তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। মনুষ্যের জন্য সংসার, সংসারের জন্য মনুষ্য নহে এই সত্যটী এককালে বিস্মৃত হইয়া লোকে এমত সময়ে পার্থিব-সুখসম্পত্তিকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করে। তাহারি জন্য বিদ্যার্জ্জন, তাহারি জন্য ধন লাভ, তাহারি জন্য খ্যাতি প্রতিপত্তি; তদ্ব্যতীত আর যাহা কিছু সকলই স্বপ্নবৎ, মূঢ় ব্যক্তিদিগের কল্পনা মাত্র। ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধর্ম্মচিন্তা, কি ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার এই সকল কেবল রহস্যজনক বাতুলতার ন্যায় বোধ হয়; সত্যানুসন্ধান, আত্মোন্নতি, পরকাল, কি মনের গতি বিধি নিরূপণ, কি তাহার সম্বন্ধশক্তি ও ঈশ্বরেচ্ছানুযায়িক তাহার প্রকৃত অবস্থা বিচার এ সকলই অর্থ শূন্য অসম্বদ্ধ প্রলাপ মাত্র বোধহয়। কিন্তু কাল সহকারে যে রূপ শারীরিক শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া লোকে পর্য্যায়ক্রমে বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় সমাগত হয়, এবং তাহাদিগের শরীর ক্রমাগত পুষ্ট বর্দ্ধিত ও বলীয়ান হইতে থাকে; জ্ঞান আলোচনায়, ঘটনা পরম্পরায়, ও অবস্থা পর্য্যায়ে সেই রূপ তাহারা পার্থিব পদার্থের প্রকৃত-ভাব ও জীবনের যথার্থ লক্ষ্য বুঝিতে পারে, এবং তদন্তর্নিহিত অতীন্দ্রিয় মনো-রাজ্যের আভাস প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জগতের প্রভেদ অনুভূত হয়।

জ্ঞানালোচনার প্রথম সোপান চিন্তা। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে যতক্ষণ এক বিষয়ে

মনোনিবেশ ও একাগ্রতার সহিত চিন্তা করিতে সমর্থ হয়েন, তিনি তদনুযায়িক সকল বিষয়েরই মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হয়েন, তদনুযায়িক তাঁহার জ্ঞান উন্নতি পায়।

জীবনের প্রারম্ভেই যেমন লোকে পার্থিব বস্তু লইয়া বিব্রত হয়, জ্ঞানের প্রারম্ভেও তাহারা সেই রূপ প্রাকৃতিক পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানে যত্নশীল হয়। এতদ্বিষয়ে কতকদূর উন্নত হইলে পর তত্ত্বানুসন্ধায়ী মন স্বভাবতই আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করে। অপিচ বিবিধ বাহ্যিক ঘটনা-কলাপে ভৌতিক ও সাংসারিক পদার্থের অনিত্যতা ক্রমশই হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে থাকে, এবং মনুষ্য জীবনের প্রকৃত মহৎউদ্দেশ্য অনুভূত হয়। মনুষ্য বিশেষে যে রূপ উল্লিখিত শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শৈশবাবস্থা লক্ষিত হইল, জাতি বিশেষে ও সাধারণত সমস্ত মানবপরিবার সম্বন্ধেই তাহা সমান রূপে লক্ষিত হইবে। বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের দৃষ্টান্তে এই রূপ বালকতা যে রূপে তিরোহিত হয়, সমস্ত জাতি সম্বন্ধে ও তাহা সেই রূপে তিরোহিত হয়, মানব জাতি মাত্র সম্বন্ধেই তাহা সেই রূপ। অতএব সর্ব্ব প্রথমেই মনুষ্য বাহ্য বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করে, অতঃপর তচ্চিন্তায় ও তদ্বিচারে মনঃসংযোগ করে এবং পরিশেষে বাহ্য বস্তু অতীত যে মন অথবা জ্ঞান পদার্থ তাহার অনুধ্যানে ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়।

যত দিন অস্মদ্দেশীয়েরা কেবল বাহ্য জগত লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, সাংসারিক ক্ষতি প্রতিপত্তি, সাংসারিক আশা আনন্দ, সাংসারিক বস্তু নিয়তই যত দিন তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব ছিল, তত দিন জ্ঞান গোচর ইন্দ্রিয়াতীত কষ্ট সাধ্য মনো-বিজ্ঞান আলোচনার প্রতি তাহাদিগের যত্ন বা প্রবৃত্তি মাত্র ছিল না। বিশুদ্ধ জ্ঞান উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গেই ঈরূপ বাহ্য জগৎস্থিত জড়পদার্থের তত্ত্বনির্ণয়ে তাঁহারা যথোচিত মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এবং সেই আলোচনা হইতে পরিশ্রমের ফল স্বরূপ বিশিষ্ট উপকার লাভও করিয়াছিলেন। অধুনা ক্রমশই জ্ঞানের উন্নতি, তত্ত্বানুসন্ধানের উৎকর্ষ লাভ হইতেছে। লোকের মন বাহ্য জগতের দেদীপ্যমান অথচ ক্ষণভঙ্গুর অস্থায়ী পদার্থ হইতে বিরত হইয়া "সত্যাত্ম" লাভেই সমুৎসুক হইয়াছে। আত্মানুসন্ধায়ী ধীর প্রকৃতি বীত পাপ সুধীগণ মনুষ্য তত্ত্ব মনুষ্য মহত্ত্ব দর্শনেই ব্যাকুল হইয়াছেন! মনো-বিজ্ঞান, অর্থাৎ মনের শক্তি প্রকৃতি প্রবৃত্তি গতি বিধি বিচার করিবার শাস্ত্র, এক্ষণে সাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই প্রতীত হইবে যে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে মনুষ্যই মনুষ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। অনেকেই অবগত আছেন যে ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান করাই আমাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট লক্ষ্য। কিন্তু প্রথমতঃ স্বীয় স্বীয় প্রকৃতিকে মহীয়ান না করিলে সে লক্ষ্য কোন ক্রমেই সম্ভাবিত হইতে পারে না। সৃষ্ট বস্তু দেখিয়াই স্রষ্টার বিচার সম্ভবে। যে পরিমাণে সৃষ্ট পদার্থ মহৎ সেই পরিমাণে তাহার স্রষ্টা মহৎ; আর যে পরিমাণে সৃষ্টি অপকৃষ্ট সেই পরিমাণে স্রষ্টাও অপকৃষ্ট। দুর্বৃত্ত অসদাচারী পাপী লোকের ব্যবহার দেখিয়া যদি পরমেশ্বরের সত্তা ও স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইত তাহা হইলে তিনি জ্ঞান প্রীতি মঙ্গল ভাব বিবর্জ্জিত দৈত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন। সাংসারিক লোক ভিন্ন ধার্ম্মিক লোক জগতে যদি নিবাস না করিত, তাহা পরমপিতাকে ঘোর সাংসারিক বলিয়া বোধ হইত। বাস্তবিক মনুষ্যাত্মাই মনুষ্যের নিকট ঈশ্বরের ক্ষুদ্র আদর্শ। সেই ক্ষুদ্র আদর্শকে

নিজ দোষে অপকৃষ্ট ও অপবিত্র করিয়া অনেকে ভয়ানক ভ্রমে নিপতিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাকে উৎকৃষ্ট এবং উন্নত করিয়াও আবার অনেকে মনুষ্য জন্মের স্বর্গীয় ভাব প্রদর্শন করিয়াছে এবং "সত্যের জয়" পৃথিবী মধ্যে ঘোষণা করিয়াছে। ঈশ্বরের জ্যোতিতে আত্মা উজ্জ্বল হয়, এবং আত্মার জ্যোতিতে আবার ঈশ্বরের মুখ জ্যোতির্ময় বোধ হয়। সাধুতে এবং ঈশ্বরেতে এই রূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ। অতএব ঈশ্বরকে যাঁহারা আপনাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেন, স্বীয় স্বীয় আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিয়া সেই সেই আত্মাতে পরম পিতার স্বরূপের পরিচয় দেওয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

কিন্তু সেই আত্মার ভাবং প্রবৃত্তি এবং গতিবিধি আলোচনার অভাবে যে ব্যক্তির নিকট অপরিচিত রহিল, তন্নিহিত ভাবং মহত্ত্বই যাহার বুদ্ধির অগম্য রহিল, বিশুদ্ধ বিচার অভাবে যাহার আত্মা আপনার "শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে" ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি না দেখিতে পাইল তবে সেই হীন অনুন্নত পশুবৎ মনুষ্য কি রূপে জীবনের লক্ষ্য সাধন করিবে, কি রূপে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে? অতএব বিশিষ্ট ধর্ম্মোন্নতির পক্ষে মনোবিজ্ঞান আলোচনা যে কত দূর আবশ্যক তাহা সহজেই সকলের বোধগম্য হইবে।

সংসার মনুষ্যের উপলক্ষ্য, মনুষ্য সংসারের লক্ষ্য। ঈশ্বর মনুষ্যের লক্ষ্য, এবং মনুষ্য ঈশ্বরের উপলক্ষ্য। ঈশ্বর ভিন্ন আর সকল পদার্থ অপেক্ষাই আত্মা মহত্তর। সেই রাজরাজেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্যে আত্মা রাজত্ব করিতেছে। উপলক্ষ্যকে লক্ষ্য ভ্রমে লোকে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া সংসারী হয়, এবং লক্ষ্যকে উপলক্ষ্য ভ্রমে লোকে ধর্ম্মদ্বারা নীচ কামনা সকল পরিপূর্ণ করে। অতএব ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে হইলে তাঁহার উপলক্ষ্য স্বরূপ আত্মার উন্নতিশীলা প্রবৃত্তিচয়কে ক্রমাগত তাঁহার দিকে লইয়া যাইতে হইবে, এবং তাহাদিগের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া তন্মধ্যে তাঁহার অঙ্গুলির চিহ্ন দেখিতে হইবে, মনো-বিজ্ঞানই ইহার এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। যত দিন সংসারে আছি তত দিন তদুপযোগী অনেক কর্ম্ম করিতে হইবে বটে, কিন্তু জীবনের সার কর্ম্মই আত্মোন্নতি সাধন করা। যাঁহার সাংসরিক অভাব এত যে, তিনি তাহার জন্য আপনার হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি করিতে অবসর পান না, তিনি অতি দুর্ভাগা; আর ঈশ্বর-প্রসাদে যাহার সচ্ছল অবস্থাতে হীন পার্থিব অভাব সকল বিশেষ রূপে অনুভূত হয় না, তিনি সৌভাগ্য সম্পন্ন। কিন্তু সকলেরই স্মরণ করা উচিত যে, আত্মাই আত্মার লক্ষ্য, সংসার নহে, ঈশ্বরই আত্মার লক্ষ্য, সংসার নহে। দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম এ প্রদেশে অবতীর্ণ হওয়া অবধি ইহার ভ্রমান্ধকার ক্রমশ অপনীত হইতেছে। দুষ্ট অপ্রকৃত উদ্দেশ্য দূর হইয়া ক্রমে জীবনের যথার্থ লক্ষ্য অনেকের মনে প্রত্যুদিত হইতেছে, এবং উল্লিখিত-প্রকার জাতীয় হীনাবস্থা অতিক্রান্ত হইবা সাধারণের মনে প্রকৃত মনুষ্যতার সঞ্চার হইতেছে। এমত শুভ সময়ে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের সমাদর হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? অতএব এই দুরূহ বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার জন্য যদি আমরা অগ্রসর হইতে সাহসী হই, বোধ করি সাধারণের অপ্রিয়ানুষ্ঠান চেষ্টা হইবে না। ফলত এতদ্বিষয়ে সাধারণের সমক্ষে আমরা আপনাদিগের অনুপযুক্ততা স্বীকার করিতেছি। আমরা বিশেষ রূপে অবগত আছি যে সময়ে সময়ে এতদালোচনার আ-

হৃত তার এক মাত্র অলঙ্কার। তাঁহাদিগের কুলীনত্ব কোন মর্ত্তালোকের রাজা কর্তৃক প্রদত্ত নহে, তাহা সেই রাজার রাজা কর্তৃক প্রদত্ত, যাঁহার সিংহাসন দ্যুলোকে ও ভূলোকে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যখন সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তাঁহাদিগকে আপনার সমীপবর্ত্তী করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছেন, তখন তাঁহারা কি প্রধান ব্যক্তি নহেন? যদ্যপি স্বর্গ মর্ত্ত্য বিনষ্ট হয়, তথাপি যখন তাঁহারা বিদ্যমান থাকিবেন তখন তাঁহারা কি উচ্চপদাভিষিক্ত ব্যক্তি নহেন? তাঁহাদিগেরই মঙ্গল সাধন জন্য ঈশ্বর কর্তৃক ভূত কালের ঘটনা-সকল বিহিত হইয়াছিল। তাঁহাদিগেরই জন্য রাজ্য সকল উদিত, উন্নত ও বিনষ্ট হইয়াছিল, ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ সকল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগেরই মঙ্গল জন্য ধর্ম্ম গ্রন্থের রচয়িতা সকল ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগেরই মঙ্গল জন্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকেরা তাঁহাদিগের কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগেরই মঙ্গল জন্য সেই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক দিগের বাক্যাবলি স্বর্গ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল। তাঁহাদিগেরই মঙ্গল জন্য তাঁহাদের নিকট-নিসারিত শোণিত ভূতলে পতিত হইয়াছিল। অতএব তাঁহারা আপনাদিগকে কখনই হীন জ্ঞান করেন না। তাঁহারা মহাত্মা হইয়া সংসার মধ্যে বিচরণ করেন। যখন এবম্প্রকার ধার্ম্মিক পুরুষেরা ঈশ্বরের উপাসনা কার্য্য করেন, তখন তাঁহাদিগের অশ্রুপাত, রোম-হর্ষণ প্রভৃতি ভক্তির অসাধারণ চিহ্ন সকল দৃষ্ট হয়। তাঁহারা যদ্যপি মোহবশতঃ কোন একটী ক্ষুদ্র কুকর্ম্ম করেন তাহা হইলেও তাঁহাদিগের মানসিক যাতনার আর সীমা থাকে না, প্রবল বাত্যার সময় সমুদ্র কি আন্দোলিত হয়? তাঁহাদিগের মন তখন এমনি উদ্বেল হইয়া উঠে। তাঁহারা তখন বিষাদ-পঙ্কে পতিত হইয়া এই আর্ত্তনাদ করেন যে "প্রিয়তম বন্ধু তাঁহার মুখ আমার নিকট হইতে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। যখন তাঁহার প্রসাদ আমি হারাইয়াছি তখন আমার কি রহিল? 'হারায়ে জীবন শরণে জীবনে কি কাজ আমার।'" তাঁহারা উপাসনার সময় মনের এপ্রকার উদ্বেলতা প্রকাশ করেন কিন্তু সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন সময়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে স্থিরধী থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন সময়ে এপ্রকার মনের স্থিরতা তাঁহাদিগের ধর্ম্মোৎসাহ হইতেই উৎপন্ন হয়। মনের এই ভাবটী সর্ব্বোপরি প্রবল হইয়া অন্য ভাব সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তাঁহাদের রাগ, দ্বেষ, লোভ, ভয়, সকলই তাঁহাদের ধর্ম্মোৎসাহের অধীন। মৃত্যু তাঁহাদের নিকট ভয়ানক নহে, আমোদ তাঁহাদের নিকট মনোহর নহে। তাঁহাদের হাস্য ক্রন্দন উল্লাস ও শোক আছে বটে কিন্তু তাহা সাংসারিক বস্তুর জন্য নহে। ধর্ম্মোৎসাহ তাঁহাদের মনকে প্রস্তরবৎ কঠোর করে, তাঁহাদের হৃদয় হইতে অসৎ প্রবৃত্তি এবং পক্ষপাত দূরীকৃত করে এবং তাঁহাদের চিত্তকে বিপদ্ ও প্রলোভনের পরাক্রমের অতীত করে। তাঁহারা পৃথিবীতে লৌহদণ্ডের ন্যায় গমন করেন। মনুষ্যের সঙ্গে তাঁহাদের সংস্রব আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা মানবীয় সকল ভাবের উপর। সুখ দুঃখ আশা ও কষ্ট সম্বন্ধে তাঁহারা মৃতবৎ। তাঁহারা অস্ত্র দ্বারা শঙ্কিত হয়েন না, বিঘ্ন বিপত্তি দ্বারা প্রতিহত হয়েন না। তাঁহারা ক্ষতিকে লাভ বোধ করেন, লজ্জাকে গৌরব মনে করেন, এবং মৃত্যুকে জয় জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগের চিত্ত মানবীয় ক্ষীণতা বিষয়ে প্রস্তরবৎ কঠোর কিন্তু এক

বিষয়ে তাহা অত্যন্ত কোমল। মনুষ্যের পাপ জন্য তাহা কি পর্য্যন্ত ব্যথিত হয় তাহা বর্ণনা করা যাইতে পারে না। পাপী মনুষ্যের পরিত্রাণ জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই কাতর চিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। কোন ব্যক্তি যেমন তাহার ভ্রাতার দুরবস্থা জন্য ক্রন্দন করে তেমনি পতিত মনুষ্যের জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই ক্রন্দন করেন। মনুষ্যের পাপ জন্য বিলাপোক্তি তাঁহাদিগের বক্তৃতাতে সর্ব্বদাই উপলক্ষিত হয়। তাঁহারা কুসময়েই কুলোকপূর্ণ সমাজেই জন্ম গ্রহণ করেন। লোক সমাজের যে সকল দোষ ও ভ্রম সাধারণ লোক দ্বারা অনুভূত হয় না, সে সকল দোষ ও ভ্রম তাঁহারা স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তি দ্বারা অনুভব করেন। তাঁহাদের ভাগ্যে কেবল অপবাদ নিন্দা ও নিগ্রহই ঘটিয়া থাকে। দুষ্ট লোকেরা তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ শত্রুতা করে এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহারা না নিহত হয়েন সে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে শারীরিক অথবা সাংসারিক যন্ত্রণা দিতে ক্ষান্ত হয় না। কিন্তু হত হইবার সময়েও তাঁহারা স্বীয় নিগ্রহকারীদিগকে মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া আপনাদিগের স্বভাবের অসাধারণ ঔদার্য্য প্রকাশ করেন। এপ্রকার বীরপুরুষেরা ভাবি মনুষ্যদিগের স্বচ্ছন্দে গমনাগমন জন্য নিজে কণ্টক দ্বারা ক্ষতবিক্ষত শোণিতাক্তপদ হইয়াও মহা কষ্টে দুর্গমস্থানে নূতন সুগম পথ প্রস্তুত করিতে যত্ন করেন। এই প্রকার মনুষ্য দ্বারাই জগৎ আন্দোলিত হয়। এতদ্রূপ মহাত্মা-দিগের ধর্ম্মোপদেশের এত বল যে তাহা বর্ণনা করা যায় না। স্বর্গীয় অগ্নিধারা তাঁহাদের জিহ্বা অগ্নিময় হয়, তাঁহাদের মুখশ্রী বিদ্যুতের ন্যায় আভা ধারণ করে, বজ্রগম্ভীরের সহিত তাঁহাদের মুখ হইতে সত্য বিনিঃসৃত হয়। স্বয়ং বাগ্মীতা আসিয়া তাঁহাদের ওষ্ঠোপরি আবির্ভূত হন। ধর্ম্ম বিষয়ে বলিবার সময় তাঁহারা কোন ভয়দ্বারা সঙ্কুচিত হন না। যদ্যপিও মেদিনী তাঁহাদিগের কথায় কম্পিত হয় তথাপি যে অগ্নি তাঁহাদিগের মস্তকে জ্বলিতেছে তাহা প্রকাশ না করিয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। তাঁহারা সকল সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহারা যদি অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন তাহা হইলে কে যেন তাঁহাদের কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত করে। তাঁহারা সেই কার্য্য সম্পাদন জন্য বিশ্রাম আগারের আরাম ও প্রিয় বন্ধুদিগের মনোরম সংসর্গ পরিত্যাগ করেন। ধর্ম্ম প্রচার প্রবৃত্তি তাঁহাদিগকে নিজ জনপ্রিয় ও নিজের প্রতি নিষ্ঠুর করে। সেই প্রবৃত্তি তাঁহাদিগকে নিদ্রা হইতে বঞ্চিত করে ও পরিশ্রম বিষয়ে শ্রান্তি শূন্য করে। তাঁহারা যদি স্বভাবতঃ ভীরু ও কোমল প্রকৃতি হয়েন তথাপি তাঁহারা যেন দৈববল পাইয়া অসাধারণ সাহসী ও কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়া উঠেন। পৃথিবীকে শান্তি আনন্দের অভিপ্রায়ে তাঁহারা এখানে আগমন করেন কিন্তু কার্য্যে সেটি হইয়া উঠে না। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন আর যে পর্য্যন্ত না সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হয় তাঁহাদিগের মন অপ্রশান্ত থাকে। সকলেরই সঙ্গে তাঁহাদের বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। আপাততঃ এই রূপ বোধ হয় তাঁহারা যেন কেবল সংহার করিতেই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বস্তুতঃ যেমন তাঁহারা পুরাতন অট্টালিকা বিনাশ করেন তেমনি নূতন অট্টালিকাও নির্ম্মাণ করিয়া যান। যে পর্য্যন্ত না সেই নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত হয় সে পর্য্যন্ত তাঁহারা

সুস্থির হয়েন না। যদি পুরাতন অট্টালিকার কোন অংশ উত্তম থাকে ও তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন তবে তাঁহারা তাহা রক্ষা করা সৌভাগ্যের বিষয় জ্ঞান করেন, কিন্তু যদ্যপি কোন অংশই উত্তম না থাকে তবে সে পুরাতন অট্টালিকাকে সম্যকরূপে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে তাঁহারা কিছু মাত্র সঙ্কোচ করেন না। সুতরাং সকল লোকই তাঁহাদিগের শত্রু হয় এবং বিপদ্‌সাগর আসিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করে, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করেন না। তিনি কখন তাঁহাদিগের আত্মাকে অবনত ও ম্রিয়মান্ হইতে দেন না। তাঁহাদিগের কারাগারের প্রাচীরে তিনি স্বর্গীয় সুখের ছবি চিত্রিত করেন। তাঁহাদিগের হৃদয় কুটিরে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ সর্ব্বদাই দীপ্ত পায় কখনই নির্ব্বাণ হয় না। তাঁহারা ঈশ্বরের অনুচর তাঁহাদের ভয়ের কোন কারণ নাই।

বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, পূর্ব্ববর্ণিত ধর্ম্মের বিকৃতাবস্থার লক্ষণ সকল আমাদিগের জন্মভূমি ভারতবর্ষে দৃষ্ট হইতেছে এবং ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন জন্য লোকের একটা প্রবল ইচ্ছাও জন্মিয়াছে এবং এই অসাধারণ কালানুযায়ী অসাধারণ ধর্ম্মোৎসাহী, ও ধর্ম্ম সংস্কার কার্য্যে অসাধারণ রূপে যত্নবান্, একান্ত ঈশ্বর পরায়ণ, কষ্ট-সহিষ্ণু লোক সকলও আমাদিগের মধ্যে উদিত হইয়াছেন। সেই সকল ত্যাগস্বীকারকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি বিদ্বান্ ও ধনবান্ নহেন কিন্তু তাঁহারা পরা বিদ্যায় বিদ্বান্ ও পরম ধনে ধনী, ধন অথবা বিদ্যা গর্ব্বিত ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে জানে না, ধনবান্ অথবা বিদ্বান্ মধ্যে তাঁহাদিগের খ্যাতি প্রচারিত নাই কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাদিগকে উত্তম রূপে জানেন,

দেব মণ্ডলী মধ্যে তাঁহাদিগের সুখ্যাতিসৌরভ বিস্তারিত হইতেছে। তাঁহাদিগের ন্যায় শান্ত সমাহিত নম্র স্বভাব তিতিক্ষু লোকেই ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান। অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁহাদিগেরই দ্বারা ঈশ্বর অধিক কার্য্য করিয়া লয়েন। যখন যেমন সাধু ব্যক্তির প্রয়োজন হয় ঈশ্বর তখনই তেমনি সাধু ব্যক্তি প্রেরণ করেন। যখন এপ্রকার ব্যক্তি সকল আমাদিগের মধ্যে উদিত হইয়াছেন তখন ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের প্রবাহ আমাদিগের দেশে প্রবাহিত হইতে আর বড় অপেক্ষা নাই। যেমন বন্যার পূর্ব্বে নদীর উপর ফেনা দৃষ্ট হয় ও বন্যার শঙ্কার উদ্রেক করে, তেমনি ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের বন্যার পূর্ব্ব চিহ্ন স্বরূপ কোন কোন মহাত্মা ব্যক্তি দ্বারা পৌত্তলিকতা পরিত্যক্ত হইয়াছে ও পরিবর্ত্তন প্রতিপক্ষদিগের শঙ্কা উপস্থিত হইতেছে; যেমন বন্যার গর্জ্জন শ্রবণ করিলে পুষ্করিণীর মৎস্য সকল সেই বন্যার জলে মিলিবার জন্য অস্থির হয়, তেমনি যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রচলিত হইতে থাকিবে ও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন জনিত আন্দোলন মহা প্রবল রূপ ধারণ করিবে, তখন পৌত্তলিকতা রূপ পঙ্কিল তড়াগে বদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী লোকেরা সেই পরিবর্ত্তনে যোগ দিবার জন্য অস্থির হইবে। যেমন বন্যার দ্বারা আপাততঃ নানা প্রকার হানী হয়, কিন্তু পরে ভূমি উর্ব্বরা হইয়া যেখানে বন্যার জল তরঙ্গিত হয় সেখানে শস্য পূর্ণ উদ্যান হাস্য করিতে থাকে ও শান্তি ও সচ্ছন্দতা বিরাজ করে, তেমনি ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের দ্বারা আপাততঃ অনেক লোকের কষ্ট হইবে কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা সচ্ছন্দতা লাভ করিবে। অনেকে এই রূপ বলেন যে এক্ষণে কেবল ধর্ম্ম শিক্ষা দেও; অধিকাংশ লোকে যখন নির্ম্মল ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিবে এবং সুতরাং

[illegible]কার হইতে বিমুক্ত হইবে, তখন দল করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিলে তাহা সহজে প্রচলিত হইবে আর কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, যে সরল চিত্ত সহৃদয় ব্যক্তি নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি সেই জ্ঞানানুসারে কার্য্য না করিয়া কতক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? তিনি সেই সর্ব্বদর্শী পুরুষের দৃষ্টিতে কতক্ষণ কপট হইয়া থাকিতে পারেন? তিনি পুত্তলিকা উপাসনা দ্বারা আপনার প্রিয়তম ঈশ্বরকে কতক্ষণ অবমাননা করিতে পারেন? ইহা যথার্থ বটে যে লোক সমাজচ্যুত না হইলে তাহার অনেক উপকার করা যায়, কিন্তু স্বদেশ ও ঈশ্বর এই দুয়ের অনুরোধের মধ্যে কাহার অনুরোধ রাখা কর্ত্তব্য? ঈশ্বরের অনুরোধ রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু ঈশ্বরের এমনি নিয়ম যে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে গেলেই দেশের উপকার আপনি আপনি হইয়া উঠে। স্বীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা দেশীয় লোকদিগের হৃদয়ে কপটতার প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদন করা অপেক্ষা দেশের হিতকর কার্য্য আর কি আছে? যেমন পরোপকার জন্য মিথ্যা কহা উচিত নহে তেমনি দেশের উপকার জন্য ধর্ম্ম বিষয়ে কপটতার অবলম্বন করা কর্ত্তব্য হয় না। বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য সাধন জন্য অবিশুদ্ধ উপায় অবলম্বন করা কখনই উচিত হয় না। ধর্ম্ম বিষয়ে অকপট হইয়া বিবিধ প্রকারে কি দেশের উপকার করা যাইতে পারে না? দল করিয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ কবার বিষয়ে পুরাবৃত্ত সাক্ষ্য প্রদান করে না। সকল স্থানেই এক একজন করিয়া নূতন ধর্ম্ম ও তাহার অনুষ্ঠান অবলম্বনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদের লইয়া পরে দল হইয়াছিল। যত বিলম্বে অনুষ্ঠান আরম্ভ হউক না কেন প্রথমে প্রতিপক্ষতাচরণ পাইতেই হইবে। অতএব প্রতীত হইতেছে যে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের সুখসেব্য উপায় নাই। ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন সাধন করিবার জন্য ঈশ্বর সহজ সুগম রাজমার্গ বিধান করেন নাই। সমাজের শান্তি ভঙ্গ না করিয়া কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে? রাষ্ট্র বিপ্লব ব্যতীত কোন রাজ্যের দোষাবহ শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? আপাততঃ অনেক গুলি লোকের কষ্ট ব্যতীত কোন্ সামাজিক কুরীতি উন্মূলিত হইয়াছে? যেমন প্রসব যাতনা ব্যতীত বালক, সূর্য্যালোকময় পৃথিবীতে উদিত হইতে পারে না, যেমন মৃত্যু যাতনা ব্যতীত মনুষ্য পারলৌকিক স্বর্গীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তেমনি কষ্ট ও বিপদ বিপত্তি ব্যতীত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন কার্য্যের সাধন হইতে পারে না। [illegible] কোন, ধর্ম্ম প্রথমে [illegible] সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত হইলে পর দল [illegible] অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে [illegible] এই রূপ কতই [illegible] থাকে, ওদিক হইতে ঈশ্বর একটী [illegible] পুরুষ প্রেরণ করেন, যিনি চতুর্দ্দিকে [illegible] [illegible] করেন এবং [illegible] একেবারে সম্পাদন করেন। [illegible] দেশেই এই রূপে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ কিছু নৈসর্গিক নিয়মের বহির্ভূত নহে। অন্যান্য দেশে ধর্ম্ম সংস্কার কার্য্য যে রূপে সম্পাদিত হইয়াছে ভারতবর্ষেও তাহা সেই রূপেই সম্পাদিত হইয়াছে ও হইবে।

অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা।

(প্রাপ্ত)

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভাবধি অনেকে অনেক প্রকার তর্ক উপস্থিত করিয়া ইহার অনাবশ্যকতা সপ্রমাণ করিতে যত্নযুক্ত হইয়াছেন। অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মগণ অবিজ্ঞ ও অদূরদর্শী বলিয়া সাধারণ সমক্ষে পরিচিত হইতেছেন। যদিও তাঁহারা দেশপ্রচলিত যাবতীয় কুপ্রথা ও কুসংস্কার সকলের অনবশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন, যদিও তাঁহারা পৌত্তলিক ধর্ম্মরূপ বিষম ভ্রমজাল হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে উন্মুক্ত করিয়া এক মাত্র সত্য ধর্ম্মের পথ অনুসরণ করিতেছেন, তথাপিও অনেকে তাঁহাদিগকে ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন রূপে পরিচয় দিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সঙ্কুচিত নহেন। এমন কি তাঁহারা যেমন পৌত্তলিক ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে স্ব স্ব ভ্রমসঙ্কুল মত ও বিশ্বাস এবং দূষিত আচার ব্যবহার সকল পরিত্যাগ করণানন্তর ব্রাহ্মদিগের সুদৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে অকুতোভয়ে আহ্বান করিতেছেন, তেমনি অপর এমন লোকও দৃষ্ট হয় যাঁহারা আপামর সাধারণ সকলকেই অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মগণ হইতে সুদূরে অবস্থিতি করিতে প্রকাশ্যে উপদেশ দিতেছেন; এই রূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া সরল সাধুইচ্ছাসম্পন্ন ব্রাহ্ম সকলকেও সাধারণের ঘৃণাস্পদ করিবার চেষ্টা স্থানে স্থানে লক্ষিত হইতেছে। সে দিন দেখিলাম তাঁহাদিগকে যথেচ্ছাচারী বলিয়াও সম্বোধন করা হইয়াছে। আপাত কেবল যে বাহিরের লোকেই অনুষ্ঠান লইয়া গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন এমত নহে, কিন্তু কোন কোন ব্রাহ্মও উহার সম্পূর্ণ বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন। যাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন তাঁহারা স্বীয় স্বীয় সমাজ মধ্যে প্রভূত ক্ষমতাশালী ও বিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও তাঁহাদের অনুষ্ঠান বিষয়ক মত সকল কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না, কিন্তু ব্রাহ্মেরাও যে তাঁহাদের বাক্যে মুগ্ধ হইয়া অনুষ্ঠানের নামে জ্বলিয়া উঠেন ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় কি আছে? লোক-ভয় অথবা কোন স্বার্থের বশীভূত হইয়া যে তাঁহারা অনুষ্ঠানের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, আমি এক্ষণে সে বিষয়ে কিছু বলিতে চাহি না। ইহা স্থিরনিশ্চয় যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই অনুষ্ঠান জনিত অনেকে অনেক মত উদ্ভাবিত করিয়াছে। অনুষ্ঠান বিষয়ে যখন মতের এতাদৃশ বিভিন্নতা দেখা যাইতেছে, তখন তাহা যে একবার সবিশেষ আন্দোলন করা আবশ্যক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মগণ পৌত্তলিক ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পুনর্ব্বার যে আবার পৌত্তলিকদের ন্যায় আচার ব্যবহার করিতে লাগিলেন ইহার কারণ কি? এ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান দ্বারা সকলের অন্তরস্থ বিবাদ ভঞ্জন করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। বৎসরাধিক অতীত হইল আমাদিগের পরম সম্মানভাজন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মহাশয় ভবানীপুরের ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে "ব্রাহ্মসমাজ ও সামাজিক সংস্কারের" বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে অনুষ্ঠান লইয়া প্রকৃষ্ট রূপে সমালোচনা করেন। তিনি তাহাতে বিলক্ষণ বুঝাইয়াদেন যে, ধর্ম্মের সাহায্য গ্রহণ না করিলে সামাজিক সংস্কার কোন প্রকারেই সম্পাদিত হইবার নহে; এবং নাস্তিকদিগের ত কথাই নাই, যাঁহারা সর্ব্বদা চিন্তাতেই ব্যগ্র, যাঁহারা কেবলমাত্র সুন্দরবিন্যস্ত ভাষাবলিপরিপূর্ণ সমাজ সংস্কার বিষয়ক গ্রন্থাদি লিখিয়া এবং অতিশয় বাক্পটুতার সহিত বক্তৃতা করিয়া পরে ক্রিয়া কালে হস্তকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখেন, তাঁহারা যেমন আপনাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ করিয়া উঠিতে পারিবেন না, তেমনি যাঁহারা দেশহিতৈষিতা গুণে অতিশয় উৎসাহিত হইয়া সামাজিক সকল প্রকার আচার ব্যবহার কুসংস্কার এক কালে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হন, যাঁহারা, যে জাতিভেদরূপ বিশাল বৃক্ষ সহস্র সহস্র বৎসর কাল ব্যাপিয়া মূল বদ্ধ হইয়াছে, তাহা এক দিবসে উৎপাটিত করিতে অগ্রসর হন, পরে সমাজকে কি নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবেন---তাহাকে পৌত্তলিকতার হস্ত হইতে যেমন উদ্ধার করিলেন তেমনি তাহার নিমিত্ত কি আশ্রয়স্থান প্রস্তুত করিবেন, এ সকল অগ্রপশ্চাৎ এক বারও মনো মধ্যে আন্দোলন না করেন, তাঁহাদের মানস সেই রূপ অসম্পূর্ণ থাকিবে। তিনি ইহা ও সকলের প্রতীতি করিয়াদিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজ এই দুই দলের মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ এক মাত্র বাক্যের উপর নির্ভর না করিয়া হস্তকে তিনি পরিচালনা করিতেছেন, এবং যেমন পৌত্তলিক আচার ব্যবহার সকল আপনার সীমা হইতে দূর করিয়া দিতেছেন, তেমনি আবার তৎপরিবর্তে উৎকৃষ্ট ও ধর্ম্মানুমোদিত বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার সকল আপনার [illegible] মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। অতএব ব্রাহ্মসমাজ নিশ্চয়ই কৃতসংকল্প হইবেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা অতিযোগ্য হইলেও তাহা বিশেষ ফলোপধায়ী হয় নাই। ইহার কারণ সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। যখন তাহা কেবল অল্প সংখ্যক ব্যক্তিরই শ্রবণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল, যখন তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া সাধারণের গোচর করা হয়

মাও যে সমুদ্রে আসিয়াছি ইহাতে তাঁহারা সকলেই হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমাদিগের সঙ্গে প্রায় সর্ব্বশুদ্ধ ৩০টী বালক বালিকা আছে। কেহ বা দৌড়িতেছে, কেহ নাচিতেছে, কেহ কেহ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন এখানেও পরিবার মধ্যে বিচরণ করিতেছি।

শুক্রবার ১১ই ফেব্রুয়ারি।

অসীম, ঘননীল, গভীর সমুদ্র চতুর্দ্দিকে এবং আমরা তাহার মধ্যবর্ত্তী। আমরা যে বৃত্তের মধ্যবিন্দু, সমুদ্রস্থিত আকাশ ও সমুদ্রের সংযোগে তাহার পরিধি সম্পাদিত হইয়াছে। সমুদ্র দর্শনে মনুষ্যের হৃদয় যে রূপ প্রশস্ত হয়, যে প্রকার মহদ্ভাবে, উন্নত আশায় পরিপূরিত হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। বঙ্গ দেশীয় লোকদিগের ক্ষীণ মন হইতে অপকৃষ্ট চিন্তা ও ইচ্ছা সকল দূর করিতে সমুদ্রের মত উপায় আর কিছুই নাই। সমুদ্রে আসিলে লোকের যে এক উৎকট পীড়া হয়, এবার মান্দ্রাজে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমাদিগের [illegible] হইবার সম্ভাবনা নাই। জগদীশ্বরের কৃপায় [illegible] আমরা [illegible] হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম।

শনিবার ১২ই ফেব্রুয়ারি।

অদ্য আমাদের সহযাত্রী অনারেবল [illegible] মহাশয়ের সঙ্গে অনেক কথা বার্ত্তা হইল। [illegible] তিনি বলেন ইংরাজদিগের, পার্শীদিগের, হিন্দুদিগের ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে এমন অনেক মহান সত্য লক্ষ করা যায় যাহা বাইবেলের সত্যের মত উৎকৃষ্ট। আমাদিগের স্ত্রীলোক অনেকের মধ্যে যে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে ইহা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার মতে স্ত্রীলোকেরাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রচারক। স্ত্রীলোকেরা যত সহজে এবং যত শীঘ্র দেশীয় [illegible] সংশোধন ও সত্য প্রচার করিতে পারে এমন আর কেহই পারে না। তিনি আমাদিগকে ইংলণ্ডে গমন করিতে বিশেষরূপ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; বলিলেন যে এদেশীয় কেহ কেহ [illegible] উন্নত হইয়া ইংলণ্ডে স্বদেশীয় লোকদিগের মঙ্গলার্থে গমন করেন তাহা হইলে তাঁহারা সকলের নিকটই আদরণীয় হইতে পারেন এবং সকলেই তাঁহাদিগকে শ্লাঘা করিবেন।

রবিবার ১৩ ফেব্রুয়ারি।

অদ্য রবিবার। প্রতি রবিবারেই জাহাজ মধ্যে খৃষ্টীয়ানদিগের উপাসনা হইয়া থাকে। যদ্যপি এই কার্য্য সমাধা করিবার জন্য কোন পাদ্রী উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে জাহাজের কাপ্তেন সাহেব দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। অদ্য কাপ্তেন সাহেব সকলকে একত্র করিয়া উপাসনা করিলেন। এই স্থান হইতে মান্দ্রাজ ১৬ ক্রোশ মাত্র, মান্দ্রাজের যাত্রীদিগের দ্রব্যাদি সকল কল দ্বারা উত্তোলিত হইতেছে, এবং সকলেই ব্যস্তে ব্যস্তে প্রস্তুত হইতেছে। প্রথমে দূর হইতে সমুদ্র তীরস্থ একটী পর্ব্বত ও কতকগুলী বৃক্ষ দেখা গেল, পরে "কেটামেরাণ" নামক কতকগুলি মান্দ্রাজী ডিঙ্গিনৌকা সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজের অভিমুখে আসিতে লাগিল, এবং ক্রমে ক্রমে তীরস্থ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা তাহাদিগের প্রকাণ্ড কায়া আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত করিল। জাহাজের উপরিভাগ ব্যস্ততায় আচ্ছন্ন হইল, সমস্ত কর্ম্মচারীগণ উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল, এবং সকলেই সহর্ষনয়নে তীরাভিমুখে এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল। মুহূর্ত্তেকের মধ্যে তোপের শব্দ হইল। নঙ্গর নিপতিত হইল এবং অতি শীঘ্র [illegible] অপরিষ্কার ক্ষুদ্র নৌকার দ্বারা আমরা পরিবৃত হইলাম। "এখন ত মান্দ্রাজে আসিয়া পৌঁছিলাম, কোথায় যাইব?" এই রূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে এক ব্যক্তি এক খানি ক্ষুদ্র পত্র আমাদিগের হস্তে দিল, তাহাতে লিখিত এই যে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্রের অভ্যর্থনার জন্য আপস্বামী চেটী মহাশয় এই ক্ষুদ্র তরণী খানি পাঠাইতেছেন। আমাদিগের দ্রব্য সামগ্রী নৌকায় পাঠাইয়া দিলাম, এবং সাবধানে তদুপরি লম্ফ দিয়া পড়িলাম, লম্ফ দিবার সময় একটু অসাবধানতা জন্য যদি নৌকার উপর ঠিক না পড়া যায়, তাহা হইলে এক কালে অগাধ তরঙ্গিত সমুদ্র মধ্যে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়, উঃ! কি ভয়ানক তরঙ্গ! কি ভয়ানক আন্দোলন! দাঁড়ী গুলা নিতান্ত অসভ্য, তাহাদিগের পরিধান একটু ক্ষুদ্র কৌপীন, তাহারা বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলবান, দেখিতে রাক্ষসের মত, তুফানে ও ভয়ে আমাদিগের প্রাণান্ত, কিন্তু তাহারা স্বচ্ছন্দে দাঁড় বাহিয়া চলিয়াছে আমাদের দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না। আমাদিগকে তীরস্থ করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য ইহাতে আমরা জীবিতই থাকি আর মৃতই হই। আবার নৌকার চতুর্দ্দিকে ছিদ্র! কতক দূর এপ্রকারে গমন করিয়া কূলে পৌঁছিলাম। নিরাপদে অবতরণ করিবার জন্য তথায় তীরোপরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই স্তম্ভ হইতে কাষ্ঠ নির্ম্মিত সোপান নামিয়াছে। তাহা অবলম্বন করিয়া নগরে উঠিতে হয়। ক্রমে ক্রমে নগরে উঠিলাম।

তদ্রূপ আকার হতে পাইয়াছে যত
প্রভাকর—মনোহর রূপ বন শ্রেণি
কুসুম, সাগর, গিরি, নদ, মেঘমালা,
মনোহর রূপ পাইয়াছে সুধানিধি।
না জানি তুমি হে নাথ, কতই সুন্দর!
বিশদ-চন্দ্রমা-করে সুনীল-আকাশ
রঞ্জিয়াছে, কিবা মরি, শোভা মনোহর।
জগৎ রঞ্জিছে, মরি, কাঞ্চন বরণে!
রঞ্জিয়াছে সেই রূপে হৃদয়-আকাশ
মম, সুধাকর, জ্ঞানে দেখিয়া তোমারে।
প্রার্থনা, আদেশ, মম এই — চিরকাল
চিদাকাশে থাক জগতের এইরূপে।
মম মন চকোরের তুমি সুধানিধি।

বিজ্ঞাপন

সহস্র মুদ্রা পুরস্কার।

পুরস্কারের জন্য দুইটি প্রস্তাব নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। প্রস্তাব বাঙ্গলা অথবা ইংরাজি ভাষায় লেখা হইবে। প্রত্যেক প্রস্তাবের পারিতোষিক ৫০০ টাকা। দুইটির মধ্যে যিনি যে প্রস্তাব লিখিবেন, তিনি ১৭৮৭ শকের ভাদ্র মাসের মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজ-পতি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র, শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব মহাশয়েরা পরীক্ষা করিয়া যাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবেন, উক্ত বৎসরের ১১ মাঘে তাঁহাকে সেই প্রস্তাবের পুরস্কার স্বরূপ ৫০০ টাকা প্রদত্ত হইবেক এবং সেই প্রস্তাবের স্বত্ব তাঁহারই থাকিবেক।

প্রথম প্রস্তাব।

পুরস্কার ৫০০ টাকা।

১ প্রশ্ন। ঈশ্বর-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি ও বেদান্ত দর্শনের মতের সহিত তাহার প্রভেদ কি, কর্ত্তব্য-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি ও বেদান্ত দর্শনের মতের সহিত তাহার প্রভেদ কি, এবং পরকাল-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি ও বেদান্ত দর্শনের মতের সহিত তাহার প্রভেদ কি?

২ প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্মের যে যে মত বেদান্ত দর্শনের মতের বিরুদ্ধ, সেই সেই মত বেদান্ত দর্শনের মত অপেক্ষা কি জন্য উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়?

৩ প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা পরিবার-মধ্যে ও সাধারণ সমাজে কি রূপ উপকারের সম্ভাবনা?

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পুরস্কার ৫০০ টাকা।

১ প্রশ্ন। ঈশ্বর-বিষয়ে, কর্ত্তব্য-বিষয়ে ও পরকাল-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি?

২ প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা পরিবার-মধ্যে ও সাধারণ সমাজে কি রূপ উপকারের সম্ভাবনা?

৩ প্রশ্ন। হিন্দু, মহম্মদান্ ও খৃষ্টান্ মতের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম-মতের কোন্ কোন্ অংশে ঐক্য ও কোন্ কোন্ অংশে বিরোধ এবং সেই বিরুদ্ধ স্থলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি জন্য উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়?

দ্রঃ। লেখকেরা [illegible] লিখিত পুস্তকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সকল পাইবেন। [illegible] শকের মুদ্রিত [illegible] ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান [illegible] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চম কল্প। —এই সকল [illegible] কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পত্রিকার অগ্রিম মূল্য।

কলিকাতা এবং মফস্বলস্থ গ্রাহকদিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় অগ্রিম মূল্য বৎসরের শেষে এক মাসের মধ্যে প্রেরণ করেন, অগ্রিম মূল্য প্রেরণে অমনোযোগী হইলে সমাজকে অত্যন্ত ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয়। উক্ত নিয়মে পত্র প্রাপ্তির পরে যদি কেহ অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে বিলম্ব করেন তাহা হইলে তাঁহার নামে মাসিক ।৶০ হিসাবে বিল করা যাইবে।

নির্ঘণ্ট।

	পৃষ্ঠা
নববর্ষের স্তোত্র	১
মনোবিজ্ঞান (উপক্রমণিকা)	৩
মেদিনীপুরস্থ অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৬
অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা (প্রাপ্ত)	১২
সংবাদ সার	১৩
বিজ্ঞাপন	১৬

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য নিরূপণ।

অগ্রিম মূল্য (কলিকাতার জন্য)	৩
" (মফস্বলের জন্য)	৩৸০
মাসিক মূল্য	।৶০
এক খণ্ড	।৵০

১ম বৈশাখ শনিবার ১৭৮৭ শক। কলিগতাব্দ ৪৯৬৬।
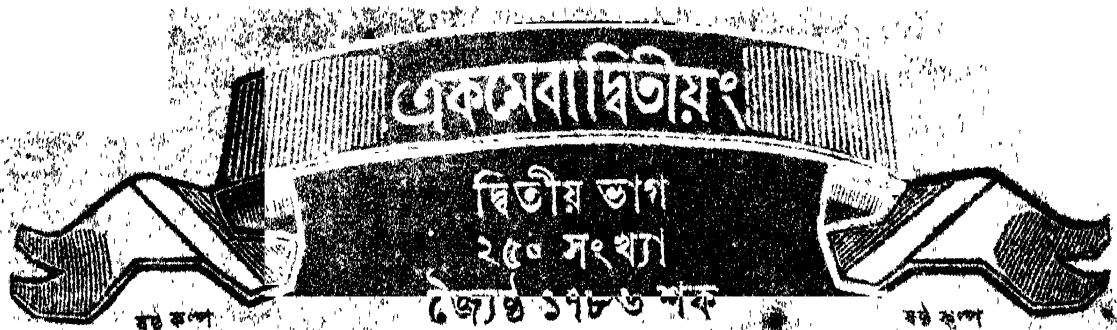
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নিশীথ সময়ে সাগরবক্ষে ব্রাহ্মের স্তোত্র।

হে বিশ্বাধার বিধাতা পুরুষ! এই অতলস্পর্শ বিশাল সলিলময় সাগরবক্ষে আমরা এখন তোমার অভয়পদ আশ্রয় করিয়া ভাসিতেছি। এখন সর্ব্বদিকেই তোমার অনন্তস্বরূপের পরিচয় পাইতেছি। ঊর্দ্ধেতে নয়ন উত্তোলন করিয়া দৃষ্টি করিতেছি আকাশ তোমাকে পরিমাণ করিতে সক্ষম হইতেছে না, নিম্নেতে দেখি সম্মুখস্থিত বিস্তীর্ণ সাগরকে তোমার অপার করুণা অতিক্রম করিয়া স্থিতি করিতেছে—তোমার সহিত কিছুরই তুলনা হয় না। এই আশ্রয় শূন্য লোকালয় শূন্য দুর্গম পথে তুমিই আমাদের নেতা। আমরা যে অপরিচিত রাজ্যে উপনীত হইলাম তথাকার কিছুই জানি না। নাথ! তুমিই এখানে আমাদিগকে প্রেরণ করিলে, তুমিই এসময়ে আমাদিগকে রক্ষা কর। এই সমুদ্রের মধ্যে যে বায়ুর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম মনে করিলে হৃদয় বিকম্পিত হয়, আজ তোমার আদেশে তাহা অনুকূল হইয়া আমাদের তরণীকে দ্রুতগামিনী করিতেছে, এবং মন্দ মন্দ হিল্লোলে অঙ্গতাপ দূর করিতেছে। হে জ্যোতিঃস্বরূপ! যেমন নিষ্কলঙ্ক আকাশ হইতে এই চন্দ্রমার বিমল কিরণ সাগরবক্ষ সমুজ্জ্বল করিতেছে, তোমার শুভ্র করুণামৃত তেমনি অজস্ররূপে প্রশান্ত হৃদয়ে বর্ষিত হয়। প্রাতে দেখিলাম তরুণ ভানু তোমার যশ ঘোষণা করিতে করিতে সমুদ্রগর্ভ হইতে অপূর্ব্ব মহিমা সহকারে পূর্ব্বদিকে সমুত্থিত হইল, প্রদোষ কালে পশ্চিম আকাশকে লোহিত রঞ্জনে অনুরঞ্জিত করিয়া নীল সলিল দর্পণে তোমারি জ্যোতিঃ ছটা বিকীর্ণ করিল, আবার এই নিশীথ সময়ে অপরূপ নূতনরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইতেছে। আকাশের অগণ্য প্রদীপমালা আমাদের সঙ্গী হইয়া পথ প্রদর্শন করিতেছে, সমীরণে তরঙ্গরাজী মৃদুমন্দ সঞ্চালিত হইয়া মধুময় শব্দে চিত্তকে মোহিত করিতেছে। তোমার মহান কীর্ত্তি দেখিতে দেখিতে নয়ন অবনম্র, হৃদয় আচম্বিত হইল। এই বিশাল বিস্তৃত সাগর যদি তোমার ইঙ্গিত মাত্র বিরচিত হইল তুমি

আপনি তবে কেমন মহান তাহা ভাবিতে গিয়া মন ফিরিয়া আইসে। নাথ! তোমার আদেশে সূর্য্য চন্দ্র তারকা এই জনশূন্য প্রদেশেও আলোক বর্ষণ করিতেছে। তুমি বিচ্ছেদ ঘটিবার পূর্ব্বে আমাদের ভাবি প্রয়োজন স্পষ্ট দেখিয়া সকলি আমাদের অনুকূল করিয়া রাখিয়াছ। আমরা যেখানে যাই তোমার করুণা নিমেষের তরে আমাদের সঙ্গ ছাড়া হয় না। কাহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই ভয়ানক সমুদ্র গর্ভে অগ্রসর হইতে সাহস করিলাম? দুস্তর সাগর যদি তোমার আদেশে নিস্তরঙ্গ হইল তবে আর আমাদের ভয় কোথা? আমাদের পরিজন বন্ধু বান্ধব তোমার হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তুমি পিতার ন্যায় আমাদিগকে ক্রোড়ে রক্ষা করিতেছ, এবং যে অপরিচিত দেশে আমাদিগকে লইয়া যাইবে সেখানেও তোমার প্রসাদে সকলেই আমাদের অনুকূল হইবে সংশয় নাই। তুমি সঙ্গে থাকিলে উত্তাল সমুদ্র স্থল নিকেতন সমান হয়, অপরিচিত দেশ চির পরিচিত বোধ হয়, অগম দুর্গম শৈলময় পর্ব্বতেও পরিষ্কার পথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমরা এখন আমাদের মাতার ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া কত দূরে আসিয়াছি কিন্তু তুমি জননীর ন্যায় এখানেও যত্নের সহিত আহার ও পানীয় দিয়া নিদ্রিতের জন্য আমাদিগকে মাতার অভাব জানিতে দিতেছ না—তোমার বক্ষে মাতৃ স্নেহের অভাব নাই। হে মাত তোমার স্নেহময় চরণ সমীপে, দূরস্থিত ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিব এই আমাদের লক্ষ্য। আমরা নিশ্চয় জানিতেছি যে আমরা যাঁহাদের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করি তদপেক্ষা সহস্রগুণে তুমি তাঁহাদের জন্য ব্যস্ত, তথাপি আমাদের বাসনা যত দেখ বিফল না হয় তোমার নিকট এই আমাদের প্রার্থনা। *

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

ভ্রম নিশার নিশীথ সময়ে যৎকালে লোকে অধর্ম্ম নিদ্রায় অসাড় ও অচেতনপ্রায় হইয়া থাকে, যৎকালে কুসংস্কার-চিত্রিত স্বপ্নবৎ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখলালসায় লোকে অবশেন্দ্রিয় ও বিহ্বলচিত্ত হইয়া থাকে, তৎকালে সহসা জ্ঞান-গগনে যদি প্রখর তাপান্বিত সত্যসূর্য্যের আবির্ভাব হয় তাহা হইলে ঘোরান্ধকারনিমজ্জিত মানবীয় অন্তশ্চক্ষু নিতান্ত আকুলিত হইয়া পড়ে এবং সকলে সভয়ে হৃদয় কবাট আবদ্ধ করে। এতন্নিবন্ধন যত যত ধর্ম্ম আবহমান কাল পৃথিবীতে সময়িক পরিমাণে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তত্তাবৎই প্রথমে অননুভূতপূর্ব্ব অদৃষ্টপূর্ব্ব উপায়াবলিতে দেশ পরম্পরায় প্রচারিত হইয়াছিল। প্রত্যুত নবোদ্ভাবিত সত্য কোন কালেই সাধারণ লোক সমীপে আদরণীয় হয় নাই। জ্যোতিতে ও অন্ধকারে যেরূপ বিরোধ সত্যেতে ও অসত্যেতে ততোধিক। [illegible] নিশাচর পশু পক্ষীগণ কথঞ্চিৎ ক্লেশে বরং দিবালোকে নয়ন উন্মীলন ও বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু অসত্যপ্রিয় ভ্রান্ত অধার্ম্মিক লোক সত্যালোক সহ্য করিতে পারে না, হৃদয়-খাত অন্ধকারপূর্ণ অজ্ঞান গুহায় অবস্থিতি করে, এবং ইচ্ছা করে চিরদিন ঈদৃশ অবস্থায় জীবন অতিবাহিত হউক। পরন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে কোন প্রকার অন্ধকারই চিরস্থায়ী নহে। প্রতি রজনীর অবসানে কেমন প্রভাত সমীরণ [illegible] উত্ত-

বসনান্তরা সকল মেদিনীতে আলোক ও আনন্দ সঞ্চার করে, ভ্রমযামিনীর অবসানে সেইরূপ সত্যসমীরণ সঞ্চালিত হইতে থাকে, সকল হৃদয় জাগ্রত ও আলোকিত হয় এবং প্রফুল্ল স্বরে জ্যোতিস্বরূপ পরমেশ্বরের মহিমা গুণ গান করে।

বর্ত্তমান সময়ের তিন বৎসর পূর্ব্বে যদি আমাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন, কি কি উপায়ে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে তাহা হইলে, হয়ত আমরা এই বলিয়া নিরস্ত হইতাম যে যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রেরয়িতা ও প্রবর্ত্তক এই সকল উপায় তিনিই জানেন, কেবল এক মাত্র বিশ্বাস আমাদিগের হস্তে, সেই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া আমরা সবল চিত্তে আশা করিতে পারি যে "সত্যমেব জয়তে নানৃতং"। যতই কাল যাইতেছে এই বিশ্বাস আমাদিগের হৃদয়ে ততই সবল হইতেছে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদ্রেক হইতেছে যদ্দ্বারা আমরা উল্লিখিত উপায়াবলি পর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। কি জন্য বলা যায় না, কিন্তু বিবেচনা করিলে বিলক্ষণ বোধ হয় যে বহুদিবসাবধি ভারতবর্ষে পরিবর্ত্তন এবং উন্নতির চিহ্ন প্রায় কিছুই লক্ষিত হয় নাই। স্বাধীনতা ও জ্ঞানোৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীস্থ সর্ব্বত্রেই আন্দোলন বিরোধ ও পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ভারতবর্ষে সকলই স্থির অচল অসাড়ভাবে চলিয়া আসিতেছে। কি ধর্ম্ম বিষয়ে, কি রাজনীতি বিষয়ে, কি সামাজিক আচার ব্যবহার বিষয়ে, সকল বিষয়েই ঈদৃশ অচল নির্জ্জীবভাব লক্ষিত হয়। সুতরাং যৎকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে প্রথমে আবির্ভূত হইল তখন দেশের মৃতবৎ অবস্থা দেখিয়া, কি উপায়ে তাহা সম্যক্‌রূপে প্রচারিত হইবে, অবধারণ করা সহজ বোধ হয় নাই। এতদ্বিষয়ে য়িহুদস্থান আরব দেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে একটী অতি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম য়িহুদ স্থান হইতে প্রচার হইবার পূর্ব্বে উক্ত দেশ এরূপ হীনদশাপন্ন ও অন্ধকারাবৃত হইয়াছিল যে কেহ কখনই প্রত্যাশা করে নাই কখায় সুপবিত্র খৃষ্টীয়ধর্ম্ম জন্ম গ্রহণ করিবে, কিম্বা জন্ম-গ্রহণ করিয়া প্রচারিত হইতে পারিবে। যৎকালে আরব দেশে মহম্মদ স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করেন তখন আরব দেশ অতি ভয়ানক অসভ্যতায় আচ্ছন্ন ছিল। কেবলই চতুর্দ্দিকে কলহকোলাহল ইন্দ্রিয়সেবা, অধর্ম্ম, শোণিতপাত, এবং পৌত্তলিক উপাসনা। মহম্মদ অতি সামান্য লোক ছিলেন, তাঁহার জ্ঞাতি সংখ্যা অতি অল্প ছিল; তিনি যে এক ঈশ্বরের আরাধনা প্রচার করিয়া কৃতকার্য্য হইবেন, কি প্রকারে সেইরূপ বিষম অসভ্য দেশীয়লোকদিগের নিকট নিস্তার পাইবেন তাহা প্রথমে কোন ক্রমেই সম্ভাবিত বোধ হয় নাই। বর্ত্তমান কালের কিছু পূর্ব্বে ভারতবর্ষেরও সেইরূপ নাস্তি দীনাবস্থা ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ আবার অত্যন্ত দুর্ব্বল। অধিকন্তু যাঁহাদিগের দ্বারা প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল তাঁহারা বঙ্গদেশের মধ্যেও তাদৃশ খ্যাতিপ্রতিপত্তি সম্পন্ন নহেন। এতদবস্থায় যে সাধারণ লোকের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু এক্ষণে এককালে সকল সন্দেহ দূর হইতেছে। ভারতবর্ষের মৃতদেহে নব জীবন সঞ্চার হইতেছে এবং তন্নিদর্শক আশা উৎসাহ কার্য্যকলাপ সকল স্থানকেই উজ্জ্বল করিতেছে। পুরাতন

ভারতবর্ষের নব যৌবন পুনরাগত হইল, তাঁহার মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইল দেখিয়া কাহার মন না আশা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু এসকল কিসের জন্য ইহার কি কোন উদ্দেশ্য, কোন অর্থ নাই? বিস্মৃত বিলুপ্ত সম্পদ বহুদিন পরে যিনি পুনরানয়ন করিলেন তাঁহার এই ইচ্ছা যে নবোদিত সম্পদালোকে ভারতবর্ষ তাঁহার সত্য জ্যোতি সন্দর্শন করে এবং তাঁহার আদিষ্ট সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সেই সম্পদকে চিরস্থায়ী করে।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বলতার একটী প্রধান কারণ ধর্ম্মজ্ঞানের অসদ্ভাব, এবং তাহার বর্ত্তমান সজীব ভাবের একটী প্রধান কারণ জ্ঞানোন্নতি। পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে এমন কোন দেশই দৃষ্ট হয় না যথা এক সময়ে পৌত্তলিকধর্ম্ম নিবাস করে নাই; ধর্ম্মবুদ্ধির নিকৃষ্টাবস্থাতে কোন প্রকার না কোন প্রকার পৌত্তলিকতা গ্রহণ করা এত স্বাভাবিক, যে ইহাতিরেকে কোন বিশেষ মানব জাতির ধর্ম্মোন্নতি হইতে পারে কি না সন্দেহ; কিন্তু আবার ইহাও সত্য যে কখনই কোন মনুষ্য জাতির মধ্যে পৌত্তলিকধর্ম্ম চিরস্থায়ী হয় নাই, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ইহা প্রতি দেশেই উৎসন্ন প্রাপ্ত হইয়াছে। পৌত্তলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করা যেরূপ স্বাভাবিক পরিত্যাগ করাও তদ্রূপ স্বাভাবিক। যে অজ্ঞানতা হেতু সর্ব্বত্রেই পৌত্তলিকতা এক কালে প্রাদুর্ভূত হয় তাহার অবসানেই সত্য ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। অতএব অজ্ঞানও জ্ঞান মনুষ্যের পক্ষে যেরূপ স্বাভাবিক পৌত্তলিকতা ও সত্যধর্ম্ম মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা এই কারণ কোন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ীদিগের মত পৌত্তলিকদিগকে এককালে পরমেশ্বরের পতিত সন্তান ও অনন্তনরকের উপযুক্ত বিবেচনা করি না। যদি জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিকতা দূর হয় তবে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে অদ্যাবধি ভারতবর্ষ হইতে কি জন্য কুসংস্কারচয় তিরোহিত হইতেছে না, কি জন্য ইহার সর্ব্বত্রেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতেছে না? মহচ্চরিত্র রাজা রামমোহন রায় স্বদেশের মঙ্গল উদ্দেশে সত্য প্রচার করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া কি জন্য লোকের বিষম বিদ্বেষ ভাজন হইয়া ছিলেন, পিতা মাতা হইতে বিচ্যুত, গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন? দুর্দ্দিনে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার জীবন কি জন্য পরিশ্রমে ও যন্ত্রণায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, স্বীয় প্রাণগত শোণিতাক্ত চেষ্টার কিঞ্চিন্মাত্র ফল ভোগ করিয়াও ইহলোক হইতে বিদায় হইতে পারেন নাই? একাকী নিশীথ সময়ে ধর্ম্মবলে জাগ্রত থাকিয়া যথা-সাধ্য কি জন্য তিনি ভারতবর্ষের শুভসাধন করিতে নিযুক্ত ছিলেন, লোকে তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই, তাঁহাকে কত তিরস্কার করিয়াছিল, অবমাননা করিয়াছিল, তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত বিনাশ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছিল? এ সকল প্রশ্নের প্রতিবাদে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে দেশের যে অবস্থায় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার উদ্দেশ্য তদনুরূপ ছিল, এবং তাঁহার প্রবল পরিশ্রমেও তাঁহার শিষ্যগণের সমূহ যত্নে সে উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইয়াছে। দেশকে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার হস্ত হইতে মুক্ত করাই তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, ঈশ্বর প্রসাদে এতদিন পরে সে ইচ্ছা সম্পন্ন হইয়াছে, দেশীয় যতলোক সকলেই প্রায় প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অসারতা সম্যক্ রূপে বুঝিতে পারিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় এক্ষণে যে লোকেই অব-

স্থিতি করুন, তিনি সকল-মনোরথ হইয়া সহর্ষে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করিতেছেন।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এক্ষণে দেশের প্রায় সকল ভদ্র সমাজেই পৌত্তলিকতার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। কিন্তু যাদৃশ পৌত্তলিকতার উপর অভক্তি জন্মিয়াছে তাদৃশ সকল স্থানে সত্য ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস জন্মে নাই। সাহিত্য, পদার্থ-বিজ্ঞানাদি বিবিধ অপরা বিদ্যা নিগূঢ় রূপে অভ্যাস করিলে নিশ্চয়ই লোকের মন হইতে পৌত্তলিকসংস্কারজাত ভ্রম অপনীত হইতে পারে বটে, কিন্তু ব্রহ্ম-বিদ্যা ও মানবপ্রকৃতিতত্ত্ব সম্যক্ রূপে অনুধাবন না করিলে সত্যের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি একান্ত অনুরাগ হইবার সম্ভাবনা নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তর্ক খড়্গ হস্তে লইয়া পৌত্তলিকতাস্বরূপ নিবিড় অরণ্য ছেদন করিবার উপায় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পরমপিতার অনুগ্রহে তাঁহার আরব্ধ মহৎ কার্য্য কতকদূর সমাপিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই পরিষ্কৃত ভূমিতে বিশ্বাস তরু রোপণ করিতে হইবে, যাহার ফল ফুলে ভারতবর্ষীয়েরা পুরুষানুক্রমে ইহ লোকে এবং পরলোকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্বর্গীয় আনন্দের আস্বাদন সম্ভোগ করিতে পারে।

ব্রহ্ম-বিদ্যার দ্বারা একাল পর্য্যন্ত বঙ্গ দেশের যে কতদূর উপকার হইয়াছে তাহা আমরা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ। রাজপুরুষেরা যে, স্থানে স্থানে ইংরাজি এবং বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমরা পূর্ণ হৃদয়ে ধন্যবাদ করি। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যাই আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের কারণ। প্রথমে দুই একজন মহদ্ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় বন্ধু মণ্ডলীর মধ্যে পরাপর আলোচনা রহিত করিয়া আত্মালোচনা ও ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস প্রচলিত করেন। তৎপরে তাঁহাদিগের পবিত্রভাব নিদর্শক একখানি মাসিক পত্রিকা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত করিয়া বিশুদ্ধ তত্ত্বালোক অন্ধকারবৃত মাতৃভূমির সর্ব্বস্থানে বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সময়ের প্রয়োজনানুসারে একটী ব্রহ্ম-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল। এই প্রকারে বন্ধু হইতে বন্ধু মধ্যে, পত্রিকা হইতে পাঠক মধ্যে, বিদ্যালয় হইতে ছাত্র মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা-জ্যোতি প্রবেশ করিয়া এক্ষণে এ দেশীয় সকল লোক, সকল পত্রিকা, সকল বিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। যে স্থানে গমন করি ধর্ম্ম বিষয়েরই আলোচনা দেখিতে পাই। কৃতবিদ্য যুবক-বৃন্দ কর্তৃক সংস্থাপিত সভা মধ্যে, প্রাত্যহিক সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক সাম্বৎসরিক সকল প্রকার সম্বাদপত্র মধ্যে, বিদ্যালয়স্থ শিক্ষক ও শিষ্যগণ মধ্যে সকলের মধ্যেই বঙ্গ দেশে ব্রহ্মনাম ব্রহ্মালোচনা শ্রুত হয়। এই প্রকারে ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা প্রকৃত দেশোন্নতি ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্য সংসাধিত হইতেছে। আমরা সমুদায় হৃদয়ের সহিত স্বদেশীয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণকে উৎসাহ প্রদান করিতেছি যে, তাঁহারা অধিকতর অধ্যবসায়সহকারে প্রাণপণে ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত হউন, তাঁহাদের মঙ্গল হইবে, স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, এবং পরকালে তাঁহাদের মুক্তি লাভ হইবে। যেরূপ বঙ্গদেশ মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা হইতেছে এবং তাহার দ্বারা প্রভূত উপকার লব্ধ হইতেছে, সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহাই হইবে, সন্দেহ নাই।

অপিচ হিন্দু ধর্ম্মের গূঢ় ভাব সন্দর্শন করিলে প্রতীতি হয় যে, দেশীয় আচার ব্যবহারের সঙ্গে তাহার অভেদ্য সম্বন্ধ। হিন্দু ধর্ম্মকে বিনাশ করিতে গেলে দেশীয় প্রথাপরম্পরাকেও বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে

হয়, এবং এককালে সমাজচ্যুত হইতে হয়। আমাদিগের মধ্যে একটীও ব্যবহার দৃষ্ট হয় না যাহা হিন্দু ধর্ম্মের সহিত গাঢ় রূপে সংযুক্ত নহে। কি সামাজিক কি পরিবার সংক্রান্ত সকল প্রকার অনুষ্ঠান ই হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত ও অঙ্গস্বরূপ; সামাজিক প্রথা-পরম্পরা পরিত্যক্ত হইলে হিন্দুধর্ম্ম শূন্য বোধ হয় এবং অতি সহজেই বিনষ্ট হইতে পারে। হিন্দুধর্ম্মগত পৌত্তলিকতার উপর প্রায় সকলেরই অবিশ্বাস আছে, কিন্তু প্রকাশ্য রূপে তাহা পরিত্যাগ করা এই জন্য কঠিন যে তাহা হইতে প্রায় সামাজিক সকল আচার ব্যবহারকে জলাঞ্জলি দিতে হয়, এবং সমাজচ্যুত হইতে হয়। সুতরাং অন্য কোন মহত্তর ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে বিনাশ করিতে গেলে, সামাজিক শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। এজন্য ভ্রম কুসংস্কারে অননুরক্ত হইয়াও অদ্যাবধি অনেকে প্রকাশ্য রূপে স্বীয় বিশ্বাসানুযায়িক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু সত্য ও পবিত্র ধর্ম্মের সাহায্যে উল্লিখিত দেশাচার সমূহকে পরিবর্ত্তিত ও সুমার্জ্জিত করিলে পৌত্তলিক কুসংস্কার তিরোহিত হয় ও সামাজিক প্রথা লোকের অজ্ঞাতোপযোগী হিতকর হয়। হিন্দুধর্ম্ম প্রচারতাদিগের কি কৌশল! সামাজিক শাস্ত্রে তাঁহাদিগের কি অপূর্ব্ব দক্ষতা! ধর্ম্মকে সমাজপরিপোষক, এবং সমাজকে ধর্ম্মপরিপোষক করিয়া দিয়া তাঁহারা স্বাবলম্বিত মতাবলিকে এরূপ বিষম দুর্গাবেষ্টিত করিয়া গিয়াছেন যে, শত বৎসরের বিদ্বেষি চেষ্টাতেও তাহার অণুমাত্র ক্ষতি করিতে পারে নাই।

পরিশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই কৌশলকে অঙ্গীকৃত করিয়াছে। যেদিন "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" একটী আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল সেই দিনাবধি সত্যের এক নূতন মূর্ত্তি আমাদিগের নয়ন গোচর হইয়াছে। চিরকাল সাধারণ লোকের এই বিশ্বাস ছিল, অদ্যাবধিও অনেকের আছে, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম তার্কিক পণ্ডিত ও বিজ্ঞানবিৎদিগের ধর্ম্ম তাহা সামান্য লোকের হৃদয়ের এবং জীবনের অভাব মোচন করিতে পারে না; সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কোন কালে সমস্ত ভারতবর্ষের ধর্ম্ম হইবে এমত বিশ্বাস কোন ক্রমেই সম্ভবে না। কিন্তু একণে সে ভ্রম দূর হইয়াছে। প্রশান্ত গভীর উন্নততম জ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্যের মনোগত সকল অভাব মোচন করিয়া ক্রমে ক্রমে এই স্বর্গীয় ধর্ম্ম উপাসনা অনুতাপ দয়া ক্ষমা বিশ্বাস ন্যায় নির্দ্দোষিতা রূপে অতি অপ্রকৃষ্টগণের হৃদয়ে অবতরণ করিতেছে, এবং অঙ্গনাদিগের সরল সুকোমল হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকেও চরিতার্থ করিতেছে। কেবল ইহা নহে, আবার গৃহ ও সামাজিক কার্য্যের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া ভক্তদিগের জীবনে গূঢ়রূপে নিহিত হইতেছে। এতপ্রকার ধর্ম্ম, কোথায় কোন কালে প্রকাশিত হইয়াছিল? হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবেশ করিয়া দূষিত সামাজিক ক্রিয়াকলাপকে সুমার্জ্জিত করিতেছে, গূঢ়াভ্যন্তর ভেদ করিয়া গার্হস্থ্য আচার ব্যবহারকে পবিত্র করিতেছে, বালক বালিকা, যুবক, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সকলের আন্তরিক সাধু ইচ্ছা সকল পূর্ণ করিয়া অচ্ছেদ্য অটল অবিনশ্বর কবচে আপনার শরীরকে আবেষ্টিত করিতেছে। বর্ত্তমান কালে হিন্দুসমাজ মধ্যে কি দৃষ্ট হয়? কেবল বিবাদ, বিরোধ, শত্রুতা, স্বেচ্ছাচার, কপটতা, নাস্তিকতা। এসকল কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? সমাজগত দুর্নীতি প্রথাবলি হইতে। যে সমাজের আচার

ব্যবহার সমাজস্থ লোকদিগের ইচ্ছার এবং অভ্যুদয়ের সঙ্গে যে পরিমাণে বিভিন্ন, সেই পরিমাণে সেই সমাজ দুরবস্থাগ্রস্ত; এবং যে পরিমাণে উল্লিখিত আচার ব্যবহার লোকদিগের অভাবের উপযোগী সেই পরিমাণে সমাজ সুখী ও উন্নতিশীল। হিন্দু সমাজের প্রথাবলি উন্নতজ্ঞান উত্থানোন্মুখ অধ্যবসায়-সম্পন্ন নব্য সম্প্রদায়ের ইচ্ছা বিরুদ্ধ, হৃদয় বিরুদ্ধ জ্ঞান বিরুদ্ধ, ধর্ম্মবুদ্ধি বিরুদ্ধ। অতএব হিন্দুসমাজ অতি অকল্যাণকরঅবস্থাপন্ন হইয়াছে। সাগর উচ্ছ্বলিত হইলে বরং তাহাকে সামান্য বালুকা বন্ধনে আবদ্ধ করিও, আগ্নেয়গিরিগহ্বর নিঃসৃত ধাতুধূম প্রস্তর অগ্নি নিস্রবণকে বরং নিশ্বাস দ্বারা নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করিও, তথাপি মনুষ্যাত্মার নির্ঘোষিত সমুন্নত বলবতী আশাকে অবরোধ করিও না। সেই দুশ্চেষ্টাতেই ভারতবর্ষের এই দুরবস্থা, বঙ্গদেশের এই দুর্দ্দিন!

একদিকে ভ্রমসঙ্কুল অপবিত্র সামাজিক দেশাচার, অপর দিকে বিকৃত অস্বাভাবিক বিদেশীয়ব্যবহারের হীন অনুকরণ ও সমাজবিচ্যুতি; একদিকে কুসংস্কার অজ্ঞানতা পৌত্তলিকতা, অপর দিকে সংশয় নাস্তিকতা অথবা ক্রিয়াকলাপশূন্য ভক্তিশ্রদ্ধাহীন গৃহসমাজবিবর্জ্জিত প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন কার্য্য-কারণ-সঙ্কুল সূক্ষ্মতম দুর্ব্বোধ্য বিজ্ঞান ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহার মধ্যবর্ত্তী হইয়া সকলের মধ্যে শান্তি সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতেছে। সুপবিত্র জ্ঞানে সকল প্রকার ভ্রমপ্রমাদ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ সম্যক্ অবগত হইতেছে, এবং মনুষ্য জন্মের সফলতা বিধান করিতেছে। সুপবিত্র প্রীতিতে দীন, দরিদ্র, ধনী, বিদ্বান, মূর্খ, পাপী তাপী সকলের হৃদয়ের অভাব মোচন করিতেছে, এবং সুপবিত্র অনুষ্ঠান প্রণালীতে সামাজিক শৃঙ্খলা নিবদ্ধ করিতেছে; বিদেশীয় ব্যবহার পদ্ধতির সত্যাসার সংগ্রহ করিতেছে; সামাজিক শাস্ত্রের বিশুদ্ধ উপদেশ ক্রমে সমাজকে এবং ধর্ম্মকে একত্রিত করিয়া প্রগাঢ় ও অভেদ্য রূপে আবদ্ধ করিতেছে, এবং নাস্তিকতা ও সংশয়াপন্ন বিজ্ঞান ধর্ম্মের পথ অবরোধ করিতেছে। হে বঙ্গবাসীগণ! হে আর্য্যাবর্ত্ত নিবাসী ভ্রাতৃগণ! জাগ্রত হও, অজ্ঞানতা পরিহার কর, মুমুক্ষু হইয়া পরমেশ্বরের প্রসাদে কাল্পনিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, এবং নিত্য সত্য ধর্ম্মকে অবিলম্বে আশ্রয় করিয়া চিরদিন পরম সম্পদ্ উপভোগ কর। "সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যং। সত্যং চর সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।" কাল্পনিক ধর্ম্মের পথ পরিত্যাগ করিয়া সত্যকে আশ্রয় কর, ব্রহ্মকে আশ্রয় কর, এবং তাঁহার আদিষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্মকে আশ্রয় কর।

মনোবিজ্ঞান।

ধন্য সেই জগদীশ্বরকে যিনি এই বিচিত্র মনুষ্য জীবনকে সংরচিত করিয়াছেন। যত বার তাঁহার সৃষ্টি কৌশল পর্য্যালোচনা করিতে নিযুক্ত হই ততবারই মনুষ্য জীবনের অত্যাশ্চর্য্য রচনানৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত হই। যদ্যপি সর্ব্বাবয়ব-পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শরীর মন্দিরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, দেখিতে পাই অস্থি মাংস স্নায়ু শিরা প্রভৃতি যথা স্থানে অনুপম কৌশলসহকারে সন্নিবেশিত হইয়া উৎকৃষ্ট অঙ্গ সৌষ্ঠব সাধন করিতেছে। রসশোণিতস্রোত-ঘন-বিন্যাস অগম্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক লোমাগ্রকে পর্য্যন্ত

পরিপুষ্ট করিতেছে। নিশ্বাস পরিপাক রক্তসঞ্চালনাদি বিস্ময়কর ক্রিয়া আপনা আপনি সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। কর্ণযন্ত্র চক্ষুযন্ত্র তংজন্ত্র প্রভৃতি প্রত্যেক শারীরিক যন্ত্রই বৈচিত্র ও বুদ্ধির অগম্য বোধ হইতেছে। কিন্তু আবার যদ্যপি মহত্তর আশ্চর্য্যতর উৎকৃষ্ট মনোমন্দিরের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করি তবে [illegible] বিমোহিত এবং স্তব্ধ-পুলকে [illegible] হইয়া পড়ি। যে শারীরবিদ্যা আলোচনা করিয়া সহস্র নাস্তিকের কঠিন হৃদয় পরমার্থ ভক্তি রসে আর্দ্র হইয়া যাইতেছে, শরীর বহির্ভূত যে বাহ্যবিজ্ঞান আলোচনায় মনুষ্য প্রতিপত্তি ও মনুষ্য সভ্যতা গিরিশৃঙ্গ সাগর দেশ কালের ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, মনই তাহার নিবাস ভূমি। মনের অথবা জ্ঞানের নিয়ন্তৃত্বের প্রতি নির্ভরশীল হইয়া এই সমস্ত অবস্থিতি করিতেছে, এবং যে স্থানে মনের যে রূপ অবস্থা, সে স্থানে তাহাদিগের তাদৃশ অবস্থা।

বস্তুতঃ জ্ঞানোন্নতির স্বভাব ঈদৃশ বটে যে তাহা এক বিষয়ে সংঘটিত হইলে তৎসম্বন্ধীয় সকল বিষয়েরি উৎকর্ষ সাধন করে এবং দূরস্থিত অলক্ষিত অনেকানেক বিষয়ের সঙ্গেও তাহার গাঢ় সম্বন্ধ নিবদ্ধ করে। শারীরবিদ্যায় যে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি হইবে, বাষ্পতত্ত্ব জ্ঞানে যে যন্ত্রবিজ্ঞানের উৎকর্ষ লাভ হইবে ইহ। সম্পূর্ণ রূপে সম্ভাবিত, কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যায় নাবিকতা শাস্ত্রের উন্নতি হইবে, রসায়নশাস্ত্রে কৃষি কার্য্যের উপকার হইবে, তাড়িৎবিজ্ঞানে [illegible] বংশের উৎকর্ষ লাভ হইবে কে প্রত্যাশা করিয়াছিল? অতএব সহজেই প্রতীত হইবে যে বিদ্যা মণ্ডলীর মধ্যে একটী অতি গাঢ় সম্বন্ধ [illegible]। এই সম্বন্ধ দ্বারা একটী বিদ্যার উন্নতি হইলে সকল গুলিরই উন্নতি হয়। স্থির সলিল প্রশস্ত সরোবর বক্ষে সহসা প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ সমস্ত জলরাশি আন্দোলিত হয় এবং সমুজ্জাত তরঙ্গ মালা ক্রমশঃ প্রশস্তীকৃত হইয়া কূলকে আলিঙ্গন করে, সেই রূপ হিল্লোলিত বিদ্যা সরসীর তরঙ্গরাজি নিয়ত বিস্তৃত হইতে থাকে এবং পরিশেষে তাবৎ সলিলরাশিকে আচ্ছন্ন করে। পরন্তু সকল বিদ্যারই মনের সঙ্গে সমান সম্বন্ধ। তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ হইলে দণ্ডেকের জন্য কোন বিদ্যাই তিষ্ঠিতে পারে না। মনই বিদ্যা রাজ্যের রাজধানী, তাহা অধিকার করিলে আর সকলই অধিকৃত হয়, তাহার তত্ত্ব অবগত হইলে সকল তত্ত্বই অবগত হওয়া যায়। কারণ যে কোন প্রকার জ্ঞান অনুধাবিত হউক মনোবৃত্তির পরিচালনাই তাহার অপরিত্যাজ্য উপায়, তদ্ব্যতিরেকে কোন বিদ্যারই উন্নতি সম্ভাবিত নহে। কি রাজনীতি বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতগণ, কি সুনিপুণ চিত্রকর দল, কি সুমার্জ্জিত বুদ্ধি ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞগণ, কি কঠোর পরিশ্রমী পদার্থ বিৎবর্গ, কি সুবক্তৃতা পটু পণ্ডিত দল, সকলেরই যথোচিত রূপে মনোবৃত্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, এবং মনতত্ত্ব অবগত হইতে হয়। সকল বিদ্যা সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান এরূপ আবশ্যক ও মহৎ। মনোবিজ্ঞানের এবম্বিধ মহত্বকে সাম্বন্ধিক মহত্ব কহে। কিন্তু এই সম্বন্ধিক মহত্ব ব্যতিরেকে ইহার একটী উচ্চতর স্বতন্ত্র মহত্ব লক্ষিত হয়।

পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ, এবং মনুষ্যের মধ্যে মনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীন গ্রীস দেশীয় একজন সত্যজিজ্ঞাসু তাঁহার আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভগবন্! কোন বিষয় চিন্তা করিলে সুখী হওয়া যায়? আচার্য্য উত্তর করিলেন "আত্ম বিষয়ে

[illegible] দূরবীক্ষণ বিশাল মুক্ত-
[illegible] সংযুক্ত
[illegible] নৌর-
জগত অন্তরীক্ষে, জ্ঞান [illegible] । যে
আকাশ গর্ভে তুমি এক্ষণে বর্ত্তমান তাহা
তোমাকে পরিবৃত করত কোটি কোটি যোজন
ঊর্দ্ধে অগণ্য অদ্ভুত লোক মণ্ডলকে ধারণ
করিয়া মনাতীত অনন্তের পথে ওতপ্রোত
হইয়া স্থিতি করিতেছে। এই আকাশের
সহযোগেই সেই দুর্গম দুরবগাহ্য অসংখ্য
লোক নিচয়ের সহিত তোমারক্ষুদ্র শরীরের
অচির সম্বন্ধ তুমি অনুভব করিতেছ, এবং
তাহাদিগের আদি অন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া
কালের অসীমতা হৃদ্গত করিতেছ। কিন্তু
জ্ঞান দৃষ্টিকে অন্তর্জগত সাবধানে দর্শন কর,
অগণ্য লোক মণ্ডিত অসীম আকাশ অ-
পেক্ষা মহত্তর রূপে অনন্তেরভাব তোমার
আত্মায় প্রতিভাত হইবে—অনন্তজ্ঞান অ-
নন্তপ্রীতি অনন্ত পবিত্রতার আভাস উপলব্ধি
করিয়া কৃতার্থ হইবে। মহান্ প্রকাণ্ড
সৌর জগতের উপমায় তোমার শরীর ধূলি-
কণাবৎ যৎসামান্য। এক দিকে সংখ্যাতীত
অপরিমেয় লোকরাশি সহস্র সহস্র বৎসর
আকাশ বক্ষে ভ্রাম্যমান হইতেছে, আর
দিকে কীটবৎ মানবদেহ রোগে শোকে শীর্ণ
হইয়া পৃথিবীতলে বহু ক্লেশে বিচরণ করি-
তেছে এবং শত বৎসর অতিবাহিত না হইতে
হইতে মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইতেছে।
অতএব বিশ্ব জগতের সহিত আমাদিগের
শরীরের নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী সম্বন্ধ এবং তৎ-
সম্বন্ধে আমরা কীটানুকীট সমান অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু মনোজগতের মহত্ত্ব
কি বিচার কর। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] অতীন্দ্রিয় দ্যু-
লোক মণ্ডলেরও শেষ আছে, সেই জ্ঞানেতেই
প্রত্যক্ষবৎ অবগত হইয়েছি যে অতীন্দ্রিয়
আত্মানিহিত প্রীতি পবিত্রতার অন্ত নাই।
বরং সূর্য্য নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে, বিশ্ব সেতু
ভগ্ন হইয়া যাইবে, আকর্ষণ বিকর্ষণ বি-
র্জ্জিত হইয়া ঘোরতর সংঘর্ষণে লোক লো-
কান্তর চূর্ণ হইয়া যাইবে, তথাপি আত্মার
বিনাশ হইবে না। ঈশ্বরের প্রতিকৃতি
আত্মা, অবিনশ্বর সত্য স্বরূপের প্রতিকৃতি।
এবম্প্রকার আত্মার স্বতন্ত্র মহত্ত্ব।

বহির্জ্জগতে ঈশ্বর প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি
করিতেছেন, অন্তরেই তাঁহার উজ্জ্বল প্র-
কাশ। প্রাকৃতিক ঘটনাপরম্পরা মনের
সঙ্গে বিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ হইলে অর্থ হীন লক্ষ্য
হীন কঠোর কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা মাত্র প্রকাশ
করে, কারণ শক্তি সৌন্দর্য্য ও কৌশল যাহা
কিছু সকলই মনের ভাব। এই জন্য যা-
হারা ভ্রমান্ধ ও আত্মতত্ত্ববিমূঢ় হইয়া মনো-
বিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করে, তাহারা প্রকৃতিকে
সৌন্দর্য্য শক্তি ও স্রষ্টা বিহীন অনন্ত কার্য্য-
কারণ স্রোত বিবেচনা করে, এবং ঘোর
নাস্তিকতা পঙ্কে নিমগ্ন হয়। কিন্তু যে ধীর
প্রকৃতি মহাত্মারা আত্মানুসন্ধান করিয়া তদ-
ন্তর্ভূত জ্ঞান প্রীতি ও স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় বিবিধ
মনোবৃত্তিকে উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করেন
এবং তৎসাহায্যে জগতস্থিত সকল বিষয়ের
অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেন, তাঁহারাই ঈশ্বর-পরায়ণ
ধর্ম্মশীল, তাঁহারাই সংসার প্রহেলিকার য-
থার্থ তত্ত্ব অবগত হয়েন। আত্মানুসন্ধানে
আত্মালোচনায় বিরত হইয়া বাহ্য আমোদে
উন্মত্ত হইলে, কিম্বা শুদ্ধ ভৌতিকপদার্থ-
বিজ্ঞানে নিমগ্ন হইলে, মনের প্রকৃত মহত্ত্ব
খর্ব্ব করিয়া বহির্জ্জগতকে তদুপরি উত্তো-
লন করিলে, প্রায় নাস্তিকতা ও অধর্ম্ম আ-
ইসে। গর্ব্বিত আত্মাভিমানী বিশ্বাসশূন্য

দোষকে দুর্ব্বলকে পীড়ন করিও না—পান-দোষ, ব্যভিচার-দোষ ত্যাগ কর—এই সকল আদেশ তাহার শ্রবণে যেন বজ্রপাত হয়। যাহারা সর্ব্ব-প্রযত্নে বিষয়-সুখকেই সেবা করিতেছে, তাহারা ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ করিতে মৃত-তুল্য হয়। "ধর্ম্মং চর" ধর্ম্মানুষ্ঠান কর, এই অর্থ-পূর্ণ গুরুতর আদেশ তাহারদের নিকটে অনেক সময় অর্থ-শূন্য সারহীন হয়। তাহারা ধর্ম্মকে ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য আলিঙ্গন করে না, তাহারা অর্থ চায়, সুখ চায়—অগ্রে লাভ ক্ষতির বিষয় বিবেচনা করে। এই জন্য ধর্ম্ম তাহারদের নিকট কঠোর গুরু, তাহারদের সুখ-ভোগের বিঘ্নকারী। তাহারা অনেক সময়ে ধর্ম্মের গূঢ়তম [illegible] বাক্য সকল অবহেলা করিয়া মহা দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

[illegible] প্রার্থনায়, ব্রহ্ম যাঁহার লক্ষ্য, ধর্ম্ম তাঁহার অনুকূল হইয়া তাঁহারই প্রার্থনীয় [illegible] তাঁহার নিকটে আনিয়া দেন। ধর্ম্ম এক জনের কঠোর শিক্ষক—আর এক জনের হৃদয়-বন্ধু। কারণ দুই জনের লক্ষ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য সংসারে ভ্রমণ করেন, আর এক জন ঈশ্বর-প্রীতির উদ্দেশে সংসার-ধর্ম্ম পালন করেন।

যাহারদের ঈশ্বরেতে বিরাগ ও বিষয়েতে অনুরাগ, তাহারা স্বীয় হৃদয়ে ঈশ্বরের আনন্দ-রূপ অমৃত-রূপ দেখিতে পায় না। বিষয়-লোলুপ ও মোহান্ধ হইয়া পাপাগ্নিকে রত্ন বোধে গ্রহণ করিতে যায়, দগ্ধ হইয়া ফিরিয়া আইসে। মস্তকে ধর্ম্ম-দণ্ড সহ্য করে, ঈশ্বরকে দেখে যে তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক। তাহারা অন্যায়ার্জ্জিত সম্পত্তি ও পাপ-প্রবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে চাহে না, তাহারা তাঁহা হইতে দূরেই যায় এবং দূরে থাকিবার অভিলাষ করে—সুতরাং নির্ভয় হইতে পারে না, সংসার-মোহে মুগ্ধ থাকিয়া শোক করিতে থাকে। তাহারদিগকে এই সকল যন্ত্রণা তাড়না কেন ভোগ করিতে হয়? ঈশ্বরের অভিপ্রায় এই যে তাহারা বিষয়-সুখেতেই তৃপ্ত না থাকুক। তাহারা আপনার হীন লক্ষ্য পরিত্যাগ করুক। তাহারা দুর্জ্জন-সেব্য ভীষণ অরণ্য হইতে আপন পিতার আলয়ে ফিরিয়া আসুক, যেখানে শোক দুঃখের বল নাই, সংসার যন্ত্রণার স্থান নাই, পাপ তাপের অধিকার নাই।

বিষয় যাহারদের লক্ষ্য, [illegible] তাহারদের শান্তি নাই। [illegible] কেবল বিষয় সুখেই পরিতৃপ্ত। [illegible] পৃথিবীর সমুদয় ধন লইয়া যাইতে চাহে। তিনি যদি এখনো [illegible] বিষয় সুখ পরিত্যাগ করেন—[illegible] জন্য সত্য পালনের জন্য [illegible] স্বীকার করেন, তবে মনেতে [illegible] ত্যাগ করিলে [illegible] লাভ হইবে। [illegible] পবিত্র হৃদয়েও বিষয় পাশাবদ্ধ [illegible] ভুলেন। বিষয়ীদের [illegible] ভুল। এই জন্যই উপনিষদে আছে—"পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং"। [illegible] বাহ্য বিষয়েরই অনুগামী হয়, তাহারা বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়।

কিন্তু ব্রাহ্মদিগের কি আশা, কি অভিলাষ! তাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন জগতে ঈশ্বরের মঙ্গল মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন, তাঁহাকে বিশুদ্ধ প্রীতি আরো অধিক দিতে পারিবেন। তাঁহার জন্য এক স্বর্গ

নয়—দেব-লোক হইতে দেব-লোক তাঁহার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে; উৎকৃষ্ট জ্ঞান-প্রীতি-সমন্বিত দেবতা-সকল তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। অনন্ত-স্বরূপ তাঁহার লক্ষ্য—অনন্ত কাল তাঁহার জীবন। তিনি স্বর্গ হইতে স্বর্গ-লোকে ক্রমিকই ঈশ্বরের সন্নি-হিত হইতে থাকিবেন; প্রতি দিনই তাঁহার [illegible] হইবে। আমরা এই এখানেই ঈশ্বরকে প্রীতি দান করিয়া যত টুকু আনন্দ উপভোগ করি, যদি তাহার এক মাত্রা আর অধিক হয়, তবে সে প্রেম, যে আনন্দ বি-[illegible] হয়, না যাহাকে [illegible] হয়; তবে স্বর্গ-লোকে তাঁহার পবিত্র আনন্দ যাহা উপভোগ করিতে পাইব, তাহা এ পৃথিবী হইতে কি প্রকারে অনুভূত হইবে? আমরা এই পৃথিবী হইতে লোকান্তরে জ্ঞানেতে প্রীতিতে উন্নত হইয়া যখন ঈশ্বরের সঙ্গে আরো নিকট-ভাবে সম্মিলিত হইব, তখন আমারদের কি না আনন্দ হইবেক? এই আ-শাতেই [illegible]। ব্রাহ্মধর্ম্ম অ-স্মারদের মনে এই উন্নত আশা প্রেরণ করি-তেছেন। তিনি উপদেশ দিতেছেন যে আমরা ঈশ্বরের পালিত সন্তান নহি। আমরা পরম পিতার ত্যক্ত পুত্র নহি। আমরা অমৃতের পুত্র—অমৃত-লাভের অধিকারী। দেবতাদের সঙ্গে আমারদের সমান অধিকার। আকাশে অসংখ্য অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় লোক-মণ্ডলে জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রীতিতে উন্নত দেবতা-সকল যাঁ-হার মহিমা সহস্র স্বরে গান করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গেই আমারদের নিত্য কালের যোগ। এই সময়েই এখন আমারদের স্তুতি-গীতে আকাশ পূর্ণ হইতেছে, এখনি কত কত জ্যোতির্ম্ময় লোক হইতে ঈশ্বরের ম-হিমা-ধ্বনি উচ্চারিত হইতেছে। যে যেখান হইতেই তাঁহার পূজা করে, সকল পূজাই তাঁহার পদতলে একত্র হইয়া মিলিত হয়।

হে পরমাত্মন্! আমারদের প্রতি তো-মার কৃপা বিতরণ কর। এই বঙ্গ দেশের দীন হীন সন্তানগণ পাপেতে মলিন রহি-য়াছে। যেখানে দেখি, লোকেরা তো-মাকে ছাড়িয়া কেবল বিষয়-সুখে উন্মত্ত রহিয়াছে। হে পরমাত্মন্! যোড় করে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি, তুমি আমারদের হৃদয়কে পবিত্র কর। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নত লক্ষ্য সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়া এই বঙ্গ দেশের দূষিত ভাব পরিষ্কার কর। হে নাথ! তোমা ভিন্ন আর আমারদের গতি নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

গ্রীষ্ম-চিন্তা।

সমস্ত জগৎ-ক্ষেত্রে এবং মানব-জীবনে, সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত রহিয়াছে। যৎকালে সুমন্দ-সঞ্চালিত বসন্ত-সমীরণ কুসুমিত [illegible] কিরীটি হইতে গন্ধ বহন করে তখনও তাঁহার মহিমা, আর এখন যে প্রবল গ্রীষ্ম তাড়নায় বিকলাঙ্গ ও দীপ্ত শিরা হইয়া পৃথিবীর সমস্ত জীব হাহাকার করিতেছে এখনও তাঁহার মহিমা। যৎকালে কষ্ট-সাধ্য ধর্ম্ম-ব্রত পালন করিয়া প্রশান্ত-চরিত্র ধার্ম্মিকের হৃদয়াকাশে আনন্দ-জ্যোৎস্না প্রকাশিত হয় তখনও তাঁহার মঙ্গল ভাব, এবং আত্ম-গ্লানি ও অনুশোচনার কশাঘাতে আকুলিত হইয়া পাপী যখন হা হতোস্মি শব্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে তখনও তাঁহার মঙ্গল ভাব উজ্জ্বল রূপে প্রত্যক্ষ হয়।

এই ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম কালে কেহ কেহ বিষম অঙ্গতাপে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করত স্বেদ-সিক্ত শয্যা পরিত্যাগ করিয়া দুর্ব্বল কর্ম্মা-ক্ষম শরীরে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করি-

লেন, এবং আলস্যে আকুল হইয়া অর্দ্ধমুদ্রিত অবসন্ন নয়নে বারম্বার ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন। কোন ক্রমেই দিবারম্ভের মধুরতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কেহ কেহ বা দারুণ যামিনীর সকল ক্লেশ নিবারণ মানসে প্রাতঃকালে বহু ক্ষণ শয্যাবলুণ্ঠিত হইয়া অধিকতর নির্বীর্য্য ও নিষ্প্রভ শরীরে নিতান্ত অনিচ্ছা-ক্রমে দিবসের নিয়মিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। অপর কেহ কেহ সমস্ত রজনী উৎসব-কোলাহলে উন্মত্ত ছিলেন, এবং ভয়ঙ্কর জঘন্য আমোদে শরীর-মনের তাবৎ বল নিঃশেষিত করিয়া, অধোবদনে, মৃতকল্প শরীরে, লজ্জা ও গ্লানিপূর্ণ হৃদয়ে, এক্ষণে আপনাদিগের দুশ্চরিত্রের বিষয় স্মরণ করিতেছেন। প্রকৃতির প্রফুল্ল মুখ-কমল অবধি ম্লান ও বিষণ্ণ বোধ হইতেছে। স্বীয় অধিকার-কাল আরম্ভ না হইতে হইতে কুপিত বিভাবসু সহস্র বিষময় খররশ্মিজাল দ্বারা অসময়ে বসুন্ধরার শান্তি-শৈত্যকে বিনষ্ট করিতেছে। ঊষার শিশির-হার দূর্ব্বাবসনকে পরিত্যাগ করিল, পক্ষিগণ নীরব হইল, এবং সদ্যোজাত প্রাতঃকুসুমরাজি অকালে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। ক্রমাগতই দিবসের ভয়ঙ্কর ভাব বৃদ্ধি হইতেছে! গ্রীষ্ম-জর্জ্জরিত অবসন্ন শরীরে, হে সর্ব্বমঙ্গলময় পরমপিতা! প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রত্যেক ব্রাহ্ম প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে তোমার স্নেহ স্মরণ করিতেছেন, প্রতি জনেরই হৃদয় অনুপম ভক্তি-রসে আর্দ্র হইতেছে, এবং সকল তাপ সকল ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া প্রতিজনেই অন্তর-জগৎ-মধ্যে বসন্ত-শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। তুমি ভক্তবৎসল-দীন শরণ, তুমি ধনী নির্ধন সকলেরই বিমল বাসনা পরিপূর্ণ করিতেছ, ও সকলের শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ নিবারণ করিতেছ। হে নাথ! তোমাকে ধন্যবাদ করি; জীবনের দুঃখ-হুতাশনে যেন তোমার প্রসাদ-বারি আমাদিগের আত্মায় পতিত হয়, এবং যখন পাপদগ্ধ অনুতাপিত ও নিতান্ত মুমুক্ষু হইব, তখন যেন তোমার প্রসন্ন মুখ দর্শন করিয়া নিরাপদ্ এবং কৃতার্থ হইতে পারি।

এই গ্রীষ্ম কালের মধ্যাহ্ন সময় কি ভয়ানক! প্রচণ্ড রবিনিঃসৃত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দহনে সমস্ত জগৎ-ক্ষেত্র দাহ্যমান হইয়া উঠিল, কাহার সাধ্য বহির্ভাগে গমন করে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, পশুপক্ষী নীরব, পথ ঘাট জ্বলন্ত অঙ্গারসমান উত্তপ্ত, এবং সরোবরসলিল বিষম উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। সকলই নীরব, কেবল মধ্যে মধ্যে লুক্কায়িত বৃক্ষোপবিষ্ট নির্জ্জন দেশ বায়সের শোক সূচক শব্দ আকাশ ভেদ করিয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে; অপর। কোন শোকাতুরা জননী একাকিনী শূন্যগৃহে ধরাবলুণ্ঠিত হইয়া প্রাণসম পুত্রের বিয়োগ ব্যাপার স্মরণ করিতেছেন, এবং দুর্নিবার শোক বেগ সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়া বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে ভগ্ন কণ্ঠে বিলাপ করিতেছেন; তাঁহার রোদনধ্বনি মধ্যে মধ্যে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং হৃদয়কে দ্রবীভূত করিতেছে। এই গম্ভীর সময়ে হে পরমাত্মন্! আমরা তোমার শরণাপন্ন হই। এ ক্ষণে যাঁহারা তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন তাঁহারা সমুদ্রমধ্যে মহান আনন্দে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। কি নগরের ব্যস্ততা ও কর্ম্মকোলাহলমধ্যে, কি পল্লীগ্রামস্থ নিস্তব্ধ গম্ভীর শান্তিমধ্যে, কি সাগরবক্ষঃস্থিত পোতমধ্যে, কি নির্জ্জন অরণ্যের নিস্তব্ধ গিরিগুহামধ্যে, যেখানে তাঁহারা অবস্থিতি করিতেছেন সেখানেই সাধুকর্ম্মজনিত নিত্য শাশ্বত সুখ সম্ভোগ করিয়া তোমার নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। এই কালের সঙ্গে এবং মৃত্যুর সঙ্গে নিগূঢ়

সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, ইহা যেন নিয়তই মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া দিতেছে। মৃত্যুর নিস্তব্ধ নীরব অসহায় ভাব যেন ইহাতে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার ন্যায় মৃত্যুর সময় সকলই নিস্তব্ধ ও গভীর। এক্ষণকার ন্যায় তৎকালে শরীর অবসন্ন ও বিকল হইবে এবং সময়ে সময়ে সুষুপ্ত মনোমধ্যে প্রিয় পরিজনের রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হইবে। আত্মা সেই অনন্ত শোভা পর লোকের দিকে ধীরে ধীরে গমন করিবে, এবং সভয় ও একাগ্রচিত্তে স্বীয় কর্ম্মফলাফল চিন্তা করিতে করিতে সেই ক্রন্দনশব্দে চকিত হইবে। সংসারপ্রস্ফুটিত সুখ-কুসুম শীর্ণ জীবনতরুকে পরিত্যাগ করিবে এবং ম্লান-শুষ্ক ও সৌরভ বিহীন হইয়া পৃথিবীর ধূলিতে পতিত হইবে, বিদেশ বিদেশ বোধ হইবে, স্বদেশ স্বদেশ বোধ হইবে। পাপ-হুতাশন দহনে শুষ্ক-হৃদয় হইয়া কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে বলিবেন "হা! কোথায় আসিয়াছিলাম, কোথায় গমন করিতেছি, কাহার নিমিত্ত, কিসের জন্য এত দিন পরিশ্রম করিলাম? হা! এই সময়ে এক বিন্দু শান্তিবারি দান করিয়া এই নিরাশ্রয় বিদেশীর যন্ত্রণা কি কেহ নিবারণ করিবে না? বন্ধু-বান্ধব-স্ত্রী-পুত্র কোথায় রহিলে? হে পতিত-পাবন দুঃখীর জীবন পরমেশ্বর! তোমাকে বিস্মৃত হইয়া যাহাদিগের জন্য এত দিন মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলাম তাহারা এই ঘোর বিপদের সময় আমাকে পরিত্যাগ করিল। তুমি পাপী তাপী কাহাকেও পরিত্যাগ কর না, এই ভরসায় আমি অনন্যগতিক হইয়া প্রার্থনা করিতেছি যে তোমার ন্যায়ানুগত শাস্তিঅগ্নিতে আমার অপবিত্র আত্মাকে পরিশোধিত করিয়া চরণধূলিতে স্থান দাও।" আর যাঁহারা জীবনের শীত বসন্ত গ্রীষ্ম সকল কালেই সমভাবে যথা-সাধ্য ধর্ম্মের আদেশ পালন করিয়াছেন তাঁহারা এই সময়ে বলিবেন "যে দিনের জন্য এত কাল পরিশ্রম করিয়া প্রস্তুত হইয়াছি, অদ্য সেই দিন উপস্থিত। হে অ-নাথের নাথ পরমেশ্বর! চিরজীবন একাদিক্রমে যে সমস্ত সুখসম্পদ্ অজস্রধারে বিতরণ করিয়াছ তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমাকে ধন্যবাদ করি। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, ধন-জন-ঐশ্বর্য্য যাহা কিছু আমাকে প্রদান করিয়াছিলে সকলই তোমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া বিদায় হইতেছি, তুমি সকলই রক্ষা কর; আমি একাকী একমাত্র ধর্ম্ম সম্বল গ্রহণ করিয়া অনন্তের পথে যাত্রা করিতেছি, তুমি আমার সহায় হও।

মৃত্যুর পরে পর লোক যেরূপ মধ্যাহ্ন কালের পর সন্ধ্যাগমন সেইরূপ? সূর্য্য অস্তমিত হইলে প্রকৃতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। নভোমণ্ডল সমুজ্জ্বল ক্ষৌমাম্বরে অবগুণ্ঠিত হয়, এবং ভাগিরথীপারে পশ্চিম দিক্ মহাপ্রভ নীল পীত লোহিতাদি বিবিধ বর্ণানুরঞ্জিত সুপ্রশস্ত যবনিকায় সুশোভিত হয়; পরিশ্রান্ত বিভাবসু তাহার অন্তরালে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং প্রকৃতি রঙ্গভূমিতে নূতন নূতন অভিনেতার আবির্ভাব হইতে থাকে। শোভনতমা সুকুমারী মেদিনী হরিদ্বসনে পীতচ্ছটা ধারণ করে, মুকুলিত সন্ধ্যাকুসুম একে একে প্রস্ফুটিত হয়, ঘন-হিল্লোলিত বিশুদ্ধ দক্ষিণ সমীরণ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয়, এবং নিজ নিজ বাসবৃক্ষে বিচিত্রকায় ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিহঙ্গম একত্রে ললিত কলরব আরম্ভ করে। এই সময়ে পরলোকের ভাব স্মরণ না করিয়া কে নিরস্ত থাকিতে পারে? ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে মৃত্যুই ব্যবধান। সূর্য্য যেমন পশ্চিম আকাশে অস্তমিত হইয়া অন্য স্থানে উদিত হয়, সেইরূপ জীবনের পাপ তাপ পরিশ্রম সাঙ্গ

করিয়া ধার্ম্মিক জনের আত্মা মৃত্যুযবনিকার অন্তরালে অতিক্রান্ত হয়। সূর্য্যাস্তসময়ে পশ্চিম আকাশ যেরূপ দেদীপ্যমান বোধ হয়, ধার্ম্মিক আত্মার নিকট মৃত্যুও তদ্রূপ বোধ হয়, কারণ মৃত্যুই উজ্জ্বল ব্রহ্মধামের প্রবেশদ্বার। স্বর্গীয় আনন্দ-সমীরণে ধার্ম্মিক আত্মার পবিত্র আশা-কুসুম বিকসিত হয়, হৃদয়ভার লঘু হইয়া যায়, প্রীতি নবীন বেশ গ্রহণ করে, শ্রদ্ধা ভক্তি অনিবার্য্য বেগে উচ্ছলিত হয়, এবং তাহার কণ্ঠ-নিঃসৃত ব্রহ্মনাম সমস্ত অমর-লোকে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। এই রূপে বীত-শোক, বীতপাপ, হৃদয় ভার বিমুক্ত হইয়া পৃথিবী হইতে প্রতি দিন কত আত্মা পর-লোক নিকেতনে গমন করিতেছে, এবং চিরকালই গমন করিবে।

কিন্তু প্রতিদিবসই ত প্রকৃতি শোভা ধারণ করে না। কখন কখন দিবাবসানেও গ্রীষ্ম-তাপ সমভাবে অবস্থিতি করে। বায়ু অবরুদ্ধ হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিচালন কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে, আকাশমণ্ডল অপরিস্ফুট মলিন বর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হয়, সূর্য্যালোক পর্য্যন্ত সম্যক্-রূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। বৃক্ষ-পত্রচয় স্থির হয়, এবং পক্ষিগণ নীরবে আকাশ-মার্গমধ্য দিয়া স্ব স্ব কুলায়ে পলায়ন করে। অকস্মাৎ গভীর কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতায়তন মেঘমালা দলবদ্ধ হইয়া অন্তরীক্ষে বেগে বিচরণ করে, এবং নিমেষের মধ্যে পৃথিবীকে অন্ধকারাবৃত করিয়া ফেলে। প্রখর তেজস্বিনী বিদ্যুল্লতা সর্পজিহ্বার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বহির্গত হয়, এবং সকল লোক ভয়ে তটস্থ হয়। পরিশেষে অতীব ভয়ঙ্কর নির্ঘোষিত বজ্র সমভিব্যাহারে প্রবল বাত্যা পৃথিবীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, কত তরণী জলমগ্ন হয়, কত কত মহান্ বৃক্ষ সমূলে ধরাসাৎ হয়, কত অট্টালিকা চূর্ণ হইয়া যায়, কত লোক হাহাকার করে। পাপাত্মার জীবনও এই প্রকার। যতই জীবন অবসান হয়, ততই মৃত্যু তাহার নিকট ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করে। তাহার শেষাবস্থা শোভাশূন্য, শান্তিশূন্য, অন্ধকারাবৃত। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইলে তাহার পাপ-চিন্তা হৃদয়-মধ্যে ভয়ঙ্কর বেগে বিচরণ করে। পরে সে যখন পর লোকে উপস্থিত হয় ও পরমেশ্বরের রুদ্র মূর্ত্তি দর্শন করে তখন ভয়ে কম্পিত হয় এবং বিদ্যুৎ, বজ্র, প্রবল বাত্যা তাহার আত্মাকে বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত করে। সে শোকসাগরে নিমগ্নপ্রায় হয় ও নিরাশ্রয় হইয়া হাহাকার করে। প্রতি দিন এবম্প্রকার দুরবস্থাপন্ন হইয়া কত কত লোক সংসার হইতে অবসৃত হইতেছে।

তথাপি অদ্যাবধি একটী আত্মাও বিনিষ্ট হয় নাই। যাঁহার অঙ্গুলির চিহ্নে সমস্ত মেঘমালা, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়, বৃষ্টি গগন-মধ্যে সঞ্চরণ করে তাঁহারই অলঙ্ঘ্য আজ্ঞায় তাহারা নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করে। পুনর্ব্বার অযুততারকমালা পরিবৃত সুধাংশু নির্ম্মল নভোমণ্ডলে অভ্যুদিত হয়, এবং মৃদুহিল্লোলিত সরসী-সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করে। ঈশ্বর প্রসাদে পাপাত্মার জীবন-আকাশও এক দিন পরিশুদ্ধ হইবে এবং তাহার হৃদয়সরসীতে পতিতপাবনের করুণাচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হইবে।

হে পুণ্যাপাপদর্শী পরমেশ্বর! এই বিষম সংসারসাগরের পর পারে নির্ব্বিঘ্নে উপনীত হইবার জন্য আমরা সতত মনে তোমারই প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিতেছি, আমাদিগের দোষসম্পন্ন আত্মাকে রক্ষা কর। পৃথিবীর ঘটনাবলী দেখিয়া আশ্চর্য্য হই, এবং কত সময় তাহাদিগের যথার্থ ভাব গ্রহণ করিতে না পারিয়া হৃদয়ে বড় আ-

কুলিত হই। মত্ত জীবনকে যথার্থ পথে নিয়োগ করিতে না পারিয়া শোকে তাপে কত সময় বিষণ্ণ হই, কোন স্থানেই বিশ্রাম প্রাপ্ত হই না। তোমার নিকট প্রার্থনা যেন সকল অবস্থাতে তোমার মঙ্গলভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। যখন গ্রীষ্ম তাড়নায় ব্যাকুল হইব, যখন বিকারতাপে রোগশয্যাকে নিপর্যাস্ত করিব, যখন মারী-ভয়-প্রভাবে সমস্ত পরিবার ও সমস্ত দে-শের উৎসাদ আশঙ্কা করিব, যখন দুর্ভিক্ষ পীড়নে জীর্ণ শীর্ণ ও অস্থিচর্ম্মাবশেষ হইব, তখনও যেন তোমার অবিচলিত মাতৃস্নেহ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই।

রাজতরঙ্গিনী।

(৪১ সংখ্যা পত্রিকার [illegible] পৃষ্ঠার পর।)

মিহির-কুলের পর [illegible] রাজ্য অধিকার করেন; ইনি [illegible] নামক এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। [illegible] পর [illegible], [illegible] মক চারি নরপতির নামোল্লেখ মাত্র আছে। অক্ষের পুত্র গোপাদিত্য সিংহাসনে প্রাপ্ত হইয়া স্বয় ধর্ম্মনিষ্ঠা, দয়াবদান্যতা ও প্রজাপালন হেতু [illegible] বিখ্যাত হইয়া-ছিলেন। [illegible] প্রজাগণ হিন্দুধর্ম্মানু-যায়ী [illegible] প্রতিপালন করে এবং হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠান করে তদ্ বিষয়ে এই ভূপতি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। [illegible] ক্রিয়াবান্ ও [illegible] সমাদর পূর্ব্বক স্ব-রাজ্যে [illegible] করিয়াছিলেন। অপর [illegible] হইয়াছিল তা-[illegible] বিচ্ছেদ করিয়া দণ্ডিত করিতেন [illegible] ব্যতীত পশুহিংসা একে বারে রহিত করিয়া দিয়া-ছিলেন। গোপাদিত্যের পর গোকর্ণ, তৎ-পরে নরেন্দ্রাদিত্য, তদনন্তর যুধিষ্ঠির নামক নরপতি সিংহাসনস্থ হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির প্রথমত সুপ্রণালীক্রমে রাজত্ব করিয়া-ছিলেন কিন্তু কালক্রমে সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া নিতান্ত গর্হিতাচারে প্রবৃত্ত ও অসৎ-পথাবলম্বী হইলেন। তিনি এক বারে সমস্ত রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-সেবায় আপনাকে বিসর্জ্জন করিলেন। দি-বারাত্র অন্তঃপুরে থাকিয়া সুরাপান ও স্ত্রী সংসর্গে কালহরণ করিতে লাগিলেন। রা-জকার্য্য সুতরাং বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, স্থানে স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে লাগিল এবং নিকটস্থ রাজগণ অবকাশ পাইয়া ক্রমশঃ রা-জ্যের এক ভাগ আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিতে লাগিল। এই প্রকার রাজ্যের দুরবস্থা দেখিয়া পরিশেষে রাজমন্ত্রিগণ পরামর্শ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজ ভবন আক্রমণ করেন। তাহাতে ভোগ-সুখাসক্ত নরপতি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রাজ্য হইতে পলায়ন করিলেন। অমাত্য-গণ প্রতাপাদিত্য নামক ভিন্ন দেশীয় এক নরপতিকে আহ্বান করিয়া রাজপদে অ-ভিষিক্ত করিল। এই ভূপতি বহু দিবস নিরুদ্বেগে ও প্রশান্তভাবে রাজ্য শাসন করিয়া লোকান্তরিত হন। তৎপরে জলৌক না-মক তাঁহার পুত্র রাজা হন। জলৌকের তনয় তুঞ্জীনের রাজত্বকালে কাশ্মীরে অতিমাত্র তুষার পতন হেতু ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাতে অসংখ্য লোক অন্না-ভাবে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। প্রজা সকল একে বারে শীর্ণকায় মৃতপ্রায় হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃবর্গের মৃত দেহই আহার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। রাজা প্রজাদিগের এই দুঃসহ যাতনা নিবারণার্থ স্বীয় ধনাগার মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য দেশ

হইতে ধান্যাদি আনয়ন করিয়া বিতরণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে কিছু কালমধ্যে রাজভাণ্ডার শূন্য হইয়া গেল। পরে অমাত্যগণেরও সর্ব্বস্ব এবং রাণীদিগের অলঙ্কারাদি এইরূপে প্রদত্ত হইল; তথাপিও দুর্ভিক্ষের উপশম হইল না। ভূপতি নিতান্ত কাতর ও হতাশ হইয়া স্বীয় প্রাণ ত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, কিন্তু দৈববশত এই সময়ে এক অতি বৃহৎ কপোতপাল উড়িয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহাতে লোকের কথঞ্চিৎ প্রাণধারণের উপায় হইল, এবং পরে শস্যাদি উৎপন্ন হইলে দুর্ভিক্ষের শান্তি হইল। তুঞ্জীনরাজ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী উভয়েই পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অপত্য ছিল না, এই হেতু তাঁহার মৃত্যুর পর বিজয় নামক অপর এক বংশীয় ভূপতি রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। বিজয়ের পুত্র জয়েন্দ্রের সময়ে সন্ধিমতি নামক এক অতিশয় বিজ্ঞবর অসামান্য-ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি অমাত্য পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইনি রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় মন্ত্রিবরের প্রতি বিরাগযুক্ত হইয়া তাহাকে পদচ্যুত করিলেন। সন্ধিমতি এইরূপে দুরবস্থায় পতিত হইয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন এবং দেবার্চ্চনা ও ধর্ম্মচিন্তায় আপনাকে সমর্পণ করিলেন। ইহাতে তিনি লোকের নিকট অধিকতর পূজ্য হইয়া উঠিলেন, এবং ক্রমে এইরূপ জনশ্রুতি হইল যে দেবানুগৃহীত সন্ধিমতি রাজপদ প্রাপ্ত হইবেন। রাজা জয়েন্দ্র এই কথা শুনিবামাত্র আশঙ্কাযুক্ত হইলেন, এবং পাছে সন্ধিমতি তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করে এই চিন্তা করিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন। সন্ধিমতি বহু কাল এই প্রকারে কারাবদ্ধ থাকিয়া অতিশয় ক্লেশ ভোগ করিলেন। পরে জয়েন্দ্র মৃত্যুর পূর্ব্বে কারাবদ্ধ সন্ধিমতিকে শূলে স্থাপনান্তর বধ করিলেন। ইতিহাস-কর্ত্তা লিখিয়াছেন, যে, সন্ধিমতি দৈবনির্ব্বন্ধবশতঃ পুনর্জ্জীবিত হইয়া প্রজাগণ কর্ত্তৃক জয়েন্দ্রত্যক্ত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এবং তিনি আর্য্যরাজ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। আর্য্যরাজ স্বয়ং অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন, এবং দেশমধ্যে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা অতি প্রশস্তরূপে প্রচলিত করিয়াছিলেন। তিনি যতি ও সন্ন্যাসীদিগকে বিস্তর সমাদর করিতেন এবং সর্ব্বদাই তাহাদের সহিত আলাপ ও সহবাস করিতেন। আর্য্যরাজ প্রায় ৪৭ বৎসর রাজত্বের পর স্বীয় ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া তীর্থ গমনের মানস করিলেন, এবং এক দিবস সামান্য বেশে অনাবৃত পদে পদব্রজে পুরী হইতে বহির্গমন করিলেন। পৌরগণ রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলে পরে আর্য্যরাজ নগর হইতে ক্রোশাধিক গমনান্তে এক তরুতলে উপবেশন করিয়া প্রজাগণকে স্নেহবাক্যে বুঝাইয়া গৃহে প্রতিগমন করিতে কহিলেন, এবং তিনি স্বয়ং নন্দীক্ষেত্র নামক তীর্থে যাত্রা করিলেন। রাজসিংহাসন এইরূপে শূন্য হইলে পর প্রজাগণ সমবেত হইয়া মেঘবাহন নামক রাজবংশীয় এক ব্যক্তিকে রাজপদাভিষিক্ত করিল। মেঘবাহন রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া গান্ধার-দেশাধিপতির আশ্রয় লইয়া ছিলেন। পরে তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশীয় নৃপকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সৌভাগ্যশালী হইয়াছিলেন। মেঘবাহন যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণের সহিত সংগ্রামে নিরত ব্যস্ত থাকিতেন, এবং কথিত আছে যে তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন ও তথায়

রাক্ষসরাজ বিভীষণকে পরাজয় করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। মেঘবাহনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র প্রবরসেন রাজত্ব করিয়া স্বীয় দুই পুত্রকে কাশ্মীরের সাম্রাজ্য ও যৌবরাজ্য প্রদান করিয়া লোকান্তরিত হন। এই দুই রাজপুত্রের নাম হিরণ্য এবং তোরমাণ। ইঁহারা অত্যল্প কাল মাত্র একত্র মিলিত হইয়া রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন; যুবরাজ তোরমাণ স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলিত করাতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইল। হিরণ্য পরাক্রম সহকারে কনিষ্ঠকে পদচ্যুত ও কারাবদ্ধ করিলেন। তোরমাণের পত্নী এই সময়ে গর্ভবতী ছিলেন; তিনি স্বামীর এইরূপ বিপদ্ দেখিয়া প্রাণভয়ে নগর হইতে পলায়ন করিয়া এক কুম্ভকারের গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন এবং এই স্থানে অবিলম্বে তিনি একটি পুত্র প্রসব করিলেন। হিরণ্যরাজ অনেক অনুসন্ধানের পর ইঁহাদেরও সন্ধান পাইয়া আপন আলয়ে লইয়া গেলেন, এবং যাহাতে তোরমাণের পুত্র সন্তান হইবার কথা কোন ক্রমে প্রকাশ না হয় এই অভিপ্রায়ে তিনি তোরমাণের সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার শিশু সন্তানকে সংগোপনে রাখিলেন। কিছুকাল পরে তোরমাণ কারাগারে প্রাণত্যাগ করিলেন, এব হিরণ্যরাজ স্বীয় ভ্রাতার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণজনিত অন্তর্বেদনা হেতুই হউক অথবা অপর কোন কারণ বশতই হউক এই ঘটনার পরেই ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে লইয়া দেশ ও তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিলেন। কিছু কাল পরে বিদেশেই তাঁহার মৃত্যু হইল। হিরণ্যরাজের পুত্র ছিল না এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রও তৎকালে অপরিচিত ছিল এই হেতু কিছু কাল কাশ্মীর রাজ্য ভূপতিশূন্য হইয়াছিল। পরে এই কথা দেশ বিদেশে প্রচারিত হইলে উজ্জয়িনী নগরাধিপতি শ্রীমান্ হর্ষ বিক্রমাদিত্য যিনি এই সময়ে মহা-প্রতাপান্বিত ছিলেন। তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সভাসদ মাতৃগুপ্ত নামক এক ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব ব্যক্তিকে রাজপদ প্রদানার্থ কাশ্মীরীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকটে প্রেরণ করিলেন। তাহারা হর্ষরাজের কথা অবহেলা করিতে না পারিয়া অগত্যা মাতৃগুপ্তকে রাজত্ব প্রদান করিল

মনোবিজ্ঞান।

কোন বিষয় অনুধাবন করিবার পূর্ব্বে সকলেরই স্থির চিত্তে বিবেচনা করা উচিত যে মানবীয় দুর্ব্বল মনোবৃত্তির সাহায্যে তাহা কত দূর পর্য্যন্ত আমরা বিচার করিতে সমর্থ, এবং কত দূরই বা উক্ত বিষয় আমাদিগের বিবেচনার অধীন হইতে পারে। যেমন জলপথে তরণী সঞ্চালন করিবার পূর্ব্বে তাহার দৃঢ়তা ও গঠন-কৌশল পরীক্ষা করা এবং সম্মুখস্থিত জলরাশির গভীরতা ও বিঘ্নবিপদের পরিমাণ করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ কোন বিদ্যাবিষয় আলোচনা করিতে গেলে মনের প্রকৃতি ও ক্ষমতা বিশেষরূপে অবগত হওয়া এবং আলোচ্য বিষয়ের স্বভাব ও কাঠিন্যাদি অনুভব করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। কারণ এতদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে উপস্থিত কার্য্যে আমাদিগের অগ্রসর হওয়া উচিত কি না। এই সামান্য উপদেশ বিস্মৃত হইয়া অনেকানেক মহাপণ্ডিত এমত বিষম ভ্রমজালে জড়িত হইয়াছেন যে তাঁহাদিগের নাম চিরকাল জ্ঞান-জগতের দুরপনেয় কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে।

মনুষ্যের জ্ঞান আপেক্ষিক, সে জ্ঞান সম্পূর্ণ-রূপে স্বভাব-প্রদত্ত প্রবৃত্তি-সকলের প্রতি অপেক্ষা করিতেছে। পরমেশ্বর মনুষ্যের মনকে নিরপেক্ষ ও পরিপূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। অমাদিগের শারীরিক ও মানসিক কল্যাণের নিমিত্ত তিনি আমাদিগের শরীরে ও মনোমধ্যে কতকগুলি প্রবৃত্তিকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই দ্বিবিধ প্রবৃত্তির পরিচালনে দ্বিবিধ জ্ঞান লাভ করিয়া আমরা তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা সাধন করিতেছি। চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি ইন্দ্রিয়নিচয়ের নিয়মিত কার্য্যে আমরা বাহ্য জগতের-বিষয় সকল অবগত হইয়া জীবন ধারণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতেছি; এবং জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছাদি মানসিক প্রবৃত্তির পরিচালনে মনোগত ভাবং ঘটনা অবগত হইয়া আত্মার সমূহ উন্নতি লাভ করিতেছি। ইহার মধ্যে যাহার যে প্রবৃত্তির অসদ্ভাব, তাহার জ্ঞান সেই পরিমাণে সঙ্কীর্ণ এবং যে পরিমাণে যাহার এই সমস্ত প্রবৃত্তি উন্নত সেই পরিমাণে তাহার জ্ঞান প্রশস্ত। আমরা যাহা কিছু জানিতেছি যাহা কিছু দেখিতেছি তৎসমুদায়ই আপেক্ষিক, তৎসমুদায়ই সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের শরীর ও মন সাপেক্ষ, তাহাদিগের সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমরা সমস্ত জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া পড়ি। অপিচ উল্লিখিত সকল বৃত্তিই ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ ও ভ্রমশীল, সুতরাং আমাদিগের ভাবৎ জ্ঞানই অসম্পূর্ণও ভ্রমশীল। বিশ্বজগৎ সম্বন্ধীয় অনেকানেক বিষয় আছে যাহা আমরা উপযুক্ত বৃত্তির অসদ্ভাবে কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না; তচ্চেষ্টা আপাততঃ আমাদিগের পক্ষে মূর্খতা। আমাদিগের স্বাভাবসিদ্ধ শক্তি দ্বারা জড় পদার্থের কতক গুলি গুণ উপলব্ধি করিতেছি এবং

সেই সকল গুণ ঘটিত কা
স্থানে দর্শন করিতেছি ; f
এরূপ গুণ থাকিতে পারে
শারীরিক ও মানসিক ে
সংলগ্ন হয় না, সুতরাং ত
কিছুই জানিতে পারি না।
রূপ আত্মার বিষয়েও সেই
আত্মা হইতে এরূপ প্রবৃ
পারে যাহার বিষয় আম:
চিন্তা করি না। যাঁহারা
রিস্থিত উন্নত ধামে ব
তাঁহাদিগের উন্নত অ
শক্তিসম্পন্ন হইয়া হ
অধিকাংশ অনুভব করি
হাদিগের জ্ঞানও আপে
রাও স্বীয় স্বীয় বৃত্তি-সমূ
চালন করিতেছেন। কে
পরমেশ্বরই নিরপেক্ষ এ
হার চক্ষুর সম্মুখে সৃষ্টি-ম
সকল সত্য প্রকাশিত রহি
প্রাণিমাত্রেরই নিকট অ
অন্তরের অন্তরতম ভাব-
স্পষ্ট-প্রতীয়মান রহিয়া
মনুষ্যদিগের পরস্পর এ
চিরকাল অপ্রকাশিত থা
জন্মান্ধ ব্যক্তি অকস্মাৎ
প্রনয়ন হইলে যেমন অ
অসদৃশ শোভা দেখিয়া অ
হয়, চির-বধির ব্যক্তি অ
হইলে যেরূপ সম্ভাষণ
অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব ক
দুঃখ-শোক-অন্ধকারময়
সৃত হইয়া আমরা মহত্তর
করিব, নূতন নূতন সত্য
নিমেষ মধ্যে বিশ্ব-প্রহে
হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিস্ময় ও

এই প্রকারে পরমেশ্বর মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য বিশ্বজগৎ-সম্বন্ধীয় বহু বিষয় তাঁহার নিকট প্রকাশিত না করিয়া স্বকীয় দুরবগাহ্য জ্ঞান গর্ভে নিহিত রাখিয়াছেন। যে প্রশান্ত প্রকৃতি সুধীরা আপনাদিগের দুর্ব্বলতার মধ্যে সর্ব্বস্রষ্টার গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহারা সেই সেই বিষয়ের অসঙ্গত আলোচনা হইতে বিনীতভাবে দূরে অবস্থিতি করিয়াছেন, এবং সাধ্যানুগত স্বীয় জ্ঞান উন্নত করিয়া পৃথিবীর পরম মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। আর যাহারা দুর্ব্বিনীত হৃদয়ে আপনাদিগের বুদ্ধিকে সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন মনে করিয়া নিষিদ্ধ দুরালোচ্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা শাস্তি-স্বরূপ আবহমান কাল সকল লোকের তিরস্কার-ভাজন হইয়া আসিতেছে। এই জন্যই বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্বন্ধে এতকাল পর্য্যন্ত যেমন বহুসংখ্যক মহান্ সত্য প্রকাশিত হইয়া মনুষ্যের মুখকে উজ্জ্বল করিয়াছে, সেই রূপ অগণ্য আশ্চর্য্য ভ্রম জাল জ্ঞানাকাশকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছে। প্রত্যুত পৃথিবীতে মনুষ্যাবিষ্কৃত সত্য সংখ্যা অধিক কি ভ্রমসংখ্যা অধিক তাহা সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত সহজ নহে।

কথিত হইল আমাদিগের জ্ঞানের নিমিত্ত দ্বিপ্রকার উপায় প্রদত্ত হইয়াছে, শারীরিক প্রবৃত্তি এবং মানসিক প্রবৃত্তি, অথবা ইন্দ্রিয় দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি। এই উপায়দ্বয়সম্ভূত জ্ঞান দুইপ্রকার বিভক্ত হইতে পারে, পারিদর্শনিক জ্ঞান এবং নৈমিত্তিক জ্ঞান। বহির্ব্বিষয় দর্শন করিয়া, পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া, গুরুমুখে উপদেশ শ্রবণ করিয়া যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে পারিদর্শনিক জ্ঞান কহা যাইতে পারে। এপ্রকার জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে মনোবৃত্তির তাদৃশ পরিচালনা হয় না, ইহা অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য। পৃথিবীস্থ ঘটনাবলী এবং পদার্থ-নিচয়ের অস্তিত্ব মাত্র অবগত হওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। চিরজীবন পরিশ্রম করিয়া পৃথিবীর পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ জ্ঞানবিষয়ে যত দূর উন্নতি সাধন করিতে না পারিয়াছিলেন, অতি সামান্য চেষ্টায় অতি অল্প কালের মধ্যে আমরা এ ক্ষণে তাহা হইতে অনেক গুণে অধিক উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হই। মাহাত্মা ব্যাস, বাল্মীকি, শঙ্করাচার্য্য, সক্রেটিসাদি আমৃত্যু যত্ন করিয়া যত শিক্ষা না করিয়াছিলেন, বিংশতি বর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়স্থ একজন যুবা শুদ্ধ পুস্তক পাঠে তাহা হইতে অনেক গুণে অধিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। এবম্বিধ জ্ঞানকে পারিদর্শনিক জ্ঞান কহা যায়।

কিন্তু এতদ্ব্যতিরেকে অপর একপ্রকার জ্ঞান প্রকাশ হয়। পদার্থ নিচয়ের অথবা ঘটনাবলীর কেবল অস্তিত্ব মাত্র অবগত হইয়াই লোকে নিরস্ত হয় না, কিন্তু তাহার কারণ অনুসন্ধান করে। এই রূপ কারণ অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা বিবেচনা করিলে সকলের মধ্যেই লক্ষিত হয়, তবে যে, যে পরিমাণে জ্ঞানস্পৃহ, সে সেই পরিমাণে গূঢ় কারণের তত্ত্ব করিয়া থাকে। দৈবাৎ কোন শব্দ শ্রবণ করিলে অজ্ঞান শিশু তাহার কারণ জানিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করে, দৈবাৎ কোন আশ্চর্য্য ঘটনা দৃষ্টি করিলে প্রাপ্তবয়স্ক মনুষ্য তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে/এবং উন্নতজ্ঞান পণ্ডিত প্রাকৃতিক সকল বিষয়ে বিস্মিত হইয়া পদার্থমাত্রেরই কারণ অনুসন্ধান করেন। বস্তুতঃ কার্য্য দেখিলে তাহার কারণের প্রতি বিশ্বাস এবং তজ্জিজ্ঞাসা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত স্বভাব-সিদ্ধ। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কার্য্য দেখিলে তাহার বিশেষ বিশেষ কারণের প্রতি প্রত্যয় আছে বলিয়া যে আমরা

সকল কার্য্যের কারণ অবগত আছি বা হইতে পারি এমত নহে। শুদ্ধ কারণ অনুসন্ধান করাই আমারদিগের স্বভাবসিদ্ধ। এই অনুসন্ধান দ্বারা স্বকীয় পরিশ্রমে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহারই নাম নৈমিত্তিক জ্ঞান। অতএব নৈমিত্তিক জ্ঞান কঠিন ও কষ্ট সাধ্য, ইহাতে মনোবৃত্তির বিশেষ পরিশ্রম হইয়া থাকে। স্বীয় যত্নে, স্বীয় চেষ্টায়, চির জীবনে যিনি বিদ্যামণ্ডলীস্থ একটী বিষয়েরও গূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হয়েন. তিনি সহস্র পুস্তক অধ্যাসনাপেক্ষা অধিক কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাঁহার দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞানের উন্নতি হয়।

নৈসর্গিক ঘটনা পরম্পরা অবলোকন ও তাহাদিগের তত্ত্ব নির্ণয়কে বিজ্ঞান শাস্ত্র কহে। বাহ্য জগতে নিয়ত নানা প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট হইতেছে। এই সমস্ত দৃষ্ট বিষয়কে উপযুক্ত খণ্ড বিভক্ত করিয়া যে যে কারণ সংযোগে তাহারা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার নির্ণয় করাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কহে। জগৎ মধ্যে যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তৎসমুদায়ই বিশেষ বিশেষ কার্য্য। কতক গুলি কারণের একত্র মিলন ও নিগূঢ় সম্বন্ধ হইতেই তাহারা উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং এই সমস্ত কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসা ও নির্ণয় করিতে পারিলেই পদার্থ বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি জন্মিল। আকাশ পথে দৃষ্টি করিলে ধূমকেতু, ইন্দ্রধনু, বা সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্ট হয়। কি কি কারণ সম্মিলনে ধূমকেতু ইন্দ্রধনু বা সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্টি গোচর হইল তাহার বিশেষ নিদর্শনকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কহে। মনো বিজ্ঞানও সেই রূপ। মনুষ্যের বিশেষ বিশেষ কার্য্য ও মনের গতি দেখিয়া কোন কোন প্রবৃত্তি এবং কি কি কারণ সংযোগে তদ্ভাবৎ উৎপন্ন হইতেছে, তাহার তত্ত্ব নির্ণয়কে মনোবিজ্ঞান কহে। অতএব সম্যক্ রূপে ভৌতিক ও মানসিক কার্য্য নিচয়ের কারণ নির্দ্দেশ করার নাম বিজ্ঞান শাস্ত্র, বিজ্ঞান শাস্ত্রে যে জ্ঞান জন্মে তাহা নৈমিত্তিক জ্ঞান।*

পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানেই কার্য্য কারণ শৃঙ্খলা বর্ত্তমান রহিয়াছে। যতই বিশ্ব ব্যাপার পর্য্যালোচনা করি ততই প্রশস্ত কার্য্য কারণ শৃঙ্খলায় উত্থান করিতে থাকি। সমুদ্র গর্জ্জনে, বজ্র নির্ঘোষণে, ভূমিকম্পে, আগ্নেয় গিরি উদ্গীরণে, সকলের মধ্যেই স্থিরচিত্ত বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তি কার্য্য কারণের পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু বিশ্বমধ্যে যদিও বিশেষ বিশেষ কার্য্যের বিশেষ বিশেষ কারণ দৃষ্ট হইতেছে তথাপি এই সকল কারণই এক একটী কার্য্য মাত্র। যাহাকে আপাততঃ কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতেছে বিবেচনা করিলে পর তাহাও কোন মহত্তর কারণের কার্য্য মাত্র প্রতীয়মান হয়। তাহাই প্রকৃত কারণ নামের বাচ্য যাহা একবশ্রেষ্ঠ, যাহা কাহার দ্বারা সৃষ্ট নহে। এপ্রকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বস্রষ্টা আদি কারণ, পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারে না। এই মহকারণ কেবল তাঁহারই মহৎ প্রকৃতির উপযুক্ত। পদার্থের ক্রমান্বয়ে কারণ অনুসন্ধান করাই বিজ্ঞান শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, এই রূপে তাহা নিয়ত ঈশ্বরের দিকে যাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। চিন্তাশীল সত্যজিজ্ঞাসু জ্ঞানবান ব্যক্তি এই রূপে কারণ হইতে কারণোপরি আরোহণ করিয়া সমস্ত

* Some of the definitions [illegible] by [illegible] eminent philosophers, are [illegible] the [illegible] of things divine and human and [illegible] in which they are contained.' Cicero. 'The Science of effects by their causes.' Hobbes. '[illegible] Science of sufficient reason.'' Leibnitz. 'The Science of the relations of all knowledge to the ends of human reason.' Kant. " Philosophical knowledge is the knowledge of effects as dependent upon their causes.' Sir William Hamilton.

বেতনে শিক্ষা প্রদান করিবেন। ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য বিদেশীয়েরা যতদূর চিন্তিত, নিবাসীরা ততদূর নহে।

বঙ্গীয় স্ত্রীদিগের যেরূপ পরিচ্ছদ তাহাতে প্রকাশ্যস্থলে গমন করা দূরে থাকুক, তাহারা স্বীয় স্বীয় পিতা ভ্রাতা ও অন্যান্য সম্পর্কীয় লোকদিগের নিকটে উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত হয়। স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা বিষয়ে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান না করিয়া, যাঁহারা কেবল এক্ষণে বিষম গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি নিবেদন যে প্রথমে তাঁহারা স্বদেশীয় মহিলাদিগের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হয়েন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা, একদিবস উক্ত বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়া পরিশেষে স্বীয় স্বীয় পরিবার মধ্যে অঙ্গনাদিগের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে স্থিরকল্প হইয়াছেন, কি প্রকার বস্ত্র আবশ্যক তাহা নিশ্চয় হইলে বোধ হয় সকলেই তাহা নিজ নিজ আলয়ে প্রচলিত করিবেন। পরিচ্ছদ বিষয়ে আমাদিগের অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। আমরা স্বেচ্ছামত যদি কোন বিশেষ জাতির বস্ত্রের অনুকরণ করি তাহা হইলে কোন কালেই তাহা জন সমাজে প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই, লোকের মধ্যে আমরা কেবল সাধারণ সমীপে উপহাসাস্পদ হইব।

এক্ষণে বামাবোধিনী পত্রিকা যে প্রকার সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে তাহাতে তাহা যে শীঘ্র বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে এবং এতদ্দেশস্থ বামাদিগের বিশেষ উপকার সাধন করিবে তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ মাত্র নাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে যেমন তাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করিয়া নিজ নিজ আত্মার উন্নতি সাধন করিবেন, তেমনি স্বীয় স্বীয় পরিবারস্থ অঙ্গনাদিগের উপকারের নিমিত্ত বামাবোধিনী পত্রিকা গ্রহণ করেন।

আগামী ২১ আষাঢ় হালিসহর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক সভা হইবে। কোন কোন ব্রাহ্মের অসদাচরণ প্রযুক্ত এবং উৎসাহী ব্রাহ্মদিগের বিদেশ গমন জন্য যদিও মধ্যে হালিসহর ব্রাহ্মসমাজ কিঞ্চিৎ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে পরমেশ্বরের প্রসাদে তাহা এরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে যে নিশ্চয়ই তদ্দ্বারা গ্রামস্থ লোকদিগের সমূহ মঙ্গল হইবে।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের অধীনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিণী নাম্নী একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিশেষ রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হয় তাহাই এই সভার উদ্দেশ্য, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিণী সভার কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট নিবেদন যে সভার কার্য্য প্রণালী অনুগ্রহ করিয়া বিশেষ রূপে সাধারণ ব্রাহ্মগণকে অবগত করেন।

বিগত ১৫ জ্যৈষ্ঠ কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রুত হওয়া গেল তদুপলক্ষে অনেক লোক সমাগত হইয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ এক খানি ইংরাজি সংবাদ পত্রে সভার কার্য্য বিশেষ রূপে প্রশংসিত হইয়াছে।

আমরা শ্রুত হইয়াছি কাশী নগরে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ নগরস্থ কএক জন ভদ্র বংশীয় ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিই এবিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী। পৌত্তলিকতার নিগড় দুর্গসম কাশীধামে যদি নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত ও সমাদৃত হইল তবে কাহার বিশ্বাস না হয় যে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত ভারতবর্ষকে অধিকার করিবে।

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে [illegible] বিমল আলোক এক্ষণে [illegible] ব্রাহ্মদিগের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বদাই অনেক [illegible] ব্রাহ্মিকার প্রশংসা সংবাদ শ্রবণ [illegible] ও [illegible] দর্শন করা যায়। [illegible] উন্নতি ও মঙ্গলের চিহ্ন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। [illegible] এদেশস্থ স্ত্রীলোকেরা বিবাদ [illegible] নিন্দা ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং [illegible] জ্ঞান লাভ করিবে [illegible] প্রকৃত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। [illegible] নিশ্চয় সমাজ সংস্কারের মূল [illegible] স্ত্রীলোক দিগের দ্বারা [illegible] তাহারাই দেশে [illegible] হইবে। [illegible] চিরদিন পৃথিবীতে [illegible] আসিতেছে। জননীর স্তন্য দুগ্ধ যেমন শিশুর শরীরে [illegible] মাংস ও অস্থির সঞ্চার করে, [illegible] প্রকৃতি ও সংস্কার [illegible] থাকে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে [illegible] সম্পন্ন হউক না কেন, [illegible] বাল্য সংস্কার ও পারিবারিক [illegible] পরিত্যাগ করিতে পারে [illegible] সেই জন্যই অনেকে কৃতবিদ্য ও প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়াও ধর্ম্ম বুদ্ধির অনুযায়িক কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। [illegible] শীঘ্র যাহাতে এতদ্দেশে অঙ্গনাদিগের মধ্যে ধর্ম্মের ভাব প্রবেশ করে তজ্জন্য আমাদিগের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। এতদুদ্দেশে আমাদিগের প্রস্তাব

যে যেমন পুরুষদিগের জন্য প্রকাশ্য স্থানে একটী ব্রাহ্মসমাজ আছে, সেই রূপ কোন একটী ভদ্র পরিবারে কিম্বা স্থানান্তরে স্ত্রীলোকদিগের হিতার্থে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

নূতন গ্রন্থ প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলি প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

"বিবিধ পুস্তক প্রকাশিকা সাহিত্য-সংগ্রহ" তৃতীয় সংখ্যা।

"মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ের সংক্ষেপ বিবরণ।"

"দেশোন্নতি সংসাধনের উপায়।"

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২১ আষাঢ় রবিবার প্রাতঃকালে হালিসহর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক সভা হইবে ব্রাহ্ম মহাশয় দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা উক্ত দিবসে হালিসহর গ্রামে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৬ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের আয় ব্যয়

বিবরণ।

আয়	৬২৯৷৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৭১৮৬৶০
	১১৪৫ ।৵৫
ব্যয়	৫৫১ ৴১৫
সম্পাদকের হস্তে	৫৬৪৶১০
এতদ্ভিন্ন	
বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে	১৬৶৫
কোং কাগজ	৫০০

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন	২৫
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২৫
" কেদারনাথ বসু	১
" [illegible]	১
" [illegible]	১
" [illegible] রায়	১
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	১
" কেশবলাল মল্লীক	১
" নবিনচাঁদ বড়াল	১
	৫৭

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল ..	৫০
" যজ্ঞেশ্বর সিংহ	১২
" কাশীপ্রসাদ ঘোষ	১২
" জয়গোপাল সেন	২
	৭৪

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রাজারাম মুখোপাধ্যায় ..	৮
" হরগোবিন্দ চৌধুরি	১
	৯

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত কালীকুমার দাস	১

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন এণ্ড কোং ..	৫
" জহরচন্দ্র মল্লিক	।০
" গোপালচন্দ্র মল্লিক ..	।০
	৫৸০

নির্ঘণ্ট পত্র।

	পৃষ্ঠা।
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	২৯
ঈশ্বর-চিন্তা	৩৯
রাজ তরঙ্গিনী	৪০
মনোবিজ্ঞান	৪২
সংবাদ	৪৬
আয় ব্যয় বিবরণ	৪৮

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য নিরূপণ।

অগ্রিম মূল্য (কলিকাতার জন্য) ..	৩
" (মফঃস্বলের জন্য) ..	৩৸০
মাসিক মূল্য	।৵০
এক খণ্ড	।৵০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ১৮ আষাঢ় বৃহস্পতিবার সম্বৎ ১৯২১ কলিগতাব্দ ৪৯৬৫।
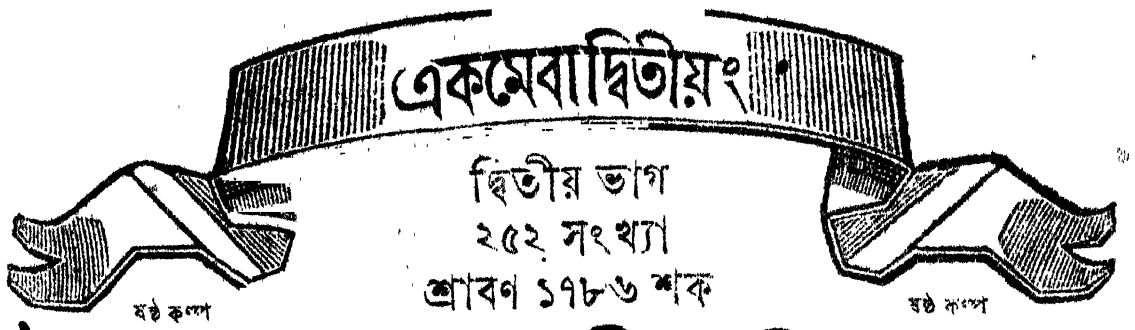
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ—একাদশ আদেশ।

১৭৮৩ শকের ১০ মাঘে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

* ঈশ্বর আত্মার প্রাণ; তিনিই তাহার আলোক, তিনিই তাহার অমৃত। তাঁহার অভাবে আত্মা স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া বিষাদ-সাগরে মগ্ন হয়। তাঁহাকে দেখিয়াই আত্মা জীবন পায়, তাঁহাকে এক মাত্র গতি জানিয়াই সে নির্ভয় হয়। তিনি যখন আত্মাতে প্রকাশিত হন, তখন তাহা মধুময় হয়। সেই মধুময় আত্মা ঈশ্বরকে মধু-স্বরূপ রস-স্বরূপ দেখিয়া পরিতৃপ্ত হয়। তিনি তাঁহার সেই মঙ্গল-কিরণে জগৎ সংসারকে উজ্জ্বল দেখেন। তাঁহার নিকটে পৃথিবী, নদী, সমুদ্র, চন্দ্র সূর্য্য, সকলি মধুময় হয়। সেই অমৃতের সঙ্গে যোগ করিয়া তিনি অমৃত লাভের প্রতি স্থির নিশ্চয় থাকেন।

যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করে নাই, যে তাঁহা হইতে চির দিন বঞ্চিত রহিল—যে তাঁহাকে প্রীতি দ্বারা পূজা না করিয়া, ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁর কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া, বিষয় সেবাতেই জীবনকে ক্ষয় করিল; ধিক্ তার সেই জীবন। তার দুর্গতির আর অন্ত নাই—সে ক্লেশ হইতে ক্লেশে, দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, পাদ নিক্ষেপ করে। এ প্রকার দীন হীন পশুবৎ জীবনে কি প্রয়োজন। আপনার ক্ষুদ্র মলিন হৃদয় লইয়াই কি আমারদের জীবন অবসান হইবে? চতুর্দ্দিকে পাপ তাপ দুঃখ শোকের মধ্যে থাকিয়া যদি সেই পবিত্র-স্বরূপের উপর নির্ভর করিতে না পারিলাম, তবে আর শান্তি কোথায় পাইব? আমারদের জন্য সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আলোক বর্ষণ করিতেছে—বায়ু অবিশ্রামে বহমান হইয়া আমারদের জীবন রক্ষা করিতেছে—বৃষ্টি আমারদের জন্য মেদিনীকে উর্ব্বরা করিয়া আমারদের শরীর পোষণ করিতেছে—অজস্র কামনার বিষয়ে আমরা পরিবৃত রহিয়াছি। এই সকল ভোগই কি আমারদের যাবৎ? ইহার মধ্যে কি

আমরা সর্ব্ব-সুখদাতাকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে পারিব না? যেমন এই পৃথিবী নিঃশব্দে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আলোক লাভ করিতেছে, আমরাও কি সেই রূপ অচেতন হইয়া তাঁহার প্রদত্ত কামনার বিষয়-সকল উপভোগ করিব? না আমারদের কণ্ঠ হইতে কৃতজ্ঞতা-ধ্বনি উত্থিত হইয়া সমস্ত জগৎকে ধ্বনিত করিবে?

ঈশ্বর হইতে যে বিচ্যুত রহিয়াছে, সে মৃত্যুর অতীত শক্তিকে—সেই মৃত-সঞ্জীবনী শক্তিকে আর হৃদয়ে অনুভব করিতে পায় না। সে অমৃতের অভাবে এই জগৎ সংসারকে শ্মশান-তুল্য বোধ করে। মৃত্যুর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার অমৃতের ভাব উদয় হয় না। সে শরীরের অস্থি চর্ম্ম মাংসই দেখে—অন্তরের আত্মাকে দেখে না। তাহার নিকটে পর লোক প্রকাশ পায় না। সে মোহান্ধ হইয়া মনে করে, পৃথিবী পর্য্যন্ত জীবন—মৃত্যু হইল তো শেষ হইল। সে পৃথিবীতে কখন॰ কখন পাপের জয় ধর্ম্মের পরাজয় দেখিয়া ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বরের অক্ষয় ন্যায় মনে করিতে পারে না। যেখানে ধর্ম্মাত্মার সকল দুঃখের অবসান হইবে, সেখানে অন্যায় অত্যাচারের শাসন হইবে, এমন স্থান সে দেখিতে পায় না। সুতরাং সমুদায় ঘটনা তাহার নিকট প্রহেলিকার ন্যায় থাকে।

মৃত্যুর নিকটে কাহারো বিচার নাই—ধনী দরিদ্র, পাপী পুণ্যবান্, সে সকলকেই আক্রমণ করে। এখন যিনি সুবর্ণ-পর্য্যঙ্কে শয়ন করিতেছেন—যিনি বীণা বেণু মৃদঙ্গ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহার সুখের আর বিরাম হইবে না; মৃত্যু এক সময় তাঁহার সুখের শরীর হইতে সমস্ত আভরণ হরণ করিবে। তিনি শ্মশানে শব হইয়া পড়িয়া থাকিবেন। তিনি যখন দর্পণে আপনার সুন্দর মুখ দেখেন, তখন আর মনে করিতে পারেন না যে এই মুখ এক সময় জ্যোতিহীন প্রভাহীন হইয়া যাইবে। যদি কখনো মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন, মৃত্যুই কি আমার শেষ? না মৃত্যুর পরে আর কিছু আছে? আপনার মোহ-মেঘাচ্ছন্ন আত্মা হইতে ইহার কোন উত্তর পান না। দিন দিন অপেক্ষা করেন, মৃত্যুর পর দেশে কি আছে তথাপি তাহার সংবাদ কেহ তাঁহাকে আনিয়া দেয় না। যদি কোন লোকের নিকট জানিতে যান, তবে কেহ বলেন, "চন্দ্রলোকে গিয়া পুণ্যের সমুদায় ফল ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আসিতে হইবে।" কেহ বলেন, "পুণ্যাত্মাকে তিনি অনন্ত স্বর্গ প্রদান করিবেন—পাপীকে অনন্ত নরক-যাতনায় দগ্ধ করিবেন।" ইহাতে তাঁহার ভয় যায় না। তিনি কোন কথা গ্রহণ করিবেন? কাহার বাক্যে বিশ্বাস করিবেন? আমারদের আত্মাতে যদি ঈশ্বরের আলোক প্রকাশ না পায়, যদি তাঁহার সঙ্গে যোগ না করি, তবে এই সংশয় অন্ধকার কিছুতে বিমোচন করিতে পারি না। কিন্তু যখন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করি—যখন তাঁহার মঙ্গল ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, তখন সংশয় অন্ধকার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে না। তখন আপনাপনি বুঝিতে পারি, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার যে যোগ তাহা চির কাল থাকিবে। তখন নিঃসংশয়ে বলিতে পারি 'য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি' যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন। যদিও মৃত্যুর পরে কি হইবে, তাহার সকল জানিতে না পারি; কিন্তু জানিতে পারি, আমরা ঈশ্বরেরই আশ্রয়ে থাকিব। এখানে যত জ্ঞান, যত ধর্ম্ম, যত প্রীতি উপার্জ্জন করিব; তদনুসারে

উন্নত লোকে গিয়া উন্নত হইব। যদি আমরা কুটিল পাপে বিকৃত হইয়া এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন না হইয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হই, তবে আমারদের নিঃসংশয় অধোগতি হইবে; কিন্তু সেখানে তাঁহার ন্যায়-দণ্ড ভোগ করিয়া পরিশুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার সৎপথে ফিরিয়া আসিব। অনন্ত মঙ্গলের রাজ্যে অনন্ত নরক নাই; যিনি আমারদের পরম পিতা, যিনি ইহারই জন্য শাস্তি দেন যে আমরা তাঁহার পথে ফিরিয়া আসি; তিনি কি পাপীকে অনন্ত নরকে দগ্ধ করিবেন? ইহা যদি সত্য হয়, তবে আর সকলি মিথ্যা। সেই মঙ্গল-স্বরূপের উপর যখন আমারদের বিশ্বাস যায়, তখন মনে করিতে পারি না যে তিনি পাপের জয় করিবেন—অমঙ্গলের জয় করিবেন—নরকাগ্নিকে অনন্ত কাল জ্বলিতে দিবেন। যদিও চতুর্দ্দিকে রোগ শোক পাপ তাপ দেখিয়া তাহার অর্থ বুঝিতে না পারি, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি যে ঈশ্বর তাঁহার সংসারকে বিনষ্ট হইতে দিবেন না। তিনি সহস্র উপায় দ্বারা মঙ্গলেরই জয় করিবেন। তাঁহার সংসারের একটি প্রাণীকেও তিনি পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি সকলকে উন্নতি হইতে উন্নতিতে লইয়া যাইবেন। পাপীকে দুঃখ ক্লেশ দণ্ড দিয়া—পুণ্যবান্‌কে আনন্দের উপর আনন্দে প্লাবিত করিয়া, আপনার দিকেই আকর্ষণ করিবেন।

এই প্রকার, ঈশ্বরের সঙ্গে যিনি আত্মার যোগ করেন, তিনি কালের হস্ত দেখিয়া ভীত হন না। ঈশ্বরের আলোক যাঁহার হৃদয়ে আঁধারের দীপ হইয়া প্রজ্বলিত হয়, তিনি সেই আলোকে সকল দর্শন করেন। তিনি তাঁহার পরম গতি চরম গতিকে দেখিয়া ভয়-শূন্য হন। পক্ষিরা যেমন অরণ্যে গিয়া আপন আপন মনের উল্লাসে সঞ্চরণ করে, তিনি সেই রূপ শরীর-পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকট যাইবার অভিলাষ করেন। ঈশ্বরের উজ্জ্বল মুখ দেখিয়া তাঁহার জ্ঞান উজ্জ্বল হয়। যে আলোক তাঁহার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহাতে তিনি মৃত্যুর পর পারে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম-ধাম দেখিতে পান। ঈশ্বরকে পাইয়া তিনি সকল অন্ধকারের আলোক পান। শত শত গ্রন্থ পাঠ করিলে—শত শত ব্যক্তির উপদেশ শ্রবণ করিলে যে বিশ্বাস না হয়, এক বার ঈশ্বরের আলোক দেখিতে পাইলে আমারদের চক্ষু উন্মীলন হয়। এক বার তাঁহার অমৃত-রসের আস্বাদন পাইলে রাশি রাশি গরল ধ্বংস হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ করিলেই আমরা মুক্তির পূর্ব্বাভাস পাই। যিনি এক বার পরমাত্মাকে দেখিতে পান, দিন দিন তাঁহাকে অধিক দেখিতে পাইবেন, এই আশাতে তিনি উৎফুল্ল থাকেন। বিপদ্ তাঁহার নিকট সম্পদ্ তুল্য হয়—মৃত্যু অমৃতের সোপান হয়। যিনি পর লোকের প্রতি সংশয়-শূন্য হইতে চাহেন, তাঁহাকে এই মাত্র বলিতে পারি যে পবিত্র হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকটে গমন কর—তাঁহার মঙ্গল মূর্ত্তি দর্শন কর, অবশ্যই সংশয়-শূন্য হইবে। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।" তাঁহাকে দেখিলে "হৃদয়ের গ্রন্থি ভগ্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়।" আমরা যদি পাপেতে কলঙ্কিত হই, তথাপি আমরা নিরাশ হই না। আমরা অনুতাপিত হৃদয়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই তিনি আমারদিগকে গ্রহণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা এই যে আমরা পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি। আমরা যদি আপনার ইচ্ছাতেই পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমেত্তে তাঁহার শরণাপন্ন

হই, তবে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না তো আর কোন্ ইচ্ছা পূর্ণ হইবে; তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি আমারদিগকে অভয় প্রদান করিয়া বলেন "বৎস ভীত হইও না—আমি তোমাকে গ্রহণ করিব।" তাঁহার অভয়-দ্বারে গেলে তিনি আমারদিগকে দূর করিয়া দেন না। এই পৃথিবীতেই হউক, অন্যত্রই হউক, যখন যে অবস্থাতে আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইতে যাইব, তখনি আমারদের সন্তাপাশ্রু মার্জ্জনা করিয়া আপন আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিবেন। "পাপী তাপী সাধু অসাধু দিবেন সবারে মঙ্গল-চ্ছায়া—কেবা জানে কত সুখ রত্ন দিবেন সান্ত্বা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।"

হে পরমাত্মন! তুমি আমারদের সকলকে তোমার আশ্রিত করিয়া তোমাকে প্রীতি ও তোমার কার্য্য করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছ; আমরা এখান হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নত লোকে গিয়া তোমার অভিমুখে অগ্রসর হইব। যে অমূল্য শাশ্বত সুখ তুমি আমারদের জন্য সঞ্চিত করিয়াছ, আমরা যেন আপনার দোষে তাহা হইতে বঞ্চিত না হই। আমারদের আত্মাকে উন্নত ও পবিত্র করিয়া যেন তোমারই পদতলে আনিয়া রক্ষা করিতে পারি। তুমি আমারদিগকে যে সকল অমূল্য অধিকার দিয়াছ, তাহা যেন তোমারই হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে পারি! তুমি সহায় না হইলে আমরা আপনার যত্নে কিছুই করিতে পারি না; অতএব তোমার অক্ষয় সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমারদিগকে তোমার অমৃত পথে লইয়া যাও।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

আত্মচিন্তা।

"যত দিন পৃথিবীতে জীবিত থাকিব তত দিনই অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হইবে। সাংসারিক অবস্থা যতই মন্দ হউক না কেন কোন ক্রমেই প্রাণ সত্ত্বে কর্ত্তব্য সাধনে উদাসীন থাকিতে পারিব না। ঈশ্বরই জীবনের উদ্দেশ্য, ঈশ্বরই জীবনের সুখ-নিকেতন, যতইকাল অতিবাহিত হইবে তত তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইব এই আমার আশা। তবে কি জন্য তাঁহা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি, তাঁহা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া কি প্রকারে জীবন-ভার সহ্য করিব? এই পৃথিবীর সকল বস্তু চির কাল সমান রহিয়াছে। বিংশতি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এখানে যে রূপ সৌন্দর্য্য সহকারে সূর্য্যের উদায়াস্ত হইত এখনও সেই রূপ হইতেছে, যে রূপ শোভা সহকারে বিংশতি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্র নক্ষত্র নিঃশব্দ নিশীথ সময়ে গগণ মণ্ডলে বিচরণ করিত এখনও সেই রূপ করিতেছে, যেরূপ সুখের সহিত আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ জনক জননী ও প্রিয় জনের স্নেহ লাভ করিতেন আমরাও সেই রূপ করিতেছি। কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন এই পৃথিবীর সকলই শূন্য শোভা হীন, সকলই অন্ধকার ও বিষণ্ণ দেখায়। হা কি প্রকারে তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলন হইবে?" একবার যে তাঁহাকে জ্ঞান-চক্ষুতে প্রীতি-চক্ষুতে দৃষ্টি করিয়াছে, তাঁহার অদর্শনে তাহার পক্ষে এই রূপ বিলাপ-উক্তি করা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে

কিন্তু প্রতি নিয়তই কত প্রকারে আমরা তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছি। কত বার ভ্রম-বশতঃ ধর্ম্ম উপার্জ্জনে বিরত ও বিফল-যত্ন হইতেছি! অনুসন্ধান করিলে

এবম্প্রকার দুরবস্থার কারণ আত্ম-অভাব ভিন্ন আর কিছুই প্রতীত হয় না। সকল বস্তুর নূতনতা এবং পুরাতনতা আছে। প্রথমে যখন পাপ-পথ-গামী মনুষ্যের মনে ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য এবং পাপের কদর্য্যতা প্রকাশ পায় তখন সে অতি আগ্রহ পূর্ব্বক ধর্ম্মকে অবলম্বন করে, এবং সেই ধর্ম্মকে প্রতিপালন করিতে শরীর মনের সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করে। এই জন্য দৃষ্ট হয় যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ ব্রাহ্মেরা তাহার আদেশ পালনে যৎপরোনাস্তি যত্ন করিয়া থাকেন, এবং পিতা মাতা ও গুরুজনের অনুরোধ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরেরই পথে অগ্রসর হওয়া জীবনের সার কর্ম্ম বিবেচনা করেন। কিন্তু আত্ম-চিন্তার বিরহে, এবং আত্মার গূঢ় অভাব সকলের অজ্ঞানতা জন্য, কিছু দিন পরে এই উৎসাহ এই আগ্রহ শীতল হইয়া যায়, ধর্ম্মের শোভা পুরাতন ও বিলুপ্ত হইয়া আইসে, এবং নব সৌন্দর্য্য সহকারে সাংসারিকতা স্বীয় সুখ-সম্পদ্ আমাদিগের হৃদয়-নয়নের সমক্ষে প্রকাশ করে। মন বিমোহিত হইয়া যায়, ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়, ধর্ম্মের প্রতি অন্ধ হয়, পর লোকের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়, এবং অশঙ্কুচিত চিত্তে সর্ব্ব-সাক্ষী পরমেশ্বরের সমক্ষে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। অনুশোচনা ও আত্মগ্লানি আইসে, নূতন নূতন সুখানুধাবন উল্লাসে তাহারা পরাজিত হয়, এবং ক্রমশই হৃদয় অধোগামী হইতে থাকে। ধর্ম্ম-চিন্তা ক্লেশকর ও রসশূন্য হইয়া পড়ে, ক্রমে ক্রমে গাম্ভীর্য্য পরিত্যক্ত হয়, পর-নিন্দায় আহ্লাদ জন্মে, নানাপ্রকার কৌতুক-রহস্য সদালাপ ও ব্রহ্মালোচনার পদে অধিষ্ঠিত হয়, সত্যের প্রতি আস্থা তিরোহিত হইতে থাকে, এবং বন্ধুদিগের মানস বিনোদন উদ্দেশে অনৃত বিভৎস ভাষা পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে আদরণীয় হইয়া উঠে। যাহার চরিত্র স্বভাবতঃ যে সকল দোষ-সম্পন্ন তাহার কার্য্যে সেই দোষগুলি একে একে দৃষ্টি-গোচর হইতে থাকে, এবং লজ্জা, ভয়, অনুরোধ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, আবৃত-বদনে একে একে প্রস্থান করে। যে গর্ব্বিত, ধনাভিমানে, বিদ্যাভিমানে, কুলাভিমানে স্ফীত, সে কিছু দিন ধর্ম্মের তাড়নে কষ্টে ক্লেশে স্বীয় কুস্বভাবজাত অহঙ্কার দমন করিয়া এখন নির্ভয়ে বিস্ফারিত বক্ষে লোকের পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যায়; যে ধন লোভী, সে ধর্ম্মের প্রতি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কেবল সঞ্চয়ের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, এবং যে ইন্দ্রিয়-প্রিয়, সে ইন্দ্রিয়ের সেবায় উন্মত্ত হইয়া মান মর্য্যাদা ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ সকলই বিসর্জ্জন দেয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সকলেই যে এক কালে ঈশ্বরের নাম ও ধর্ম্মের উল্লেখ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে, কি সরলতায় ও সাধু ব্যবহারে এক কালে জলাঞ্জলি দিয়া কপটাচরণে ও অসদ্ব্যবহারে সমস্ত শরীর মনকে নিযুক্ত করিয়াছে এমত নহে। উন্নতি ও আত্মোৎকর্ষণের যে রূপ সোপান আছে, পাপ ও আত্ম-বিকর্ষণেরও তদ্রূপ সোপান আছে। যেমন দুরবস্থা হইতে এক কালে আত্মোন্নতির শিখর-দেশে উত্থান করিতে পারা যায় না, বহু আয়াসে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে হয়, সেই রূপ এক বার উন্নতি লাভ করিয়া এক কালে অধর্ম্ম দুর্গতির অধস্তন হ্রদে অবতরণ করা যায় না, ক্রমে ক্রমে নিম্নগামী হইতে হয়। বিন্ধ্যাচলস্থ অত্যুচ্চ অধিত্যকা-ভূমির প্রস্তর-মণ্ডিত অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইয়া বহু দূরে নিম্নস্থিত প্রান্তরে অধঃপতিত হইয়া চূর্ণ হইতে কাহার হৃদয় না ভয়ে বিকম্পিত হয়? অদ্যাবধি যাঁহারা

দুর্গতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত না হইয়াছেন, অদ্যাবধি যাঁহাদিগের চিত্তে ধর্ম্ম লাভ করিবার ইচ্ছার লেশ মাত্র অবস্থিতি করিতেছে. তাঁহারা অবশ্য সুহৃদয় বন্ধু-বাক্য কদাচ অবহেলন করিবেন না। এবং যেখান হইতে ধর্ম্মোপদেশ লব্ধ হউক না কেন তাহা গ্রহণ করিয়া মনুষ্য জীবনের মহত্ত্ব লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই পৃথিবী পরীক্ষার স্থান। এখানকার বিঘ্ন বিপত্তি ঈশ্বর প্রেরিত। সেই বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বে যাঁহারা যে পরিমাণে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতে পারিবেন, সেই পরিমাণে তাঁহারা পর লোকে অতুল্য শাশ্বত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। পরমেশ্বর স্বীয় অপরিসীম করুণাগুণে মনুষ্যকে ধর্ম্ম সাধনের অধিকারী করিয়াছেন। কিন্তু পাছে তাহার গৌরব ও মহত্ত্ব লঘীয়ান হয়, এই জন্য সেই ধর্ম্মকে কষ্টসাধ্য দুর্লভ ও বহু-প্রলোভনে বেধনীয় করিয়াছেন। মনুষ্যের স্বভাব এরূপে সৃষ্ট হইয়াছে যে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মকে অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে স্বেচ্ছাধীন। মনুষ্য যেমন সদ্‌গুণ দেখিলে তাহার অন্তর্গত আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়েন, এবং যত দূর সাধ্য তাহার অনুকরণ করিতে ক্ষণ কালের জন্যও উৎসুক হয়েন, সেই রূপ পাপকার্য্য ও অপরিশুদ্ধ সুখ-ভোগ সন্দর্শনে তাঁহার পশু প্রকৃতি উত্তেজিত হয়, তিনি বিষম মোহে মুগ্ধ হইয়া স্বীয় দেবভাবকে উৎসন্ন করিতে সহজেই প্রবৃত্ত হয়েন। বাস্তবিক পাপাচরণ করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই ধর্ম্মাচরণ তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ আদরণীয় ও পুরস্কারের উপযুক্ত। ঈশ্বর ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। মনুষ্যকে কেবল সাধুবুদ্ধিতে ভূষিত করিয়াই ক্ষান্ত না থাকিয়া তিনি স্বয়ং তাহাকে সত্য ধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। সেই পথ দর্শন করিয়া এবং তদবলম্বন-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিয়াও যদি কেহ মূঢ়তা বশতঃ তাহাকে পরিত্যাগ করে তবে তাহার অপরাধ সম্পূর্ণ রূপে তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকে অর্শিতে পারে? যে সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাহাকে সামান্য আয়াস-সাধ্য মনে করে এবং বহির্বিষয়েই নিমগ্ন হইয়া আত্মাকে নৈসর্গিক গতিতে ঈশ্বরের দিকে গমন করিতে আদেশ দেয় সেই অলস কাপুরুষের ভ্রমের সীমা নাই। শুভ ক্ষণে পরমেশ্বর মনুষ্য-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মসাধনের উপায় ও আনন্দ নির্দ্দেশ করত অন্তর্হিত হয়েন, এবং স্নেহভরে অলক্ষিত রূপে সেই পথে তাহার পদচারণ নিরীক্ষণ করেন, যত বার সে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তত বার তাহা প্রদান করেন। কিন্তু ইচ্ছা প্রতিজ্ঞা এবং ধর্ম্ম সাধনোপযোগী আত্ম-পরিশুদ্ধি সম্যক্ রূপে মনুষ্যের স্বাধীনতা-সম্ভূত। আত্মচিন্তা করিয়া আপনার দোষ-সমূহ অবগত হইতে হইবে, কেবল সজ্জন-সঙ্গে ও উপাসনা-গৃহে গমন করিলে হইবে না। যে আত্মচিন্তা-বিরহিত হইয়া সাধু-সঙ্গে গমন করে, সে তত্রস্থ বাহ্যিক ক্রীড়া কৌতুকে সংসক্ত থাকে এবং সাধু সঙ্গকে অসাধু সঙ্গেতে পরিণত করে। এই প্রকারে তাহা দ্বারা সজ্জনদিগের চরিত্র পর্য্যন্ত দূষিত হয়। যদি পরমেশ্বরের দিকে গমন করিবার ইচ্ছা থাকে নিয়তই আত্মচিন্তা ও আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, আপনার অভাব-সকল আপনার দোষ-সকল দর্শন করিয়া অকপট চিত্তে তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, সাধুদিগের উপদেশ গ্রহণ কর, এবং সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ কর। জীবনের সকল কালই অতি ভয়ঙ্কর। যদি অত্যন্ত সাবধানতা পূর্ব্বক সর্ব্বদা আত্মাকে না রক্ষা কর, এবং সর্ব্বদাই যদি তাহার বর্দ্ধনশীল প্রবৃত্তি-

নিচয়কে অনুসন্ধান ও সৎপথে নিয়োগ না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আত্মা গূঢ় রূপে সাংসারিক অসদাসক্তি প্রাপ্ত হইবে, এবং এমত সময়ে নিজ প্রকৃতি প্রদর্শন করিবে যখন চরিত্রসংশোধন চেষ্টাবহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। কারণ মনুষ্য যখন যে অবস্থায় অবস্থিতি করে তখন আপনার প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ রূপে তাহারি উপযোগী করিয়া লয়, এবং পরিণত প্রকৃতি পরিশুদ্ধ করা তাহার পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। অতএব উপযুক্ত সময়ে আত্মচিন্তা দ্বারা চরিত্র সংশোধন করিবে, এবং মনকে ধর্ম্মেতে উন্নত করিবে, আত্মচিন্তা না থাকিলে অরক্ষিত গৃহের ন্যায় হৃদয়ে বহু প্রকার পাপ-তস্কর প্রবেশ করে, এবং অমূল্য ধর্ম্ম-রত্নকে অচিরে অজ্ঞাতসারে অপহরণ করে।

সম্পূর্ণরূপে আত্মচিন্তা হৃদয়ে বর্ত্তমান না থাকিলে, কোন মতেই উপযুক্ত উপাসনা সম্ভাবিত হয় না। আমাদিগের উপস্থিত দুরবস্থার একটী প্রধান কারণ অনুপযুক্ত ঈশ্বরোপাসনা। যদি প্রতিদিন হৃদয়ের অভাব জানিয়া সমান শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিনয় সহকারে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি, তাহা হইলে আত্মার উন্নতির সীমা থাকে না। কিন্তু উপাসনাগৃহে গমন করিয়া কি অভাবের জন্য প্রার্থনা করিব তাহা না জানিলে কি প্রকারে প্রার্থনা সম্ভবে? ঈশ্বরের জ্ঞান প্রীতি মঙ্গলভাব না অনুভব করিলে কি প্রকারে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা উদিত হইতে পারে? অতএব যদি ঈশ্বর-অভাবে ব্যাকুল হইয়া থাক, যদি তাঁহাকে লাভ করিবার একান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তবে সরল হৃদয়ে আপনার আত্মাকে অনুসন্ধান কর, রাশি রাশি পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া বিষাদাক্রান্তপূর্ণ লোচনে ভয় হৃদয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তিনি তোমার হৃদয়কে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাতে পরিপূর্ণ করিবেন, তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, তোমার দূষিত চরিত্রকে সংশোধন করিবেন।

গুরু জনের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা না থাকা আত্ম-বিস্মৃতির কার্য্য। যে আপনার দোষ না দেখে সেই পরের দোষ অনুসন্ধান করে। আমরা নিজে যাহা মনে করি তাহা অভ্রান্ত নহে। জগতের আর সকলে আমাদিগের সংকল্পানুযায়ী কার্য্য করে না বলিয়া তাহারা অবিশুদ্ধ চরিত্র নহে। আমাদিগের স্বীয় অপরাধের সংখ্যা এত যে তৎ সমুদায় পরিশোধন করিতে গেলে আর কাহারও দোষানুসন্ধান বা দোষ কীর্ত্তন করিবার অবকাশ থাকে না, এবং সেই সকল দোষের প্রতি যথোচিত ঘৃণা থাকিলে অপর কাহারও দোষকে দোষ বলিয়াই বোধ হয় না। যদি সকল ব্রাহ্ম আত্মচিন্তা-পরায়ণ হইয়া স্বীয় স্বীয় দোষ সম্যক্ রূপ সংশোধন করত ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে এত দিনে তাঁহাদিগের আত্মা কত দূর সদগতি প্রাপ্ত হইত এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মুখ কতদূর উজ্জ্বল হইত। বিনীত ভাবে করযোড়ে সকল ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণের প্রতি আমাদিগের নিবেদন যে তাঁহারা প্রতিনিয়ত যেন আত্মচিন্তা দ্বারা আপনাদিগের হৃদয়ের বহু অভাব দূর করেন, এবং যে সমস্ত চরিত্র-গত দোষ ও অসম্পূর্ণতা জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মহত্ত্ব হৃদয়-মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না, ঈশ্বর-প্রসাদে তাহা হইতে অচিরে মুক্ত হইতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেন। মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর আমাদিগের মধ্য হইতে দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, পরনিন্দা ও কপটতাকে বিদূরিত করুন এবং আমরা যেন পুণ্যের পবিত্রতা ও অমৃতত্ত্ব

অবিলম্বে লাভ করিয়া সমস্ত পৃথিবীময় ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে ব্যাপ্ত করিতে সচেষ্ট হই।

—০—

মনোবিজ্ঞান।

মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি, আবশ্যকতা, মহত্ত্ব, কার্য্য ও উদ্দেশ্য-বিষয়ে আমাদিগের সাধারণ মতামত পাঠকবর্গ সমীপে যথা-সাধ্য প্রকাশিত হইল। আমাদিগের চেষ্টা কত দূর ফলবতী হইয়াছে বলিতে পারি না। মন অতীন্দ্রিয়, দৃষ্টির বহির্ভূত পদার্থ, তৎ সম্বন্ধীয় কোন ভাব, কোন গুণ, বা কোন ঘটনা, শারীরিক শক্তির ক্রিয়া দ্বারা কিছু মাত্র অনুভূত হয় না। কঠোর, একাগ্র, এবং অবিশ্রান্ত চিন্তা ও আত্মদৃষ্টি দ্বারা তাহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হয়। সেই রূপ চিন্তা ও সেই রূপ আত্ম দৃষ্টি সহকারে আত্মার প্রবৃত্তি শক্তি ভাব নিয়ম ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করাই মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি। মন বিশ্ব জগতের মধ্যবিন্দু এবং মনোবিজ্ঞান জ্ঞান-রাজ্যের রাজধানী-স্বরূপ। সমস্ত সৃষ্টি-পরিধি প্রদক্ষিণ করিয়া ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত নিয়ম কৌশল ও সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করণার্থে মনের মধ্যেই প্রবেশ করিতে হয়, কারণ মনুষ্য সম্বন্ধে এতত্তাবৎই মনের প্রবৃত্তি-সাপেক্ষ।

অপিচ চিন্তাশক্তির কার্য্য এরূপ অদ্ভুত যে যত অধিক পরিমাণে এক বিষয়ে তাহা পরিচালিত হইবে, তত অধিক পরিমাণে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে মনকে প্রবৃত্ত প্রস্তুত ও সমর্থ করিবে। মনোবিজ্ঞান আলোচনায় যেমন চিন্তা-শক্তির পরিচালন হয় এমত আর কিছুতেই নহে, সেই জন্য আত্ম-জ্ঞানই সকল জ্ঞানের উপায়। বিশেষতঃ যে শাস্ত্রই অনুধাবিত হউক মনের প্রবৃত্তি ও কার্য্য ভিন্ন কোন ক্রমেই তাহাকে ব্যুৎপত্তি জন্মে না, তবে যে বিদ্যা মনের তত্ত্ব নিদর্শন করে তাহা যে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ তাহাতে আর সন্দেহ কি? মনোবিজ্ঞানের দ্বারা যে অন্যান্য শাস্ত্রাভ্যাসের সৌকর্য্য হয় ইহা তাহার আপেক্ষিক মহত্ত্ব; আর মনোবিজ্ঞানের দ্বারা যে মনের স্বতন্ত্র উন্নতি জন্মে ইহা তাহারি স্বতন্ত্র মহত্ত্ব।

অধিকন্তু ঈশ্বরজ্ঞান যে রূপ উজ্জ্বলতা সহকারে মনোজগতে লক্ষ হয় সে প্রকার অন্য কোথাও হয় না। পৃথিবী মধ্যে জ্ঞান প্রীতি পবিত্রতার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রতিরূপ মনুষ্যের আত্মা। যাহারা আপনাদিগের আত্মার মহদ্ভাব না জানিয়া পাপাচরণ করে তাহারা পরমেশ্বরের স্বরূপের অগৌরব করে, এবং যাহারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া নিয়ত জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করে তাহার ধর্ম্মের পথ উজ্জ্বল করে এবং ঈশ্বর স্বরূপের উজ্জ্বল পরিচয় প্রদান করে। অতএব যে বিদ্যা দ্বারা সেই আত্ম-তত্ত্ব ও আত্মানুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার আবশ্যকতার, তাহার মহত্ত্বের কি সীমা আছে?

দৃষ্ট বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান করাই বিজ্ঞানের কার্য্য। পৃথিবী জড় ও জীবন-বিহীন পদার্থ। মনুষ্যের মনই তাহার অন্তর্গত কার্য্য কারণ শৃঙ্খলা অনুভব করে, এবং স্বীয় স্বভাব অনুসারে কারণের পর কারণ অনুসন্ধান করিতে থাকে। এই প্রকারে উপর্য্যুপরি কারণ শৃঙ্খলায় উত্থান করিতে করিতে পরিশেষে সর্ব্বোপরি সেই কারণের কারণ, সেই আদি কারণ স্বরূপ পরমেশ্বরের উজ্জ্বল মুখ দেখিতে পায়। বিশ্ব মণ্ডলস্থ তাবৎ কারণরাশিকে সম্যক্‌রূপে একত্রীভূত করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করা আপাততঃ মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য, কিন্তু ইহাই মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বলিয়া নিশ্চয় রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

উপরোক্ত বিষয় সকল সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও সামান্য সন্দেহ নাই। সকলে সহজেই তাহা আয়ত্তীকৃত করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু আমাদিগের উদ্দেশ্য তৎসমস্ত যথা-সাধ্য আলোচনা করিয়া পাঠকবর্গ ও সকল ব্রাহ্ম ভ্রাতৃমণ্ডলের হৃদয়ে মনোবিষয়ক চিন্তা ঈদৃশ বর্দ্ধনশীল করি, যে তাঁহারা আমাদিগের সাহায্য অপেক্ষা মহত্তর উপায়ে মনুষ্যের প্রকৃতি এবং তন্নিহিত ঈশ্বরের উদারতা * উপলব্ধি করিতে পারেন।

এ ক্ষণে আমাদিগের গূঢ় রূপে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এতাদৃশ আলোচনার পূর্ব্বে বোধ হয় আমাদিগের মন শব্দের প্রকৃত অর্থ অবগত হওয়া এবং মন-সম্বন্ধীয় সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য কতিপয় শব্দের তাৎপর্য্য নিরূপণ করা একান্ত আবশ্যক। কারণ সাধারণতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্বন্ধে, বিশেষতঃ মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে, বিশেষ বিশেষ ভাব-নিদর্শক এতাদৃশ কতক গুলি শব্দ নিরূপণ ও তাহাদিগের অবোধ অর্থ সংগ্রহ করিলে তদ্বিদ্যালোচনার অতিশয় সৌকর্য্য জন্মে। শব্দ লইয়া বাক্‌-বিতণ্ডা হেতু অদ্যাবধি যে কত ভ্রমের ও অনর্থকর মতামতের উদ্ভাবন হইয়াছে তাহার সংখ্যা করিয়া শেষ করা যায় না। অধিকন্তু বঙ্গভাষায় মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন রচনাদি অদ্য পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, সুতরাং উক্ত বিষয়ে যে স্থলে যে শব্দাদি ব্যবহৃত হইবে, তাহা সাধারণের বোধগম্য করণার্থে এখানে বিবৃত হইতেছে।

মন কাহাকে বলে, এই বিষয় লইয়া যে কত বাদানুবাদ হইয়াছে বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। কেহ মনকে শরীর, কেহ শরীরকে মন; কেহ বা মনকে শরীর ও মন উভয়ই বিবেচনা করেন। কেহ বা তাহাকে বায়ু, কেহ বা শোণিত, কেহ বা মস্তিষ্কের অংশ মাত্র বিবেচনা করেন। এই প্রকারে মন যে কি পদার্থ ইহা লইয়া চিরকালই বিজ্ঞানবিৎদিগের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে কতকগুলি গুণ ও ভাব দেখিয়াই আমরা কোন একটী পদার্থের অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। গুণ থাকিলেই তাহার একটি আধার থাকিবে, সেই আধারকে পদার্থ কহা যায়। এই পদার্থকে অবলম্বন করিয়া সকল ভাব সকল গুণ স্থিতি করিতেছে, এবং ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গুণমাত্রই অবস্থিতি করিতে পারে না। আকৃতি, বিস্তৃতি, গতি, আকর্ষণাদি কতকগুলি গুণশ্রেণী একটী পদার্থকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে তাহার নাম জড়পদার্থ; জ্ঞান, প্রীতি, ইচ্ছাদি কতকগুলি গুণ-শ্রেণী অপর একটী পদার্থকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহার নাম চেতন পদার্থ অথবা মন। এই দ্বিবিধ পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কি উপরোল্লিখিত গুণ-সমুহের মধ্যে একটীও অবস্থিতি করিতে পারে? কেহ কি অদ্যাবধি বস্তু-বিহীন আকৃতি, বা বস্তু-বিহীন বর্ণ নয়ন গোচর করিয়াছেন, না মনোবিহীন জ্ঞান, ও হৃদয়-বিহীন প্রীতি উপলব্ধি করিয়াছেন? পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া গুণ-চিন্তা মনুষ্য-স্বভাবের পক্ষে অসম্ভব। অতএব কতকগুলি গুণরাশি দেখিলে তাহাদিগকে কোন একটী গুণশালী পদার্থের অন্তর্গত বলিয়া নিশ্চয় প্রতীতি হয়; তাহা না হওয়া অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক। এই গুণরাশি যদি সাধারণত সদৃশ হয়, তাহা হইলে তদবলম্বিত পদার্থও এক স্বভাবাপন্ন হইবে, কেবল তাহাদিগের রূপান্তর ও অবস্থান্তর নিবন্ধন উক্ত পদার্থের আকৃতি ও অবস্থার ভেদ হইবে, এবং তাহা ভিন্ন

ভিন্ন নামে উক্ত হইবে। যথা বায়ু ও প্রস্তর, এবং স্বর্ণ ও জল ইহাদিগকে দেখিলে নিতান্ত বিভিন্ন পদার্থ বোধ হয়। কিন্তু যদিও ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ গুণের প্রভেদ আছে, তত্রাপি জড় পদার্থের সাধারণ সমস্ত গুণ উভয়েতেই সমান রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; কারণ আকৃতি বিস্তৃতি বর্ণ ও আকর্ষণাদি জড়ীয় গুণ উভয়েতেই সমভাবে স্থিত দৃষ্ট হয়। অতএব তাহারা ভিন্ন দ্রব্য মাত্র, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নহে। কিন্তু যদি উল্লিখিত গুণরাশির মধ্যে একটী শ্রেণী অপর শ্রেণীটী হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিরুদ্ধ ও ভিন্নস্বভাব হইয়া উঠে তাহা হইলে তদবলম্বিত পদার্থদ্বয়ও বিভিন্ন-স্বভাব ও বিরুদ্ধ হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে সহজেই বোধ হইতে পারে যে জড় পদার্থের এবং চেতন পদার্থের গুণসমস্ত যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ ও অসদৃশ-স্বভাব এমত জগতে আর কোন বস্তুই নহে। বাস্তবিক একটী লক্ষণ ও উভয় পদার্থের সাধারণ সম্পত্তি নহে। জড় বস্তুর যে সমস্ত গুণ চেতন বস্তুতে তাহার সম্পূর্ণ বিরহ, এবং চেতন বস্তু অথবা মনের যে সমস্ত লক্ষণ জড় পদার্থে অথবা বাহ্য জগতে তাহার সম্পূর্ণ বিরহ। কেবল বিরহ নহে আবার বিরোধ। জড়তা এবং চৈতন্য কেমন বিরুদ্ধ যেমন অন্ধকার ও আলোক, যেমন জীবন ও মৃত্যু। অতএব বাহ্যবস্তু অথবা জড় পদার্থ, এবং চেতন বস্তু অথবা জ্ঞান পদার্থ সম্পূর্ণরূপে অসদৃশ ও বিভিন্নস্বভাব। শরীর বাহ্যবস্তু ও জড়পদার্থ, জড়ীয় সমস্ত গুণই তাহাতে বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। এবং মন চেতন পদার্থ, চেতন পদার্থের সমস্ত গুণই তাহাতে লক্ষিত হয়। এই জন্য শরীর ও মন এই দুই পরস্পর ভিন্ন বস্তু। সামান্য যুক্তিকে অবলম্বন করিলেই বিলক্ষণ বিশ্বাস হইবে যে শরীরও আছে, মনও আছে, কিন্তু শরীর মন নহে, মনও শরীর নহে, উভয়ে উভয় হইতে ভিন্ন। এই শরীর ও মনের বিভিন্নতা নিদর্শনার্থে পুরাকালীন এক জন মহা পণ্ডিতের বাক্য অনুবাদিত হইল।

আচার্য্য এবং শিষ্য পরস্পর কথোপকথন হইতেছে।

আচার্য্য। তুমি কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছ? আমার সঙ্গে নহে?

শিষ্য। হাঁ ভগবন্, আপনার সঙ্গে আলাপ করিতেছি।

আচার্য্য। আমিও তোমার সঙ্গে আলাপ করিতেছি?

শিষ্য। যথার্থ।

আচার্য্য। তবে আচার্য্য কথা কহিতেছেন?

শিষ্য। যথার্থ ভগবন্।

আচার্য্য। এবং শিষ্য শ্রবণ করিতেছেন?

শিষ্য। যথার্থ।

আচার্য্য। আমি শব্দ দ্বারা তোমার সঙ্গে আলাপ করিতেছি?

শিষ্য। ভগবন, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

আচার্য্য। আলাপ করা এবং শব্দ ব্যাবহার করা এ উভয় একই কার্য্য?

শিষ্য। একই কার্য্য।

আচার্য্য। ব্যবহার-কর্ত্তা এবং ব্যাবহৃত পদার্থ এ উভয় কি ভিন্ন নহে?

শিষ্য। ভগবন! কি বলিলেন উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

আচার্য্য। বাদ্যকর স্বীয় বাদ্যযন্ত্র হইতে কি বিভিন্ন নহে? কাষ্ঠ ছেদক স্বীয় কুঠার হইতে কি বিভিন্ন নহে?

শিষ্য। নিঃসন্দেহ ভগবন্! বিভিন্ন।

আচার্য্য। আমি তোমাকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, ব্যবহার-কর্ত্তা এবং ব্যবহৃত বস্তু কি পরস্পর ভিন্ন নহে।

শিষ্য। ইহাতে আর সন্দেহ কি।

আচার্য্য। কিন্তু ঐ কাষ্ঠ ছেদক কি কেবল তাহার অস্ত্র দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করে, না তাহার সঙ্গে স্বীয় হস্তের সাহায্যও গ্রহণ করে?

শিষ্য। হস্তের সাহায্যও গ্রহণ করে।

আচার্য্য। তবে সে স্বীয় হস্তকে ব্যবহার করে?

শিষ্য। যথার্থ ভগবান্।

আচার্য্য। সে হস্তের ন্যায় স্বীয় চক্ষুকেও ব্যবহার করিয়া থাকে?

শিষ্য। ভগবন্! করিয়া থাকে

আচার্য্য। তবে কাষ্ঠচ্ছেদক এবং বাদ্যকর তাহাদিগের হস্ত ও চক্ষু হইতে বিভিন্ন?

শিষ্য। ভগবন্ ইহাই তো বোধ হয়।

আচার্য্য। কিন্তু কেবল হস্ত ও চক্ষু কেন? সকল মনুষ্যই হস্ত পদ চক্ষু কর্ণাদি সমস্ত অঙ্গের সমষ্টি যে শরীর তাহাকেও তো ব্যবহার করিয়া থাকে।

শিষ্য। ভগবন্ ইহাতে আর সন্দেহ কি।

আচার্য্য। আমাদিগের ইহাই তো সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ব্যবহার কর্ত্তা এবং ব্যবহৃত বস্তু এউভয়ে বিভিন্ন?

শিষ্য। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

আচার্য্য। মনুষ্য তবে তাহার শরীর হইতে ভিন্ন?

শিষ্য। ভগবন্ ইহাই তো আমার প্রতীতি হইতেছে।

আচার্য্য। তবে মনুষ্য কি?

শিষ্য। ভগবন্ আমি জ্ঞাত নহি।

আচার্য্য। তুমি তো ইহা জ্ঞাত আছ যে মনুষ্য শরীর নহে, সে তাহার শরীরকে ব্যবহার করিয়া থাকে।

শিষ্য। ইহা জ্ঞাত আছি।

আচার্য্য। মন ভিন্ন শরীরকে কি আর কেহ ব্যবহার করিতে আইসে।

শিষ্য। আর কেহই নহে।

আচার্য্য। মনই তবে প্রকৃত মনুষ্য।

ছাত্র। হে ভগবন্! মনই প্রকৃত মনুষ্য।

আচার্য্য এবং শিষ্যের উপরোল্লিখিত সম্ভাষণ হইতে আমরা কেবল ইহাই শিক্ষা করিলাম না যে শরীর এবং মন এ উভয়ে বিভিন্ন পদার্থ, কিন্তু ইহাও স্পষ্টরূপে অবগত হইলাম যে "মনই প্রকৃত মনুষ্য"। এই সত্যটী কেমন মহান্! ইহা হইতে আমাদিগের হৃদয়ে কত মহদ্ভাবের উৎপত্তি হইতেছে, এবং আমাদিগের ধর্ম্মচেষ্টা ও আত্মোন্নতির আশা কতই সহায় লাভ করিতেছে। এই বঙ্গ দেশের হীনাবস্থ সন্তান দিগের মধ্যে যাঁহারা সাংসারিক সুখ দুঃখে উদাসীন থাকিয়া কেবল স্বীয় স্বীয় এবং স্বদেশীয় লোকদিগের মানসিক উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে এদেশে ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি হয়, শান্তি কুশল প্রসারিত হয়, তাহারই জন্য যাঁহারদের হৃদয় ব্যাকুল, তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্যতার পরিচয় দিতেছেন। ইহলোকে তাঁহাদিগের যে সমস্ত ক্লেশ কষ্ট হইতেছে, নিষ্ঠুর অত্যাচারী লোকদিগের নিকট হইতে যে আঘাত যে নির্যাতন সহ্য করিতেছেন, তাহা এক দিন তাঁহাদিগের জড়ীয় শরীরের সহিত সমাপ্ত হইয়া যাইবে। তাঁহারা নির্যাতাদিগকে, এবং নির্যাতারা তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইবেন, কিন্তু আমৃত্যু প্রাণগত-চেষ্টা-সম্ভূত যে আত্মোন্নতি তাহা অনন্ত কাল সুখ শান্তি ও প্রকৃত সম্পত্তি বিধান করিবে সন্দেহ নাই। শরীরের সহিত শারীরিক সুখ দুঃখের অবসান হয়, কিন্তু অতীব কষ্ট সাধ্য মানসিক সদ্বৃত্তিই চিরকাল পরলোকে মনুষ্যের সম্বল হইয়া স্থিতি করে। ঈশ্বর করুন সে সদ্বৃত্তি হইতে যেন কেহই বিচ্যুত না হয়েন। পৃথিবীর

মধ্যে মনুষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যের মধ্যে মনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ কোন্নগর দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে নিম্ন লিখিত বক্তৃতাটী পঠিত হয়।

অদ্য এই সমাজের বয়ঃক্রম এক বৎসর পূর্ণ হইল। করুণাময় পরমেশ্বরের অনুকম্পাতে যে এতৎকাল পর্য্যন্ত সমাজের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে ইহাতে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই মঙ্গলময় পুরুষকে বার বার নমস্কার করি। যদিচ এই সংক্ষেপকাল মধ্যে এই গ্রামের অধিকসংখ্যক লোক ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই, তথাচ যে কয়েকটী যুবা ব্রাহ্ম-শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদিগের অকপট-ভাব ও ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকাতে বিশেষ তৃপ্তিকর হইয়াছে। আর ইহাও আমাদিগের স্মরণ করা উচিত, ভূমিতে বীজ বপন করিবা মাত্র ফল লাভ করা যাইতে পারে না, প্রত্যুত কালকে প্রতীক্ষা করিতে হইবেক। কাল সহকারে সেই বীজ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, পশ্চাৎ তাহা ফল পুষ্পে সুশোভিত হইয়া থাকে। অতএব গত বর্ষে আমাদিগের উদ্যোগ যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সফল হইয়াছে তজ্জন্য সেই স্নেহময় পরম পিতাকে ধন্যবাদ করি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহা কিছু নূতন ধর্ম্ম নহে—অতি প্রাচীন কাল অবধি—সৃষ্টির আরম্ভ অবধি এই ধর্ম্ম মনুষ্যের হৃদ্‌গত হইয়া আসিতেছে, এবং ক্রমে যে ইহা সমুদায় পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইবে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে।

এই সনাতন ধর্ম্মের উন্নতি সাধনই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। এবং সেই ধর্ম্মের মূল পরমেশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন। এই ধর্ম্ম-বীজকে লক্ষ্য করিয়া আমারদের সকলের একতা ও যত্ন সহকারে কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। সমাজস্থ লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মতের বিভিন্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বর্ত্তব্য না করিয়া সমাজের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করাই বিধেয়; কারণ এই অবনী মণ্ডলে কোন দুইটী বস্তু পরস্পর অভিন্ন দেখা যায় না, দুইটী বৃক্ষ বা দুইটী জীব কখন সর্ব্বাংশে তুল্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সেইরূপ দুইটী মনুষ্যের আকার ও মনোবৃত্তিও সর্ব্বপ্রকারে সমান পাওয়া যায় না। ফলতঃ পরমেশ্বরের সৃষ্টি ক্রিয়াই এই প্রকার বিচিত্র, ইহাতে সমাজস্থ সকল ব্যক্তির মত সকল বিষয়ে যে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হইবে তাহা কদাচ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

থিত মানসিক গুণের বিভিন্নতা প্রযুক্ত
অনুসারে সত্যানুসন্ধান পূর্ব্বক তদনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য পরমেশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, এই স্বাধীন ভাব নষ্ট করা আমাদিগের কখন উচিত নহে। কেন না তাহা হইলে সত্য আবিষ্কৃত ও অবলম্বিত হইতে পারে না, এবং যে পরিমাণে স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হইবেক সেই পরিমাণে সত্যকে আশ্রয় দেওয়া হইবেক না। পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ, সত্যই পরমেশ্বরের জ্যোতি, সেই সত্য অবলম্বন করিলে মঙ্গলের আলয়ে উপনীত হওয়া যায়। সত্য মঙ্গলের বীজ, তাহার একটী বীজ রোপণ করিলে বহুপ্রকার মঙ্গল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব হে ব্রাহ্মভ্রাতাগণ! আইস সকলে মিলিয়া সত্যকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মের উন্নতি কল্পে যত্নশীল হই। আমাদের মধ্যে যদি কোন কোন বিষয়ে মতের আংশিক বিভিন্নতা থাকে তজ্জন্য পরস্পরের বিরোধ ও বিষবাদ না করিয়া আমাদের সকলের ঐকমত্য যে ধর্ম্মোন্নতি তদ্বিষয়ে ঐক্য অবলম্বন করি। ঐক্য ব্যতিরেকে কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না, এবং দুর্ব্বল মনুষ্যেরাও ঐক্য গুণে অতিগুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। অতএব ধর্ম্মের উন্নতি কল্পে সকল ব্রাহ্মেরই দৃঢ় ঐক্য অবলম্বন করা অত্যন্ত আবশ্যক। যাহাতে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও জ্ঞানের জ্যোতি সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হয়, দেশের কুৎসিত আচার ব্যবহার সকল তিরোহিত হইয়া সদাচার ও সত্য ব্যবহার সংস্থাপিত হয় এবং লোকের দুঃখ বিমোচন ও সুখ বর্দ্ধন হয় কায়মনোবাক্যে তাহার চেষ্টা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।

হে পরমাত্মন্! তোমার সহায়তা ভিন্ন আমরা কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি না; কেবল তোমারই কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি আমাদিগকে এরূপ ধর্ম্মবল প্রেরণ কর, যদ্দারা আমরা সংসারে নানাপ্রকার প্রলোভন ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগামী হই। আমরা যেন দিন দিন তোমার প্রতি অধিকতর প্রীতি স্থাপন করি, তোমার নিয়মিত ধর্ম্ম পালনে যত্নশীল হই, এবং সকল মনুষ্যের হিত চিন্তাতে জীবন অবসান করি। এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা।

২৫০ সংখ্যক পত্রিকার ৩১ পৃষ্ঠার পর।

(প্রাপ্ত।)

যাহা হউক মনুষ্যের ধর্ম্ম তৃষ্ণা চিরকালই প্রবল, চিরকালই সে ধর্ম্মের জন্য লালায়িত। সে যে কোন অবস্থায় কেন নিপতিত হউক না, অতি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সম্রাট হইয়া সংখ্যাতীত লোকের উপর প্রবল পরাক্রমের সহিত আধিপত্য করুক, অথবা পর্ণ কুটীর নিবাসী হইয়া অন্নাভাবে ক্লিষ্ট শরীরে অতিদীন দুঃখী প্রজার ন্যায় সময় ক্ষেপণ করুক, প্রভূত ধন উপার্জ্জনাশায় দুস্তর অর্ণব সকল পার হইয়া ব্যবসায় বাণিজ্যেই প্রবৃত্ত হউক, অথবা পরিবার-মূলক স্নেহ, মমতা, প্রীতি-রূপ কোমল বন্ধন উৎপন্ন অনির্ব্বচনীয় সুখ লালসায় বাসস্থান গৃহকেই সার করুক, সে যদি কিয়ৎ পরিমাণেও প্রকৃতিস্থ থাকে তাহা হইলে সকল অবস্থাতেই সে ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না। ফলতঃ ইহা নিঃসংশয়-সত্য যে সকল স্থানের এবং সকল কালের লোকেই ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছে; তবে অল্পাধিক এই মাত্র।

ঈশ্বর মনুষ্যের অন্তরে ধর্ম্মভাব সকল রোপণ করিয়াছেন বলিয়াই সে কখন ধর্ম্মহীন অবস্থায় কাল যাপন করে নাই। তাহার প্রায় সকল ক্রিয়াতেই ধর্ম্মভাব ব্যক্ত হয়। কি স্বকীয় কি পরিবার-সম্পর্কীয়, কি সামাজিক কি রাজনীতি-বিষয়ক তাহার সকল কার্য্যই ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট। য়িহুদীদিগের ধর্ম্মভাব তাহাদের নিজ নিজ আচার ব্যবহারে প্রকাশ পাইয়াছিল, এবং হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের রীতি নীতি প্রভৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেও আমরা সেই সত্য উপলব্ধি করি। ধর্ম্ম মনুষ্যের আত্মাকে এরূপ প্রশস্ত ভাবে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, যে সে সুখেতেই থাকুক, আর দুঃখেতেই থাকুক, কোন অবস্থাতে কোন কালে সে ধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিতে পারে না। পাছে সে কোন দিক দিয়া পলাইয়া ঈশ্বরের আশ্রয় হইতে দূরে গিয়া পড়ে এই জন্য ধর্ম্ম তাহার সকল ভাবের সকল কার্য্যের দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়া প্রহরীর ন্যায় অতি সতর্ক ভাবে চতুর্দ্দিক রক্ষা করেন। অনেক মহাত্মা ব্যক্তি ধর্ম্মকে মনুষ্যের জীবন রূপ চক্রের মধ্য বিন্দু বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। তাহার সকল কার্য্য পরিধি রূপে সেই মধ্য বিন্দুকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে।

ধর্ম্মের সঙ্গে মনুষ্যের সঙ্গে যখন এরূপ অবিচ্ছেদ যোগ হইল, তখন যাহারা মনুষ্যের প্রকৃতি বিশেষ করিয়া দর্শন করে নাই, তাহারা ভিন্ন আর কেহই তাহাকে আদেশ করিতে পারে না, "তুমি আপনার মনে মনেই ধর্ম্মের আলোচনা করিবে, সাংসারিক বিষয়ে ধর্ম্মভাব প্রকাশ করিবে না। সামাজিক কার্য্যে ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইলে হইতে পার, কিন্তু আহ্লাদের কিম্বা শোক দুঃখের সময় কখনই তাহাকে অন্তরে স্থান দান করিবে না।" যে ব্যক্তি কিম্বা যে ধর্ম্ম মনুষ্যপ্রকৃতির সম্যক উন্নতির অর্থ অনবগত থাকিয়া তাহাকে স্বাধীন ভাবে পরিচালনা করিতে না দেয়, সে ব্যক্তি এবং সে ধর্ম্ম অতি অপ্রশস্ত অনুদার এবং ক্ষীণদর্শী বলিতে হইবেক। যেমন বালককে তাহার ইচ্ছামত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা করিতে ও সঙ্গত ক্রীড়ানুরক্ত হইতে না দিয়া তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ কঠোর আদেশ সকল পালন করিতে বাধিত করিলে, সে নিশ্চয়ই উল্লাস ও স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া কালে সকল প্রকার উদ্যম, সাহস, বীর্য্য শূন্য হইয়া পড়ে, প্রায়ই তাহার দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না; সেই রূপ মনুষ্যকে তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে না দিলে তাহার উন্নতি ও মহত্ত্ব লাভের পথে বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত করা হয়। বৃক্ষকে উত্তমরূপ ফল প্রসব করিতে দেখিবার মানস থাকিলে যেমন অবশ্যই তাহাকে এমন স্থানে রোপণ করিতে হইবে, যে সে যথা সময়ে জল বায়ু-আলোক হইতে বঞ্চিত না থাকে, এবং স্বভাবতঃ যে দিকে ইচ্ছা করে সেই দিকেই শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, মনুষ্যের ভাবকেও সেই রূপ স্বতন্ত্র ভাবে সর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। পরন্তু যেমন সকল নদী সমুদ্র সঙ্গমাভিমুখে যাত্রা করিলে অত্যুচ্চ শিলাময় বক্ষ সমান সুদৃঢ় পর্ব্বতও তাহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না, সেই রূপ মনুষ্য হৃদয়স্থ ভাব স্রোতের প্রতি সহস্র সহস্র প্রতিবন্ধকতাচরণ করিলেও তাহা কাল সহকারে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া স্ব পথে চলিয়া যাইবেই যাইবে। অতএব মনুষ্যকে স্বভাবের বিপরীত কার্য্য করিতে নিয়োগ করাতে কেবল আমাদের দুশ্চেষ্টা ও অজ্ঞানতাই প্রকাশ পায়। আমরা কেবল তদ্বারা মনুষ্যের উন্নতি স্রোতকে যথাকালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইতে না দিবার জন্য প্রত্যবায় ভাগী হই।

ধর্ম্ম মনুষ্যের সমুদয় আত্মাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। মনুষ্যের প্রতি ক্রিয়াই ধর্ম্মানুগত হইতে পারে। সকল কার্য্যই ঈশ্বর-প্রাপ্তির উদ্দেশে সমাধা হইতে পারে। সামান

বৈষয়িক ক্রিয়া অবধি মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম ক্রিয়া উপাসনা পর্য্যন্ত সকলকেই ধর্ম্মের শাসনে আনা যায়। যখন মনুষ্য আপনার প্রতি কার্য্যকেই ধর্ম্মের শাসনে শাসিত করেন তখনই তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ বলিয়া উক্তি করা যাইতে পারে। যদি অনুষ্ঠান শব্দে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ক্রিয়া মাত্রেরই আরম্ভ বুঝায়, তবে যে রূপ আলোচিত হইল তাহাতে প্রতীতি হইতে পারে যে যাঁহারা প্রকৃত সাধু তাঁহারা সতত নিয়তই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। কিন্তু অনুষ্ঠানের এই ব্যাপক অর্থ সকলে বুঝে না। অনুষ্ঠান শব্দের ব্যাপক অর্থ লইলে, মনুষ্যের আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক ক্রিয়া বিশেষে তাহাকে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। স্ব স্ব অন্তরে ক্ষমা, ঔদার্য্য, দয়া, উপচিকীর্ষা, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতির অনুষ্ঠানকে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান কহে, এবং সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্য্য এবং পরস্পর মিলিত হইয়া ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াবিশেষের নাম বাহ্যিক অনুষ্ঠান। আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান সকলেরই অনুমোদিত, কেহই তাহার বিরোধী হইতে পারে না, বাহ্যিক অনুষ্ঠান বিশেষের প্রতিই আপত্তি দৃষ্ট হয়। এই সকল আপত্তি কত দূর যুক্তি সঙ্গত ক্রমে আলোচনা করা যাইবে।

বাহ্যিক অনুষ্ঠান দুই প্রকার লক্ষিত হয়। হয় তাহারা আমাদের আন্তরিক ভাব প্রকাশক, যখন আমাদের হৃদয়ে কোন সরল ও সাধুভাবের উদয় হয় তখন আমরা তাহাদ্বারা তাহা বাহিরে প্রকাশ করি; নয় তাহারা আমাদের সংসারের ও আত্মার উন্নতি সাধনের উপায়রূপে অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রতি অবরোধ প্রকাশ করা নিতান্ত অসঙ্গত, যে হেতুক তাহা হইলে মানব প্রকৃতির প্রতি বিরুদ্ধাচরণ প্রকাশ করা হয়। আমাদের আন্তরিক সাধুভাব সকল বাহিরে প্রকাশ করিতে না পাইলে আমাদের আত্মা কি নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে না? এবং সেই সকল বাহিরে প্রকাশ করা কি আমাদের স্বাভাবিক কার্য্য নহে? পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে মনুষ্যের স্বভাবকে স্বীয়পথে চালিত হইতে না দেওয়াতে আমাদের কেবল দুঃখোৎপত্তিই প্রকাশ পায়। যাঁহারা মনুষ্যকে নীচ ও মলিন ভাব পরিত্যাগ করিয়া উন্নত ও পবিত্রভাব কুসুমে বিভূষিত দেখিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা যে দ্বিতীয় প্রকার বাহ্যিক অনুষ্ঠান সকলকে অনুচিত বোধে হেয় জ্ঞান করিবেন এবিশ্বাসকে আমি কখন মনে স্থান দান করিতে পারি না। তবে অনুষ্ঠান অনেক সময়ে বাহ্যাড়ম্বরসার হইয়া উঠে, তাহা আমাদিগের আন্তরিক সদ্ভাবও প্রকাশ করে না এবং আত্মার উন্নতি সাধন ও করে না। এরূপ অনুষ্ঠান অবশ্যই প্রতি জনের ঘৃণার বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য।

অনুষ্ঠান দেশ ও কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হয়। যখন সকল দেশীয় লোকের ভাব নানা কারণ বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, যখন এক দেশের অভাবের সহিত অন্য দেশের অভাব সকলের ঐক্যতা নাই, যখন কালের সহিত আমাদের ভাব ও অভাব সকল পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন দেশ ও কাল বিশেষে অনুষ্ঠান সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইবে সন্দেহ কি? যখন মনুষ্যের মনে সংগ্রামদ্বারা খ্যাতি ও গৌরব লাভের স্পৃহা অতি সাধারণ ও বলবতী ছিল, তখন তাহার প্রতি অনুষ্ঠানেই সংগ্রাম স্পৃহার ভাব প্রকাশিত হইত। গ্রীক ও রোমীয়দিগের বিবরণ পাঠে এ সত্যের সহস্র সহস্র উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন জ্ঞানের রাজ্য অধিকতর বিস্তারিত হইয়াছিল তখনকার অনুষ্ঠানের ভাব আর সেরূপ ছিল না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, প্রভৃতি সুসভ্য ইউরোপীয় খৃষ্টীয় সমাজের অন্তর্গত দেশ সমস্তের প্রতি নিরীক্ষণ করিলে সে সত্য বিলক্ষণ রূপে প্রতিপন্ন হয়। সেখানে আর দেশের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল জানিবার নিমিত্ত সে ডেল্‌ফি দেশীয় ভবিষ্যদ্বাদীও নাই, এবং জেনস দেবের মন্দিরও আর তথায় বিরাজ করে না। সেখানে দেখিতে পাই লোকে আহারাদি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া দিন রাত্রি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি দুরূহ সূক্ষ্মতর বিদ্যা-সকল আলোচনায় অভিনিবিষ্টমনা হইয়াছে। সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সুকৌশল ও নিয়ম সকল আবিষ্কৃত করিয়া লোকে সেই অনন্তের অদ্ভুত মহিমা চতুর্দ্দিকে মহীয়ান্ করিতেছে, এবং যাহাতে মনোবৃত্তি সকল চরিতার্থ হয়, এইরূপ অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিতে ব্যতিব্যস্ত রহি-

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

সংবাদ

গত বারের পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত একটী ব্রহ্মোপাসনা সমাজ সংস্থাপনের কথা আমরা উল্লেখ করিয়া ছিলাম। আমরা এক্ষণে অবগত হইলাম যে কতকগুলি সচ্চরিত্র ব্রাহ্মের প্রযত্নে কোন

এক ভদ্র পরিবারে নিয়মিত রূপে মহিলাদিগের উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইবে। যতদিন না এই স্ত্রীসমাজটী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততদিন ইহার কবিশেষ বৃত্তান্ত আমরা পাঠক বর্গ সমীপে প্রকাশ করিতে নিরস্ত থাকিব। কারণ কোন আরব্ধ শুভ কার্য্য সুসম্পন্ন না হইলে ভদ্বিষয় লইয়া অকারণ গোলযোগ করিলে মঙ্গল না হইয়া বরং অনিষ্ট হইতে পারে।

• আমরা অতীব আহ্লাদের সহিত অবগত হইলাম যে শ্রীযুক্ত বাবু কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের প্রযত্নে বহরামপুর নগরে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বাগাচড়া গ্রামে পাঁচটী ব্রাহ্ম বিবাহ সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। সেখানকার লোকদিগের ভ্রাতৃভাব ও সরলতার কথা শ্রবণ করিলে অত্যন্ত আনন্দ জন্মে। তত্রস্থ লোকদিগের মধ্যে অনেকেই পণ্য বিক্রেতা; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্য বীথী সংস্থাপন পূর্ব্বক যথা কথঞ্চিত আয়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এপ্রকার কার্য্যাবলম্বীদিগের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারা ক্রেতাদিগের সহিত বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ প্রথা এককালে পরিত্যাগ করিয়াছে। কেহ কিছু ক্রয় করিতে আসিলে সরল ভাবে এককালে বলিয়া উঠে "এ দ্রব্যের এত মূল্য; ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, না হয় করিওনা; আমরা ব্রাহ্ম আমরা দর করি না!" দোকানীদিগের চক প্রায় যথা পরিমিত রূপে রক্ষিত হয় না, কিন্তু বাগাঁচড়াস্থ ব্রাহ্মরা এককালে এবম্বিধ অপরিমিত চক পরিবর্ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, এবং সম্পূর্ণ রূপে যথার্থ পরিমাণে দ্রব্যাদি বিক্রয় করে। যাহারা মকদ্দমা করিতেছিল তাহারা অসত্যের ভয়ে মকদ্দমা পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং যাহারা কোন কারণ বশতঃ প্রতিবাসী বা গ্রামস্থ লোকদিগের সহিত বিষয় ঘটিত কোন বিবাদ করিতেছিল, তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ ক্রমে বিবাদ বিসম্বাদ হইতে এককালে নিরস্ত হইয়াছে। বিদ্যা বিহীন লোকদিগের পক্ষে কেবল বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বলে এত দূর করিয়া উঠা সহজ নহে। সামান্য লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা কোন সময় ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছেন তাঁহারাই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাদিগকে অবলম্বিত প্রথা পরিত্যাগ করাইতে ব্রত করা কেমন কঠিন। যাঁহারা গর্ব্বিত বচনে সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে সাধারণ লোকদিগের সরল অকপট হৃদয় ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব সকল গ্রহণ বা পালন করিতে পারে না, তাঁহারা এইক্ষণে বাগাঁচড়া গ্রামস্থ দুঃখী, বিদ্যা-বিহীন-ব্রাহ্মদিগের অবস্থা অবলোকন করুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদিগের বিবেচনা ভ্রম মূলক কি না।

এতদ্দেশস্থ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক মিসনরী মহাশয়দিগের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে দ্বিপ্রকার দল নিরীক্ষিত হয়। এই দুইটী দলেরই ব্রাহ্ম সমাজের অনিষ্ট সাধন করা সমান অভিসন্ধি। কিন্তু এতদ্দ্বয়ের মধ্যে একটীদল বিনয় ও ভ্রাতৃভাবে, সত্যের অনুরোধের জন্য স্বীয় সংকল্প সাধন করিতে চেষ্টাবান হইয়াছেন, অপরটী নিতান্ত অসদৃশ বৈরভাব অবলম্বন পূর্ব্বক বাহুবলে ও বাক্য যন্ত্রণায় সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে ঘোর প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। কেহ সন্দর্ভ পাঠ করিয়া ও ভদ্র ন্যায়ানুগত সমাচারাদি প্রচার করিয়া যথা পরিমিত রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতেছেন, কেহ বা ঘৃণা ও অসূয়াপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, এবং স্বকল্পিত দোষ গ্লানি আরোপ করিয়া আপনাদিগের পদানত সম্বাদ পত্রে প্রকটিত করিতেছেন, শেষোক্ত মহাশয়দিগের ব্যবহারে যদিও আমরা সময়ে সময়ে বিরক্ত হই বটে কিন্তু বিশুদ্ধ যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিবেচনা হয় যে প্রথমোক্ত মহাশয়দিগের স্বীয়াভিসন্ধি সাধন চেষ্টা অধিকতর কার্য্যকর হইবে সুশিক্ষিত ধর্ম্ম পরায়ণ লোকেরা তাঁহাদিগের ভদ্র ও সাধু চেষ্টায় উত্তেজিত হইয়া বরং খৃষ্টীয় ধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে সমুৎসুক হইলেও হইতে পারেন কিন্তু অপর শ্রেণীভুক্ত বিষম উৎসাহী দুর্ব্বিনীত মহোদয়দিগের কোপান্বিত ও অসদ্ভাব সংযুক্ত আচরণে সকলে নিতান্ত কৌতূহলাবিষ্ট হয়েন বটে, পরন্তু তদ্দ্বারা কেহই খৃষ্টীয়ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত বা অনুরক্ত হইবে না, কারণ সত্যাসত্য, বিনয় ব্যাকুলতা বিবেচনা করিতে ব্যক্তি মাত্রেই সক্ষম। মিসনরী ভ্রাতাদিগের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য যে তাঁহারা যাহাকে সত্য বিবেচনা করিতেছেন তাহা ইচ্ছা হয় প্রচার করুন, কিন্তু বিজাতীয় উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া ভ্রাতৃ ও প্রতিবাসী দিগের প্রতি অন্যায় অত্যাচার না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মনুষ্যের নিকট না ঈশ্বরের নিকট, কাহারও নিকট প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিবেন না। আমরা কোন দলের বিশেষ নামোল্লেখ করিতে চাহি না, বোধ করি তাঁহারা স্বীয় স্বীয় দোষ গুণ বিচার করিতে সক্ষম হইবেন।

বঙ্গদেশে যত যত ব্রাহ্মসমাজ আছে তৎসমুদায়ের কার্য্য প্রণালী যতদিন না একটী বিশেষ শৃঙ্খলা বদ্ধ হয় ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতভাব সাধারণ সমক্ষে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইবে না। যেমন ব্রাহ্ম হইয়া অসদাচরণ করণাপেক্ষা ব্রাহ্ম না হওয়া ভাল, সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হ-

ইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মানমুমোদিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা সমাজ না প্রতিষ্ঠিত হওয়া ভাল। যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে পৃথিবীতে একটী ধর্ম্মশাসন আছে সেইরূপ মনুষ্য সম্বন্ধে একটী ধর্ম্মশাসনের প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। যখন আমরা ধর্ম্মকে প্রত্যেকজনের হৃদয় কোটরে আবদ্ধ না রাখিয়া সমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম জনসমাজের ধর্ম্ম হইয়া জনসমাজের যথার্থ মঙ্গলসাধন করিবে ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য তখন কোন ক্রমেই আমরা ব্রাহ্মসমাজকে ঈদৃশ অসংস্কৃত রাখিতে পারি না যাহাতে তাহা সাধারণ সমাজ অশ্রদ্ধেয় বোধ হইলেও হইতে পারে। যাহাতে বঙ্গদেশস্থ সকল ব্রাহ্মসমাজ বিশুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করে তাহার জন্য আমাদিগের সমূহ যত্ন করিতে হইবে।

আগামী ভাদ্রমাসের মাসিক সমাজে ব্রাহ্মসমাজের জন্য দুই জন উপাচার্য্য অভিষিক্ত হইবেন। সমাজের নিয়মিত কার্য্যান্তে উঁহারা প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া উপযুক্ত উপদেশ লাভ করিবেন। এই কার্য্যটী অতি মঙ্গলকার্য্য, আমরা প্রত্যেক ব্রাহ্ম ভ্রাতাকেই এতদ্দর্শনে নিমন্ত্রণ করিতেছি; বোধ করি যাঁহারা উপস্থিত হইবেন সকলেই আনন্দিত ও উন্নত হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন।

সম্প্রতি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া নামক সংবাদপত্রে "ব্রাহ্মসমাজ" বিষয়ে একটী প্রস্তাব লিখিত হয়। লেখন কৌশল ও ভাবাদি দর্শনে বোধ হয় যে লেখক মহাশয় একজন প্রশস্তচিত্ত ও উদার চরিত্র খৃষ্টীয়ান হইবেন। যদ্যপি আমাদিগের উদ্দেশ্য সঙ্গত হইত তাহা হইলে আমরা উল্লিখিত প্রস্তাবের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত বা অনুবাদিত করত প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গকে প্রীত করিতাম। যাহা হউক প্রস্তাব লেখক বিগত আশ্বিন মাসীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটী বিজ্ঞাপন অবলম্বন করিয়া গবর্ণমেন্টের ধর্ম্মবিষয়ক নিরপেক্ষতার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে যে "Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj." পুস্তক মেদিনীপুর গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া লেখক এই বিজ্ঞাপন অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন যে গবর্ণমেন্টের ধর্ম্ম বিষয়ক নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও তাঁহাদের বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকচয় বিক্রীত হইতেছে। এতদ্দর্শনেই হউক বা কাহার উত্তেজনায় হউক, মেদিনীপুর জিলার ইন্সপেক্টার মহাশয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে লিখিয়াছেন যে গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে ধর্ম্মপুস্তক বিক্রয় করা বিধি অসঙ্গত কার্য্য হইয়াছে। আমরা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করিতেছি যে যে বিজ্ঞাপন অনুসারে উল্লিখিত দোষারোপ কৃত হইয়াছে তাহা ভ্রমাত্মক, তাহা আমাদিগের এক জন পূর্ব্ব কর্ম্মচারির অনবধানতা জন্য সংঘটিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৬ই ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকালে ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মহাশয়গণ ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইবেন। ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন উক্ত দিবস সমাজে উপস্থিত হইয়া আত্মার উন্নতি সাধন করেন ইতি।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
সহকারী সাম্পাদক।

নির্ঘণ্ট পত্র।

	পৃষ্ঠা
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	৪৯
আত্ম চিন্তা	৫১
মনোবিজ্ঞান	৫৩
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ..	৫৮
অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা	৬১
সংবাদ	৬৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য নিরূপণ।

অগ্রিম মূল্য (কলিকাতার জন্য) ..	৩
" (মফঃস্বলের জন্য) ..	৩৸০
মাসিক মূল্য	।৴০
এক খণ্ড	।৵০

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ১৭ই শ্রাবণ রবিবার সম্বৎ ১৯২১ কলিগতাব্দ ৪৯৬৫।
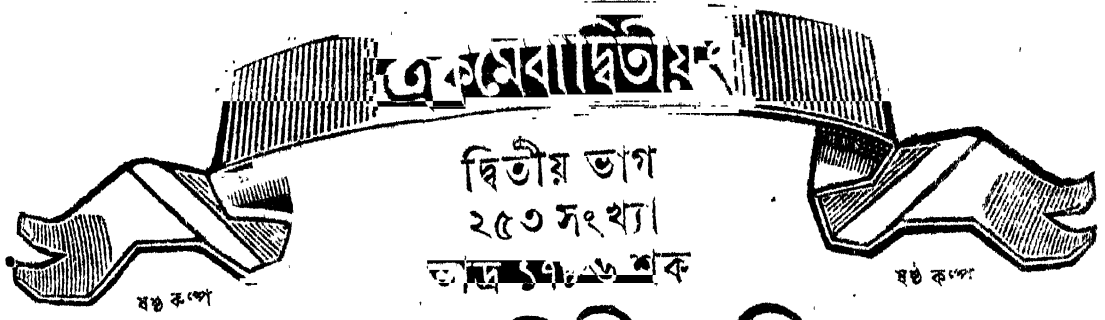
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা।

২ ফাল্গুন ১৭৮৩ শক।

বুধবার।

"ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।"

ঈশ্বর মনুষ্যকে সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া বিচিত্র কামনা ও বিচিত্র ভাবে পূর্ণ করিয়াছেন, এবং বাহিরেও তদুপযোগী বিষয়-সকল সৃজন করিয়াছেন। তাহার স্পৃহা, তাহার জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতি, চরিতার্থ করিবার জন্য যে যে বিষয়ের প্রয়োজন, ঈশ্বর তাহা সকলই জগতে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরের করুণার চিহ্ন প্রকটিত রহিয়াছে। আমারদের অন্তরে যত যত কামনা, বাহিরেও তত কামনার বিষয়; সেই কাম্য বিষয়-সকল উপভোগ করিয়া সর্ব্বসুখদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। মধুময় ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার এই উদার সদাব্রতে তাঁহার প্রদত্ত বিষয়-সকল উপভোগ করিলে আমরা পাপে লিপ্ত হই না।

"ধর্ম্মং নিত্যং প্রশান্তাত্মা কার্য্যযোগবহঃ সদা।
নাধর্ম্মে কুরুতে বুদ্ধিং ন চ পাপে প্রবর্ত্ততে।"

"যে প্রশান্তাত্মা ধর্ম্মকে নিত্য আশ্রয় করিয়া কার্য্যোপায়ে সদা তৎপর থাকেন, তিনি অধর্ম্মের আলোচনা করেন না এবং পাপেতেও প্রবৃত্ত হন না।" যিনি কাহারো প্রতি অন্যায়াচরণ না করিয়া, কাহারো অপকার না করিয়া, অনৃত বাক্য না কহিয়া, সকলেরই প্রতি সাধু ব্যবহার করিয়া, পিতামাতাকে ভক্তি করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া, কার্য্যোপায়ে তৎপর থাকেন ও শ্রী সম্পত্তি লাভ করেন; তিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্মও তাঁহাকে রক্ষা করেন—তাঁহার শরীর পুষ্ট হয়, মন সবল হয়, জ্ঞান বীর্য্যবান্ হয়, প্রীতি নির্ম্মল হয়, আত্মা উন্নত হয়। ক্ষুদ্র বিষয় অর্জ্জনের উপরে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মকে যাহারা রক্ষা করিতে চান, তাঁহারদের ধর্ম্ম-সাধনের অতি হীন লক্ষ্য। ধর্ম্মের পুরস্কার কখনো বিষয় নহে; ধর্ম্মের পুরস্কার ঈশ্বর। অতএব এই হীন লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে লক্ষ্য কর; ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য ধর্ম্মকে সাধন কর। বিষয় তোমার শেষ

গতি নহে। তোমার শেষ গতি, তোমার পরম গতি, সেই অনন্ত-মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বর। তাঁহাকে লাভ করিলে আর আর লাভকে লাভ জ্ঞান হয় না, তাঁহার সহিত যুক্ত থাকিলে গুরু বিপদেও মন বিচলিত হয় না।

"ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

"গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।" গৃহস্থ যে কোন কর্ম্ম করিবেক, তাহা ব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেক, সকল ধর্ম্মকার্য্য ঈশ্বরের উদ্দেশে করিবেক। তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ সত্যপ্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম স্বার্থপর হইয়া বিষয়-সুখের উদ্দেশে ধর্ম্ম-কার্য্য করেন না। কিন্তু ঈশ্বরকে লাভ করিবার নিমিত্তে তাঁহার মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করিয়া নিষ্কাম প্রীতির সহিত অহরহ নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম সাধন করেন। যে কিছু কর্ম্ম করেন, যে কিছু কর্ম্মফল লাভ করেন, তাহা সকলই ঈশ্বরেতে সমর্পণ করেন। তাঁহার হৃদয় মন ধন প্রাণ সকলই তাঁহার জন্য, আপনার জন্য তিনি কিছুই রাখেন না। আপনার জন্য কেবল ঈশ্বর, আর ঈশ্বরের কার্য্য-সাধন জন্য এই সংসার-ক্ষেত্র। যে শ্রদ্ধাবান্ বিবৃত-চক্ষু হইয়া ঈশ্বরের প্রতি আপনার লক্ষ্য স্থির করেন, তিনি ধর্ম্মের সাহায্যে সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গল-মূর্ত্তি দর্শন করেন, তাঁহার প্রীতি ঈশ্বরেতে ঊর্দ্ধগতি হয়, তাঁহার সকল আমোদ, সকল স্পৃহা, সকল ভোগ তাঁহাতেই যায়। তখনো ধর্ম্ম তাঁহার আশ্রয়, কিন্তু তখন বিষয়-সুখের লোভে ধর্ম্ম সাধন করেন না, তখন তিনি তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিবার জন্য ধর্ম্ম-পথ আশ্রয় করেন।

হে অমৃত-নিকেতনের যাত্রী-সকল! তোমারদের লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অমৃতধামে অগ্রসর হও। ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম অবলম্বন কর। মোহান্ধ হইয়া বিষয়-সুখকে ধর্ম্মের পুরস্কার মনে করিও না। ধন সম্পত্তি কদাপি ধর্ম্মের পুরস্কার নহে—সমুদয় জীবন পরিশ্রম করিয়া রাশি রাশি ধন সঞ্চয় করিলে, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে চলিয়া যাইবে। ধর্ম্মের পুরস্কার কেবল ঈশ্বর, তিনিই কেবল হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারেন।

হে পরমাত্মন্! তুমি সহায় না হইলে তোমার পথে অগ্রসর হইতে পারি না। তুমি আমারদের সহায় হও, তুমি আমারদের ধর্ম্মকে পোষণ কর, সংসারের মোহ-কোলাহল হইতে মুক্ত করিয়া তোমার ক্রোড়ে লইয়া আমারদিগকে শীতল কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

উপাসনা।

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের যে সম্বন্ধ আছে—"সেই আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ"—সেই প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ—সেই পিতা পুত্র সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধ জ্ঞানকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বলা যায়। পরমেশ্বর ঈদৃশ আশ্চর্য্য রূপে এই জ্ঞানালোককে মনুষ্যের হৃদয়-মধ্যে নিহিত করিয়া দিয়াছেন যে বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহা উজ্জ্বলিত ও প্রকাশিত হইবেই হইবে। ঈশ্বর-জ্ঞান কেমন স্বাভাবিক, যেমন বাহ্য জগতের অস্তিত্ব জ্ঞান। বাহ্য জগৎ আছে কি না এ বিষয়ে যেমন কোন জাতীয় মনুষ্যকেই সন্দিহান দৃষ্ট হয় না, সেই রূপ ঈশ্বর আছেন কি না এবিষয়েও মনুষ্য জাতির কোন অংশ মধ্যেই অবিশ্বাস দৃষ্ট হয় না, তবে মানসিক উৎকর্ষণ অভাবে সে বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন হইতে পারে এই মাত্র। অতএব ধর্ম্ম মনুষ্যের

স্বাভাবিক ভাব ও সাধারণ সম্পত্তি। এই যে স্বভাব-নিহিত ধর্ম্ম, ইহার পরিচয় কোথায়? উপাসনাই ইহার পরিচয়। পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত যত যত দেশ, যত নূতন নূতন মনুষ্য জাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অদ্যাবধি কোন স্থান ও কোন জাতিই এরূপ দৃষ্ট হয় নাই যথায় যাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরহ এবং ঈশ্বর উপাসনা প্রচলিত নহে। দুস্তর ভয়াবহ সাগর-বক্ষে যে উপদ্বীপ, যাহা অর্ণব-পোতের অগম্য, যথায় গমন করিতে সহিষ্ণু সাহসিক পরিব্রাজকের হৃদয়ও ভয়ে কম্পিত হয়, সেখানে নিবিড় অরণ্য নিবাসী বন্য পশু সদৃশ মনুষ্যেরাও দিনান্তে একবার ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া থাকে, এবং অপরিস্ফুট ভাষায় তাঁহার নিকট আপনাদিগের সরল কৃতজ্ঞতা ও সরল প্রার্থনা নিবেদন করিয়া থাকে। উপাসনাই ধর্ম্মের মহত্ত্ব, উপাসনাই ধর্ম্মের জীবন। যাঁহার সহিত সম্বন্ধ জ্ঞানে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তাঁহার সহিত সম্মিলনকেই উপাসনা কহে। এই সম্মিলনে সেই সম্বন্ধ উজ্জ্বল জীবন্ত ও মধুময় হয়; ইহার বিরহে তাহা মলিন, হীন-বল, মৃতবৎ ও রস-শূন্য হইয়া পড়ে। সম্মিলন না হইলে সম্বন্ধ নিষ্ফল। যদি কেহ আজন্ম পরকর্ত্তৃক দূর দেশে নীত হইয়া চির কাল পিতা মাতার মুখ না দেখিতে পায়, এবং ক্রমাগত অন্যের দ্বারা লালিত পালিত হয়, তাহা হইলে পিতা মাতার সহিত সম্বন্ধ অবগত হইয়াও সে তাঁহাদিগকে প্রীতি করিতে সমর্থ হয় না এবং তাঁহাদিগকে অবশ্যদেয় শ্রদ্ধানুরাগ নিশ্চয়ই পরের প্রতি সমর্পণ করে। সেই রূপ পরম পিতা পরম মাতার সহিত সুমধুর সম্বন্ধ কেবল অবগত হইয়া যদি আমরা কোন কালে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে না পারিতাম, তাঁহার সহবাস-সুখ না জানিতাম, উপাসনা না করিতাম, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া সুখ-সন্তোষ-দায়ক সংসারের প্রতি, অনিত্য বন্ধু বান্ধব ধন মানের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িতাম, এবং বিষম অধর্ম্মে নিমগ্ন হইতাম। অতএব ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা যদি ধর্ম্ম হয়, আর এই সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারে অনুরক্ত হওয়া যদি অধর্ম্ম হয়, তবে উপাসনা ব্যতীত কখনই ধর্ম্ম সম্ভব নহে। কঠিন-হৃদয় কপট কুতার্কিকেরা ঈশ্বর-বিবর্জ্জিত হইয়া উপাসনার অযৌক্তিকতা ও ধর্ম্মের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে চাহে করুক, কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস অন্য প্রকার। ঈশ্বর আমাদিগের পিতা মাতা। যাহার দ্বারা তাঁহার সহিত আমাদিগের এই পবিত্র সম্বন্ধ জানিতে ও পালন করিতে পারি তাহার নাম ধর্ম্ম, অতএব ধর্ম্মে আমাদিগের স্বাভাবিক সত্ত্ব ও তাহা আমাদের চিরন্তন সম্পত্তি। উপাসনা দ্বারা সেই সম্বন্ধ, সেই ধর্ম্ম উজ্জ্বল হয়, ঈশ্বরের সহিত আমরা সম্মিলিত হইতে পারি, তাঁহার সৌন্দর্য্য তাঁহার মহত্ত্বাব উপলব্ধি করিতে পারি, আমাদিগের ইহ লোকের ও পর লোকের পথ পরিষ্কার হয় অতএব উপাসনা ধর্ম্মের জীবন ও মনুষ্যের মহত্ত্ব; তাহা আমাদিগের অতি প্রিয়তম ও মঙ্গলতম কার্য্য।

উপাসনা দ্বিপ্রকার, ভাব বাচক ও অভাব বাচক। পরম পিতার বিচিত্র বিশ্ব-কৌশল দর্শন করিয়া এবং মনুষ্যের প্রতি তাঁহার অলৌকিক অসদৃশ করুণা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মনে যে প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতাদি ভাবের উদয় হয়, সেই সমুদায় ভাব তাঁহার নিকট ব্যক্ত করার নাম ভাব বাচক উপাসনা এবং আত্মার মলিনতা, বিষাদ ও পাপাদি অভাব অনুভব করিয়া দুর্গতি প-

রিহরণের নিমিত্ত তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করার নাম অভাববাচক উপাসনা।

প্রথমোক্ত প্রকার উপাসনা দ্বারা পরমেশ্বরের মহিমা-সূচক ভাব সমস্ত ব্যক্ত হয়; দ্বিতীয় প্রকার উপাসনা দ্বারা আত্মার গভীর অভাব সকল মুক্ত হয়। প্রথমোক্ত প্রকার উপাসনায় আনন্দ উল্লাস প্রভৃতি বিবিধ হৃদয়-প্রস্ফুটিত কুসুম-রাজি তাঁহার চরণে প্রদত্ত হয়; দ্বিতীয় প্রকার উপাসনায় কাতরতা অনুতাপ বিষাদ এবং অশ্রুজল উপহারে তাঁহার পিতৃ-সাহায্য লব্ধ হয় এবং হৃদয়ের অভাব অপবিত্রতা প্রক্ষালিত হয়। পরন্তু বিচার-সৌকর্য্যার্থে উপাসনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা গেল বলিয়া কি বাস্তবিকই তাহা বিভিন্ন? ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি করিব অথচ তাঁহার নিকট আত্মার অভাব জ্ঞাপক কোন প্রকার প্রার্থনা করিব না ইহা কি সম্ভব; না কেবল তাঁহার নিকট নিয়ত প্রার্থনা করিব কিন্তু তাঁহার মহিমাদি বর্ণনা ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিব না ইহাই সম্ভব? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা মাত্রেই ইহার অনর্থকতা প্রতীয়মান হইতেছে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব অথচ তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি করিব না, ইহা বলা যেমন অসম্ভব ও অযৌক্তিক, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, অথচ তাঁহার নিকট মনের পাপ ও বিষাদ প্রকাশ করিব না, আপনার সহস্র অভাব মোচনার্থে তাঁহার সাহায্য তাঁহার পিতৃ প্রসাদ প্রার্থনা করিব না ইহা বলাও তেমনি অযৌক্তিক। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে অদ্যাবধি কেহ কেহ বিলক্ষণ কৃতবিদ্য এবং সদ্বিবেচক হইয়াও সামান্য বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক ঈদৃশ অসম্বদ্ধ অর্থহীন প্রলাপ বাক্য বলিয়া থাকেন। জগতী তলে পরমেশ্বরের জ্ঞান ও মহিমার চিহ্ন দেখ, অসংখ্য জীবের প্রতি তাঁহার অনন্ত করুণার পরিচয় গ্রহণ কর, আত্মার বৃত্তি ও রচনা কৌশল হৃদয়ঙ্গম কর এবং তাঁহার অসীম দুরবগাহ সত্তাতে নিবিষ্ট হইয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন কর, তাঁহার আরাধনা কর, তাঁহাকে ধন্যবাদ কর, কিন্তু তাঁহাকে প্রার্থনা করিও না, প্রার্থনা করিলে তাঁহার অবমাননা করা হয়, তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ করা হয়, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার প্রতি দোষারোপ করা হয়। এপ্রকার নীরস যুক্তি কত দূর ন্যায়সঙ্গত তাহা আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রার্থনার বিপরীতে সর্ব্বদা যাহা কিছু কথিত হইয়া থাকে তাহা তিনটী প্রধান আপত্তিতে পরিণত হইতে পারে। ১ম, ঈশ্বর আমাদিগের সকল অভাব জানিতেছেন। যদি আমাদিগের মঙ্গলের জন্য কিছু আবশ্যক হয় তবে তিনি অবশ্যই তাহা বিধান করিবেন, নতুবা তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের ও অনন্ত করুণায় দোষ স্পর্শে। অতএব প্রার্থনা আবশ্যক নহে। ২য়, ঈশ্বরের সৃষ্টির সকল নিয়মই চিরস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনশীল। জীবদিগের জীবন ও সুখের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তৎ সকলই এই সমুদয় নিয়মের বশবর্ত্তী ও অনুকূল। প্রার্থনা দ্বারা যে সেই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইবে ইহা প্রত্যাশা করা মূর্খতা মাত্র। প্রার্থনা করিলেও যাহা হইবে, না করিলেও তাহাই হইবে। তবে প্রার্থনা নিতান্ত নিষ্ফল সন্দেহ নাই। ৩য়, প্রার্থনা করিয়া আমরা যে উন্নতি লাভ করিয়াছি মনে করি, তাহা আমাদিগের কল্পনা মাত্র। আপনাদিগের সাধু চেষ্টা ও সাধু কামনা জনিত যে সমস্ত পবিত্র ভাব হৃদয় মধ্যে উত্থিত হয়, তাহাদিগকে একটী মনঃকল্পিত প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া* উপাসনা কালীন প্রা-

ধর্ম্মাচ্ছলে ব্যক্ত করি, এবং যত্ন সহকারে সেই সুমহত্ ভাবকে কার্য্যেতে পরিণত করিয়া মনে করি বুঝি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি বলিয়া আমাদ্বারা এই সকল সাধু কার্য্য সম্পন্ন হইল। অতএব প্রার্থনা করা নিতান্ত ভ্রম; তত্পরিবর্ত্তে জগতের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হওয়া ভাল।

এই ত্রিবিধ কারণ দ্বারা কেহ কেহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কার্য্যের অনাবশ্যকতা, নিষ্ফলতা ও অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে উপাসনা সম্পূর্ণ রূপে মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু উপাসনার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলেও প্রার্থনাকে সম্পূর্ণ রূপে স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। কোন বস্তু আবশ্যক হইলেই আমরা লোকের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি, এবং প্রার্থিত বস্তুর মর্য্যাদা ভেদে অল্প বা অধিক সময় প্রার্থনা কার্য্যে ক্ষেপণ করি। যদি উক্ত বস্তু নিতান্ত আবশ্যক ও স্পৃহনীয় হয় তবে বারম্বার হতাশ্বাস এবং নিষ্ফল হইয়া তথাপিও তাহার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে ক্ষান্ত হই না। বাস্তবিক এরূপ ব্যবহার সম্পূর্ণ রূপে আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ। কি ধর্ম্মের জন্য কি সাংসারিক অভাবের জন্য প্রত্যেক মনুষ্যকে কোন সময়ে না কোন সময়ে প্রার্থনা করিতেই হইবে। যিনি অকারণে ইহা হইতে পরাঙ্মুখ হয়েন, তিনি কোন না কোন প্রকারে স্বীয় স্বভাবকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। যে ব্যক্তি অন্নাভাবে জীর্ণ-কলেবর ও মুমূর্ষু হইয়া ভিক্ষা লব্ধ এক মুষ্টি তণ্ডুলেও না হস্র বার বঞ্চিত হইয়াছে, সহস্র ধনী দ্বারে অবমানিত ও তাড়িত হইয়াছে, সে কি পুনর্ব্বার ভিক্ষা করিতে ক্ষান্ত হয়? না যে রোগ শয্যায় অবলুণ্ঠিত হইয়া বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, সকল ঔষধ যাহার পক্ষে অকার্য্যকর হইয়াছে সে বারম্বার অশ্রুপূর্ণ লোচনে চিকিত্সকের নিকট শান্তি প্রার্থনা করিতে ক্ষান্ত হয়? ঈদৃশ অবস্থায় এবং বিবিধ অন্যাদৃশ অবস্থায় যদি প্রার্থনা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক হইল, তবে কি কেবল তাহা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অস্বাভাবিক? পাপ বশবর্ত্তী হতভাগ্য ব্যক্তি কি ঈশ্বর প্রসাদে ধর্ম্ম স্পৃহ হইয়া চির দিন অনুতাপিত হৃদয়ের অসহ্য গ্লানি হৃদয়েই বিলীন করিবে? তাহার বিষম শোক তৃষ্ণার যে শান্তি বারি প্রার্থনা তাহা কি কেবল মূর্খতা ও অরণ্য-রোদন মাত্র? যে বলহীন এবং ক্ষুধার্ত্ত সে মনুষ্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া আহারীয় বস্তু লাভ করত তৃপ্ত হইতেছে; যে শুষ্ককণ্ঠ তৃষ্ণার্ত্ত সে চেষ্টা ও প্রার্থনা সহকারে লোকের হৃদয়কে দয়ার্দ্র করত জল দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে; রোগী প্রার্থনা দ্বারা স্বাস্থ্য লাভ করিতেছে, হা! কেবল অনাথ পাপীই কি পরমেশ্বরের রাজ্যে বন্ধু-বিহীন, সহায়-বিহীন থাকিবে; তাহার প্রার্থনা বাক্যে কি মনুষ্য কর্ণপাত করিবে না; অসীম যাঁহার করুণা সেই স্নেহময় পরমেশ্বর অবধি কি তাহাকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দান করিবেন না? তাহার মনের অভাব মনের ক্লেশ কি সে স্বভাব বিরুদ্ধে মনেতেই নিহিত করিবে? এমন কখন হইতে পারে না। বরং অনাহারী দুর্ব্বল কলেবর দরিদ্রের সকরুণ স্বর বারম্বার শ্রবণ করা যায়, বরং সূর্য্য-তপ্ত মলিন-মূর্ত্তি তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির হাহাকার ধ্বনি শ্রবণ করা যায়, বরং অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট বিকৃতকায় মুমূর্ষু রোগীর অশ্রুপূর্ণ তাপোক্তি কর্ণ গোচর করা যায়, কিন্তু ঈশ্বর-বিরহিত, গ্লানিযুক্ত, শোক-শীর্ণ পাপীর বিষাদিত বদন ও অনুতাপাশ্রু দেখিলে হৃদয় রোদন করিয়া উঠে। মঙ্গল-স্বরূপ পরম

পিতা কি তাহার স্বভাব নিঃসৃত প্রার্থনায় বধির হইবেন, ও প্রতি দিন তাহাকে তাঁহার দ্বার হইতে দূরীকৃত করিবেন? হে সরল হৃদয় মনুষ্য তুমিই ইহার বিচার কর।

কিন্তু প্রার্থনা স্বাভাবিক হইল তাহাতে কি? যুক্তি পরতন্ত্র তার্কিকেরা বলেন যে তোমার ভাব-পূর্ণ ভাষার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। প্রার্থনা যদি আবশ্যক না হয়, তাহা যদি সম্যক্ রূপে নিষ্ফল যুক্তি বিরুদ্ধ, কল্পনা মাত্র হয় তবে তাহা স্বাভাবিক হইল তাহাতে কি? পূর্ব্বে প্রার্থনার আবশ্যকতা প্রমাণ কর।

ভাল, ঈশ্বর আমাদিগের সমস্ত অভাব জানিতেছেন এবং সেই অভাবের উপযোগী সকল বস্তু বিধান করিতেছেন; কেবল বিধান করিতেছেন এমত নহে কিন্তু যাহাতে প্রদত্ত বস্তুর দ্বারা আমাদিগের সম্যক্ মঙ্গলের উৎপত্তি হয় তাহারও অভ্রান্তউপায় অবলম্বন করিতেছেন। হয় ত ভ্রমবশতঃ আমরা সময়ে সময়ে এমন কত অভাব বোধ করি, কত বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকি, যাহা আমাদিগের পক্ষে ভয়ানক অমঙ্গলকর। তিনি এবম্প্রকার অভাব ও এবম্প্রকার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন, এবং তাহাই বিধান করেন যাহা পরিণামে আমাদিগের সর্ব্বাধিক মঙ্গলদায়ক হইবে। তবে কেবল মনুষ্যের অভাব অবগত হইয়া তাহা মোচন করাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু তাহার সম্যক্ মঙ্গলের জন্য উপযুক্ত অভাব মোচন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমাদিগের দেখিতে হইবে যে কিসের জন্য কোন অভাবের জন্য তাঁহার নিকট আমাদিগের প্রার্থনা করা উচিত। আমরা ধন মানের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি না। আমরা সাংসারিক বিঘ্ন বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্যও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি না; এসমস্ত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মঙ্গল-ভাবের প্রতি আমরা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করি, যদি তৎসমুদায় দেয় হয় তিনি অবশ্য দিবেন, অদেয় হয় কখনই দিবেন না। কিন্তু আমাদিগের যে সমস্ত ধর্ম্মের অভাব তন্নিমিত্তই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে ঈশ্বর এপ্রকারে মনুষ্যের অভাব সকল মুক্ত করেন যদ্দ্বারা তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব বিচার করিতে হইবে যে যে ধর্ম্মভাবের জন্য আমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তাহা প্রার্থনা ব্যতীত পরিতৃপ্ত হইলে মনুষ্যের অধিক মঙ্গল হয়, কি প্রার্থনা সংযুক্ত হইয়া মুক্ত হইলে তাহার অধিক মঙ্গল সংসাধিত হয়। ইহা একটী সাধারণ সত্য যে যদি কোন বস্তু প্রার্থনা ব্যতীত লব্ধ হয়, তবে তাহা কৃতজ্ঞতা ব্যতীত গৃহীত হয়। যে রাজতনয় জন্মাবধি সাংসারিক কোন প্রকার অভাব অনুভব করে নাই, চিরকাল সম্পত্তি ও সচ্ছলতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিয়া আসিতেছে, সে যদি আবশ্যক কালে উপযুক্ত পরিচ্ছদ বা উপযুক্ত আহার প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে সে স্বীয় অন্নদাতা পিতা মাতার প্রতি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতার কি প্রীতির আধিক্য অনুভব করে না, বরং ইচ্ছামত দ্রব্য না পাইলে তাঁহাদিগের প্রতি বিলক্ষণ রুষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু যদি কোন দুঃখী সন্তান চিরদিন অন্ন বস্ত্রের অভাবে বহু কষ্ট পাইয়া পরিশেষে স্বীয় পিতার পরিশ্রম-লব্ধ ধন হইতে কিঞ্চিৎ সচ্ছলতা লাভ করে তবে সেই পিতার প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি কেমন উচ্ছ্বলিত হইতে থাকে! সে চিরজীবনের দারিদ্র্য যন্ত্রণা এককালে বিস্মৃত হয়, এবং আত্মত্যা পিতার চরণে অনুরক্ত সেবক হইয়া অবস্থিতি করে। যদ্যপি পরম-পিতা আমা-

দিগের অজ্ঞাতসারে আত্মার সমুদায় অভাব মোচন করিতেন, তাঁহার নিকট কোন অভাবের জন্য প্রার্থনা করিতে না হইত; রক্তসঞ্চালন ও পরিপাক ক্রিয়ার ন্যায় যদি ধর্ম্মাভাব পূর্ণ হওয়া স্বভাবসিদ্ধ হইত তাহা হইলে কি ধর্ম্মলাভের তাদৃশ মর্য্যাদা ও আদর থাকিত, না তল্লাভ জনিত উপযুক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা আমাদিগের দূষিত হৃদয়ে সমুত্থিত হইত? তাহা হইলে কি আমরা ক্লেশ-সহিষ্ণু দুঃখী সন্তানের ন্যায় অমূল্য ধর্ম্মরত্ন লাভের জন্য পরম পিতার নিকট চিরকৃতজ্ঞ ও চিরানুগত ভৃত্য হইয়া থাকিতাম, না সমাদৃত উদ্ধত-স্বভাব রাজতনয়ের ন্যায় তাঁহার অপার করুণাকে করুণাজ্ঞান না করিয়া অকৃতপুণ্য, কৃতঘ্ন ও পাপাচারী হইতাম? ইহাতে কি আমাদিগের সর্ব্বাধিক মঙ্গল ও উন্নতির উৎপত্তি হইত? এক্ষণে আমরা বহু ক্লেশে, বহু পরিশ্রমে, বহু প্রার্থনার দ্বারা যাহা কিছু লাভ করিতেছি তাহাতে কৃতার্থ হইতেছি। যতই ধর্ম্মের অভাব নিগূঢ়তররূপে অনুভব করি, সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য যতই কঠোরতর পরিশ্রম করিয়া থাকি, আপনার চেষ্টাকে বিফল ও নিরর্থক দেখিয়া যতই বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, এবং সেই প্রার্থনার সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ যতই আমাদিগের সাধুসংকল্প সিদ্ধ হয়, ততই আমাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মের গৌরব ও মধুরতা অনুভূত হয়, ধর্ম্ম-বল লব্ধ হয়, ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাস জন্মে, প্রীতি জন্মে। যে বিষয়ের জন্য যত চেষ্টা করিব, সেই বিষয় লাভ করিয়া তত প্রীত হইব, তত তাহার আদর হইবে, এবং যাহার সাহায্যে যে পরিমাণে সেই বিষয় সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার প্রতি সেই পরিমাণে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির উদ্রেক হইবে। যদি আমরা অতি পরিশ্রম সহকারে ধর্ম্মকে লাভ করি তবে ধর্ম্ম আমাদিগের নিকট অতিশয় প্রিয় হইবে, এবং যদি প্রার্থনা জনিত ঈশ্বরের সাহায্যে তাহা লব্ধ হয় তবে তাঁহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা উত্থিত হইবে। এক্ষণে হে সরল হৃদয় মনুষ্য বিবেচনা কর প্রার্থনা আবশ্যক কি না। যদি ধর্ম্মেতে পবিত্রতাতে, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাতে আবশ্যক থাকে, তবে প্রার্থনাতেও আবশ্যক আছে, যদি সেই সমস্ত অনাবশ্যক হয়, তবে প্রার্থনাও অনাবশ্যক।

কিন্তু যুক্তি প্রিয় তার্কিক মহাশয় ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে যদি প্রার্থনা পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীর বিরোধী হইল তবে তাহা কি প্রকারে ফলবান্ হইতে পারে? যখন সমুদ্র মধ্যে তোমার তরণী জলমগ্ন হইয়াছে তখন কি প্রার্থনা দ্বারা তুমি জীবন লাভ করিতে পার, না যদি ব্যাঘ্র তোমাকে আক্রমণ করে তবে প্রার্থনা দ্বারা তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাও? কদাচ নহে। যাহা অপরিবর্ত্তনশীল ঈশ্বরের নিয়মের অসঙ্গত তাহা তোমার প্রার্থনা দ্বারা কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে?

কিন্তু তার্কিক মহাশয় আমাদিগের প্রার্থনার উদ্দেশ্য বিচার করিতেছেন না। আত্মার উন্নতির জন্য প্রার্থনা যে পরমেশ্বরের নিয়ম বিরুদ্ধ তাহা কিরূপে নিশ্চিত হইল? যে প্রার্থনা শারীরিক ও বাহ্যিক অভাব মোচনার্থে জড় বিশ্বের প্রচলিত প্রথাকে বিপর্য্যস্ত করিতে চাহে; যে প্রার্থনা জগদীশ্বরের জগৎ সম্বন্ধীয় গূঢ় দুর্জ্ঞেয় কৌশলের প্রতি দৃষ্টিপাৎ না করিয়া ক্ষণস্থায়ী বাহ্যিক অভাবে অস্থির চিত্ত হইয়া তাঁহার অপরিবর্ত্তনশীল পরিশুদ্ধ স্বভাবকে স্বীয় স্বার্থপরতায় নীয়মান করিতে চাহে, তাহা অগ্রাহ্য ও নিষ্ফল সন্দেহ নাই। জল-

মগ্ন হইবার সময় প্রকৃত ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তি সাগর-কূলে উপনীত হইবার জন্য ঈশ্বরকে অনুরোধ করেন না, এবং ভয়ানক হিংস্র-জন্তু কবলে নিপতিত হইয়াও তিনি ঈশ্বর সদনে ইহার মৃত্যু কামনা করেন না, কিন্তু সকল প্রকার সাংসারিক অবস্থায়,জীবনে এবং মৃত্যুতে নিরপেক্ষ থাকিয়া অকপট চিত্তে তিনি নিয়ত তাঁহারি মঙ্গল সংকল্প সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই তাঁহার প্রার্থনা; সে ইচ্ছায় যদি মৃত্যু হয় তাহাও তাঁহার শিরোধার্য্য, সে ইচ্ছায় যদি জীবন সংরক্ষিত হয় তাহাও তাঁহার শিরোধার্য্য। কিন্তু আত্মার উন্নতির জন্য প্রার্থনা অন্য প্রকার। আত্মার উন্নতি এবং ধর্ম্ম লাভ যে ঈশ্বরের অভিলষিত তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রেরিত ও প্রতিরূপ মনুষ্য হৃদয়স্থিত যে ধর্ম্ম বুদ্ধি তাহাই ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। পরন্তু এই উন্নতি এই ধর্ম্ম লাভ কিরূপে হইতে পারে? ধর্ম্মের জন্য একটী গূঢ় আন্তরিক ভাব বোধ হওয়াই ধর্ম্মের মূল। যাহার ধর্ম্মের অভাব বোধ হয় নাই সে কখনই ধার্ম্মিক হইতে পারে না, যে ব্যক্তি আপনার পাপ মলিনতাতেই সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থিতি করে. ঈশ্বরের জন্য যাহার হৃদয় ব্যাকুলিত হয় নাই, সে ধর্ম্ম লইয়া কি করিবে, ঈশ্বর লইয়া কি করিবে? ধর্ম্ম কি বস্তু, ঈশ্বর কি বস্তু যে তাহার পরিচয় পায় নাই ঈশ্বর তাহাকে দর্শন দেন না, কারণ তাঁহার প্রতি তাহার কিছু মাত্র আদর নাই যদি সে অনায়াসে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় তবে অনায়াসে তাঁহাকে পরিত্যাগও করিবে। যাহা প্রার্থনা করি তাহা প্রাপ্ত হই, ইহাই এ জগতে উপার্জ্জনের নিয়ম। আমার যদি বহু ধন আছে মনে জানি তবে আর ধনের জন্য কেন চেষ্টা করিব, কেন পরের দাসত্ব করিব? যদি আমার এক কপর্দ্দকও না থাকে, অন্নাভাবে যদি কল্য আমার এবং আমার পরিবারের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে ইহা নিশ্চয় অবগত থাকি তাহা হইলেই আমি অর্থের চেষ্টা দেখি, তাহা হইলেই আমি সমুদয় শরীর মন ক্ষয় করিয়া তাহার জন্য পরিশ্রম করি, লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া পথে পথে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হই না। ঈদৃশ অবস্থায় ধন লাভ করিলেই আমার কার্য্যে আইসে, আমার উপকার হয়, ঈদৃশ অবস্থায় মনুষ্যকে ধন দান করিলেই আমাদিগের পুণ্য হয়। পরিশ্রম ও প্রার্থনা উপার্জ্জনের নিয়ম, অভাব উপার্জ্জনের ভূমি। ইহাই এই পৃথিবীর অখণ্ডনীয় ব্যবস্থা। যদি ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে অভিলাষ থাকে, তাহার জন্য যদি নিতান্ত দীন হীন হইয়া থাক, তবে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে হইবে, এবং সেই স্থানে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে যে স্থানে, যাঁহার নিকট তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। চেষ্টা না করিয়া, প্রার্থনা না করিয়া উপার্জ্জন করা দুঃখী লোকদিগের পক্ষে অসম্ভব, তাহা পৃথিবীতে অবৈধ, ঈশ্বরের নিয়ম বিরুদ্ধ, কুত্রাপি কোন বিষয় তাহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয় না। যাহাদিগের ধর্ম্মের অভাব নাই, প্রয়োজন নাই, তাহারাই প্রার্থনা না করিয়া তাহার অযৌক্তিকতা অনুসন্ধান করে,কিন্তু তাহার অভাবে যে নিতান্ত দীন হীন দরিদ্র সমান হইয়াছে, দ্বারে দ্বারে তাহার জন্য ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিতে যাহার সঙ্কোচ না হয়; সেই ঈশ্বরের নিকটে ধর্ম্ম-ভিক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং সেই সকল প্রকার আত্মঘাতী যুক্তিতর্কে বধির হইয়া নির্জ্জনে জীবনের সার্থকতা সম্ভোগ করে। অতএব প্রার্থনা কার্য্য ঈশ্বরের নিয়ম বিরুদ্ধ নহে, তাঁহার নিয়ম সঙ্গত। [illegible]

না করিলে তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ করা হয়।

প্রার্থনা বিষয়ক তৃতীয় আপত্তি এই যে ইহা কেবল মনের কল্পনা। ইহা দ্বারা যে উন্নতি হয় তাহা প্রকৃত উন্নতি নহে, কেবল মনুষ্যের মনের ভাবমাত্র। মনুষ্যের স্বীয় চেষ্টা দ্বারা যে পবিত্রতা লব্ধ হয় সে তাহাকে প্রার্থনা জনিত পবিত্রতা মনে করে। অতএব এই ভ্রমাত্মক প্রার্থনার ভাব যত শীঘ্র মনুষ্যদিগের মধ্য হইতে নিরাকৃত হয় ততই মঙ্গল। উল্লিখিত প্রকার আপত্তি তাঁহাদিগের দ্বারাই কৃত হয় যাঁহারা নিজে প্রার্থনা কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল তাহার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। প্রার্থনা কাহাকে বলে, তাহার কি ফলাফল তাহা তাঁহারা জ্ঞাত নহেন, হইতে ইচ্ছাও করেন না, কেবল তাঁহাদের "বোধ হয়" ইহা সম্পূর্ণরূপে সকলের পক্ষে অকার্য্য-কর, অতএব তাঁহারা কোন প্রকারেই তাহার যুক্তিযুক্ততা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন না। কিন্তু এতদবস্থায় তাঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে প্রার্থনা কার্য্যের প্রতি দোষারোপ করিবার পূর্ব্বে তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, প্রকৃত প্রার্থনার যাহা যাহা নিয়ম তাহা পালন করুন, তৎসত্ত্বেও যদি প্রার্থনার ফলকে তাঁহাদের কল্পনা মাত্র বোধ হয় তবে যেন তাঁহারা ইহার অপবাদ রটনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, নতুবা তাঁহাদিগের আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। কথিত আছে একজন পণ্ডিত জন্মান্ধ ব্যক্তি কোন বন্ধু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল যে লোহিত বর্ণ কিরূপ? সে কিছুমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া বলিল যে লোহিত বর্ণ আমি নিশ্চয় জানি, আমার "বোধ হয়" ইহা বীণা ধ্বনির ন্যায় অতি সুশ্রাব্য ও সুন্দর। প্রার্থনা বিরোধীদিগের উক্তিও সেই রূপ। তাঁহাদিগের "বোধ হয়" প্রার্থনা কল্পনা মাত্র অথচ প্রার্থনা যে কি রূপ কার্য্য তাঁহারা কোন কালে তাহা স্বপ্নেও অবগত নহেন। তাঁহাদিগের "বোধ" প্রকৃত জ্ঞানীদিগের নিকট কেবল অবিবেচনা ও দুর্ব্বিনয়ের পরিচয় মাত্র। পরীক্ষার ফল কেবল পরীক্ষার দ্বারাই অনুভূত হইতে পারে। সাধুদিগের শ্রীমুখাৎ শ্রুত হইয়াছি যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে ধর্ম্ম লাভ হয়। ইহা তাঁহাদিগের জীবন-জাত পরীক্ষা-জাত সত্য, আমারাও সামান্য জীবনে ইহার নিশ্চয় প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। যৎকালে আমি মাতৃবিয়োগ-শোকে মৃতকল্প হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, একান্ত মনে যখন তাঁহা হইতে শান্ত্বনা ও ধৈর্য্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তখন আমার আত্মা পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল, আমার অপহৃত শান্তি প্রত্যাগত হইয়াছিল; সেই অবধি আমি মহত্তর কোমলতর জননী প্রাপ্ত হইয়াছি, যিনি আমার জননী এবং জগতের জননী—ইহা কি আমার ভ্রম? যখন পাপে গুরুভারাক্রান্ত হইয়া একপাদও গমন করিতে পারি নাই, সংসার যখন অরণ্যবৎ বোধ হইয়াছিল তখন তাঁহার নিকট ক্ষমা ও প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছিলাম; আমার আত্মা নূতন স্ফূর্ত্তি নূতন সাহস নূতন ভাব লাভ করিয়াছিল, সেই অবধি আমি অল্পে অল্পে তাঁহার পথে অগ্রসর হইতেছি, ইহা কি আমার ভ্রম? দুর্ব্বলতার সময় প্রার্থনা করিয়া বল পাইয়াছি, অজ্ঞান ও সংসারান্ধকার মধ্যে, যৎকালে আমার আত্মা ক্ষিপ্ত ও অন্ধ-প্রায় হইয়াছিল, তখনও প্রার্থনা করিয়া বিশুদ্ধ সত্য ও জ্ঞান প্রদীপ লাভ করিয়াছি, ইহা কি আমার ভ্রম? এই সকল যদি ভ্রম হয়, তবে সত্য কি? এক বার নয়, দুই বার নয়, যত বারই বিনীত বিশ্বাস পূর্ণ মনে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি,

তত বারই পূর্ণ হৃদয়ে ফিরিয়া আসি, তত বারই তাঁহার করুণা, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গলভাব, গাঢ়তর রূপে আমার জীবন পুস্তকে মুদ্রিত হয়। হা! ইহা যদি মিথ্যা হয় তবে আমার জীবন মিথ্যা, জন্ম মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, সকলই মিথ্যা। কেবল অধর্ম্মই সত্য। সূর্য্য কিরণে যেমন অন্ধকার গৃহের বদ্ধ কবাট উন্মুক্ত হইলে রৌদ্র রশ্মি তাহার সকল নিভৃত স্থানকে আলোকিত করে, আমার অন্ধ হৃদয় সেই রূপ প্রার্থনা দ্বারা উদ্ঘাটিত হইলেই তাঁহার স্নেহ রশ্মি তাহার সকল প্রদেশকে উজ্জ্বল করে। এই আলোক এই উজ্জ্বলতা আমার আশা এবং চেষ্টার বহির্ভূত, আমি মনে করিলে ইহাকে নিবারণ করিতে পারি না। কত সময় আমার চুর্ব্বিস্ত হৃদয়ের ঘোর অন্ধকার এবং লৌহ কবাট ভেদ করিয়াও সে জ্যোতি প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব হে সরল হৃদয় সত্য জিজ্ঞাসু মনুষ্য! প্রার্থনা কল্পনা নহে, ভ্রম নহে, মনের ভাব মাত্র নহে। ইহা পরমাত্মার সহিত আত্মার সম্মিলন, ইহা ভৃত্যের ভিক্ষা, প্রভুর দান; ইহা ধর্ম্মের, পরলোকের, শান্তির সম্বল। হে সরল মনুষ্য প্রাণান্তে কখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে বিরত হইও না।

উপরে যাহা কিছু উল্লিখিত হইল, প্রার্থনা কার্য্যের নিষেধ খণ্ডনই তাহার উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে এ বিষয়ের বিধি সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

মনো বিজ্ঞান।

মন। মন শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারিত হইল। মনের প্রকৃত অর্থই যদ্যপি মনুষ্য হয় তবে "আমি" "আত্মন্" বা "আত্মা" শব্দে মনকেই বুঝায়, শরীরের কিঞ্চিন্মাত্র অনুভূত হয় না। আপেক্ষিক, অসমাপিক, নিরাপেক্ষিক। মনের জ্ঞান কিরূপ? জ্ঞান দ্বিবিধ আপেক্ষিক ও নিরাপেক্ষিক অথবা অসমাপিক। সৃষ্ট জীবের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশ্ব সংসারস্থ বিবিধ পদার্থের যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে অপেক্ষিক জ্ঞান কহে। আর সৃষ্ট প্রকৃতির বহির্ভূত বিশ্ব কার্য্যের স্বতন্ত্র আদ্যন্ত জ্ঞানকে অসমাপিক জ্ঞান কহে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে মনুষ্যের তাবৎ জ্ঞানই তাহার প্রবৃত্তি সাপেক্ষ। যে পরিমাণে মনুষ্যের শারীরিক বা মানসিক বৃত্তি সেই পরিমাণে তাহার জ্ঞান। হয়ত এমত কত প্রকার জ্ঞান আছে যাহা উপযুক্ত বৃত্তির অভাবে সে জানিতে পারিতেছে না, সুতরাং তাহার জ্ঞান আপেক্ষিক। কেবল ঈশ্বরের জ্ঞানই অসমাপিক ও নিরপেক্ষ। তিনি আমাদিগের ন্যায় স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় দ্বারা, বৃত্তি দ্বারা, সীমাবদ্ধ ও সমাপ্ত নহেন। সমস্ত বিশ্ব হইতে তাঁহার মন অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, তিনি তাহার আদ্যন্ত স্বাভাবিক জ্ঞান-ক্রিয়া দ্বারা এককালে জানিতেছেন। অতএব তাঁহার জ্ঞান নিরাপেক্ষিক ও অসমাপিক।

পরন্তু আপেক্ষিক ও অসমাপিক বা নিরাপেক্ষিক শব্দত্রয়ের মধ্যে যে ইতরেতর সম্বন্ধ আছে তাহা যে কেবল জ্ঞান-কার্য্য উল্লেখে সংলগ্ন হয় এমত নহে। তাহাদিগের অর্থ বোধক আবশ্যকতা বিবিধ অন্য দৃশ বিষয়ে কিরূপ উপলব্ধ হয়, মনোবিজ্ঞানের ভবিষ্যদালোচনায় তাহা শীঘ্রই প্রতীয়মান হইবে।

গুণ, ভাব, এবং মূল-সত্ত্ব। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে কতকগুলী গুণ দেখিয়া আমরা কোন একটী পদার্থের অস্তিত্ব নির্দেশ করি। আকৃতি, বিস্তৃতি আকর্ষণাদি গুণ উপলব্ধি করিয়া আমরা জড়ের অস্তিত্ব জানিতে পারি; এবং জ্ঞান, প্রীতি ইচ্ছাদি

অপর কতকগুলী গুণদ্বারা আমরা মনের অস্তিত্ব জানিতে পারি। জড়জ্ঞান বা মন জ্ঞান এই দ্বিবিধ প্রকার গুণজ্ঞানের সমষ্টি মাত্র। জড়বস্তু দর্শন করিলে আমরা তাহার আকৃতি বিস্তৃতি বর্ণাদি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না ও জানিতে পারি না; এবং চেতন বস্তু উপলব্ধি করিলেও তাহার জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছাদি ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারি না। কিন্তু এই দ্বিপ্রকার গুণশ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন স্বভাব দুইটি পদার্থ আছে। এই দুইটী পদার্থ যদিও আমরা চক্ষুদ্বারা দেখিতে না পাই, তত্রাপি তাহাদিগের প্রতি আমাদিগের অখণ্ডনীয় বিশ্বাস আছে, কারণ তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গুণ মাত্র অবস্থিতি করিতে পারে না। এই দুইটী পদার্থই বস্তুর মূল-সত্ত্ব (Substance)। ইহা আমাদিগের জ্ঞানের বিষয় নহে কিন্তু বিশ্বাসের বিষয়। কেবল উপরোল্লিখিত গুণ (Property) আমাদিগের প্রত্যক্ষ দর্শনও জ্ঞানের বিষয়।

যে পদর্থে যাহা কিছু লক্ষিত হয় তাহাই তাহার ভাব। প্রতি দিন মনের মধ্যে সহস্র চিন্তা, এবং সহস্র ইচ্ছা উদয় হইতেছে, এই রূপ প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক ইচ্ছাই মনের এক একটী স্বতন্ত্র ভাব (Phenomenon)।

শক্তি ও বৃত্তি। এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর হইতে পারিবার ক্ষমতার নাম শক্তি; এবং যে যে ভিন্ন শারীরিক বা মানসিক উপায়ে এই শক্তি সাধন করা যায় তাহার নাম বৃত্তি। মনুষ্য আঘ্রাণ লইতে পারে। আঘ্রাণ একটি শক্তি; কারণ মনুষ্যের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে সে আপনাকে আঘ্রাণ গ্রহণাবস্থায় আনিতে পারে। একটী বিশেষ ইন্দ্রিয়কে উপায়রূপে অবলম্বন পূর্ব্বক মনুষ্য আঘ্রাণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, অতএব ঘ্রাণেন্দ্রিয় মনুষ্যের একটী শারীরিক বৃত্তি। বৃত্তি দ্বিপ্রকার উদ্যোগিনী ও নিয়োগিনী। উদ্যোগিনী বৃত্তি দ্বারা আমরা একটী কার্য্য স্বেচ্ছা সহকারে সাধন করিতে পারে; নিয়োগিনী বৃত্তি দ্বারা আপনার উপর অপরের কার্য্য সহন করিতে পারি। আমার স্বীয় চেষ্টার দ্বারা স্মৃতি শক্তিকে পরিচালনা করিয়া জ্ঞানের বিষয় সকলকে চিরকাল মনোমধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারি; এবং কোন প্রিয় ব্যক্তিকে অবলোকন করিলে স্বাভাবতই স্নেহে অভিভূত হইয়া পড়ি। স্মৃতি বৃত্তি আমার সেচ্ছাধীন ও কার্য্যাধীন, কিন্তু স্নেহ-বৃত্তির দ্বারা আমি স্বভাবতই নীয়মান হই। অতএব স্মৃতি শক্তি আমাদিগের একটী উদ্যোগিনী প্রবৃত্তি, এবং স্নেহ-বোধ একটী নিয়োগিনী প্রবৃত্তি মাত্র।

গূঢ়, ও বিদ্যমান। মানসিক ভাব এবং বৃত্তি দুই প্রকার অবস্থায় অবস্থিতি করিতে পারে। এই দুই অবস্থার নাম গূঢ় অবস্থা এবং বিদ্যমান অবস্থা। মনের মধ্যে এরূপ অনেক সত্য, অনেক ভাব, অনেক বৃত্তি আছে যাহারা সকল সময়ে জ্ঞানের গোচর থাকে না, কেবল কার্য্যের সময় তাহাদিগের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা, ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বতন্ত্রতাজ্ঞান সকলের মনেই নিহিত আছে; যৎকালে মনুষ্য জ্ঞানালোচনায় বা সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তৎকালে এই জ্ঞান বোধ-গোচর হয় না; কিন্তু যখনই সে কোন একটী ধর্ম্ম কার্য্য বা অধর্ম্ম কার্য্য নিরীক্ষণ করে তখনই তাহার মনে ইহা জাগরূক হইয়া উঠে। ধর্ম্মবৃত্তি ঈশ্বর সকলকেই দিয়াছেন। কিন্তু পাপ দ্বারা বা কুতর্ক দ্বারা মনকে পাষাণবৎ কঠিন ও নিতান্ত অপ্রকৃত করিয়া ফেলিলে তাহা সহজে অনুভূত হয় না। যখনই পরমেশ্বর প্রদত্ত সাধু প্রকৃতির আদেশানুযায়িক

মনুষ্য কার্য্য করে, তখনই এই প্রবৃত্তি জাগরূক হয়। উল্লিখিত প্রকার মানসিক ভাব ও বৃত্তির নিহিতাবস্থাকে গূঢ়তা কহে, এবং তাহাদিগের জাগরূক অবস্থাকে বিদ্যমানতা কহে।

আত্মপ্রত্যয়। যত প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্র আছে তৎসমুদায়ের মধ্যেই কতক গুলি মূল-সূত্র দৃষ্ট হয়। এই সূত্র চয় কোন মতেই বিচার সাপেক্ষ নহে, তাহারা স্বাভাবিক বিশ্বাস সিদ্ধ, তাহাদিগকে আত্মপ্রত্যয় কহে। কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে, মূলে ঈদৃশ কতকগুলী সত্য স্বীকার করিয়া লইতে হয় যাহারা বিচার সাপেক্ষ নহে, মনুষ্য মাত্রেরই যাহাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, এবং যাহাদিগের প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে সকল প্রকার যুক্তি,বিজ্ঞান ও বিচার অসম্ভব হইয়া উঠে। যথা আমি আছি, বাহ্য জগৎ আছে, ঈশ্বর আছেন,এ সকল বিষয়কে সপ্রমাণ করিতে হইলে মনুষ্যের স্বাভাবিক বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়। মনুষ্যের মন যদি ইহাদিগকে অস্বীকার করে তাহা হইলে কোন প্রকার বিচারই সম্ভব নহে, কারণ যদি আমি না থাকি, জগৎ না থাকে, ঈশ্বর না থাকেন, তবে কে বিচার করিবে, কিসের বিষয় বিচারিত হইবে, কাহার প্রণীত বস্তু এবং কিসের কৌশলকে বিচার করা যাইবে। অতএব ঈদৃশ প্রকার সকল বিষয় একবারেই স্বাভাবিক বিশ্বাস সিদ্ধ, তাহাদিগের নামই আত্মপ্রত্যয়।

আত্ম চৈতন্য। মনে যে সমস্ত ভাব উদয় হইতেছে তাহার জ্ঞানকে আত্মচৈতন্য কহে। আত্ম চৈতন্য না হইলে কোন ভাবই সম্ভবেনা। আমার মনে জ্ঞানের উদয় হইতেছে, কিন্তু আমি যদি সেই জ্ঞানকে না জানিতে পারি তবে তাহা উদয় হওয়া আর না হওয়া সমান, বাস্তবিক তাহা উদয় হয় নাই। আমার মনে প্রীতিভাবের উদয় হইতেছে, কিন্তু যদি আমি সেই প্রীতিকে না জানিতে পারি, তবে আমি কি প্রকারে বিশ্বাস করিব যে তাহা কোন কালে আমি বোধ করিয়াছিলাম? অতএব আত্ম চৈতন্যই মনের অস্তিত্বের নিয়ম। যে সময় আত্ম-চৈতন্য নাই সে সময় মনও নাই, কারণ ভাব-বিরহিত মনের অস্তিত্ব আমরা বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি না। অতএব মনের জীবদ্দশার নামই আত্মচৈতন্য।

একাগ্রতা। আত্ম-চৈতন্যের নিগূঢ়তার নাম একাগ্রতা। বিবিধ ভাব মনোমধ্যে উদয় হইতেছে, এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা অনুভূত হইতেছে। যদি ইহার একটী ভাবের প্রতি গাঢ়রূপ মনঃসংযোগ করত ক্ষণেকের নিমিত্ত অপরাপর ভাবচয়কে মন হইতে অপসারিত করি তাহা হইলে মন একাগ্রতার অবস্থা অবলম্বন করে। অতএব স্বাভাবিক আত্ম-চৈতন্যের প্রতি গাঢ় রূপে মনঃসংযোগের নাম একাগ্রতা। মনোবিজ্ঞান আলোচনার পক্ষে এই রূপ একাগ্রতা একান্ত আবশ্যক।

উল্লিখিত প্রকারে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য কতকগুলী শব্দ বিবৃত হইল। এতৎশাস্ত্রের ভবিষ্যদালোচনায় এবম্বিধ অপর অনেক শব্দ সংঘটিত হইবে, যাহাদিগের বিষয় অদ্য কিছুই উল্লেখ করা গেল না, কিন্তু সেই সেই শব্দের মর্ম্ম তত্তৎকালে প্রদান করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা।

২৫২ সংখ্যক পত্রিকার ৬২ পৃষ্ঠার পর।

(প্রাপ্ত।)

আমাদের ভারতবর্ষ এ বিষয়ের একটী সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল। এখানে যেরূপ ভাবের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় এরূপ আর কোন দেশেই দেখা যায় না। এদেশ যদিও অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার-তিমিরে ভয়ানকরূপে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তথাপি এখানকার পিতা মাতারা যেমন সন্তানের প্রতি অনুরক্ত, এখানকার ভ্রাতা ভগ্নী যেরূপ কোমল স্নেহ-সূত্রে আবদ্ধ, পুত্র কন্যাদিগের যেরূপ মাতৃ ভক্তি ও পিতৃ শ্রদ্ধা, তাহা মনে করিতে গেলে চমৎকৃত হইতে হয়। অন্যান্য দেশের অপেক্ষা এদেশে ভাব প্রবল থাকাতে ইহার অনুষ্ঠান সকল ও তদনুরূপ হইয়াছে। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া, জামাতৃ ষষ্ঠি, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান সকল স্পষ্টরূপে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। যদিও আমাদের দেশ সভ্যদেশ সমস্তের তুলনায় অতি সামান্য বলিয়া পরিগণিত হয়, যদিও অন্যান্য সকল সম্বন্ধে ইহা অতি নিকৃষ্টভাবে অবস্থিতি করে, তথাপি অন্যান্য দেশ অপেক্ষা যে ইহা ভাবেতে শ্রেষ্ঠ এই গৌরব করিতে আমরা কখনই সঙ্কুচিত হইব না। আমাদের দেশের এই ভাবরূপ সুন্দর-কুসুম-পরিশোভিত মনোহরদর্শনে বিমুগ্ধচিত্ত না হইয়া যে তাহাকে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে দর্শন করে, না জানি সে কি কঠোর হৃদয়! এই ভাবরূপ মনোরম প্রসূন-নিচয়ের শোভা সন্দর্শনে পুলকিত-হৃদয় হইয়া তন্মধ্যস্থ বিশৃঙ্খলতা দূর করত উত্তমরূপ কর্ষণদ্বারা তাহাদিগের অধিকতর শোভা সম্পাদন করিবেন বলিয়াই ব্রাহ্মেরা কতকগুলি কার্য্য বিশেষে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই কার্য্যদ্বারা তাঁহারা নিজের ভাবসকলও প্রকাশ করেন, এবং আমাদের দেশের ভাব সকলেরও উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ হইয়াছে ও যাহা লইয়া এত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এই কার্য্যগুলি তাহারই অন্তর্গত।

ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যে মনুষ্যের স্বাভাবিক তাহা এক প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মেরা যদি অনুষ্ঠান করেন তবে এই বলিয়া তাঁহাদিগকে দোষারোপ করা যাইতে পারে যে তাঁহারা মনুষ্য। বাহ্যিক অনুষ্ঠানের যে গুণ থাকা আবশ্যক, —অর্থাৎ হয় তাহারা আমাদের আন্তরিক ভাব প্রকাশক, নয় তাহারা আমাদের উন্নতি সাধন করে— সেই গুণ ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠান মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে কি না আলোচনা করা যাউক। অনুষ্ঠানের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের সংখ্যা অগণ্য হইয়া উঠে। ব্রহ্মের প্রতি বাহ্য ক্রিয়াই তাহা হইলে অনুষ্ঠান শব্দের বাচ্য হয়। আমরা এক্ষণে অনুষ্ঠানের অর্থ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া লইব। অর্থাৎ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ অনুষ্ঠান সকলকেই এক্ষণে অনুষ্ঠান অভিধান প্রদান করিব। যথা জাতকর্ম্ম, নামকরণ, উপনয়ন, ধর্ম্মদীক্ষা, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধ। কেন না এইগুলি লইয়া তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে।

যে সপ্তানুষ্ঠানের নাম উল্লিখিত হইল, বোধ করি সাধারণে তাহাদের প্রকৃত অর্থ অবগত না থাকিতে পারেন, এই জন্য সংক্ষেপে তাহাদের অর্থ প্রকাশ করিতেছি। ১ম জাতকর্ম্ম—সন্তান জন্মিলে সকল পিতা মাতারই মনে অনন্যভুক্ত আহ্লাদের সঞ্চার হয়, এবং সেই কাল অবধি তাঁহারা প্রকৃত সংসারী হওয়াতে অসংখ্য অসংখ্য কর্ত্তব্যের গুরু ভার তাঁহাদের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে; সেই অপূর্ব্ব আহ্লাদের নিমিত্ত তৎপ্রদাতা করুণাময় পিতাকে কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করা, এবং উপস্থিত কর্ত্তব্য প্রতিপালনে সম্পূর্ণ সক্ষম হইবার জন্য তাঁহার নিকট বল প্রার্থনা করাই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ২য় নামকরণ—সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করতঃ সন্তানের নাম প্রদান করিবার জন্যই এই অনুষ্ঠান। ৩য় উপনয়ন—যখন দেখা যায় সন্তানের বুদ্ধি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে পরিপক্ক হইয়া আসিয়াছে, সে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণে সক্ষম হইয়াছে, তখন পিতা মাতা এই অনুষ্ঠানদ্বারা সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করেন। ৪র্থ ধর্ম্মদীক্ষা—সন্তান সদাচারী ব্রহ্মনিষ্ঠ শিক্ষকের নিকট যথাবিধি শিক্ষা পাইয়া যখন ধর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে পারেন, এবং তদ্গ্রহণে সমুৎসুক হন, তখন তিনি ঈশ্বরকে সাক্ষী করতঃ সাধারণ সমক্ষে ধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া তৎপ্রতিপালনার্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন,—এই সংস্কারকেই ধর্ম্মদীক্ষা বলে। ৫ম বিবাহ—ইহা মনুষ্য জীবনের একটী অতি উৎকৃষ্ট ও পবিত্র অনুষ্ঠান। সকল সভ্য জাতিই ইহার প্রকৃত সমাদর ও সম্মাননা করিয়াছেন। ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে পবিত্র সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাকে রক্ষণ ও পালন করিবার জন্যই এই বিশুদ্ধ অনুষ্ঠানের সৃষ্টি। ৬ষ্ঠ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—এই অনুষ্ঠানও সর্ব্ব দেশে প্রচলিত; যাঁহাদের অন্তরে মৃত ব্যক্তির প্রতি কোন না কোন সদ্ভাবের উদয় হয়, তাঁহারা কখনই ইহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। ৭ম ও শেষ অনুষ্ঠান, শ্রাদ্ধ। যে পিতা মাতা আমাদের জন্য য-

যাবজ্জীবন অসংখ্য অসংখ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন যাঁহারা আমাদিগের নিমিত্ত ক্ষুধার সময়ে আহার, বিরাম সময়ে বিশ্রাম করিতে পারেন নাই; আমাদের কিসে মঙ্গল হইবে সেই উপায় উদ্ভাবন করিতে যাঁহারা চিরকাল চিন্তারূপ অগ্নিতে দগ্ধহৃদয় হইয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্ব প্রতিপালক পরমেশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সর্ব্বদা আমাদের লালনপালন ও মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, মৃত্যু জনিত সেই পিতামাতার সহিত দীর্ঘ কালের নিমিত্ত বিচ্ছেদ হইলে তাঁহাদিগের জন্য আমরা যে কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহার পরিচালনা ও পরিচয়ই এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। শুদ্ধ পিতামাতার বিয়োগে কেন? যে আমাদের সমধিক কৃতজ্ঞতা, প্রীতি, ভক্তি এবং শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁহারই সম্বন্ধে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট লক্ষিত হইবে যে বাহিক অনুষ্ঠানের যে দুই বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক এই সকল অনুষ্ঠান তাহা হইতে বঞ্চিত নহে, বরং ইহাদিগের মধ্যে সমধিক ভাবেই তাহা দৃষ্ট হয়। ইহারা আমাদের আন্তরিক ভাব প্রকাশক কি না, জাতকর্ম্ম, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, ও শ্রাদ্ধের প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহা জানা যাইতে পারে। অপিচ ইহারা আমাদের আত্মার উন্নতি সাধনের পক্ষেও মহদুপকারী। যতই আমরা আমাদের আন্তরিক ভাব সকল স্বাধীনরূপে প্রকাশ করিতে পারি, ততই আমাদের আত্মা উন্নত ও বলিষ্ঠ হয়, এ নিয়ম সত্য হইলে, জাতকর্ম্ম, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ দ্বারা আমরা মহদুপকৃত হই সন্দেহ নাই। ধর্ম্মদীক্ষা ও বিবাহের অনুষ্ঠান যে মনুষ্য সমাজের পক্ষে কত দূর উপকারী তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মার্থী হইয়া সাধুমণ্ডলী মধ্যে দণ্ডায়মান হওত ঈশ্বরের সর্ব্ব সাক্ষিত্ব অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মব্রত পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহারাই ধর্ম্মদীক্ষা রূপ অনুষ্ঠানের উপকার হৃদ্গত করিয়াছেন,—নিশ্চয়ই অন্যকে ইহা বুঝান ভার। ধর্ম্মদীক্ষার প্রভাবে মনুষ্যের জীবন সম্যক পরিবর্ত্তিত হইয়া নবজীবনের আবির্ভাব হইয়া থাকে, কারণ ধর্ম্মদীক্ষার প্রভাবে মনুষ্য সাংসারিক মলিন জীবন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পবিত্র স্বর্গীয় জীবন পথে গমন করিতে সক্ষম হয়। বিবাহ রূপ অনুষ্ঠান দ্বারা কি উপকার হইতে পারে পরে বর্ণিত হইবে। অধিকন্তু অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতি মনুষ্যেরই যেমন উপকার সাধিত হয়, তেমনি অপর একটী শ্রেষ্ঠতর কল্যাণ নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। ইহা মনুষ্যকে ভ্রাতৃভাব সূত্রে বন্ধন করিবার অতি মহদুপায়। এই অনুষ্ঠান সকল ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে মধ্যে মধ্যে একত্রে সংকলিত করে, এবং বিশুদ্ধ কথোপকথন ও উপাসনা দ্বারা সেই প্রেম স্বরূপের সন্নিধানে উপনীত করে, তাহাতে তাঁহাদের পরস্পরের ভাব আপনাপনিই উদারতা গ্রহণ করে। নিজে দুর্ব্বল হইলেও উৎকৃষ্টতর * পবিত্রতর ব্রাহ্মদিগের আন্তরিক স্ফূর্ত্তি ও বল দর্শন করিয়া আমরা আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হই, মন সংসারে কঠোর হইলেও তাঁহাদের প্রীতি বিস্ফারিত উজ্জ্বল নয়ন বিলোকন করিয়া বিগলিত হয়। বস্তুতঃ নিয়ত সাধু সঙ্গ করিয়া যে অমৃত ফল লাভ করি, অনুষ্ঠান দ্বারা সে সকলই লব্ধ হইবার সম্ভাবনা। অনুষ্ঠানসকল যে আর কত অগণ্য কল্যাণ সাধন করে, সময় থাকিলে তাহা বর্ণনা করিতাম! এক্ষণে এই রূপ সামান্য বিবরণ দ্বারাই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

ধর্ম্মদীক্ষাই ব্যক্তি মাত্রের প্রথম অনুষ্ঠেয় ক্রিয়া, অতএব তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে শ্রাদ্ধের বিষয়ে বক্তব্য বিষয়সকল ব্যক্ত করিব।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

সংবাদ।

বিগত ৬ই ভাদ্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মদ্বয় যেরূপ উৎসাহ ও নিষ্ঠা সহকারে এতৎকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ পালন করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকেই উক্ত পদের বিশেষ উপযুক্ত বোধ হয়। কাহারও অকারণ প্রশংসা করা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পক্ষে সম্ভবে না, কিন্তু এই দুই ব্যক্তি ধর্ম্মের জন্য যেরূপ ক্লেশ, যতদূর অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন তাহা সর্ব্বসাধারণ সকল ব্রাহ্মের অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ জ্ঞান করা উচিত। তাঁহাদিগের মত এক শত ব্রাহ্ম প্রাপ্ত হইলে ভারতবর্ষের যে অশেষ মঙ্গল হয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

তাঁহাদিগের অভিষেক কালে প্রধান আচার্য্য মহাশয় যে নিয়োগ পত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

সৌম্য!

তুমি অদ্য ঈশ্বর-প্রসাদে উপাচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইলে। তুমি এই ভার কায়মনোবাক্যে

বহন করিবে। ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্তব্যজ্ঞান উপা-র্জনে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবে, এবং সর্ব্বসাধারণ মধ্যে তাহা বিতরণ করিবে। অধ্যয়ন অধ্যাপনে ও গৃহধর্ম্ম যাজনে নিরলস হইবে। নিয়ত ধর্ম্মা-নুষ্ঠানে পবিত্র হইয়া পবিত্র-স্বরূপের সহবাসে আ-নন্দ উপভোগ করিবে এবং সদুপদেশ ও সাধু দৃ-ষ্টান্ত দ্বারা ঈশ্বরের পথে সকলের মনকে আকর্ষণ করিবে। গুরুজনকে ভক্তি করিবে, বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে, ও সকলকে যথোপযুক্ত সম্মান দিবে। স্বাধীন হইয়া বিনয়ী হইবে। পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবে, কাহারো প্রতি দ্বেষ করিবে না। অন্যে যদি তোমার প্রতি অসাধু ব্যবহার করে, তুমি সাধুভাব অবলম্বন করিয়া তা-হাকে শিক্ষা দিবে। "পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবে না, কিন্তু সর্ব্বদা সাধুই থাকিবে।" সম্পদে বিপদে, স্তুতি-নিন্দাতে, মান-অপমানে অবিচলিত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবে। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, তোমার জ্ঞান ধর্ম্ম পোষণ করুন---তোমার শরীর বলিষ্ঠ হউক, মন বীর্য্যবান্ হউক, জ্ঞান উজ্জ্বল হউক, অভিপ্রায় মহান্ হউক, ধর্ম্ম নিঃস্বার্থ হউক, হৃদয় পবিত্র হউক, জিহ্বা মধুময় হউক। তোমার চক্ষু ভদ্র রূপ দর্শন করুক, কর্ণ ভদ্র কথা শ্রবণ করুক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ
৬ই ভাদ্র ১৭৮৩ শক } শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্ম-সমাজ-পতি
ও
প্রধান আচার্য্য।

উপাচার্য্যপদে উক্ত মহাত্মাদ্বয়কে অভিষিক্ত করিবার উদ্দেশ্য এই যে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার কার্য্যের নিমিত্ত একাল অবধি নির্দ্ধারিত কর্ম্মচারি রক্ষিত হইবে। উপাসনা কালীন উপাচার্য্যের অনুসন্ধান করিয়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বেদীর উপর উপবিষ্ট করিলে ব্রাহ্মসমাজের অগৌরব করা হয়। কিন্তু উপাচার্য্য স্থিরীকরণ কার্য্যটীও অতি সুকঠিন। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবিষ্ট ও অনুরক্ত, যাঁহারা কি বাহ্যিক কি আ-ধ্যাত্মিক সকল প্রকার অনুষ্ঠানেই ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর আদর্শ রূপে দণ্ডায়মান হইতে পারেন, যাঁহারা কি জ্ঞানে, কি প্রীতিতে, কি প্রতিজ্ঞায় সকল স-ময় অটল-ভাবে ধর্ম্ম ব্রত পালন করেন, তাঁহারাই উপাচার্য্য পদের উপযুক্ত। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা উন্নত পদাধিষ্ঠ হইয়া এত দিন স্বীয় স্বীয় অনুষ্ঠানের দোষের প্রতি উপেক্ষা করিতেন তাঁহা-রা যেন আচিরে চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করেন, কারণ বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞান এবং প্রীতি, অনুষ্ঠান এ তিনই না থাকিলে লোকের চিত্তাকর্ষণ বা শ্রদ্ধা গ্রহণ করা যায় না।

গত ১৯ সে শ্রাবণ মঙ্গলবারে শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত মহাশয়ের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পরিণীতা বালিকাটী বিধবা কোন একটী প্রকাশ্য স্ত্রীবিদ্যালয়ে সুশিক্ষিতা, এবং অতি সচ্চরিত্রা। শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ প্রেসিডেন্সী কালেজের ছাত্র, তিনি ত্বরায়ই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইবেন। দম্পতি প্রচলিত সমাজে একজাতি ভুক্ত নহেন। শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণের বয়ঃক্রম বোধ হয় প্রায় ২৫ বৎসর, বালিকাটীর বয়ঃক্রম অনুমান ১৫ বৎসর। এই কার্য্যটী অতিশয় মহৎ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মবিবাহের আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, উপযুক্ত বয়সে বিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং শঙ্কর বিবাহ অথবা জাতিবিভিন্নে পরিণয়ের প্রথাও আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মবল ও সাহস কত দূর তাহা এই ব্যাপারটীর দ্বারা সকল সুহৃদয় ব্যক্তিদিগের নিকট প্রতীয়মান হইবে।

শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয়ের পুত্রের জাতকর্ম্ম সম্প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ অনুরাগ তাহাতে তাঁহার পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের এত দূর উন্নতি দেখিলে মনে অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মে।

গতবারের পত্রিকাতে বহরমপুর সমাজ উল্লেখে কথিত হইয়াছিল যে শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের দ্বারা উক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এক্ষণে অবগত হওয়া গেল যে তাঁহার সে সমাজের সহিত কোন সংস্রব নাই, তাহা বহরমপুরস্থ আর কতকগুলি ভদ্রলোক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৬ শকের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়	৯৯৯৮/১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৫২৪ ৶১০
	১৫২৪ /০
ব্যয়	১২২২৸০
সম্পাদকের হস্তে	৩৭১।/০
অতিরিক্ত	
বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে	১৬,/৫
কোং কাগজ	৫০০

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র [illegible]	১২
" কৃষ্ণচন্দ্র দেব	১০
" মদনমোহন সেন . .	৭
" কাশীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ..	৫
" কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী ..	২৶০
" নীলমাধব মিত্র . ..	২
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২
" মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ..	২
" মদনগোপাল মিত্র . . .	২
" যদুনাথ দে	২
" হরচন্দ্র মজুমদার	[illegible]
" ত্রিপুরাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
	৪৭৶০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	২৫
" গোপীমোহন ঘোষ	২০
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২
" রমাপ্রসাদ রায়	১০
" দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	৯
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৪
" রামচন্দ্র ঘোষাল	৩
" নাগরলাল দত্ত	৩
" নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ..	৩
	৮৯

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দে ..	৫
" কেশবচন্দ্র সেন ..	৫
	১০

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ সেন	৶০
	৯৬৩।৶০

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	১২
" ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের কোন ব্রাহ্ম ভ্রাতা	১০
" কৃষ্ণধন ঘোষ	৭
" বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	৫
" প্রসন্নচন্দ্র সেন গুপ্ত	৫
" কেশবচন্দ্র সেন	৫
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	[illegible]
" হালিসহর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক	৩
" কুঞ্জবিহারী সেন	২
" কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	২
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)	১
" গোপালচন্দ্র মল্লিক	১
" রাজকুমার মল্লিক	১
" দীননাথ মজুমদার	১
" মাধবচন্দ্র সিংহ	১
" অভয়াচরণ গুপ্ত	৸০
" ভগবতীচরণ ঘোষ	॥৶০
" কেদারনাথ রায়	॥০
	৬৩৸/০

নির্ঘণ্ট পত্র।

	পৃষ্ঠা।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ..	৬৫
উপাসনা।	৬৬
মনোবিজ্ঞান	৭৪
অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা	৭৭
সংবাদ	৭৮
আয় ব্যয় বিবরণ	৮০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য নিরূপণ।

অগ্রিম মূল্য (কলিকাতার জন্য) ..	৩
" (মফঃস্বলের জন্য) ..	৩৸০
মাসিক মূল্য	।৶০
এক খণ্ড	।৶০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ১লা ভাদ্র সোমবার সম্বৎ ১৯২১ [illegible]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার-ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিপদ্‌কালে ব্রহ্ম স্তোত্র।

হে পরমাত্মন্! যে দিবস হইতে আমি এই পৃথিবীর আলোক দর্শন করিয়াছি সেই দিন হইতেই তোমার করুণামৃত আমার প্রতি নিয়ত বর্ষিত হইতেছে। তুমি কত সুখ সম্পদে আমাকে উৎফুল্ল করিয়াছ; তোমার বাহু প্রসারিত হইয়া কত উদ্যত বিপদের গ্রাস হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছে—কিন্তু তোমার কৃপা-বলে অদ্যকার কঠিন পরীক্ষাতে যেন উত্তীর্ণ হইতে পারি। এই সঙ্কট সময়ে যদি তোমার দর্শন পাই তবে আমি দুর্ব্বল হইয়াও তোমার বলে, কুটিলতম দুরবস্থাকে পরাস্ত করিতে পারিব। নাথ! আমি বিপদের বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়াছি, দুঃখের কশাঘাতে অবসন্ন হইয়াছি তুমি আর দূরে থাকিও না। আমাকে বিপন্ন ও দীন হীন দেখিয়া সহস্র পাপ-প্রলোভন পরিবেষ্টন করিতেছে তুমি পরিত্রাণ কর, বিপন্ন পুত্রকে একাকী রাখিয়া কোথায় রহিলে? নাথ! আমি নয়নের তারা হারা হইয়া পড়িয়াছি তুমি আমাকে পথ প্রদর্শন কর, আমার চরণ বিকম্পিত হইতেছে, তুমি আমার হস্ত ধারণ কর। চিন্তার পর চিন্তাতে ভয়ের পর ভয়েতে আমার আত্মা ছিন্ন ভিন্ন হইল, আমি আশা-বিহীন লক্ষ্য-হীন ও গতি-হীন হইলাম, এখন তোমার শীতল হস্তে আমার মলিন মনকে স্পর্শ কর যে আমার সকল যাতনা বিদূরিত হউক। এই ঝঞ্ঝা বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ আমার হৃদয়াকাশকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছে তুমি আমার নয়নের আলোক, আত্মার আশা, চির দিনের সম্বল, তুমি আমার জীবনের জীবন, আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ কর, আমি তোমাকে দেখিবার জন্য বড় আকুল হইয়াছি। হে নাথ! তুমিই সেই সূর্য্য যাঁহার আলোকে অনন্ত আকাশের নক্ষত্র-পুঞ্জ শুভ্র কিরণে অনুরঞ্জিত রহিয়াছে।

নাথ! অতীত কালে কত বার আমি বিপদ্‌ জলধিজলে ভাসিতে ভাসিতে তোমাকে ডাকিয়াছি তুমি আপনি ভেলক হইয়া আমাকে কূলে উপনীত করিয়াছ। কত বার শোকের বিষমতর আঘাতে আমার মানস তরণী চূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে পুনর্ব্বার তোমার আদেশে নিমেষে সকলি

নিস্তব্ধ ও প্রশান্ত হইয়াছে, তুমি আমার প্রতি আবার সেই করুণা প্রকাশ কর।

হে অনন্ত শান্তির নিকেতন! আমি তোমার পুত্র হইয়া বিপদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ভীত হইব না, আমি জয় পরাজয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তোমার আদেশ প্রতিপালন করিব। এই সময়ে তোমার নিকট কেবল প্রার্থনা যে শোকাতুর হৃদয়ে অশ্রু পূর্ণ নয়নে তোমার করুণার উপর নির্ভর করিতে যেন কখন লজ্জিত বা বিরত না হই এবং তোমার অকপট পিতৃ-স্নেহের প্রতি আমাদের যেন কোন সংশয় না থাকে। কত লোকে তোমার সত্য প্রতিপালন করিবার জন্য প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখায় এই বহু যত্নের শরীর নিক্ষেপ করিতে তিলার্দ্ধ সঙ্কুচিত হন নাই। তোমার প্রীতিই তাঁহাদের এক মাত্র লক্ষ্য, সেই প্রীতি অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা পৃথিবীর কঠোর নিষ্ঠুরতা সহ্য করিয়াছিলেন, এবং এখন তাঁহারা তোমার প্রীতিতেই নিমগ্ন হইয়া সকল ক্লেশের পুরস্কার লাভ করিতেছেন। আমার দুর্ব্বলতা তোমার নিকট অবিদিত নাই, আমি তোমারই দ্বারের ভিক্ষুক হইয়া একান্ত বিশ্বস্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছি আর যেন তোমা ছাড়া হইয়া দিশাগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায়, এই ভয়াবহ সংসারে বিচরণ না করি, তুমি আমার মৃতপ্রায় আত্মাতে জীবনের সঞ্চার কর। দুঃখ বিপদ্ এ পৃথিবীতে সহ্য করিতেই হইবে, তাহা তোমারই প্রেরিত, তাহা ধর্ম্মের পরীক্ষা, পর লোকের সোপান। সেই দুঃখ বিপদ্ ভার তোমার ভরসায় চির জীবনই সাধ্য মতে মস্তকে বহন করিব, কিন্তু যখন দুর্ব্বলতাবশতঃ শরীর অবসন্ন, আত্মা পরিশ্রান্ত হইবে, তখন যেন তোমার চরণ-ছায়ায় বিশ্রাম পাই।

হে পিতঃ, তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারে, কাহার সাধ্য? অতলস্পর্শ হৃদয়-সাগর-গর্ভে যে কত রত্ন নিহিত রহিয়াছে তাহা কে জানিতে পারে? আমাদের হৃদয় এমনি কুটিল যে আমরা দেখিয়া শুনিয়াও বিশ্বাস করিতে পারি না। তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে যদি বিপদ্ সম্পদ্ তুল্য হইল তবে আর আমরা তোমার করুণার প্রতি কেন সংশয় করি? একবার আমার সম্মুখে সেই রাজ-রাজেশ্বর মূর্ত্তি প্রকাশ কর, আমি তাহা দর্শন করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে সংসার-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হই।

উপাসনা।

গতবারের পত্রিকাতে প্রার্থনা কার্য্যের নিষেধচয় নিরাকৃত হইয়াছে। প্রার্থনা যে স্বাভাবিক, প্রার্থনা যে অচেষ্টাসম্পন্ন, প্রার্থনা যে ঈশ্বরের আদিষ্ট ও নিয়মিত কার্য্য, প্রার্থনা ব্যতীত যে আত্মার উন্নতি সম্ভাবিত নহে বোধ হয় তাহা এক্ষণে অনেকেরই প্রতীতি হইয়া থাকিবে। অতএব মুমুক্ষু হইয়া যাঁহারা এত কাল একান্ত-উদ্যত চিত্তে ঈশ্বরের অমোঘ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন অবশ্যই তাঁহাদিগের পবিত্র সংকল্প সিদ্ধ হইয়াছে, অবশ্যই তাঁহারা যথা-পরিমাণে আত্মার উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

কিন্তু যথার্থই কি আমাদিগের আত্মা উপযুক্ত উন্নতি লাভ করিয়াছে? যথার্থই কি প্রার্থনা দ্বারা আমরা তাঁহার চরণ-ছায়া লাভ করত আত্মোন্নতির শেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি? ধর্ম্ম-জীবনের শৈশবাবস্থাবধি অদ্য পর্য্যন্ত করুণা নিধানের মধুর নাম মুক্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিতেছি, অকপট

শ্রীকৃষ্ণবচনে কত দিবারাত্র তাঁহার কাছে প্রকাশ প্রার্থনা করিয়াছি, কি জন্য তবে এখনও হৃদয় এত কলুষিত রহিল, কি জন্য এখনও সংসারের মোহ যন্ত্রণা অতিক্রম করিতে পারিলাম না। এত দিন নিয়মিত রূপে প্রার্থনা কার্য্য সমাধা করিয়া যদি পরিশেষে আমার এই ফল লাভ হইল তবে ইহা নিশ্চয় যে, হয় প্রার্থনার আবশ্যকতা নাই নতুবা আমাসম হতভাগ্য পাপীর তদ্দ্বারা কোন মঙ্গল সম্ভবে না।

এই রূপ বিবেচনায় কত কত নির্ব্বোধ ব্যক্তি আত্মার ও প্রার্থনার প্রকৃত তত্ত্ব না অবগত হইয়া উভয়ের প্রতিই উদাসীন হয়, এবং পরিণামে উভয়েরই অগৌরব সাধনে প্রবৃত্ত হয়। প্রার্থনার সফলতার জন্য যে যে বিধি পালন করা উচিত তাহা না পালন করিলে তাহাদিগের চেষ্টা যে অকৃতকার্য্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব প্রার্থনা-বিপক্ষ এবং প্রার্থনা-সাপক্ষ উভয় পক্ষের বিবেচনার নিমিত্তই আমরা প্রার্থনা সম্বন্ধীয় নিম্ন-লিখিত কতিপয় বিধি নিদর্শনে নি-

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে অভাব ভিন্ন প্রার্থনা অসম্ভব, যাহার যে বিষয়ের অভাব নাই তাহার সে বিষয়ের জন্য প্রার্থনাও নাই। অতএব যদ্যপি অভাবই প্রার্থনার আদি কারণ হয় তবে কিসে আমাদিগের মনে ধর্ম্মের অভাব জন্মে, কিসে আমরা আপনাদিগের সহস্র সহস্র পাপ-মলিনতা বুঝিতে পারি, ঈশ্বরের নিকট মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে তাহা সম্যক্ রূপে অবগত হইবার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে ইহাও কথিত হইয়াছে যে যথা-পরিমাণে অভাব অনুভূত না হইলে আমাদিগের প্রার্থনা [illegible] থাকে না। যত দিন

ই আমরা প্রার্থনা করিতেছি আগের জীবনে কি ঈদৃশ ভাব লক্ষিত হইয়াছে? প্রার্থনা কালীন কি আমাদিগের মনে সকল সময়ে স্বীয় স্বীয় অভাব ও দোষ জাজ্বল্য হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কি পরিত্রাণের জন্য আমরা তাঁহার প্রসাদ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি? আমাদিগের আত্ম-চিন্তা কোথা? সমস্ত দিন নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে দেহ মনকে নিযুক্ত করিয়া অবকাশ কালে আরাম ও সুখের অন্বেষণ করি; বয়স্যদিগের প্রিয় সংসর্গ, স্ত্রী পরিবারের মধুরালাপ, আহার বিহার ইত্যাদিতে নিমগ্ন হইয়া আত্মানুসন্ধান ও আত্মার অভাব সকল বিস্মৃত হই, এবং অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে উপাসনা তাহাকে নিতান্ত ভারবহ জ্ঞান করিয়া ক্ষণ কাল শূন্য-হৃদয়ে শূন্য বাক্য দ্বারা কপট প্রার্থনা সাঙ্গ করি। পরমেশ্বর অন্তর্যামী; কে কি ভাবে তাঁহার সমীপে উপনীত হইতেছে, কি মনে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে তিনি বিশেষ রূপে তৎসমস্তই জানিতে পারেন। যদ্যপি হৃদয়ে ধর্ম্মাভাব না বোধ করিয়া কেবল মৌখিক প্রার্থনা দ্বারা কর্ত্তব্য জ্ঞানকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকি, তবে কি আমরা ধর্ম্ম লাভ করিবার উপযুক্ত যে ঈশ্বর আমাদিগের সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন? ঈশ্বরের অভাবে, ধর্ম্মের অভাবে যে ব্যাকুল হইয়া জগৎকে অন্ধকার দেখে ঈশ্বর তাহারি প্রার্থনা পূর্ণ করেন, যে তাঁহাকে দেখিবার অভাব বোধ করিতে শিখে নাই তাঁহাকে লাভ করিবার তাহার অধিকার নাই। অতএব এত কাল প্রার্থনা করিয়া যে আমরা তাদৃশ আত্মার উন্নতি লাভ করিতে পারি নাই ইহা কেবল আমাদিগেরই অপরাধ, বাস্তবিক একাল পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃত রূপে প্রার্থনাই করি নাই। যত দিন

অবধি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া অন্তরে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছি, তদবধি যদি নিয়মিত রূপে, সমাহিত বিনম্র হৃদয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিতাম, নিরন্তর আত্মার অভাবে আত্মার দুরবস্থায় ব্যাকুল চিত্ত হইয়া তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা করিতাম, তাহা হইলে এত দিনে আমাদিগের হৃদয় কেমন পবিত্র হইত, প্রীতি কেমন প্রশস্ত হইত, জ্ঞান কেমন সুমার্জ্জিত হইত! কিন্তু উপাসনা কালীন অব্যবস্থিত বিক্ষিপ্ত ও উদাসীন চিত্ত থাকি বলিয়াই অদ্য পর্য্যন্ত আমাদিগের এরূপ আন্তরিক দুরবস্থা। অতএব প্রার্থনার প্রথম বিধি আত্মানুসন্ধান এবং আত্ম-জ্ঞান। যাঁহাদিগের প্রার্থনার সফলতা সন্দর্শন করিবার অভিলাষ আছে, প্রার্থনা যে কি গুরুতর কার্য্য তদ্দ্বারা যে প্রতি মনুষ্যেরই কত মঙ্গল সাধ্য, তাহা যাঁহাদিগের জীবনে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা চেষ্টা করিয়া আপনাদিগের গূঢ় অভাব সকল জ্ঞাত হউন এবং অকপট ভক্তিভাবে পরম পিতার নিকট প্রার্থনা করুন, এই আমাদিগের অনুরোধ। এই প্রকারে কত লোক পাপান্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের মুখ জ্যোতি দেখিয়াছে, এবং চিরকাল দেখিবে তাহার আর সংখ্যা নাই।

কিন্তু কেবল অভাব জানিলেই হইবে না তাহার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া তন্নিবারণ চেষ্টা পাইতে হইবে। অনেক দুষ্কর্ম্মচারী ব্যক্তি আপনাদিগের ধর্ম্মাভাবের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছে, এবং তজ্জন্য সময়ে সময়ে অন্তরে ক্লেশও পায়, কিন্তু ঈদৃশ দুরবস্থার নিমিত্ত তাহাদিগের মনে কিছুমাত্র ব্যাকুলতা বা চেষ্টা জন্মে না। তাহারা পাপ-জনিত আত্ম-গ্লানি সত্ত্বেও চিরকাল পাপে নিমগ্ন থাকিতে চাহে। যদি আত্মচিন্তার দ্বারা আপনার অভাব ও মলিনতা অনুভব করিয়া থাক, এবং তজ্জন্য যদি নিতান্ত ব্যাকুল ও কাতর চিত্ত হইয়া থাক, যদি তোমার আত্মার দুরবস্থা নিরাকৃত না হইলে কিছুতেই তোমার মনে সচ্ছন্দতা না জন্মে, তবে প্রাণপণে পরম পিতার সাহায্য ভিক্ষা কর, তবে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, কারণ যে তাঁহার জন্য একান্ত দীন হীন হয় তাহাকেই তিনি আশ্রয় দান করেন, তিনি অতি যত্নের ধন, নিতান্ত আকিঞ্চন না করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব প্রার্থনার দ্বিতীয় বিধি ব্যাকুলতা। যেমন আমাদিগের অন্তরস্থিত পাপ-সমূহ অবগত হইতে চেষ্টা করিতে হইবে, তেমনি তন্নিমিত্ত ব্যাকুলতা ও কাতরতাকে অবলম্বন করিতে হইবে। অভাব জানিয়া কাতরতা সহকারে যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে তিনি তাহার প্রার্থনা সফল করেন।

কিন্তু কেবল ব্যাকুলতাতেও সকল কার্য্য শেষ হয় না। আপনার পাপের জন্য যেমন ব্যাকুল হইতে হইবে তেমনি প্রার্থনা কালীন ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের প্রতি বিশ্বাস রাখিতে হইবে। পাপ-ভারে ভগ্ন হইয়া শোকাকুল হৃদয়ে যৎকালে পরম পিতার নিকট প্রার্থনা করিবে তখন যেন তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভর ও তাঁহার মাতৃ-ভাবের প্রতি একান্ত বিশ্বাস থাকে। আমার প্রার্থনা-বাক্য, আমার কাতরোক্তি পরম পিতা শুনিবেন না, যত কেন চেষ্টা করি না কোন কালেই ধার্ম্মিক হইতে পারিব না, এপ্রকার ভাব হইতে সর্ব্বদাই আত্মাকে রক্ষা করিবে। যখন যে প্রার্থনা সরল ভাবে ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করিবে, বিশ্বস্ত চিত্তে তাহারি সফলতা প্রত্যাশা করিবে। যাহার সরলতার প্রতি বিশ্বাস নাই, পরমপিতার প্রতি নির্ভর নাই, তাহার প্রতি তিনিও

বিশ্বাস করেন না। যদি তোমার হৃদয়ে কণামাত্রও সাধু ভাব থাকে, যদি এক বারও সরল চিত্তে তাঁহার নিকট স্বীয় অভাব প্রকাশ করিয়া শীতল হইতে চাও, অবশ্যই তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন। হা! তাহার অবস্থা কি শোচনীয় যে শোকভারভগ্ন হৃদয়ে অহর্নিশি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াও মনে করে শূন্যে রোদন করিলাম, কেহ আমার যন্ত্রণায় কর্ণপাৎ করিল না, ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিবেন না, আমি তাঁহার ত্যাজ্য সন্তান, চিরদিনই আমি দুঃখ-দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইব! হা! সেই বা কি সৌভাগ্যশীল, যে দুঃখ বিপদে সর্ব্বদা পরম পিতাকে নিকটে দেখিতে পায়, এবং তাঁহা হইতে নিজ প্রার্থনার সায় পাইয়া, ভক্তি কৃতজ্ঞতা বিশ্বাসে পূর্ণ হয়। তখন সে মনে করে যে যদিও আমি দীন দুঃখী, যদিও পাপে অপবিত্রতায় নিতান্ত মলিন, তত্রাচ অনাথ নাথ পরমেশ্বর আমার প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন, আমাকে চরণে স্থান দিলেন, আমি চিরকাল তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিব, চিরকাল তাঁহার পদানত থাকিয়া জীবনকে সার্থক করিব।

যাহারা ভ্রম ও কুসংস্কার বশতঃ তাঁহার মঙ্গল ভাবের প্রতি নির্ভর না করিতে পারে, এবং তাঁহাকে দুরন্ত-রাক্ষস-সমান রোশ-পরবশ, বা অভিমান-যুক্ত মনে করে, তাহারা দেবান্তর কল্পনা করিয়া কল্পিত উপায়ে তাঁহার নিকট অনুগৃহীত হইবার অভিসন্ধি করে। অথবা এতাদৃশ কুসংস্কার বিবর্জ্জিত হইয়াও যাহাদিগের আপনার প্রতি একান্ত ঘৃণা নিবন্ধন মনে করে কখনই স্বীয় আত্মার উন্নতি সম্ভাবিত নহে, সেই হতভাগ্যেরা কিছুদিন প্রার্থনায় বিফল মনোরথ হইয়া বরং চিরকাল দুঃখ বিষন্নতায় অবস্থিতি করে, নতুবা অসহিষ্ণু-ভাবে পুনর্ব্বার পাপপথে পদার্পণ করে। কিন্তু তাঁহারাই ব্রাহ্ম যাঁহারা আপনাদিগের দুরবস্থা ও মলিনতা দেখিয়াও অপ্রতিহত বিশ্বাসে পতিত-পাবনের পবিত্রতার প্রতি নির্ভর করত দিবা নিশি কাতর-স্বরে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন, এবং নিঃসংশয়-চিত্তে সেই প্রার্থনার সফলতা প্রত্যাশা করেন। ঈশ্বরের ক্রোধ পরিতোষণের জন্য ঈশ্বরাবতার কোন অদৃষ্ট-পূর্ব্ব মানবের আরাধনা করা তাঁহাদিগের পক্ষে আবশ্যক নহে, কারণ ঈশ্বর নর-দেহ গ্রহণ না করিয়াও দীন দুঃখীর হৃদয় কুটীরে নিয়ত অবতীর্ণ রহিয়াছেন, এবং কাহার দ্বারা অনুরুদ্ধ না হইয়াও তাহার রোগ শোক মুক্ত করিতেছেন। অতএব বিশ্বাস, প্রার্থনার সফলতার প্রতি বিশ্বাসই প্রার্থনার তৃতীয় বিধি। যখন যে বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিবে তখন ঈশ্বরের সাহায্যে সেই বিষয় সিদ্ধ হইবে এমত বিশ্বাস করিবে; বিশ্বাস না করিলে প্রার্থনা বৃথা।

কিন্তু অন্তরের অভাব অবগত হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে বিশ্বস্ত-মনে প্রার্থনা করিলেও কার্য্য কালীন চেষ্টা আবশ্যক। আমি যদি উপাসনার সময় আগ্রহ, ব্যাকুলতা ও বিশ্বাস প্রদর্শন করি, অথচ কার্য্যকালে অভ্যাসগত পাপে ইচ্ছা পূর্ব্বক লিপ্ত হই, তবে আমার প্রার্থনায় বিশ্বাসে বা প্রীতিতে কি ফল? পাপ হইতে মুক্ত না হইবার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে আমার চরিত্র দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। যখন আমার গূঢ় ইচ্ছা পাপেতেই ধাবিত হইল, ঈশ্বর কি আমার মৌখিক প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আমাকে পবিত্র করিবেন? কখনই না। যে পাপ নিরাকরণের কারণ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে, সেই পাপের প্রলোভন উপস্থিত হইলে স্বীয় চেষ্টাদ্বারা প্রাণপণে আত্মাকে রক্ষা করিবে, এবং তাঁহার সাহায্য

পুনঃ প্রার্থনা করিবে। তিনি সময়ে সময়ে তাঁহার ভক্তদিগকে প্রলোভনের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের সরলতা শ্রদ্ধা ও ধর্ম্মানুরাগ পরীক্ষা করেন, এবং তদুত্তীর্ণ হইবার জন্য যে একগুণ চেষ্টা করে তাহাকে তিনি সহস্রগুণ বল বিধান করেন, যে একগুণ সাহায্য প্রার্থনা করে তাহাকে সহস্রগুণ সাহায্য প্রদান করেন। প্রার্থনাও করিব অথচ পাপানুষ্ঠানও করিব এ উভয় এককালে সম্ভবে না। প্রার্থনা আত্মার এত নিগূঢ় কার্য্য যে ঈশ্বর সমীপে একবার তাহা উচ্চারণ করিলে পাপানুষ্ঠান কালেতে ভয়ে হৃৎকম্প হয়, কখনই তাহাতে প্রবৃত্তি যায় না, প্রকৃত-রূপে প্রার্থনা করিলে জীবন ক্ষেত্রে তাহার চিহ্ন প্রকাশিত হইবেই হইবে, পাপের বিপরীতে চেষ্টা যাইবেই যাইবে; কেবল প্রার্থনা অথচ তদনুরূপ অনিচ্ছা-সম্ভূত হইলে ঐ ভাব লক্ষিত হয় না। চেষ্টা প্রার্থনার প্রথম এবং শেষ বিধি। যে পরিমাণে প্রার্থনা পরিশুদ্ধ প্রকৃত ও আন্তরিক সেই পরিমাণে জীবন পবিত্র, সেই পরিমাণে পাপের বিপরীতে চেষ্টা বর্দ্ধিত হয় ইহা নিঃসন্দেহ সত্য। ধর্ম্মের যেমন গূঢ় ভাব পাপেরও সেইরূপ। পাপ-প্রবৃত্তি একবার হৃদয়কে অধিকার করিলে শীঘ্র তন্মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। ঈশ্বরের প্রতি যথা কথঞ্চিৎ ভক্তি থাকিলেও পাপের প্রতি অধিকতর ভক্তি থাকিতে পারে, সুতরাং প্রার্থনাও অপ্রকৃত হইতে পারে। চেষ্টাই প্রার্থনার কঠিনতম বিধি। ইহাতেই আত্ম-সংযম ও নিগ্রহাতিশয় হয়, কিন্তু ইহা ভিন্ন কখন আত্মার প্রকৃত উন্নতি সম্ভাবিত নহে। পরম দয়াবান পরমেশ্বরকে কেবল পুষ্প উপহার বা বাক্য উপহার দিলেই হইবে না, কিন্তু জীবনোপহার দিতে হইবে, তুমি যে পাপকে ঘৃণা কর, এবং তাঁহার পথে গমন করিতে প্রতিজ্ঞ হইয়াছ কার্য্যদ্বারা তাহা প্রদর্শন করিতে হইবে। তবে তিনি তোমার হস্ত ধারণ করিয়া ধর্ম্মামৃত-ধামে লইয়া যাইবেন, তবে তিনি তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়কে প্রশস্ত করিবেন, এবং তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। অতএব কেবল প্রার্থনা করিয়া কার্য্যকালে উদাসীন থাকিও না, কিন্তু প্রাণগত চেষ্টা দ্বারা স্বীয় প্রার্থনাকে সম্পূর্ণ করিও। এই প্রকারে হৃদয় দ্বারা, বাক্য-দ্বারা, কার্য্য-দ্বারা এবং চেষ্টা-দ্বারা প্রার্থনা করিলেই পরম-পিতার নিকট প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়, নতুবা তাহা অকার্য্যকর।

প্রার্থনা কার্য্যের বিধি চতুষ্টয় নির্দ্ধারিত হইল। প্রথমতঃ আত্মচিন্তা দ্বারা হৃদয়ের অভাব এবং পাপ সকল পরিষ্কার রূপে জানিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ সরলতা, কাতরতা ও আগ্রহাতিশয় সহকারে ঈশ্বরের নিকট সেই সকল অভাব নিবেদন করিতে হইবে, অতঃপর অতি বিশ্বস্ত বিনীত চিত্তে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে, এবং পরিশেষে চেষ্টা ও কার্য্য দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পাপকে সাধ্যমত পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এই প্রার্থনা অতি কঠিন কার্য্য, ইহারই প্রতি আমাদের ধর্ম্ম, ইহারই প্রতি আমাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। সময়ে সময়ে এই প্রার্থনাকে শূন্য ও বিফল দেখিয়া আমরা পৃথিবীকে শূন্য দেখি এবং অসহায়-প্রায় হইয়া পড়ি। প্রকৃত প্রার্থনা করিবার সামর্থ পুনর্ব্বার ঈশ্বরই প্রেরণ করেন। এককালেই যে প্রার্থনার সকল ভাব সম্যক রূপে সকলের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে এমত আমরা প্রত্যাশা করি না, কিন্তু কালে তদ্বিষয়ে সকলেরই উন্নতি ও উৎকর্ষতা লাভ হইবে, এবং তদ্দ্বারা সকলের জীবন পরিশুদ্ধ হইবে ইহাই আমা-

দিগের বিশ্বাস। প্রার্থনা অতি দুরূহ ব্রত, আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাকেই সাক্ষী করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই ব্রত পালন করিব। প্রাণ সত্ত্বে তাহার ত্রুটি করিব না। বারম্বার বিফল যত্ন ও হত-চেষ্ট হইলেও প্রার্থনা করিতে বিমুখ হইব না; একবার না পারি শতবার, শতবার না পারি সহস্রবার তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা করিব, কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি সাধু ইচ্ছার সিদ্ধি বিধান করিবেনই করিবেন। তার্কিকদিগের কুমন্ত্রণায়, নাস্তিকদিগের প্রলোভনে আমরা ভুলিবার নহি, কারণ তাহা হইলে আমাদিগের আত্ম-হত্যার পাতক হইবে।

অতএব হে নির্ম্মল চিত্ত সাধু ব্যক্তি! যদি তোমার এই সংসার-মোহ-কোলাহলে নিস্তার পাইবার অভিলাষ থাকে তবে অদ্যাবধি ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ কর; সংসারের অনিত্য বস্তু হইতে সময়ে সময়ে বিরত হইয়া আত্মানুসন্ধান কর। আত্ম দোষ জন্য কাতর হইয়া শীর্ণ হৃদয়ে ভিক্ষুকের ন্যায় প্রতি দিন তাঁহার দ্বারে উপনীত হও, এবং সকল আমোদ সকল সম্পদে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল সৎকর্ম্ম সাধনেই যত্ন কর, তোমার আত্মা পূর্ণ হইবে।

কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৯ শ্রাবণ ১৭৮৪ শক।

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥

গৃহী ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহারদের সেবা করিবেন।

পরমেশ্বরেরই এই সংসার, তিনি ইহার পরম পিতা। তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে তিনি এক এক পরিবারে এক এক পিতাকে আপনার প্রতিনিধি-রূপে নিযুক্ত করিয়া সুনিপুণ প্রণালী স্থাপন করিলেন; এবং নিজের মঙ্গল-ভাবের প্রতিরূপ যে স্নেহ মমতা, তাহা জনক-জননীর বিকশিত হৃদয়ে অর্পণ করিলেন। এই রূপে তিনি প্রতি পরিবারে আপন প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার এই বিশাল বিশ্ব-সংসার পালন করিতেছেন। যেমন নভোমণ্ডলে এক এক সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া গ্রহ উপগ্রহ-সকল প্রজ্বলিত রহিয়াছে, সেই রূপ এই সংসার-ক্ষেত্রে এক এক পিতার অধীনে থাকিয়া পুত্র কন্যারা জীবন ও সম্পদ্ লাভ করিতেছে। সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু, মাতার স্নেহ ও দুগ্ধে প্রথমেই বালক পরিপোষিত হয়। ঈশ্বরেরই মঙ্গল-ভাব মাতার হৃদয়ে স্নেহ-রূপে, স্তনে দুগ্ধ-রূপে পরিণত হইয়াছে। সকলের জননী সকলের ধারিত্রী যে এই পৃথিবী, মাতা এই পৃথিবী অপেক্ষাও গরীয়সী; আবার পিতা তাঁহা হইতেও গুরুতর। অতএব গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপ জানিয়া, ঈশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ জানিয়া, সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহারদের সেবা করিবেক। কুল-পাবন সৎপুত্র তাঁহারদিগের প্রতি মৃদু বাক্য কহিবেক, তাঁহারদের প্রিয় কার্য্য করিবেক ও সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ থাকিবেক। সংসারের স্নেহ নিম্নগামী, স্নেহ-ভাজনকে স্নেহ সকলে সহজেই করে। ভক্তি কিন্তু দেব-ভাব, তাহা নিম্নগামী নহে। পশুর মধ্যে দেখ স্নেহ-বৃত্তি কেমন প্রবলা, শাবকদিগকে তাহারা কেমন স্নেহে কেমন যত্নে পালন করে, কিন্তু পিতা মাতার প্রতি সেই পশু শাবকদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি কোথায়? ভক্তির ভাব কেবল মনুষ্যে। ভক্তির ভাব পশুতে নাই, ইহা অতি উৎকৃষ্ট ভাব, সু-

তরাং অতি বিরল। পিতামাতা সহজেই পুত্রদিগকে স্নেহ করেন; কিন্তু যাহারা সৎ-পুত্র—কুলপাবন সৎপুত্র, তাহারাই কেবল পিতামাতাকে কর্ত্তব্যানুযায়ী ভক্তি করে। যে পরিমাণে স্নেহ, সে পরিমাণে এখানে ভক্তি নাই। একটি যে নির্ভরের ভাব, সেই নির্ভরের ভাবটি ভক্তি-ভাবকে উত্তেজিত করে, সেই জন্য বালকের যত দিন পিতার উপরে নির্ভর থাকে, তত দিন তার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিও থাকে। কিন্তু যে বালক যুবা হইয়া কর্ম্মক্ষম ও স্বাধীন হইয়া তাহার বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভক্তি সহকারে সেবা করে, সেই তার নিষ্কাম ভক্তি। ইতিহাস পুরাবৃত্তে এবং বর্ত্তমান সাধুদিগের জীবন-চরিতে এমন শত শত দৃষ্টান্ত আছে যে পিতার জন্য পুত্রেরা অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, পিতার জন্যই তাহাদের মনের অভিসন্ধি। কঠোপনিষদে ইহার একটি সুন্দর নিদর্শন আছে। যখন পিতা নচিকেতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে "তোমাকে যমেরে দিলাম" তখন শ্রদ্ধাবিষ্ট নচিকেতা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে পিতা যদি অঙ্গীকার করিয়াও স্নেহানুরোধে আমাকে যমভবনে পাঠাইয়া না দেন, তবে তাঁহার কথা মিথ্যা হইয়া তাঁহার সাংঘাতিক অনিষ্ট হইবেক; অতএব তাঁহাকে তিনি এই বেদ-বাক্য স্মরণ করিয়া দিলেন। "অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে। শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ।" "পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখ; এবং এখনকার সাধু সজ্জনেরা যে প্রকার আচরণ করিতেছেন, তাহাও দেখ। শস্যের ন্যায় মনুষ্য জীর্ণ হইয়া মরে, আবার শস্যের ন্যায় পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে। এমন অনিত্য সংসারে মিথ্যা কহিবার প্রয়োজন কি? অতএব হে পিতঃ! তুমি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন কর, আমাকে যম-সদনে প্রেরণ কর।" দেখ তাঁর কেমন পিতৃ-ভক্তি! আপনাকে যমেরে দিয়াও পিতার ইষ্ট-সাধনে তিনি তৎপর হইয়াছিলেন। আবার যম যখন তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে অভিলাষ করিলেন, তখন সর্ব্ব প্রথমেই তিনি বর চাহিলেন যে "শান্তসংকল্পঃ সুমনা যথা স্যাৎ" "আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়া পিতা অতিশয় শোকাকুল হইয়াছেন; অতএব যাহাতে তিনি শান্ত-চিত্ত সুমনা হন, তাহাই বিধান কর।" কঠোপনিষদের আখ্যায়িকাতে সৎ-পুত্র নচিকেতার পিতার প্রতি মনের ভক্তি-ভাব কেমন প্রকাশ পাইতেছে।

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া ঈশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ পিতামাতাকে ভক্তি করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম উপদেশ। আমাদিগের বল-বীর্য্য যাহা কিছু সকলি পিতামাতা হইতে পাইয়াছি, পিতা মাতারই প্রতি ভক্তি-বৃত্তি সর্ব্ব প্রথমে উত্থিত হউক। কুল-পাবন সৎপুত্র সর্ব্ব-প্রযত্নে যেন পিতা মাতাকে সেবা করেন, সর্ব্বদা তাঁহারদের প্রিয় কার্য্য করেন ও আজ্ঞাবহ থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের শাসন ও উপদেশ অবহেলা করেন, তাঁহারা হয়তো বিদ্যার গৌরবে পিতা মাতাকে লঘু জ্ঞান করেন, অথবা ধন মদে মত্ত হইয়া তাঁহারদিগকে অবহেলা করেন। হে প্রিয় ব্রাহ্ম-সকল! তোমরা কদাপি এমন গর্হিত কর্ম্ম করিও না—তোমরা বিদ্যা-মদে বা ধন-মদে উন্মত্ত হইয়া পিতৃ-হেলন করিও না। তোমরা পিতামাতার আশ্রয়ে থাকিয়াই বল বীর্য্য, বিদ্যা বুদ্ধি, উপার্জ্জন করিয়াছ এবং তাঁহারদের প্রসাদেই ধন মান প্রতিপত্তি যাহা কিছু লাভ করিয়াছ; অতএব তাঁহার-

দিগকে অবহেলা বা পরিত্যাগ করিও না। তোমরা বৃদ্ধ পিতামাতার যষ্টি-স্বরূপ হইয়া আমৃত্যু তাঁহারদিগকে রক্ষা করিবে; এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ। যদিও তোমাদের প্রতি তাঁহারা বিরক্ত হন, ও তাঁহাদের স্নেহ অল্প হয়, তথাপি তোমরা তাঁহার প্রিয় আচরণ করিবে, তাঁহাকে সমধিক ভক্তি করিবে। "যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং। ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি।" সন্তান হইলে পিতামাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, শত বৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে কেহ শক্ত হয় না।

ইহা হইতে পরিতাপের বিষয় আর কি আছে যে জ্ঞানহীন ও স্বার্থপর পিতার দোষে অনেক পুত্র সৎপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার শাসনে ও দৃষ্টান্তে তাহারা ধর্ম্ম-সেতু অতিক্রম করিতে বাধিত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র যদি ভাগ্যক্রমে সরল হইল, সত্যবাদী ও ন্যায়বান্ ও ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্ম হইল, তবে তাঁহার দুঃখের ও ক্রোধের আর পরিশেষ থাকে না। তিনি সেই অসহায় নিরুপায় বালককে দেব-সেব্য ধর্ম্ম-পথ হইতে অন্ধতম কুটিলতম পথে আনিবার জন্য তাঁহার প্রতি নিরবধি নির্য্যাতন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না। এমন পিতা কদাপি পিতাই নহেন, তিনি মঙ্গল-নিকেতন ঈশ্বরের প্রতিনিধি-পদ ধারণ করিবার উপযুক্ত নহেন। যে পিতা সংসারে প্রতিপত্তি হ্রাসের ভয়ে তাঁহার পুত্রের ধর্ম্ম-পথে কণ্টক আরোপ করেন ও অধর্ম্মাচরণ করিতে শিক্ষা দেন, তিনি তাহার ভক্তি-স্রোতকে একেবারে সমূলে শুষ্ক করেন। পরদ্রব্যাপহারী, নাস্তিক, শঠ, মিথ্যাচারী, প্রবঞ্চক, বিশ্বাস-ঘাতক, কৃতঘ্ন পুত্রের নিকট হইতে পিতা কি কদাপি স্বার্থহীন শ্রদ্ধা ভক্তি প্রত্যাশা করিতে পারেন? সে যদি কামোপভোগে মত্ত হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন না করে, তবে তিনি জীবন পাইয়া আহ্লাদে নৃত্য করুন। মধ্যে মধ্যে কি এমন প্রবাদ শ্রুত হয় না যে কোন পুত্র মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া তাহার পিতাকে গভীর রাত্রির সময়ে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে; কোন পুত্র বা ধন-লোভে ভয়ঙ্কর পিতৃ-হত্যা-পাপে নিপতিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। পুত্র ধর্ম্মহীন হইলে পিতার বৃদ্ধ বয়সের যষ্টি না হইয়া শত্রু হয়। অতএব পিতা যদি শ্রেয় আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে ধর্ম্ম-সংযমেতে কদাপি বিরোধী হইবেন না, স্বীয় কর্ত্তব্যের প্রতি স্থির-দৃষ্টি রাখিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সত্ত্ব-প্রযত্নে তাহাকে জ্ঞান ধর্ম্মের শিক্ষা দিবেন এবং তাহার সদ্ভাব-সকল উদ্দীপন করিবেন; তবেই পিতার পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করা হইল, এবং পুত্রও জ্ঞান ধর্ম্মে সুশিক্ষিত হইয়া, তাঁহার প্রতি সহজেই যথোচিত ভক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ করিবে।

হে পরমাত্মন্! তুমি পিতা-পুত্রকে যে প্রকার সম্বন্ধে নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছ, তাহা উভয়েই যেন সাবধান হইয়া রক্ষা করেন, উভয়েই যেন সমভাবে তোমারই প্রতি দৃষ্টি করেন; সংসার-ভবনের মধ্যে সকল পরিবারই যেন প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে। বঙ্গদেশের সকল পরিবারে পিতা-পুত্রের হৃদয়ে তোমার মঙ্গল ভাব প্রেরণ কর, [illegible] বঙ্গদেশের নিরানন্দ [illegible], উঁহার পবিত্র সন্তান-সকল তোমার যথার্থ পূজা করিয়া তোমাকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতার্থ হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ আমাদিগকে জ্ঞান সম্বন্ধীয় ভাবৎভাব ও প্রবৃত্তি নিরূপণ করিতে হইবে। এক আত্মচৈতন্য এবং আত্মজ্ঞানই আমাদিগের অবলম্বন, সেই কঠিন এবং দুর্ব্যবহার্য্য অস্ত্র ধারণ করিয়া আমরা অতি সাবধানে বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে উপনীত হইতেছি, ভ্রমরূপ অসৎ ফল লাভ না করিয়া যাহাতে পরিশ্রম দ্বারা সত্যের অমৃত ফল লাভ করিতে পারি ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

রাজতরঙ্গিনী।

৫৫১ সংখ্যা পত্রিকার ৪৮ পৃষ্ঠার পর।

মাতৃগুপ্তের রাজত্ব অল্পকাল স্থায়ী ছিল, তাঁহার সহায় উজ্জয়িনীর অধিপতি হর্ষরাজ লোকান্তরিত হইলেই প্রজাসকল তাঁহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহারা মৃত ভূপতির প্রকৃত উত্তরাধিকারী প্রবরসেনকে আহ্বান করিল। প্রবরসেন সৈন্য সামন্ত সংগ্রহপূর্ব্বক কাশ্মীরাভিমুখে গমন করিলেন। মাতৃগুপ্ত স্বীয় রাজ্য রক্ষার্থ কোন উদ্যোগই করেন নাই, এই হেতু প্রবরসেন অনায়াসে ও বিনা যুদ্ধে রাজ্যাধিকার করিলেন। মাতৃগুপ্ত সিংহাসনচ্যুত হইয়া বারানসী গমন করিলেন এবং তথায় ধর্ম্মাচরণ ও ইষ্টসাধনেই কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি প্রায় পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রবরসেন অতিশয় প্রজারঞ্জক ও বিক্রমশালী নরপতি হইয়াছিলেন, তিনি উজ্জয়িনী নগর আক্রমণ করেন, এবং তথাকার অধিপতি বিক্রমাদিত্যতনয় শীলাদিত্যকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি উজ্জয়িনীর বিখ্যাত দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকালঙ্কৃত সিংহাসন স্বীয় রাজধানীতে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি শ্রীনগরকে নানা প্রকার সুন্দর ও নূতন অট্টালিকা দ্বারা সুশোভিত করিয়াছিলেন। প্রবরসেন ৬৩ বৎসর ব্যাপিয়া রাজত্ব করেন। তাঁহার পর ক্রমান্বয়ে তৎপুত্র ও পৌত্র যুধিষ্ঠির ও নরেন্দ্রাদিত্য রাজ্যভার বহন করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রাদিত্যের পর তাঁহার ভ্রাতা রণাদিত্য সিংহাসনস্থ হয়েন। ইতিহাস লেখক ইঁহার রাজত্বকাল তিন শত বৎসর লিখিয়াছেন, কিন্তু ইহা কদাপি সম্ভাবিত নহে। বোধ হয় এই দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া যে সকল রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও ইতিবৃত্তের কোন সন্ধান না পাইয়া ইতিহাস লেখক অগত্যা এক রণাদিত্য দ্বারাই এই প্রকাণ্ড কাল ব্যবধান পূর্ণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

রণাদিত্য দেবানুগৃহীত ছিলেন এবং তাঁহার ইতিহাস অনেক অলৌকিক বিবরণে পরিপূর্ণ, কিন্তু তাহা এ স্থলে বর্ণনা করা অনাবশ্যক। রণাদিত্যের পর বিক্রমাদিত্য ও বালাদিত্য রাজা হন। বালাদিত্য মহাতেজস্বী, বীর্য্যবান ও যুদ্ধবিশারদ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি স্বীয় রাজ্য হইতে সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গমন করিয়া তথায় [illegible] জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। বালাদিত্যের একমাত্র কন্যা ছিল, এবং কোন পুত্র সন্তান ছিল না। দৈবজ্ঞ ও জ্যোতির্ব্বিদগণ গণনা করিয়া বলিয়াছিল, যে তাঁহার পর তদীয় জামাতা [illegible] কাশ্মীরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেক। রাজা এই ভবিষ্যৎ বাক্যকে ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত স্বীয় কন্যাকে অবিবাহিত রাখিলেন। কিন্তু দৈববিড়ম্বনে দুর্লভবর্দ্ধন নামক এক জন ভূপতির প্রিয় সভাসদ নৃপবালার অতিশয় প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন,

এবং গোপনে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজার মৃত্যু হইলে পর প্রধান কর্ম্মচারিগণের সহায়তায় তিনিই রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন।

দুর্লভ-বর্দ্ধন কর্কোট নাগের বংশোদ্ভব ছিলেন। তিনি স্বয়ং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন এবং প্রজাদিগের ধর্ম্মোন্নতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতেন। তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পর তৎপুত্র প্রতাপাদিত্য রাজা হন। ইনি স্বীয় নামে এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন এই নগর অল্প কাল মধ্যে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। এই নগর মধ্যে নোনা নামক এক জন মহাধনাঢ্য বণিক্ বাস করিত। এই ব্যক্তির সহিত রাজার পরম বন্ধুত্ব হইয়াছিল। এক দিবস বণিক্ নরপতিকে নিমন্ত্রণ দ্বারা স্বীয় গৃহে আহ্বান করিয়া রাত্রি কালে দীপালোক পরিবর্ত্তে রাশীকৃত হীরক দ্বারা গৃহকে আলোকিত করিয়াছিল। রাজা ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য ও হর্ষে পুলকিত হইয়াছিলেন, ইত্যবসরে বণিকের একটি পরম রূপবতী ভোগ্যা নারী অকস্মাৎ রাজার দৃষ্টি পথে পতিত হইবা মাত্র রাজা তাহার রূপ লাবণ্যে একেবারে বিমোহিতচিত্ত হইলেন। কিন্তু লজ্জা ও কলঙ্ক ভয়ে স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অসক্ত হইয়া উপস্থিত মনোবিকারকে দমন করিলেন। পরন্তু তাহাতে তদবধি তিনি বিষম রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। ইহাতে বণিক্ রাজার মনোবিকারের ও পীড়ার কারণ অবগত হইবামাত্র অবিলম্বে সেই যুবতীকে নৃপসদনে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু নৃপতি ধর্ম্মভীত ছিলেন তিনি পর স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। পরে বণিক্ ভূপতির সহিত অনেক তর্ক বিতর্কের দ্বারা তাহাকে বুঝাইলে পর, তিনি সেই নারীকে গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার নাম নরেন্দ্রপ্রভা রাখিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে রাজার সাতটি সন্তান হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রাপীড় তারাপীড় এবং ললিতাদিত্য নামক তিন পুত্র রাজার মৃত্যু হইলে পর একাদিক্রমে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ললিতাদিত্য অতিশয় বিখ্যাত ও বিক্রমশালী নরপতি ছিলেন। তিনি স্বীয় বিজয়ী সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ মধ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি অন্তর্বেদী নামক দেশ জয় করেন, তৎপরে যশোবর্ম্ম নামক কান্যকুব্জ নগরাধিপতির প্রতিকূলে গমন করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। যশোবর্ম্ম এক জন বিদ্যোৎসাহী ভূপতি ছিলেন। তাঁহার সভায় কবিবর ভবভূতি কবিবাচস্পতি এবং রাজশ্রী বাস করিতেন। ললিতাদিত্য তদনন্তর গৌড় ও কলিঙ্গ দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় স্বীয় জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া দক্ষিণে কর্ণাট দেশে প্রস্থান করিলেন, তথা হইতে পশ্চিম সমুদ্রতীরবর্ত্তী হইয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারকা হইতে নির্গত হইয়া বিন্ধ্যাগিরি লঙ্ঘন করিয়া অবন্তীনগরে প্রবেশ করিলেন; এবং এই রূপে সমুদায় ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া ও বহুতর রাজগণকে পদানত করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। কাশ্মীরে আগমনানন্তর স্বীয় সেনাপতি ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে পুরস্কার স্বরূপ অধিকৃত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকার্য্যের ভারার্পণ করিলেন। কিন্তু তিনি অধিক কাল স্থির থাকিতে পারেন নাই, জয় লাভের তৃষ্ণায় উত্তেজিত হইয়া পুন-

য়ায় হিমালয়ের উত্তর উত্তর-কুরু নামক পুরাণ প্রসিদ্ধ দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই স্থান কুবেরানুচর যক্ষদিগের বাসস্থান বলিয়া খ্যাত, ইহা মনুষ্যের অগম্য। কিন্তু ললিতাদিত্য স্বীয় পৌরুষ বর্দ্ধনার্থ এই স্থানের অন্বেষণে হিমালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর গমনান্তর তিনি মহাক্লেশে পতিত হইলেন, পথ অতিশয় দুর্গম হইয়া উঠিল, এবং পর্ব্বত-বাসী বন্য জাতিরা নানা দিক হইতে তাঁহার সেনা গণকে নিহত করিতে লাগিল। এই প্রকার প্রমাদ দেখিয়া নৃপতি পত্র দ্বারা স্বীয় মন্ত্রীকে জ্ঞাপন করিলেন যে তাঁহার প্রতিগমনের আশা নাই, দুরাকাঙ্ক্ষাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল, সুতরাং যুবরাজ রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করুন। তদবধি রাজার আর কোন সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল না। ললিতাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুবলয়াপীড় রাজা হইয়া, পাছে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজত্ব পাইবার জন্য বিদ্রোহ উপস্থিত করে, এই আশঙ্কায় তাহাকে অগ্রে কারারুদ্ধ করিলেন। পরে কিয়ৎ কাল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া তিনি উদাসচিত্ত হইলেন, এবং পুনরায় স্বীয় ভ্রাতা বজ্রাদিত্যকে কারামুক্ত করণান্তর তাহাকে রাজপদে স্থাপন করিয়া যোগ সাধনার্থ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেন, এবং এই রূপে দৃক-পথ নামক পর্ব্বতের এক গুহাতে বাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বজ্রাদিত্য অতি নিষ্ঠুর ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া উঠিলেন। তিনি কেবল স্বীয় ভোগ্যা রমণীদিগের বেশ ভূষাতেই ধনাগার শূন্য করিয়াছিলেন, এবং অর্থের নিমিত্ত আপন প্রজা সকলকে ম্লেচ্ছদিগের নিকট বিক্রয় করিতেন। ভাগ্যক্রমে এই নৃপতির রাজত্ব স্বল্পকালমাত্র ছিল। বজ্রাদিত্যের তিন পুত্র ক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ জয়াপীড় যিনি শেষে সিংহাসনস্থ হইয়াছিলেন তিনি অনেক গুণালঙ্কৃত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনিও অপরাপর বীর্য্যবন্ত নরপতির ন্যায় অনেক দেশে স্বীয় জয়পতাকা লইয়া গিয়াছিলেন। অপর তিনি স্বদেশে সংস্কৃত শাস্ত্রের চালনার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সমুদায় প্রধান ও বিখ্যাত পণ্ডিতগণকে স্বীয় সভায় আনয়ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সকল পণ্ডিতের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তিদিগের নাম ভট্ট ও দামোদরগুপ্ত এবং কবিগণের মধ্যে মনোরথ, সঙ্খদন্ত, চাতক সন্ধীমান, এবং বামন, এই কএক ব্যক্তির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রকারে কিছু কাল রাজ্যের কুশল বর্দ্ধন করিয়া জয়াপীড় নেপাল রাজ্য আক্রমণ করিতে গেলেন। কিন্তু এই দেশে প্রবেশ করিবার পথাদি তিনি জানিতেন না, সুতরাং কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক নদী পার হইবার সময়ে হঠাৎ নদীর জল ও স্রোত বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহার সমুদায় সৈন্য ভাসিয়া ও জলমগ্ন হইয়া গেল। রাজারও এই রূপে প্রাণত্যাগ হইত কিন্তু বিপক্ষ সৈন্যরা তাঁহাকে ভাসিতে দেখিয়া জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। এবং নেপালরাজ তাঁহাকে লইয়া গণ্ডকীনদী তীরস্থ এক দুর্গ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কাশ্মীরে এই দুর্ঘটনার কথা শুনিবামাত্র প্রজাগণ সন্তাপ্যাকুল হইল। প্রধান মন্ত্রী অপরাপর রাজকর্ম্মচারিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া আপনি কিছু সৈন্য লইয়া নেপালে গমন করিলেন। এবং তথাকার ভূপতির সহিত সন্ধি স্থাপনের কথা ধার্য্য করিয়া একবার দুর্গ রুদ্ধ কাশ্মীর রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন।

তাহাতে নেপাল নরপতি সহজেই সম্মত হইলেন। পরে মন্ত্রিবর জয়াপীড়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে পর তাঁহাকে পলায়নের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রাজা কিরূপে একাকী গণ্ডকী পার হইবেন তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া প্রভুভক্ত মন্ত্রী কহিলেন যে মহারাজ আমি আপনার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিতেছি, আপনি আমার মৃতদেহ নদীতে ভাসাইয়া তদবলম্বনে পার হইতে পারিবেন। এই বলিয়া মন্ত্রী দুর্গপ্রাচীর হইতে আপনি পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এবং রাজা তাহার দেহাবলম্বনে নদী পার হইয়া ছদ্মবেশে কাশ্মীরে প্রত্যাগমন করিলেন তাহার কিছুকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা।

[illegible] সংখ্যক পত্রিকার ৭৮ পৃষ্ঠার পর।

(প্রাপ্ত)

ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠান কি কি এবং সেই সকল অনুষ্ঠান কতদূর কর্ত্তব্য তাহা কথঞ্চিৎ আলোচিত হইল, এক্ষণে আমরা সেই বিষয়ে যে সকল আপত্তি উঠিয়াছে তাহার আশঙ্কা খণ্ডন করিতেছি।

একটি আপত্তি এই যে ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠানসকল [illegible] পৌত্তলিকদিগের অনুষ্ঠানের ন্যায় কুসংস্কারে [illegible] হইয়া যাইবে। ইহার অর্থ আমি প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারিতেছি না। তবে ব্রাহ্মেরা কি আবার অনুষ্ঠান কালে পৌত্তলিকদিগের মত দেব দেবীর পূজা করিবেন? আবার কি এমন কাল হইবে যখন শিলা প্রস্তরের পূজা না করিলে ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন হইবে না? ইহা কে বিশ্বাস করিবে? যদি এক ঈশ্বরে সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যদি সকলেরই এ জ্ঞান থাকে দেব দেবী মিথ্যা, তবে কি প্রকারে পুনর্ব্বার পৌত্তলিকতার সঞ্চার হইবে? পৌত্তলিকদের প্রাকৃতিক বিদ্যায় এবং ধর্ম্ম-বিষয়ে অজ্ঞানতা, সুতরাং তাহাদিগের ক্রিয়াতে কুসংস্কার সকল বি-[illegible]। তাহারা বিশ্বাস করে পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক স্বর্গ হইতে ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হন, এইজন্য শ্রদ্ধার সহিত পিণ্ড দান করে; তাহারা বিশ্বাস করে গঙ্গার জলে মনুষ্যের অস্থিখণ্ডমাত্র পতিত হইলেই সে উদ্ধার পায়, তাহারা মনুষ্যকে গঙ্গার গর্ভে দাহন করিতে না পারিলে মহা ক্লিষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়, তাহারা দেব দেবীর পূজাকে পরম মঙ্গল জ্ঞান করে, সুতরাং অনুষ্ঠানকালে তাহাদিগকে পূজা না করিয়া সুস্থির হইতে পারে না। কিন্তু যখন ব্রাহ্মদিগের সম্পূর্ণ বিপরীত বিশ্বাস, যখন তাঁহারা গঙ্গাকে দেবী জ্ঞান করেন না, ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও শ্রদ্ধা করেন না, পিতা স্বর্গ হইতে পিণ্ড ভোজন করেন যখন তাঁহারা ইহা ভ্রম বলিয়া জানেন, তখন তাঁহাদের ক্রিয়াতে কিরূপে পৌত্তলিক কুসংস্কার দুষ্ট হইবে। তবে হয়ত এমন জাতি থাকিতে পারে যাহাদের ভিতরে তেমন বিদ্যার চালনা নাই, যাহাদের প্রাকৃতিক ঘটনা ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক কুসংস্কার রহিয়াছে, অথচ ব্রাহ্মধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এরূপ জাতির ক্রিয়াতে কুসংস্কার দুষ্ট হইবার নিতান্ত অসম্ভাবনা নাই। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম গিয়া যে তাহাদিগকে কুসংস্কারে জড়ীভূত করিয়াছে তাহা নহে, তাহাদের আত্মা কুসংস্কার জালে জড়িত থাকাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম তথায় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছেন নাই। ফলতঃ যে জাতি আপনার আত্মাকে যত উন্নত করিবে, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ততই সমুজ্জ্বল বেশে প্রকাশিত হইবে, এবং যে জাতির আত্মা যত হীন অবস্থায় থাকিবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সেখানে ততই মলিন রূপে আবির্ভূত থাকিবে। অপিচ ইহা যেন আমাদের স্মরণ থাকে যে যে দেশে অনুষ্ঠান অল্প সেই দেশেই যে কুসংস্কার অল্প এমন নহে। কুসংস্কারের অর্থ—অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতা এক দিক্ দিয়া পথ না পায় অন্য দিক দিয়া বাহির হইবেই হইবে। মুসলমানেরা এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়াও অজ্ঞানতা বশতঃ ভ্রমপতিত অনুষ্ঠান সকলে প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। কুসংস্কার সকল দূর করিব না, অথচ ব্রাহ্মধর্ম্মের সুন্দর রূপ অনুষ্ঠান করিব ইহা মনে করা বৃথা। এক্ষণে হয়ত কেহ কেহ বলিবেন তবে ব্রাহ্মেরা অগ্রে দেশের কুসংস্কার সকল দূর করিয়া পরে কেন অনুষ্ঠান সকল প্রবর্ত্তিত না করান? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ব্রাহ্মেরা কি এই দেশকে জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল করিতে প্রবৃত্ত হন নাই? তাঁহারা কেনই বালকদিগের সুশিক্ষার্থে বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন, কেনই বা তাঁহারা অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। কেহ বলিবেন, ইহাই কি সৎকার্য্য হইল, ব্রাহ্মেরা ঈদৃশ সামান্য কার্য্যেই কি সন্তুষ্ট থাকিবেন? না, ব্রাহ্মেরা ইহা জানেন যে তাঁহারা তাঁহাদের ইচ্ছামত সকল কার্য্য সমাধা করিতে অদ্যাপি পারগ হয়েন নাই। তাঁহারা এজন্য দুঃখিত আছেন। অপিচ তাঁহাদের যদি

তেমন সঙ্গতি থাকিত, জ্ঞানালোক প্রদান করিতে যাহা যাহা প্রয়োজন তাহা যদি উঁহারা বিশেষ রূপে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেন, তবে উঁহারা এ দেশকে সত্য ও জ্ঞান রত্নে বিভূষিত করিতেন সন্দেহ নাই। যাঁহারা এ দেশকে বিদ্যাধনে সম্পন্ন করিতে অভিলাষী হয়েন, উঁহারা ব্রাহ্মদিগকে সাহায্য করিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন এ বাক্য কত দূর যথার্থ। ঈশ্বর করুন যেন ব্রাহ্মেরা এ দেশকে দিন দিন জ্ঞানালোকে আলোকিত করিতে পারেন!

অনুষ্ঠানের বিপক্ষে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে তদ্দ্বারা কেবল অর্থ-ব্যয় হয়। বৃথা ব্যয় কাহাকে বলে বলিয়া দিতে হইবে। অর্থ কি নিমিত্ত? আমাদের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তই কি মুদ্রার প্রচলন নহে? অনুষ্ঠান সকল যে আমাদের জীবনের মহৎ উপকারী পূর্ব্বেই তাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে, সুতরাং অনুষ্ঠান সকল কি আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইবে না? তাহা যদি আবশ্যক হইল তবে তাহাতে অর্থ লাগে দিতেই হইবে। এ কথা উপস্থিত হইতে পারে যে বিদ্যা যত দূর আবশ্যক অনুষ্ঠান তত দূর আবশ্যক নহে। ব্রাহ্মেরা বিদ্যাকে অনাদর না করুন, কিন্তু ইহা কি সত্য নহে বিদ্যা অপেক্ষা ধর্ম্মেতে অধিকতর প্রয়োজন? এ কথা শুনিয়া কেহ কেহ অবাক্ হইতে পারেন, কিন্তু ইহা অমূল্য সত্য। তবে লোকে ধর্ম্মের জন্য অর্থ প্রয়োগ করিতে কেনই কাতর হইবেন? যদি বলা যায় আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান করিলেই ধর্ম্ম হইতে পারে, বাহ্যিক অনুষ্ঠান না করিলাম? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি অনুষ্ঠানের প্রকৃত ফল আছে কি না? অনেকে বলেন সমাজে না যাইলে কি ধর্ম্ম হয় না। ঈশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতি এমন করিয়া দিয়াছেন বটে যে যেখানে ব্রাহ্মসমাজ নাই, যেখানে অনুষ্ঠান সকল প্রচলিত নাই, যেখানে মনুষ্যের তেমন সামাজিক চেষ্টা নাই সেখানকার লোকেও ধর্ম্মের উজ্জ্বল মুখ দর্শন করে। কিন্তু সে সত্য ঈশ্বরের অনন্ত মহিমাই প্রকাশ করে, অনুষ্ঠানের অনাবশ্যকতা সপ্রমাণ করে না। যেখানকার লোকে আত্মার উন্নতি সাধনার্থে সমবেত হইয়া চেষ্টা না করে, সেখানকার ধর্ম্মোন্নতি কখনই তত শীঘ্র সম্পাদিত হয় না। আমি অনেক সময় দেখিয়াছি যে "সমাজে না যাইলে কি ধর্ম্ম হয় না" এই কুহক বাক্য দ্বারা সরল যুবাদিগের মন মুগ্ধ হইয়া সমাজ হইতে দূরে কাল যাপন করাতে ক্রমে তাহারা ভ্রম ও অধর্ম্ম-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াগিয়াছে। সেই রূপ যে সকল ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, উঁহারাও ক্রমে পৌত্তলিকতার দাস হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক অনুষ্ঠানচয় যখন মনুষ্যের স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং মহত্ত্ব সাধন কারী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন যাহারা অর্থ-ব্যয়ভয়ে তৎপালনে বিরত হন উঁহারা নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল যুক্তির অনুসরণ করেন। আর এক্ষণে ইহাও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠানে অধিক অর্থ ব্যয় হইবে ইহারই বা সম্ভাবনা কি? পৌত্তলিকদিগের অনুষ্ঠানে যে অধিক অর্থ-ব্যয় হয় তাহার প্রভূত কারণ আছে। তাহাদের মন প্রায় ধর্ম্মের দিকে বড় দৃষ্টি করে না, তাহারা অনুষ্ঠান কালে প্রায়ই যশঃ মান আমোদ প্রমোদ অভিমান দ্বারা উত্তেজিত হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

নূতন পুস্তক প্রাপ্তি।

"কোকিল দূতং কাব্যং"। এই কাব্য খানি কতিপয় আদিরস সংঘটিত, ভাবার্থ সম্বলিত সংস্কৃত কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি স্থানে স্থানে স্বয়ঙ্কল্পিত ও সুন্দর, কিন্তু অধিকাংশই শকুন্তলা পদাঙ্কদূত প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যচয়ের অনুকরণ মাত্র। যাহা হউক সংস্কৃত রচনার চেষ্টাই মহৎ। লেখক মহাশয় যে যত্ন ও ব্যয় সহকারে সংস্কৃত ভাষায় নিজ বিদ্যার এবং দেশীয় প্রাচীন ভাষার উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা করিয়াছেন আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ দিতেছি।

"চিন্তামালা"। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি বিবিধ বিষয়ক কতকগুলি চিন্তা দ্বারা পরিপূর্ণ। শব্দের স্বল্পতা নিবন্ধন সর্ব্বত্রই গ্রন্থকার মহাশয়ের চিন্তার্থ সংগ্রহ সাধ্য নহে, কিন্তু স্থানে স্থানে গ্রন্থখানিতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সত্য উল্লিখিত হইয়াছে, যথা মানব জীবন সম্বন্ধে এক স্থলে কথিত হইয়াছে,—

"মানবের ভাগ্য সর্ব্বদাই চঞ্চল, কিন্তু চঞ্চলভাবই মানবের জীবনী শক্তি।"

প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে;—

"স্বর্গ আর নরক, আনন্দ আর যন্ত্রণা ভোগের দুইটী বিশেষ অবস্থা মাত্র। কল্পনার বসন হইতে সেই দুই অবস্থাকে শূন্য কর, আপন অন্তরেই তাহার আভাস পাইবে।"

পুনর্ব্বার এক স্থানে কথিত আছে;—

"সত্য, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি গুণ সমূহ পৃথক পৃথক নহে। সে সকল সেই নিরাকার জ্ঞানেরই গুণ মাত্র, এবং সে জ্ঞানের ভাব অনন্ত এবং অখণ্ড। সুতরাং তাদৃশ জ্ঞানই পরম জ্ঞান।"

"লোকে যদি পৃথক পৃথক রূপে সত্য, জ্ঞান, দয়া, ক্ষমার, উপাসক হইল; যদি আলোচনা করিয়া তাহার একটীকেও শেষ করিতে না পারিল,

এবং যদি তাহার মধ্যে একটীকেও ছাড়িয়া না চলিতে পারিল, তবে ভাবিয়া দেখ দেখি লোকে একরূপে অনন্ত, অখণ্ড, নিরবয়ব, সত্যস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ পরম জ্ঞানের উপাসক হয় কি না ?”

“যাহার হৃদয় যত অপূর্ণ, সে সেই পরমজ্ঞানকে তত বিভাগ করিয়া ও অপূর্ণ ভাবিয়া উপাসনা করে। কিন্তু যাঁহার আত্মা যত পূর্ণ, তিনি তাঁহাকে তত পূর্ণ ও অখণ্ড ভাবিয়া পূজা করিয়া থাকেন।”

পুনর্ব্বার অপর এক স্থানে--

“ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মকোর্থায় ? ইনি ধনাভিমানী ও বিদ্যাভিমানী অপেক্ষাও ঘৃণিত। ইহা বুঝিয়া সাধুব্রত ব্যক্তিদিগকে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।”

“অতি নাদ যে নিষ্ঠুর সেও সময়ে সময়ে ধর্ম্মের অভিমান করে। ধর্ম্মাভিমান বিশ্বাসের হন্তকারক।”

ঐক্য সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে।

“ঐক্যই সংসারের জীবন, এবং ধর্ম্ম সেই ঐক্যের বন্ধন। ধর্ম্মকে পরিত্যাগ কর, ঐক্য শিথিল হইবে। ঐক্য শিথিল হইলে সংসার জীবন-হীন হইবে।”

আমরা অবগত হইলাম বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের কোন কর্ম্মচারী দ্বারা এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা ওউক সময়ে সময়ে ঈদৃশ গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে দেশের অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা।

“প্রত্যাদেশ অম্বয়ে।” প্রত্যাদেশ, আপ্তবাক্য (Revelation) বিষয়ের প্রকৃত-মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য বিচারের জন্য এই পুস্তকখানি একটী কৃতবিদ্য ব্রাহ্ম দ্বারা বিরচিত হইয়াছে। ইহার বিষয়ে মতামত ভবিষ্যতে প্রকাশ করা যাইবেক।

“শোকতরঙ্গ” নামা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না।

বিজ্ঞাপন

বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ভারতবর্ষস্থ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপন উদ্দেশে আগামী ১৫ কার্ত্তিক রবিবার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রাহ্মদিগের একটী “প্রতিনিধি সভা” প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রতি শাখা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকদিগের প্রতি নিবেদন যে, তাঁহারা সমাজ সংক্রান্ত ব্রাহ্মদিগের অভিমতানুসারে কলিকাতা-প্রবাসী (অথবা নিবাসী) কোন ব্রাহ্মকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া সেই সেই প্রতিনিধির নাম নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং ঐ দিবসে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিতে তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রী কেশবচন্দ্র সেন।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের
সম্পাদক।

১৪ই আশ্বিন ১৭৮৬ শক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৩ সে আশ্বিন শনিবার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘণ্টার সময়ে যোড়াসাঁকোস্থ প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

রতন সরকারের গার্ডেন
ষ্ট্রীট, ৪৭ সংখ্যক ভবন।

শ্রী প্রতাপচাঁদ চন্দ্র।
উপাচার্য্য।

Recently Published.

"THE RELIGIOUS PROSPECTS OF INDIA."
To be had at the
CALCUTTA BRAHMO SOMAJ.
☞ Price 4 annas. By post 5 annas.

নির্ঘণ্ট পত্র।

	পৃষ্ঠা
বিপদকালে ব্রহ্ম স্তোত্র	৮১
উপাসনা	৮২
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৮৭
মনোবিজ্ঞান	৯০
রাজতরঙ্গিনী	৯১
অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা	৯৪
নূতন পুস্তক প্রাপ্তি	৯৫

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ১৪ই আশ্বিন শুক্রবার সম্বৎ ১৯২১ কলিকাতা ৯৬।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৩ ফাল্গুন ১৭৮৩ শক।

পাপঞ্চিন্তয়তে চৈব ব্রবীতি চ করোতি চ।
তস্যাধর্ম্মে প্রবিষ্টস্য গুণানশ্যন্তি সাধবঃ।

যে ব্যক্তি পাপ-চিন্তা করে, পাপালাপ করে, পাপানুষ্ঠান করে, তাহার সাধু গুণ-সকল নষ্ট হয়। যেমন অল্প ছিদ্র পাইলে বৃহৎ নৌকাও জলে মগ্ন হয়; সেই প্রকার যদি গুণ-সন্নিপাতে একটী দোষকেও পোষণ করা যায়, তবে তাহা মনুষ্যের সমুদায় ভাবকেই কলঙ্কিত করে। "ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্ব্বেষাং যদোকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং। তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং।" চক্ষে যেমন বালু-কণা পড়িলে তাহা তখন আর উত্তম-রূপে দেখিতে পায় না, সেই প্রকার অন্তরে পাপ-রেণু প্রবিষ্ট হইলে তাহার জ্ঞান-চক্ষুও আর পূর্ব্ববৎ সদ্ভাবকে সন্ধান করিতে পারে না—তাহার যে সকল সাধু গুণ, তাহা ক্রমে ক্রমে বিনাশ পায়। অতএব যাঁহারা আপনারদিগকে পুণ্য-জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান রাখিতে চাহেন; তাঁহারা যেন চিন্তা করিবার সময়ে পাপ-চিন্তা না করেন, আলাপ করিবার সময়ে পাপালাপ না করেন, অনুষ্ঠানের সময়ে পাপানুষ্ঠান না করেন। এই হইল নিষেধ বাক্য, আর বিধি কি, অনুজ্ঞা কি, না, ইহার যাহা বিপরীত, তাহাই আচরণ করিবেক। কল্যাণ-চিন্তা করিবেক, কল্যাণ-কথা কহিবেক, কল্যাণ-অনুষ্ঠান করিবেক। যিনি এই প্রকার উপদেশানুযায়ী কর্ম্ম করেন, তাঁহার সাধু গুণ নিয়তই উদ্দীপ্ত থাকে। পাপ তো এই তিন প্রকার, পাপ-চিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান। কিন্তু এই ত্রিবিধ পাপের মূল কোথা? মূল সেই মনেতে—প্রথমে পাপ-চিন্তা উপস্থিত হয়, পরে জিহ্বা তাহা ব্যক্ত করে, পরে আচরণে তাহা প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি একাকী নির্জ্জনে মনে মনে পাপ চিন্তা করে, সে একত্র হইয়াও পাপালাপ পাপানুষ্ঠান করিতে চাহে; অতএব পাপকে মনেতে কদাপি চিন্তা করিবেক না। যেমন পাপ মনেতে অঙ্কুরিত হইবে, অমনি তাহাকে মন হইতে উৎপাটন করিয়া তাহার মূলোচ্ছেদন করিবেক। যে ব্যক্তি কেবল লোক-ভয়ে পাপালাপ পাপানুষ্ঠান না করে; সে কখন সাধু নয়, তাহাকে বিশ্বাস নাই।

নির্জ্জন স্থান পাইলেই তৎক্ষণাৎ সে গূঢ় পাপে প্রবৃত্ত হইবে, সে কখনই পাপের প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিবে না। পাপের হস্ত হইতে প্রমুক্ত হইতে হইলে অগ্রে পাপ-চিন্তাকে বিদূরিত করিতে হয়, মনকে পবিত্র করিতে হয়। যেমন কোন পুরাতন অট্টালিকাকে অশ্বত্থ-মূল আবেষ্টন করিলে কেবল তাহার উপরের শাখা পল্লব কর্ত্তন দ্বারা সে গৃহের রক্ষা হয় না; কিন্তু যে তাহার মূলকে বিনাশ করে, সেই তাহাকে রক্ষা করে—তদ্রূপ পাপের মূলকে যে নষ্ট করে, যে মনের মধ্যে পাপকে আসিতে না দেয়, সেই রক্ষা পায়। যদি কাহারো অন্তরে পাপ-মূল বদ্ধ থাকে; আর যদি সে পাপ কথা নাও কহে, বাহ্যিক পাপানুষ্ঠান নাও করে; তথাপি জানা যায় যে সে কেবল কপট ব্যবহার করিতেছে, তাহার রোগের কারণ সম্পূর্ণ রহিয়াছে—যদিও জ্বর এখনো তাহার শরীরে প্রকাশ পায় নাই, সে অন্তর্জ্বরে দগ্ধ হইতেছে—সে পাপ কেবল লোকের ভয়ে তাহার মনের দুর্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছে; যখন সে দেখিবে যে তাহার বাহিরের সহায় অল্প, অমনি সে নির্ভয়ে তাহার সকল শরীরকে আক্রমণ করিবে, পাপ-ব্যাধি তাহার সকল অঙ্গেতে ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু পাপ যাহাতে এপ্রকার বল প্রকাশ করিতে না পারে, সে জন্যে করুণাময় পরমেশ্বর দেখ কত প্রকার কৌশল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রথমে দেখ পাপের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটি ঘৃণা, একটি গ্লানি, আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই যে এক পাপের প্রতি ঘৃণা, তাহা আমারদিগকে কেমন রক্ষা করে। যেমন পাপের ভাব মনে উদয় হয়, অমনি ঘৃণা ও আত্ম-গ্লানি আসিয়া তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। যে আত্মা প্রকৃতিস্থ থাকে, সে আত্মাতে কি পাপ ক্ষণ কালের জন্যও তিষ্ঠিতে পারে; পাপ উদয় হইবা মাত্র ঘৃণা ও আত্ম-গ্লানি আসিয়া তাহাকে দূর করিয়া দেয়। যখন মনের ভাব আর কেহই জানিতেছে না, কেবল এক ঈশ্বরই জানিতেছেন; সেই সময়ে যদি ঘৃণা ও আত্ম-গ্লানি আসিয়া পাপকে পরাস্ত করিতে পারে; তবে আমারদের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু যদি সেই ঘৃণা-সেতুকে পাপ-প্লাবন আসিয়া প্রবল বেগে অতিক্রম করে, তবে তাহা তাহাকে লঙ্ঘন না করিতে করিতেই আর এক সেতু আসিয়া তাহাকে রোধ করে সেই সেতুটি লজ্জা-সেতু। যখন ঘৃণার উপরে আর নির্ভর না রহিল, প্রথম সেতু যখন ভগ্ন হইয়া গেল, তখন সেই দ্বিতীয় সেতু লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হয়—তখন সে আত্মীয় পরিবার গুরু-জনের লজ্জাতে প্রকাশ্যরূপে আর পাপাচরণ করিতে পারে না। দেখ ঘৃণা অতিক্রম করিয়াও সে লজ্জার শাসনে পাপ হইতে নিবারিত হইল। কিন্তু পাপের উচ্ছ্বাস যদি এত অধিক হয় যে সে এ দুয়ের আর কিছুই মানে না, সে উদ্ধত ভাবে হৃদয়ের কবাট ভেদ করিয়া শরীরময় ব্যাপ্ত হয়, ও মনের আর আর সকল বৃত্তিকে বশীভূত করিয়া ফেলে; তখন সে পাপাক্রান্ত মনুষ্য উন্মাদগ্রস্ত হয়। যখন পাপস্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া ঘৃণা লজ্জা উভয় সেতুকেই ভগ্ন করিল, তখন অবশিষ্ট কি রহিল, না ভয়সেতু। পাছে গুরু লোকেরা প্রহার করে, বিষয় হইতে বঞ্চিত করে; পাছে শান্তি-রক্ষকেরা দণ্ড দেয়, কারাগারে বদ্ধ রাখে—এই প্রকার চিন্তা আসিয়া সেই পাপাত্মার পাপ গতিকে বাধা দিবার উপায় দেখে। ইহাকেও যখন সে অতিক্রম করে, তখন সে রাজপুরুষদিগের হস্তে পতিত হয়, উপযুক্ত

দণ্ডোপভোগ করে। সে লোকের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, গুরু জন কর্ত্তৃক অবমানিত হয়। ঘৃণা লজ্জা ভয় এই ত্রিবিধ লৌহ সেতুই যখন ভগ্ন হইয়া গেল, তখন কি সেই ঘোর পাপীর পরিত্রাণের জন্য আর কিছুই উপায় রহিল না? যখন সকল লোকের ঘৃণা-দৃষ্টি তাহার উপর পড়ে, যখন পরিবারেরা তাহাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দেয়, যখন রাজপুরুষেরা তাহাকে দণ্ড বিধান করে; তখন ঈশ্বরও কি তাহাকে পরিত্যাগ করেন? তখন তাহার কি কেহই পরিত্রাতা থাকে না? যখন সকল সেতুই পাপের নিকট পরাস্ত হইল, তখন সেই পাপীর পরিত্রাণের নিমিত্ত স্বয়ং ঈশ্বর গিয়া উপস্থিত হন। যখন আর আর সকলেই তাহাকে হেয়রূপে পরিত্যাগ করে, যখন তার নাম মাত্র শ্রুত হইলেও মনেতে ঘৃণার উদয় হয়; তখন একমাত্র ঈশ্বরই তাহার সহায় থাকেন। যখন আর আর সকল সেতুই ভগ্ন হইয়া গেল, তখন তিনি নিজে পরম সেতু রূপে সেই ঘোর পাপীর নিকটে অবতীর্ণ হন। পাপের কি কখন এ প্রকার প্রবল উচ্ছ্বাস হইতে পারে যে সেই পরম সেতুকেও উল্লঙ্ঘন করে? এ প্রকার কখনই হইতে পারে না। "সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকনামসম্ভেদায়"। তিনি লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া এই সমুদয় ধারণ করিতেছেন। তিনি তাঁহার রুদ্র মূর্ত্তি প্রকাশ করেন, ভয় দেখান এবং সান্ত্বনা করেন। এই প্রকারে কত কত ঘোর পাপীরাও পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া শমনের উপর জয় লাভ করিয়াছে, ঈশ্বরের সুশীতল আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়াছে, মুক্তির গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু আমারদের যেন এক বারও তাঁহার রুদ্র মূর্ত্তি দেখিতে না হয়। মনে করিয়া কে আর পিতার নিকট হইতে তিরস্কার খাইতে অভিলাষ করে। অতএব আমরা যেন কখনই তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা না করি, আমরা যেন পাপ চিন্তাকে মনে কখনই আসিতে না দিই; কিম্বা যখনি তাহা মনে উদয় হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে উৎপাটন করিয়া ফেলি। আমারদের পাপের জন্য ঘৃণা যেন নিয়তই থাকে, লজ্জা যেন নিয়তই থাকে, ভয় যেন নিয়তই থাকে এবং সকল হইতে পরম সেতু যে তিনি, তাঁহার পবিত্র দৃষ্টি দেখিয়া যেন পাপ হইতে সর্ব্বদাই বিরত থাকি।

হে পরমাত্মন্! আমি যখন তোমার মঙ্গল-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করি, তখন শরীর মন উত্তম্ভিত হয়, বাক্য-সকল আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। যখন এখানে উপবেশন করিয়া পরলোকের বিষয় ব্যক্ত করিতাম, তখনো তাহার মধ্যে তোমার করুণাই দেখিতাম। আবার এখন যখন তোমার নিয়মিত ধর্ম্ম-সাধন বিষয়েরও আলোচনা করিতেছি, তখনো তোমারই করুণা প্রত্যক্ষ করিতেছি। তোমার সম্মুখে যা কিছু আলোচনা করি, তাহাতে তোমারই করুণা দেখি। বলিতে যাই অনুষ্ঠান, মনে হয় তোমার করুণা। যখন পাপীদিগের উপর তোমার ধর্ম্ম-দণ্ডের কথা কহিতে যাই, সে সময়েও তোমার করুণার ভাব প্রকাশ পায়। হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদিগকে পাপ হইতে নিষ্কৃতি দাও; আমারদের রক্ষার নিমিত্ত তুমি যে সকল সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছ, তাহা যেন আমরা কদাচ উল্লঙ্ঘন না করি। আমরা যেন পাপ-চিন্তা না করি, পাপ-কথা না কহি, পাপানুষ্ঠান না করি—পাপের সহিত সংস্পর্শ যেন সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করি, নিষ্পাপ নির্ম্মল-চিত্ত ও তোমার সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া যেন তোমার উপাসনাতেই নিযুক্ত থাকি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

নিবাধই চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

২৮ আশ্বিন ১৭৮৬ শক।

যাঁহাকে লইয়া আমাদিগের অদ্যকার এই মহোৎসব, আজি কি আমরা তাঁহার অপার প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইয়া সন্তপ্ত হৃদয় মন শীতল করিব না? অসীম আকাশ যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আছে, অনন্ত কাল যাঁহার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছে, তিনি আমাদিগের ক্ষুদ্র আত্মাতেও পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন; আমরা কি তাঁহার গুরুভাব অনুভব করিব না? আজি তাঁহাকে হৃদয়দ্বারা স্পর্শ করিব, তাঁহার অমৃত আনন্দরস অজস্রধারে পান করিব এই জন্যই তিনি আমাদিগকে সম্মিলিত করিয়াছেন। তিনি আমাদের অন্তরে ক্ষুধার সঞ্চার করিতেছেন, আমরা যত চাহিতেছি, তিনি মুক্তহস্তে ততই তাঁহার প্রেম প্রবাহিত করিতেছেন। আমাদের জীবন কি পবিত্র সুধাময় হইতেছে! সেই পূর্ণ পরিশুদ্ধ মহান্ পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিয়া আজি হৃদয়ের দ্বার সকল কেমন উন্মুক্ত হইতেছে—শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা আপনা হইতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। ধন্য জগদীশ। ধন্য তোমার মহিমা! ধন্য তোমার করুণা! তুমি ধূলিধূসরিত মলিন কীটদিগকে এরূপ বিমলানন্দে কৃতার্থ করিতেছ।

আহা! এই পবিত্র ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পৃথিবীর আর কোন জীবই পায় না—মনুষ্যই ইহার অধিকারী। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমরা কত সময় ইতর ইন্দ্রিয় সুখে প্রলুব্ধ হইয়া পশুদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছি, মানব জন্ম বিফল করিতেছি। সংসারের অনিত্য সুখ সকল কি আত্মাকে তৃপ্ত করিতে পারে? তাহাতে পশু প্রকৃতি চরিতার্থ হয়, কিন্তু আত্মার গভীর ক্ষুধার শান্তি হয় না। এই জন্যই পূর্ব্ব কালের সূক্ষ্মদর্শী ধৃতব্রত ঋষিগণ বিরল অরণ্যে গিয়া জীবন পাত করিতেন। তাঁহারা সেখানে আত্মার তৃপ্তিকর সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে লাভ করিয়া নিত্যানন্দে মগ্ন থাকিতেন, আর কিছুরই প্রার্থনা করিতেন না।

যিনি একমাত্র সকল সুখের নিকেতন এবং যাঁহার সহিত আমাদিগের চিরসম্বন্ধ, তাঁহা হইতে যত দিন আমরা বিচ্ছিন্ন থাকি তত দিনই আমাদিগের মৃত্যু—তাঁহাকে পাইলেই অমৃতত্ব লাভ হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এই সংসারে থাকিয়াই সেই নিত্য সম্পদ্ লাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। মনুষ্যের হৃদয়ে যে ধর্ম্মের বীজ নিহিত ছিল, তাহা এত দিন সুচারু রূপে বর্দ্ধিত হইয়া অমৃতায়মান ফল-সকল প্রদান করিতে পারে নাই। মানব জাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বিবিধ শাখা প্রশাখা বিনির্গত করিয়াছে, কিন্তু তাহা কৃত্রিম পাত্রে স্থাপিত এবং কল্পিত আবরণে নিরুদ্ধ হইয়া আপনার প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম সে সকল বাধা কল্পনা দূরীভূত করিয়া সুপ্রশস্ত মানসক্ষেত্র ইহার ভিত্তিভূমি এবং অবারিত অনন্ত আকাশ ইহার উন্নতির আয়তন করিয়াছেন। এখন ধর্ম্ম আর স্থানবিশেষ, কালবিশেষ, ব্যক্তিবিশেষ, জাতিবিশেষ বা পুস্তকবিশেষে বদ্ধ নাই। সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল স্বরূপ পরমাত্মাকে একমাত্র আদর্শ করিয়া আত্মা তাঁহার পথে ক্রমশ অগ্রসর হইয়া মুক্তি ও শাশ্বত আনন্দ লাভ করিবে। আমাদের চিরজীবন কর্ত্তব্যের পথে একভাবে প্রবাহিত হইবে। আর বার আমরা অপূর্ণ জীব; অতো ক্রমে পূর্ণ-

স্খলন হইয়া পাপে পড়িব ; কিন্তু সেই পতিতপাবনকে আশ্রয় করিলে তিনি আবার আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার পথে চলিতে বলীয়ান করিবেন। তাঁহাকে প্রীতি করিয়া এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া যত চলিতে পারিব, ততই আমাদিগের চির-কল্যাণ লাভ হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বর্গের জ্যোতি মর্ত্ত্য লোকে আনয়ন করিয়াছেন—দেবভোগ্য অমৃতে মনুষ্যের আত্মাকে দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিতেছেন। আমরা এই গাঢ় সংসার-অন্ধকারের মধ্যে যে এরূপ ধর্ম্মজ্যোতি লাভ করিয়াছি ইহা আমাদিগের সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নয়। কিন্তু এই জ্যোতিতে কি আমাদিগের সমুদায় জীবন জ্যোতিষ্মান হইবেক না? যখন সেই ব্রহ্ম আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহাতেই আমাদিগের নিত্যোৎসব,তখন আমরা কি সমুদায় জীবন তাঁহার সেবায় অর্পণ করিব না? আমরা শরীর মন, ধন জন সকলই যেমন তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি—সকলই অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিব ইহাতে আর আপত্তি কি? তাঁহার প্রদত্ত শক্তিতে তাঁহার কার্য্য করিব ইহাতে আর বাধা কি? কিন্তু কেমন দারুণ আমাদিগের মোহ! আমরা আপনাদিগকে স্বয়ম্ভু, এই জীবনকে নিত্য এবং সাংসারিক ধন মান সুখ সম্পত্তিকে সর্ব্বস্ব মনে করি। কিন্তু এক মৃত্যু আসিয়া আমাদিগের ভ্রান্তি কি সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দিতেছে না? আমাদিগের ন্যায় কত লোক এই মর্ত্ত্য লোকে লীলা করিয়াছিল, কত ধন ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ছিল। কিন্তু কোথায় তাহারা, আর কোথায় তাহাদিগের এই পার্থিব অধিকার-সকল! আমাদিগের বিষয়াশা ও বিষয়গর্ব্ব দেখিয়া মৃত্যু বিরলে হাস্য করিতেছে। বস্তুতঃ যাহা আত্মার সহগামী হইবে না, তাহাকে আপনার সর্ব্বস্ব মনে করা কি উপহাসজনক নয়?

বিষয়ে আত্মার লাভ নাই কিন্তু বিলক্ষণ ক্ষতি! একত তাহাতে জীবন এবং সমুদায় শক্তি নিরর্থক নষ্ট হইতেছে; আবার তাহার উপর পাপ সঞ্চয়। স্বার্থপরতা যত প্রবল হইতেছে, ততই হৃদয় কুটিল হইতেছে, আবার কত কষ্টে তাহাকে সরল করিতে হইবে। পশুপ্রবৃত্তি-সকল যতই চরিতার্থ হইতেছে, আত্মা ততই মলিন হইতেছে—আবার তাহা সমূহ যত্নে প্রক্ষালন করিতে হইবে; বিষয়-প্রলোভনে যতই মনকে আকৃষ্ট করিতেছে ততই আত্মার স্বাধীনতা বিনষ্ট হইতেছে, তাহা উদ্ধার করা সামান্য সংগ্রামের কার্য্য নয়। এই সকলত আন্তরিক অপকার; এতদ্ভিন্ন বাহ্যিক অনিষ্ট রাশি রাশি আছে। যাহাকে সুখ বলিয়া গ্রহণ করিতে যাই, তাহাই হয়ত দুঃখরূপে পরিণত হয়, সেখানে পুরস্কারের আশা করি, সেইখানেই হয়ত তিরস্কার লাভ হয়। এই রূপ একে অন্তরে আত্মগ্লানিরূপ দুঃসহ নরক ভোগ, তাহার উপর চারি দিকে বিষাদ ও নিরাশা; সংসারী লোকে এইরূপে পাপে তাপে শোকে মোহে জর্জ্জরিত হইয়া অবশেষে অশেষ যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়।

যাঁহারা সাংসারিক জীবনকে বলিদান দিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারের সমুদায় ভয়, তাপ, ও মোহ শোক হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের নেত্রে সংসার এক অভিনব মধুর বেশ ধারণ করে। তাঁহারা সর্ব্বত্রই সেই পরম পিতার ক্রোড় প্রসারিত দেখেন, সকল জগৎ তাঁহার প্রেমে অনুরঞ্জিত দেখেন, এবং সকল ঘটনায় তাঁহার মঙ্গলসূত্র সঞ্চারিত দেখিতে পান। তাঁ-

হারা অমৃতরস পান করিতেছেন, "বিপদ রাশি দুঃখ দারিদ্র্যে" কিছুই করিতে পারে না? ইহাই তাঁহাদিগের বল, তাঁহাদিগের আশা ও উৎসাহ, এবং চির কালের উপজীব্য। সন্তোষ, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা তাঁহাদিগের অভিন্ন সঙ্গী হয়। এই সকল ধর্ম্মশূরেরা সংসারের সহিত—পাপের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করেন; আক্রষ্ট হৃদয়ে সকল তাড়না যন্ত্রণা সহ্য করেন; মৃত্যুকেও আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করেন, তথাপি ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান করিতে—তাঁহার জয়পতাকাকে উড্ডীয়মান করিতে নিস্তেজ হয়েন না। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান নবিভেতি কুতশ্চনং" "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" এই সকল মহাবাক্য তাঁহাদিগের কণ্ঠ হইতে সর্ব্বদাই নিঃসৃত হয়। "যদি আসে তাঁর কাজে দিয়াছেন যে প্রাণ, ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁরে করিব দান" এই তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞা। "ধন মান চাহি না তোমা হতে, দেও এই অধিকার, নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমার" এই তাঁহাদিগের প্রার্থনা। যাঁহারা ক্ষুদ্র সংসারের দাস, তাঁহারাই ধর্ম্ম রক্ষা অসাধ্য মনে করেন, কিন্তু এরূপ ব্যক্তিরা তাহা অনায়াসসাধ্য দেখিতে পান। এই সাধুরাই দেবতা—ইহাঁরাই ইহ জীবনেই মুক্তির সোপানে আরোহণ করিয়াছেন—অনন্ত লোকে ইঁহাদিগের জন্য "যোগানন্দ, প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের উৎস উৎসারিত রহিয়াছে"।

হে সংসারপাশবদ্ধ মনুষ্যগণ! তোমরা তন্তুকীটের ন্যায় আর কত কাল আপনাদের কল্পনা-সূত্রে আপনারা জড়িত থাকিবে? অনন্ত আকাশে স্বাধীন রূপে বিহার করিবার জন্য যে স্বর্গীয় পক্ষে ভূষিত হইয়াছ; তাহা কি এক বারও সঞ্চালন করিবে না? এই মৃত্যুর পাশে যত দিন আবদ্ধ থাকিবে, তত দিন হাজার বিষয় বিভব, মান ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ কর সকলই পণ্ডশ্রম—সকলই যন্ত্রণাবিষাদের কারণ হইবে। কিন্তু এক বার এ বন্ধন কাটিতে পারিলে আনন্দময় লোকে বিচরণ করিবে, প্রত্যেক নিঃশ্বাসে অন্তর হইতে সমুদায় দূষিত ভাব বিদূরিত হইবে, এবং হৃদয় বিমল হিল্লোলে পূর্ণ হইবে, তখন সমুদায় আত্মা আনন্দস্রোতে ভাসমান হইতে থাকিবে, জ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া সেই সত্য স্বরূপকে ধারণ করিবেক, প্রীতি প্রশস্ত হইয়া তাঁহার মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করিবেক, এবং ইচ্ছা পবিত্র ও সবল হইয়া মুক্ত ভাবে তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে থাকিবেক;—তখন তাঁহার সহিত সমুদায় বিমল কামনা উপভোগ করিতে পারিবে; সংসার পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্র এবং আনন্দধাম হইবেক।

সেই জগৎপিতার প্রসাদে এই অজ্ঞানান্ধ পাপ-প্রপীড়িত বঙ্গ দেশে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভা দিন দিন বিকীর্ণ হইতেছে। যেখানে ইহার আবির্ভাব হইতেছে, সেই স্থানই অপবিত্র ভাবসকল হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র মঙ্গল ভাবে পূর্ণ হইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত এই নিবাধই গ্রাম যে ইহাঁর শীতল ছায়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, তজ্জন্য সকলে সেই করুণাময়কে ধন্যবাদ দাও। ইহাঁরই প্রসাদে সপ্তাহে সপ্তাহে যে কতিপয় আত্মা কিয়ৎ কালের জন্যও সংসারপাশ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের আনন্দরস পান করিবার জন্য এখানে একত্রিত হন, ইহাও অল্প পরিতোষের বিষয় নয়! কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের যেরূপ প্রভাব তাহাতে এত ব্যাপক কালে কি ইহা অপেক্ষা অধিক ফল আশা [illegible]

আশা করা যায় না? এখানে ব্রাহ্মজীবনের কেন এত অভাব দেখা যায়? ধর্ম্ম কি কেবল বাক্যেতে বদ্ধ থাকিবেক, না ক্ষণকালের চিন্তাতেই পর্য্যবসিত হইবেক? ইহাতে কি আমাদিগের হৃদয় অগ্নিময়, আত্মা উত্তেজিত এবং সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রসারিত হইবেক না? ইহাতে কি দেশের সর্ব্ব প্রকার অকল্যাণ বিধ্বংস এবং মঙ্গল উৎপন্ন করিবেক না? আমরা যদি সেই সংসারেরই উপাসক রহিলাম, যদি প্রতি নিমিষে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি কার্য্যে ঈশ্বরের মহিমা অধিকতর রূপে প্রচার করিতে না [পারি]লাম, তবে আর এ স্বর্গীয় সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার গৌরব কি?।

হে পরমাত্মন্! তোমার অনুগ্রহে অদ্য যে আমরা এই মহোৎসবক্ষেত্রে আসিয়া আত্মার অপার আনন্দ লাভ করিলাম, তজ্জন্য তোমাকে একান্ত হৃদয়ে বার বার প্রণিপাত করি। তুমিত সকলই দেখিতেছ, সকলেরই প্রতি তোমার প্রেমদৃষ্টি বিস্তারিত রাখিয়াছ, আমাদিগকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। তোমার এই দুর্ব্বল সন্তানগণকে তোমার বল প্রদান কর, আমরা সম্পূর্ণ রূপে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি। এ কাল পর্য্যন্ত তোমার কার্য্যে আমাদিগের যে অসংখ্য ভ্রম প্রমাদ ও অপরাধ হইয়াছে তাহা মার্জনা কর; যেন পর বৎসর অধিকতর উৎসাহ ও আনন্দের সহিত তোমার মহদ্যশ গান করিতে পারি। এই গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই হৃদয়ে তোমার সত্য প্রবিষ্ট হউক, ইহার পরিবার সকল তোমার প্রিয় পরিবার হউক এবং এখানকার ভ্রাতা ভগিনীগণ, সকল ব্রাহ্মমণ্ডলীর সহিত একত্রিত হইয়া তোমার মঙ্গল ভাব প্রচার করুন। নাথ! অদ্যকার মহোৎসব যেন অদ্যই শেষ না হয়, কিন্তু যে অমৃতভোজে আমরা বলিষ্ঠ হইলাম, তাহাতে আমাদিগের প্রত্যেকের জীবন যেন তোমার সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। তাহা হইলে প্রতিদিন আমাদিগের মহোৎসবের দিন হইবে এবং নিত্য কাল আনন্দময় হইবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

রাজ-তরঙ্গিণী।

২৫৪ সংখ্যা পত্রিকার ৯৪ পৃষ্ঠার পর।

জয়াপীড়ের পুত্র ললিতাপীড় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কেবল নীচ ও অসৎ সংসর্গে এবং অতি কুৎসিত আমোদে প্রবৃত্ত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতার সঞ্চিত রাজভাণ্ডারস্থ ধনরাশি তিনি স্বীয় পারিষদ ও ভোগ্যা রমণীগণের মধ্যে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতে লাগিলেন, প্রাচীন রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার কুচরিত্র দেখিয়া ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু এই দুরাচারী নরপতির রাজত্ব অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই; তিনি দ্বাদশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়াই লোকান্তরিত হইলেন। তাহার পর তাঁহার ভ্রাতা সংগ্রামাপীড় রাজা হইয়াছিলেন, ইঁহার রাজত্ব সাত বৎসর ছিল, পরে চিপাতজয় নামক ললিতাপীড়ের এক জারজ পুত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। এই নরপতি স্বল্পবয়স্ক ছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার পাঁচ মাতুল মিলিত হইয়া রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিল। বাস্তবিক তাহারাই আপনাদিগের মধ্যে সমুদায় রাজ্য বিভাগ করিয়া লইয়া সম্পূর্ণ রূপে আধিপত্য করিতে লাগিল। পরে চিপাতজয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় হস্তে রাজ্য ভার লইবার মানস প্রকাশ করিলে, তাঁহার মাতুলগণ পরামর্শ করিয়া গোপনে তাঁহার প্রাণ বধ করিল, এবং তৎপরিবর্ত্তে ত্রিভুবনাপীড় না-

মক ললিতাপীড়ের একটি পৌত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিল, ও পূর্ব্ববৎ সমস্ত রাজকার্য্য আপনারাই নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। এই প্রকারে তাহারা নির্ব্বিবাদে ও অতিশয় পরাক্রমের সহিত ৩৬ বৎসর ব্যাপিয়া ত্রিভুবনাপীড়ের নামে রাজ্য করিয়াছিল। পরে তাহাদের পরস্পরের মধ্যেই ঈর্ষা ও দ্বেষভাব উৎপন্ন হইয়া উঠিল, এবং পরস্পরে যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তাহাতে এক জন নিহত হইলে অপর চারি ভ্রাতা পুনরায় মিলিত হইয়া ত্রিভুবনাপীড়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া ইচ্ছামত রাজবংশীয় অপর এক ব্যক্তিকে সিংহাসনাভিষিক্ত করিল। এবং তদবধি তাহারা অনেক কাল পর্য্যন্ত এক একটি কাষ্ঠের পুত্তলিকা স্বরূপ নাম মাত্র রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া নির্ব্বিরোধে রাজত্ব করিয়াছিল। এই চারি ভ্রাতার মৃত্যু হইলে পর, তাহাদের অনুচরগণ একত্র হইয়া তাহাদের মধ্যে উৎপল নামক এক ভ্রাতার পৌত্র অবন্তিবর্ম্মাকে রাজপদ প্রদান করিল; এই রূপে কর্কোট বংশ রাজ্যচ্যুত হইল।

অবন্তিবর্ম্মা সিংহাসনস্থ হইলে অনেকেই শত্রু হইয়া তাঁহার প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিল, তাঁহার আপন ভ্রাতৃগণও ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং বিক্রমশালী ও অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন, এবং তাঁহার সুর নামক অতি বিচক্ষণ মন্ত্রীও তাঁহার সহায়তা করিয়া উভয়ে বলে ও কৌশলে অল্পকাল মধ্যে শত্রু দমন করিলেন। পরে রাজা সুরবর্ম্মা নামক এক ভ্রাতাকে যুবরাজ করিয়া দুই জনে মিলিত হইয়া কুশলে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। নৃপতি ও যুবরাজ উভয়েই আপনাদিগের উদার ভাব ও বদান্যতাগুণে প্রজাগণের অতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিতেন এবং স্থানে স্থানে দেবমন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অপর, ভূপতির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া রাজমন্ত্রীও বহুবিধ সদ্ব্যয় দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং সুরপুর নামক এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং সুরেশ্বরীক্ষেত্রে এক শিবমন্দির ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অপর, তিনি পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণের প্রতিপালন, ও শাস্ত্রালোচনার প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। এই সময়ে যে সকল পণ্ডিত কাশ্মীরে ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মুক্তকাল, শিবস্বামী, আনন্দবৰ্দ্ধন, রত্নাকর এবং রামজ এই কয়েক ব্যক্তির নাম ইতিহাসে খ্যাত আছে। অবন্তিবর্ম্মার শাসনাধীন প্রজাগণ কুশলে ও স্বচ্ছন্দচিত্তে বাস করিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন নৈসর্গিক কারণ বশত বিতস্তা নদী উদ্বেল হইয়া কাশ্মীরে জলপ্লাবন হইল, শস্য ক্ষেত্র সকল নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহাতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। এই রূপে বারম্বার জলপ্লাবন দ্বারা কিছু কাল শস্যোৎপাদন একে বারে নিবারিত হইল। প্রজা সকল অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল এবং গোধূমাদি শস্যের এপ্রকার দুর্মূল্য হইয়াছিল যে এক আঢ়ক পরিমিত শস্য সহস্র দীনার(১) দ্বারা ক্রীত হইতে লাগিল। ভূপতি এই বিপদ্ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় চিন্তা করিতে না পারিয়া হতাশ্বাস হইয়াছিলেন। পরে সুজ্য নামক এক জন সামান্য ব্যক্তি তাঁহার সন্নিধানে আসিয়া কহিল যে মহারাজ, অনুমতি হইলে আমি এই দুর্ভিক্ষ উপশমনের উপায় চেষ্টা করিতে পারি। রাজা তাহার কথায় বি-

(১) দীনার।—পূর্ব্ব কালের প্রচলিত মুদ্রা, এ স্থলে বোধ হয় ইহা তাম্র মুদ্রা হইবেক।

শ্বাস করিয়া তাঁহার প্রতি এই দুরূহ কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন। সুজ্জ্য রাজ ভাণ্ডার হইতে প্রচুরার্থ লইয়া এক নৌকা করিয়া চলিলেন এবং জলপ্লাবন হেতু যে যে স্থানে গভীর জল জমিয়াছিল তথায় তিনি এক এক মুদ্রা পরিপূর্ণ কুম্ভ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে লোক সকল সেই মুদ্রা পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া নদীর দিকে প্রস্তরের দ্বারা বাঁধ প্রস্তুত করিয়া জল সিঞ্চন করিতে লাগিল, তাহাতে ক্রমে ক্রমে জলপ্লাবিত ভূমি ও ক্ষেত্র সকল জল শূন্য ও শুষ্ক হইয়া আসিল। পরে পুনরায় নদী উচ্ছ্বসিত হইয়া জলপ্লাবন না হইতে পারে তাহার জন্য সেই সুকৌশলকারী ব্যক্তি কাশ্মীর মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ খাল কাটিয়া দিলেন এবং বিতস্তার তীরে উচ্চ বাঁধ নির্ম্মাণ করিলেন। এই সকল উপায়ে ভূমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উর্ব্বরা হইয়া প্রচুর শস্য উৎপাদন করিতে লাগিল। রাজা সুজ্জ্যার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বহুবিধ পুরস্কার প্রদান করিলেন এবং তাঁহার কীর্ত্তি স্মরণার্থ বিতস্তার তীরবর্ত্তি সুজ্জ্যপুর নামক এক নগর স্থাপিত করিলেন। এই ঘটনার কিছু কাল পরে রাজার মৃত্যু হইল, ও তাঁহার পুত্র শঙ্করবর্ম্মা সিংহাসনস্থ হইলেন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কতিপয় প্রধান কর্ম্মচারী রাজবংশীয় অপর এক ব্যক্তিকে রাজা করিল, এবং শঙ্করবর্ম্মাকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করিল। কিন্তু পরিশেষে তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পরে শঙ্করবর্ম্মা আপন রাজ্যে শান্তি সংস্থাপন করিয়া দিগ্বিজয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে অপর দুই তিন রাজাও তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং তিনি চারি লক্ষ পদাতিক, এক লক্ষ অশ্বারোহী ও তিন শত হস্তী সমভিব্যাহারে লইয়া কাশ্মীর হইতে বহির্গমন করিলেন।

ভূপতি প্রথমে ত্রৈগর্ত্তরাজ পৃথিবীচন্দ্রকে(২) পরাভূত করিলেন। পরে গুর্জ্জরাধিপতির রাজ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধে তাঁহার সমস্ত সৈন্য নিহত করিলেন, এবং তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র দেশ প্রদান করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজ্য ও রাজভাণ্ডার অধিকার করিয়া লইলেন। পরে শঙ্করবর্ম্মা ভারত-বিখ্যাত মহাপ্রতাপশালী ভোজরাজের দর্প চূর্ণ করিয়া পশ্চিমে গমন করিলেন। তথায় বলদস্থ দরৎ ও তুরস্করাজ গণের (৩) নিকট কর গ্রহণ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। তৎপরে স্বনামে এক নগর স্থাপন করিলেন। শঙ্করবর্ম্মা অতিশয় ধনলোভী ছিলেন, এবং বহুবিধ উপায়ে প্রজাগণকে নিষ্পীড়ন করিয়া তাহাদিগের অর্থ শোষণ করিতেন। তিনি প্রচলিত রাজস্ব ও শুল্ক গুরুতর মাত্রায় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ভূমির উৎপন্নের যে নিরূপিত অংশ রাজার প্রাপ্য, তাহার অধিক লইতে লাগিলেন। অপর তিনি দেব সেবার্থে প্রদত্ত ভূমি সকল বল-পূর্ব্বক স্বয়ং অধিকার করিয়া ভোগ করিতেন; এবং চন্দন কাষ্ঠ, সুগন্ধি দ্রব্য, তৈল ও অপরাপর বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবার সাধারণের অধিকার রহিত করিয়া, কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে তাহা প্রদান করিতে লাগিলেন। রাজা এই সকল নিষ্ঠুর নিয়ম ও গুরুতর কর স্থাপন বিষয়ে কতিপয় কায়স্থ কর্ম্মচারীর পরামর্শ লইয়া চলিতেন। এবং তাহাদের দ্বারাই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে লবত নামক ব্যক্তিই সর্ব্বপ্রধান ছিল; রাজা তাহাকে ৩০০০ দীনার বেতন দিতেন। অ-

(২) ত্রৈগর্ত্ত—বর্ত্তমান জালন্ধর।

(৩) কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমে অদ্যাপি দর্দ নামক জাতি আছে।

পর রাজসভাস্থ পণ্ডিত, অধ্যাপক ও কবিগণ রাস্ত অভাবে অত্যন্ত ক্লেশে পতিত হইয়াছিলেন। শঙ্করবর্ম্মার এইরূপ নিষ্ঠুর শাসনে ও অন্যায় ব্যবহারে প্রজাগণ অতিশয় দুঃখাপন্ন ও কাতর হওয়াতে, রাজমন্ত্রী ও রাজপুত্র ভূপতিকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু ভূপতি পুত্রকে এই মাত্র উত্তর দিলেন, যত কাল তুমি না স্বয়ং রাজা হও তত দিন অপেক্ষা কর, তাহার পর তোমার ইচ্ছা হয় প্রজাগণের দুঃখমোচন করিও। শঙ্করবর্ম্মা কিছু কাল অর্থ সঞ্চয় করিয়া পুনরায় সৈন্য লইয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন, সিন্ধুনদীতীরবর্ত্তী দেশ সকল জয় করিয়া উরস দেশে (৪) প্রবেশ করিলেন; কিন্তু এই স্থলে পর্ব্বতীয় এক বর্ব্বরের বাণে বিদ্ধ হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার সেনানীগণ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ গোপন করিয়া সত্বরে সৈন্য লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল, এবং কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী হইয়া রাজার মৃত দেহ এক অতি উচ্চ চিতা প্রস্তুত করিয়া দাহ করিল; তাহার সহিত রাজার তিন রাণী ও জয় সিংহ নামক একজন পণ্ডিত সহমৃত হইলেন।

শঙ্করবর্ম্মার পর তৎপুত্র গোপালবর্ম্মা রাজা হইলেন। গোপালবর্ম্মা নিতান্ত শিশু ছিলেন, এই হেতু তাঁহার মাতা রাণী সুগন্ধা রাজপ্রতিনিধি হইয়া সমস্ত রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু রাণী দুষ্টবুদ্ধি ছিলেন, এবং প্রভাকর দেব নামক মন্ত্রী তাঁহার প্রিয় পাত্র হইয়া সকল বিষয়ে প্রভুত্ব করিতে লাগিল। গোপালবর্ম্মার রাজত্ব অল্পকাল স্থায়ী ছিল। কথিত আছে যে প্রভাকরের মন্ত্রী মন্ত্র প্রভাবে তাঁহার প্রাণ নাশ করিয়াছিল। তৎপরে গোপালবর্ম্মার এক ভ্রাতা রাজা হন, ইনিও কিছু দিন পরে অকালে মৃত্যুহস্তে পতিত হওয়াতে রাণী সুগন্ধা সিংহাসনস্থা হইলেন। কিন্তু দুই বৎসর রাজত্ব করিয়া রাণী রাজপদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে সুরবর্ম্মার পৌত্র নির্জ্জিতবর্ম্মা ভূপতি-পদে অভিষিক্ত হইলেন।

এই সময়ে কাশ্মীর রাজ্য অরাজক হইয়া উঠিয়াছিল। তন্ত্রি ও একাঙ্গ নামক দুই দল রাজসেনা মহাদুর্দ্দান্ত হইয়া স্বাধীন-ভাব ধারণ করিয়া আপনাদের স্বেচ্ছামত ব্যক্তিকে রাজপদে স্থাপন করিয়া দেশ লুণ্ঠন ও প্রজাদিগের নানা প্রকারে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। এই দুই সৈন্য বিজাতীয় কিনা তাহার কোন উল্লেখ নাই; বোধ হয় তাহারা তাতার ও আফগান জাতীয় হইবেক, কারণ ইহারাই সচরাচর বেতনভোগী হইয়া বিদেশীয় রাজাদিগের সেনা হইয়া থাকে। যাহা হউক অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহারাই অত্যন্ত পরাক্রান্ত ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া কাশ্মীরে আধিপত্য করিয়াছিল, এবং এক ভূপতির পর অপর ভূপতিকে আপনাদিগের সুবিধা ও স্বেচ্ছামত সিংহাসনস্থ অথবা সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিল। এই প্রকারে নির্জ্জিতবর্ম্মার পর তৎপুত্র পার্থ, তৎপরে পুনরায় রাণী সুগন্ধা, পরে চক্রবর্ম্মা, তদনন্তর সুরবর্ম্মা ও শঙ্করবর্দ্ধন, ইহাঁরা অল্প কাল মধ্যে একাদিক্রমে সিংহাসনে উত্থিত ও তথা হইতে পুনশ্চ দূরীকৃত হইয়াছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে চক্রবর্ম্মা রাজচ্যুত হইলে পর প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিয়া ডামর নামক পর্ব্বতবাসী এক বর্ব্বর জাতীয় রাজার আশ্রয় লইয়াছিলেন; এবং ডামর রাজ তাঁহাকে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপনার্থ বহুসংখ্যক পর্ব্বতীয় লোক একত্র করিয়া তাহাদের

(৪) এই দেশ [illegible] তাহা নির্ণয় করা কঠিন [illegible] জাতি [illegible] কিন্তু তাহারা ভারত [illegible] বোধ হয় উরস নামক কোন [illegible] ছিল।

সহিত কাশ্মীরে গমন করিয়া অপ্রতিহত ভাবে শ্রীনগর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। তাহাতে শঙ্করবর্দ্ধন বিক্রান্ত তন্ত্রি সেনাগণকে লইয়া আক্রমণকারী ডামর সৈন্যকে পদ্মপুর নিকটে যুদ্ধ প্রদান করিলেন। এই যুদ্ধে তন্ত্রি সেনাগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইল এবং তাহাদের অধিকাংশই নিহত হইল। শঙ্করবর্দ্ধনও সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। চক্রবর্ম্মা স্বীয় বিজয়ী ডামর সৈন্য লইয়া অতি সমারোহ পূর্ব্বক রাজধানী মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ব্বিবাদে রাজত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় নীচ প্রবৃত্তি হেতু শীঘ্রই প্রজাদিগের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। একদা তিনি দুইটি ডোম্ব (ডোম) জাতীয় সুন্দরী নর্ত্তকীকে দেখিয়া তাহাদিগকে আপনার পুরস্ত্রী করিলেন; এবং ক্রমে তাহাদের এ প্রকার বশীভূত হইয়াছিলেন যে সমস্ত কার্য্যই তাহাদের অনুমতি ক্রমে করিতেন। অপর তিনি আপনার সাহায্যকারী ডামর সেনাগণকেও সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন; তাহাতে কতিপয় ডামর একত্র হইয়া রাত্রি কালে তাঁহার শয়নাগারে প্রবেশ করত তাঁহার প্রাণ বধ করিল। তদনন্তর উন্মত্তিবর্ত্তি নামক পার্থের এক পুত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। এই রাজার চরিত্র অতিশয় ঘৃণাজনক ও নিষ্ঠুর ছিল। ইনি নৃত্য গীত ও স্ত্রীসংসর্গেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন, পক্ষিযুদ্ধ ও বন্য জন্তুদিগের যুদ্ধ দেখিতে তাঁহার বিশেষ আমোদ ছিল। অপর পাছে পরে কোন বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় যে যে ব্যক্তির প্রতি তাঁহার বিপক্ষ বলিয়া সন্দেহ ছিল তাহাদিগকে নিহত করিতে আজ্ঞা দিলেন; তিনি আপন ভ্রাতাকে এক অন্ধকারাগারে রুদ্ধ করিয়া নিরাহারে বধ করিলেন; এবং তাঁহার পিতা পার্থকেও কতিপয় অস্ত্রধারী দ্বারা নিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শোণিতপিপাসু নরপতি ইহাতেও সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি ক্রীড়ার্থে এবং অস্ত্র শিক্ষার্থে স্বয়ং অসি ধারণ করিয়া আপন অনুচরগণের মস্তকচ্ছেদন এবং নারীগণের স্তনচ্ছেদন করিতেন। অপর রক্কস নামক ডামর সেনাপতি তাঁহার মন্ত্রী হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব বল পূর্ব্বক অপহরণ করিতে লাগিল। এইরূপ নিষ্ঠুর শাসন দুই বৎসর মাত্র ছিল, তাহার পরেই এই দুরাচার রাজার মৃত্যু হইল এবং তাহার পুত্র সুরবর্ম্মা ও সিংহাসনস্থ হইয়া স্বল্প কাল মধ্যে লোকান্তর প্রাপ্ত হইল। ইহাতে রাজকর্ম্মচারী ও পণ্ডিতগণ একত্র হইয়া যশস্করদেব নামক এক জন সামান্য ব্যক্তিকে রাজপদে স্থাপন করিল। যশস্কর পিশাচপুর বাসী কামদেব নামক এক ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। তিনি বাল্য কালাবধি অসামান্য বুদ্ধি শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন এবং তাহাতে মেরুবর্দ্ধন নামক এক রাজমন্ত্রীর বিশেষ অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন ও তৎকর্ত্তৃক শঙ্করবর্ম্মার রাজ্য কালে গঞ্জাধিকার্য্য (৫) পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যশস্কর স্বভাবত যেমন বুদ্ধিমান ছিলেন, সেই রূপ তিনি রাজকার্য্যেও বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য মধ্যে প্রথমে সুনিয়ম ও শান্তি স্থাপন করিয়া চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি নিবারণ করিলেন। তাঁহার সময়ে রাজপথ সকল ভয়শূন্য হইয়াছিল এবং বিনা প্রহরী সমস্ত রাত্রি দোকান সকল মুক্ত-দ্বার থাকিত; এক জাতি অপর জাতির ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিত না এবং প্রজা সকলে রাজার ন্যায়গুণ ও সুবিচারে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু একটি দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া যশস্ক-

(৫) সৈন্য সংক্রান্ত পদ।

রের সমস্ত জীবনই দুঃখাবহ ও রাজত্বের প্রতি ব্যাঘাত হইয়াছিল। তাঁহার এক স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হইয়া রাজবাটীর এক নীচ জাতীয় ভৃত্যের প্রতি আসক্ত হইয়াছিল; এই বিষয় তিনি জ্ঞাত হইয়া দুঃখ ও লজ্জায় অভিভূত হইলেন; এবং এই কলঙ্ক অপনয়নার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিস্তর অর্থ দান করিলেন, আর একটি মঠ স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন হইতে এই কলঙ্ক দূরীকৃত হইল না। তিনি তদ্বিষয়ের চিন্তায় নিরন্তর বিমর্শভাবে থাকিতেন; এবং পরিশেষে রাজ্য ত্যাগ করিয়া আপনার প্রতিষ্ঠিত মঠে প্রবেশ করিয়া গোপনে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিলেন। তিনি যখন রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া যান তখন তাঁহার এক পুত্র ছিল, কিন্তু এই পুত্রের জন্মের প্রতি তাঁহার সন্দেহ ছিল, এই হেতু মন্ত্রিবর্গকে আহ্বান করিয়া তাঁহার এক জ্ঞাতি বর্ণাট নামক ব্যক্তিকে সিংহাসন প্রদান করিতে কহিয়াছিলেন। কিন্তু যশস্করের পুত্র সংগ্রামদেব নিতান্ত শিশু ছিল এই হেতু মন্ত্রিগণ তাঁহার রাজত্ব হইলে সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতে পারিবেক এই আশায় সংগ্রামদেবকেই রাজা করিল। এই রূপে প্রধান কর্ম্মচারিগণ সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া কিছু কাল মধ্যেই পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল, এবং তাহাদের মধ্যে পর্ব্বগুপ্ত নামক মন্ত্রী কতিপয় লোক সংগ্রহ করিয়া এক বিদ্রোহ উপস্থিত করিল, এবং সেই গোলযোগে রাজাকে ও তাঁহার সপক্ষ ব্যক্তিদিগকে নিহত করিয়া আপনি সাহস পূর্ব্বক নিষ্কোষিত তরবারি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিল, আর তাহার অনুচরগণ ও ভয়যুক্ত প্রজাগণ তাহাকে রাজা সম্বোধনে প্রণাম করিল। কিন্তু পর্ব্বগুপ্তের ক্ষমতা অধিক দিন ছিল না, তাহার প্রতিপক্ষেরা পুনরায় প্রবল হইয়া তাহাকে পদচ্যুত ও নিহত করিল, তাহাতে তৎপুত্র ক্ষেমগুপ্ত রাজা হইলেন। ক্ষেমগুপ্ত অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ভোগসুখাসক্ত ছিলেন সুতরাং তিনি রাজকার্য্যের প্রতি কিছু মাত্রই মনোযোগ করিতেন না, ইহাতে দেশমধ্যে রাজশাসন নিতান্ত শিথিল হইয়াছিল, এবং পর্ব্বতবাসী বর্ব্বরগণ আসিয়া নগরাদি লুণ্ঠন ও বৌদ্ধদিগের বিহার সকল দগ্ধ করিয়া দিতে লাগিল। পরে রাজা লাহোরাধিপতি সিংহরাজের দিদ্দা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়া আপনার চরিত্র কিঞ্চিৎ সংশোধন করিতে পারিয়াছিলেন, এবং তদবধি অপর সকল ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া মৃগয়াতে প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু ইহাতেই তাঁহার অকাল মৃত্যু হইল। তদনন্তর তাঁহার পুত্র অভিমন্যু রাজা হইলেন, কিন্তু দিদ্দা রাণী সমস্ত রাজ কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেন এবং প্রায় সকলকেই আপনার ক্ষমতাধীন করিয়াছিলেন। ইহাতে ফাল্গুন নামক প্রধান মন্ত্রী নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া এক বিদ্রোহ উপস্থিত করিল; কিন্তু নরবাহন নামক রাণীর এক বিশ্বাসী অনুচর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উক্ত মন্ত্রীকে পরাজয় করিল। এই রূপে নরবাহন আরও একটী বিদ্রোহ দমন করিয়াছিল। অতঃপর অভিমন্যু রাজা লোকান্তরিত হইলেন, এবং তদবধি দিদ্দা রাণী এক একটী শিশুকে রাজ সিংহাসনে স্থাপন করিয়া আপনিই রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

আমাদিগের ইতিবৃত্ত লেখক কহ্লন পণ্ডিত এই পর্য্যন্ত লিখিয়া স্বীয় গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার ইতিহাস ৯৪৯ শকাব্দা (ইং ১০২৭) পর্য্যন্ত আনীত হইয়াছে। তাঁহার পর অপরাপর লেখকগণ

তৎপরবর্ত্তী সময়ের ইতিবৃত্ত প্রকটিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহার অনুধাবন করিবার আর প্রয়োজন নাই, কারণ এই সময়ের কিছু কাল পরেই কাশ্মীর মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং হিন্দু রাজত্ব কালীন কাশ্মীরের ইতিহাস ও অবস্থার সংক্ষেপ বিবরণ উল্লেখ করাই আমাদিগের যে উদ্দেশ্য তাহা এক প্রকার সংসাধিত হইল।

—০—

উদ্ধৃত।

ভবানীপুর ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

প্রথম সংখ্যা।

৮ চৈত্র ১৭৮৮ শক।

ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে তিন বৎসর পরে পুনর্ব্বার এই ভবানীপুরের ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে আমরা গুরু শিষ্য, পিতা পুত্র, সম্মিলিত হইয়াছি। ইহার মধ্যে পরিচিত প্রসন্ন মুখ অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে, আবার নূতন উৎসাহ-পূর্ণ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুকে উপস্থিত দেখিয়া আশার অতীত ফল লাভ করিতেছি। এ তিন বৎসরের মধ্যে কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মাগ্নি তেমনি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। যাহাতে তোমারদের হৃদয়ে পবিত্র ঈশ্বরকে ধারণ করিতে পার, যাহাতে জ্ঞানের উন্নতি-সহকারে প্রীতির উন্নতি হয়, যাহাতে ধর্ম্মবলে তোমরা বলীয়ান্ হও—স্বাধীন হইয়া বিনয়ী হও, এই আমার লক্ষ্য। এখানে মাসের মধ্যে কেবল দুই ঘন্টা কাল উপদেশ শুনিবার জন্য উপদেশ নয়। যাহাতে তোমরা শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া ব্রহ্মধামে উপনীত হইতে পার, এই আমার লক্ষ্য। তোমরা চির জীবন ধর্ম্মের উন্নত পথে ঈশ্বরের সহচর অনুচর হইয়া থাকিবে, এই গুরুতর অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তিন বৎসর পরে আমারদের এখানে সম্মিলন; আনন্দ মনে বিমল হৃদয়ে যত টুকু সাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। তোমারদের ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের নিমিত্তে যে প্রকার যত্ন, আগ্রহ ও উৎসাহ; তাহা শ্রবণ করিয়াছি। তিন বৎসর পূর্ব্বে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলাম, তাহা কিছুই ব্যর্থ হয় নাই। তোমারদের অনেকের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মধুরতা প্রবেশ করিয়াছে এবং ব্রহ্মকে আরো বিশেষ রূপে জানিবার নিমিত্তে তোমারদের প্রার্থনা জন্মিয়াছে; ঈশ্বর তোমারদের সেই প্রার্থনা সিদ্ধ করুন। সেই নিত্য অমৃত অভয় কূটস্থ অচল ধ্রুব পরমেশ্বরের অর্থী হইয়াই এখানে তোমরা সমাগত হইয়াছ, ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ রক্ষা করিয়াছ—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।" প্রার্থনা ব্যতীত শুদ্ধ সত্য মঙ্গল পুরুষের অনুত্তম ভাব প্রকাশ পায় না। তাঁহাকে জানিবার যাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে, তিনিই অতীব দুর্লভ ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রথম সোপান প্রার্থনা; দ্বিতীয় সোপান যত্ন ও চেষ্টা। তোমরা যদি কৃতকার্য্য হইতে চাও, তবে ঈশ্বরের সাহায্য লইয়া অনন্যমনা হইয়া যত্ন পূর্ব্বক আমার উপদেশের মর্ম্ম সকল প্রণিধান কর। জ্ঞান-প্রকাশের নিমিত্তে তোমারদের নিজের অনুরাগ ও যত্নের উপর যত নির্ভর করে, আমার উপদেশের উপর তত নহে। তোমরা বিদ্যালয়ে যে ভাবে বিদ্যা শিখিতে যাও, যে ভাবে বক্তৃতা শুনিতে যাও, সেই ভাবে কি এখানে আসিয়াছ? সেই ভাবে যদি আসিয়া থাক, তবে তাহা উচিত হয় নাই। এখানে পবিত্র ভাবে আসিতে হইবে। যে ঈশ্বরের জন্য কত লোকে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছে, অথচ তাঁহাকে পায় নাই; কত কত দার্শনিকেরা তর্ক-জাল বিস্তার করিয়া যাঁহাকে জানিতে গিয়া অবসন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তাঁহারি নিকটে যাইবার জন্য এখানে আসিয়াছ। পরমেশ্বরের নিকটে যাইতে হইলে পবিত্র হৃদয়ে সরল হৃদয়ে যাইতে হইবে। যেমন মলিন বেশে ভদ্র সমাজে যাইতে কুণ্ঠিত হইতে হয়, যেমন সাধু-সমাজে অবিনয়-স্বভাব বর্ব্বরের ন্যায় উপবেশন করা যায় না; তেমনি পবিত্র-স্বরূপের সন্নিধানে অপবিত্র হইয়া যাওয়া যায় না। কেমন করিয়া অপবিত্র চক্ষু তাঁহার চক্ষুর প্রতি অর্পণ করিবে? পাপে রত থাকিয়া কি প্রকারে সেই পরমেশ্বরের পবিত্র মুখ দর্শন করিবে? বিশুদ্ধভাবে শ্রদ্ধা-ভাবে সেই পরম পিতার নিকটে উপস্থিত হইতে হইবে। তিনি আমারদের পরম পিতা, আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান; তিনি আমারদের প্রভু, আমরা সকলেই তাঁহার ভৃত্য; তিনি আমারদের রাজাধিরাজ, আমরা সকলেই তাঁহার প্রজা, তিনি "একোবশী," আমরা সকলেই তাঁহার বশে রহিয়াছি। আইস আমরা হস্তে হস্ত ধারণ করিয়া, স্কন্ধে স্কন্ধে মিলিত হইয়া, সেই

ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপনীত হই—সোপানের পর সোপানে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে সেই দেব-দেবের সিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হই। জ্ঞানকে উন্নত করিয়া সত্যকে লাভ করিতে ইচ্ছা কর, আগ্রহ-সহকারে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা হৃদয়কে পবিত্র কর, তবে পবিত্র স্বরূপ এখনই আবির্ভূত হইবেন। যদি হৃদয় কঠোর হয়, মোহ মেঘের আবরণে তাহা মলিন হয়, তবে সেই পবিত্র স্বপ্রকাশ সূর্য্যের কিরণকে মেঘের মধ্য দিয়া কি প্রকারে দর্শন করিবে? যেমন যাঁহারা ইন্দ্রিয়-সংযমে যত্নশীল হয়েন, যেমন ব্রহ্মচারীরা ব্রহ্ম-পালনে তৎপর থাকেন; সেই প্রকার তোমারদের যত্ন-সহকারে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ব্রত পালন করিতে হইবে। এখনি কি তোমারদের পবিত্র হইতে ইচ্ছা হইতেছে না? তবে পূর্ব্বাবধি ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া পবিত্র হইয়া এখানে আসিলে হইবে, নিষ্পাপ থাকিতে যত্ন করিবে। পবিত্র কিসে হইবে? প্রতিদিন ন্যায় ইন্দ্রিয় সংযম কর, তবে পবিত্র হইবে। ইন্দ্রিয়-সংযম কি? না, যথা-উপযুক্ত রূপে ইন্দ্রিয়দিগকে ধর্ম্মপথে নিয়োগ করা। যেমন অশ্বারূঢ় অশ্বকে নিয়োগ করে, তেমনি ইন্দ্রিয়দিগকে নিয়োগ করিবে। প্রাণিপীড়ক [illegible] দুঃখাকর কর্ম্ম যাহা [illegible] ইন্দ্রিয় দ্বারা [illegible], তাহাই অপবিত্রতা [illegible]। ইন্দ্রিয়দিগকে এ প্রকারে সংযম করিলে [illegible] প্রফুল্লিত হয়, আত্মা পবিত্র হয়। ইন্দ্রিয়দিগকে ধর্ম্ম-পথে নিয়োগ করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম করা; ইহাতে শরীর সুস্থ হয়, মন বশীভূত হয়, আত্মা স্বচ্ছ ও [illegible] হইয়া ঈশ্বরের প্রিয় আবাসস্থান হয়. সেই প্রকারে ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিবে। প্রথম সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে হইলে মনের প্রার্থনা চাই, পরে সেই প্রার্থনা সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন চাই। যত্ন [illegible] নিয়োগ করিবে? আপনাকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত। কি প্রকারে আপনাকে পবিত্র করিবে? ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা। কি প্রকারে সংযম করিবে? [illegible] হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্মের পথে ইন্দ্রিয়দিগকে নিয়োগ করিয়া। [illegible] হইলে সহজে মেঘ শূন্য আকাশে যেমন [illegible] প্রকাশ পায়, সেই রূপ নিষ্পাপ যত্নশীল [illegible]দের আত্মাতে ঈশ্বর প্রকাশ পাইবেন। তাঁ-[illegible] পাপ-রূপ হইতে ব্রহ্মাগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ [illegible] হইবে, [illegible] তাঁহার কৃপা হইতে মধুময় [illegible] হইবে [illegible] ভূমি হইতে অগ্নি-[illegible] উদিত হয়, তোমারদের মন [illegible] ও কায় দ্বারা ঈশ্বরের [illegible] হইবে। [illegible] তখন আপনিই [illegible] তোমারদিগকে ধর্ম্মপথে—পবিত্র পথে লইয়া যাইবেন। শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন অগ্নি সংযোগে আরো দহন-যোগ্য হয়, তোমাদের পবিত্র আত্মা পবিত্র-স্বরূপের সংযোগে সেইরূপ আরো পবিত্র-স্বরূপের আবাসের যোগ্য হইবে। ব্রাহ্ম হইয়া যদি বিশেষ-রূপে ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর; তবে উত্থান কর, জাগ্রৎ হও, উৎকৃষ্ট আচার্য্যের সন্নিধানে গমন কর। ঈশ্বরের সিংহাসন অসীম আকাশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বাহ্য বিষয়ে সর্ব্বত্র তিনি দীপ্তি পাইতেছেন, তিনি সকল ঘটনাকে যথাযোগ্য-রূপে চির কাল নিয়মিত করিতেছেন, ইহা কে না জানে? কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" তাঁহাকে বিশেষ-রূপে জানিতে ইচ্ছা কর। তাঁহাকে উপরে উপরে জানিলে হইবে না; ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছ, অতএব সকলের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর। কি সভ্য জাতি, কি বন্য জাতি, সকলেরই মনে সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমানের সত্তাতে বিশ্বাস আছে; কিন্তু তোমারদিগকে সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সকলেতে নিমগ্ন হইয়া, বিশেষরূপে তাঁহাকে জানিতে হইবে। ঈশ্বরের মহিমা বাহ্য বিষয়ে যে প্রকার প্রকাশিত রহিয়াছে, ভবানীপুরের এই বিদ্যালয়ে তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে; এ ক্ষণে ঈশ্বরের নিগূঢ় তত্ত্ব-সকল তোমরা অনন্যমনা হইয়া স্বীয় অন্তরে স্বীয় আত্মাতে অনুসন্ধান কর, তবে বিশেষ রূপে তাঁহাকে জানিতে পারিবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে জগতে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু হইতেছে; সেই প্রাণ-স্বরূপের অধিষ্ঠানে। তিনি ওঁকার-প্রতিপাদ্য, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-কর্ত্তা। তিন বৎসর পূর্ব্বে এ সকল উপদেশ হইয়া গিয়াছে; এখন যাহা বলিব, তাহা স্বীয় আত্মাতে নিমগ্ন হইয়া উন্নত জ্ঞান দ্বারা, সুমার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা, পবিত্র হৃদয় দ্বারা জানিতে হইবে—শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে জানিতে হইবে। যখন রাত্রি কালে নক্ষত্র মণ্ডল উদিত হয়, যখন সুধাকর সুধা-জাল আস্তীর্ণ করেন; তখন সেই শোভার মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিতে থাকি। যখন উষা কালে সূর্য্য উদয় হয় তখন সমুদায় আকাশে তাঁহারি মহিমা অবলোকন করি। পর্ব্বত শিখরে, বটচ্ছায়ায়, শস্যক্ষেত্রে, সেই সর্ব্বত্রেই মনে হয়। মেঘে বিদ্যুতে বজ্রনির্ঘোষে তাঁহারি শক্তি প্রকাশ পায়। বিন্দু জলে কোটি কোটি কীটাণুর অঙ্গ-কৌশল দেখিয়া রচনা-কর্ত্তার বিচিত্র শক্তি অনুভব করি; আবার দ্বীপের ন্যায় প্রশস্ত তিমি মৎস্যের সুন্দর গঠনে তাঁহারি জ্ঞানালোক প্রকাশিত দেখি। যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমরা তখনি সেই সর্ব্ব-

ব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ পুরুষের সত্তাকে বিশ্বাস করিয়াছি। এখন হস্ত ধারণ করিয়া তোমারদিগকে স্বীয় স্বীয় আত্মার অভ্যন্তরে, ঈশ্বরের অন্তঃপুরে, দহরে ব্রহ্মপুরে, লইয়া যাইব। যেখানে এখন অন্ধকার দেখিতেছ, সেখানে পরে আলোক দেখিবে। আপনার শরীর দেখিতেছ, ইহাও অন্ধকার। আত্মার আবাস-স্থান এই দেহ-পিঞ্জর তমসাবৃত। বৃক্ষের ভাব যে রূপ, শরীরের ভাবও সেই রূপ। এই শরীরের অন্তরে নিমগ্ন হইয়া স্বীয় আত্মাকে দেখ। আত্মার কিরণে সূর্য্যের আলোক প্রকাশ পাইতেছে। যদি আত্মা না থাকে, তবে কে দেখিতে পায়? শরীরের মধ্যে আত্মার প্রভাব দেখ, তাহার অন্তরতম প্রদেশে পরমাত্মাকে দেখিতে পাইবে। সে সম্বন্ধ চির সম্বন্ধ। এক সময় শরীর পতিত হইবে, তখন শরীর হইতে আত্মা অবসৃত হইয়া লোকান্তরে গমন করিবে। যখন এই চক্ষু গেল, তখন সূর্য্য কোথায়? অন্তরাত্মাকে সূর্য্যের অন্তরে তখন কি প্রকারে জানিব? যখন সমীরণ স্পর্শ করিতে না পারিলাম, তখন সমীরণের মধ্যে তাঁহাকে কি প্রকারে অনুভব করিব? যখন ঘ্রাণ-শক্তি থাকিবেক না, তখন বসন্তকালের পুষ্পোদ্যানের সুগন্ধে তাঁহাকে কি প্রকারে উপলব্ধি করিব? যদিও সূর্য্য থাকিবে, সমীরণ প্রবাহিত হইবে, পুষ্পোদ্যান নিয়ত গন্ধ দান করিবে; কিন্তু মৃত দেহের সম্বন্ধে ইহার কিছুই থাকিবেক না। তথাপি তো আত্মা নির্ব্বাণ হইবেক না। আত্মার অভ্যন্তরে অন্তরাত্মাকে দেখিতেই পাইব। বাহিরের সঙ্গে শরীরের যে সম্বন্ধ, তাহা বর্ত্তমানে আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে থাকিবেক না, ইহা সকলেই জানেন; কিন্তু আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে চির সম্বন্ধ, তাহা তোমারদিগকে বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে। যখন সমুদায় বাহ্য বিষয় নির্জ্জীব ইন্দ্রিয় হইতে তিরোহিত হইবে, তখনো আত্মার অভ্যন্তরে অনুসন্ধান করিলে পরমাত্মাকে দেখিতেই পাইব। এই প্রকার পরমাত্মার সঙ্গে আমারদের আত্মার চির কালের সম্বন্ধ। সূর্য্য চন্দ্রের সঙ্গে আমারদের বিচ্ছেদ হইবে, কিন্তু পরমাত্মার সহিত কদাপি বিচ্ছেদ হইবেক না। যখন শরীরের মধ্যে আত্মাকে দেখি, তখন শরীরকে তাহার আবাস-স্থান বোধ হয়; যখন সেই আত্মাতে আবার পরমাত্মাকে দেখি, তখন এই শরীর পবিত্র দেব-মন্দির হয়। শরীর-মন্দিরে আত্মা-আসনে তাঁহাকে আসীন দেখিয়া, তাঁহাকে আত্মার প্রাণ-রূপে আশ্রয়-রূপে জানিতে পারিয়া তৃপ্ত হই।

বাহিরের এ আকাশ শূন্য বটে, কিন্তু পরমেশ্বরের পবিত্র সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে। এই সমুদায় জগৎ সেই পরম মহেশ্বরের আবাস-স্থান; এই বিশ্ব-মন্দির সেই দেব-দেবেরই বিশুদ্ধ মন্দির। যদি তোমরা এই মন্দিরের বাহিরে থাকিয়া দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিতে চাও, তবে তোমারদের উন্নত ব্রাহ্মধর্ম্মকে আশ্রয় করিবার সকল ফল পাইবে না। যদি তোমরা ইচ্ছা কর, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমারদের এই মন্দিরের অন্তঃপুরে হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইবেন, সেখানে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সাক্ষাৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তোমরা কৃতার্থ হইবে। এই বিশ্ব-মন্দিরের অন্তঃপুর নর-নারীর আত্মা, যে আত্মাই ঈশ্বরের উজ্জ্বল জ্যোতি [illegible], এই আত্মাতেই সেই পরমাত্মা শিবমদ্বৈতং পরম দেবতাকে উপবিষ্ট দেখিয়া সংসার-পারে অমৃত ব্রহ্মধামের সেতু লাভ করিবে। নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, শরীরের যেমন পাঁচ দ্বার, আত্মার তেমনি তিনটি দ্বার দেখিতে পাইবে। সেই তিন দ্বার দিয়া ঈশ্বরের জ্যোতি অন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে। একটি দ্বার আত্মার জ্ঞান, একটি দ্বার আত্মার প্রীতি, আর একটি দ্বার আত্মার ধর্ম্ম। জ্ঞান দ্বারা ভূত কালে সিদ্ধ সত্য স্বরূপকে দর্শন করি, বর্ত্তমানে প্রীতি দ্বারা তাঁর মঙ্গল-স্বরূপের অর্চ্চনা করি, ভাবী কালে কর্ত্তব্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পবিত্র স্বরূপের সন্নিকর্ষ অনুভব করি। যাহা ভূতে, সেই সিদ্ধ বস্তু, সত্য বস্তুকে, জ্ঞান দ্বারা জানিতে পারি। তাঁহাকে বর্ত্তমান জানিয়া প্রীতি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করি। তখন আনন্দ আমারদের পরিণাম হয় এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান আমারদের জীবন। জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতির মধ্যে যদি একটিরও অভাব হয়, তবে আমরা ঈশ্বরের পথে পদার্পণ করিতে পারি না; জ্ঞান দ্বারা যদি তাঁহাকে সাক্ষাৎ না পাই, তবে কাহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিব? যদি প্রীতি ভক্তি দ্বারা উপাসনা না করি, তবে ঈশ্বরকে করতল-ন্যস্ত আমলকবৎ জানিলেই বা কি হইবে? যদি তাঁহাকে প্রীতি ভক্তি করিয়াও তাঁহার আদেশ পালন না করি, তবে উন্নত জ্ঞান প্রীতিও পাপস্রোতে ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। সকল সময়েই তাঁহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কি উপাসনার সময়, কি সংসারের কার্য্যের সময়। অধর্ম্মাচরণ করিবার তো কথাই নাই। যাহা কিছু ধর্ম্ম-কার্য্য করিবে, তাহাও ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ রাখিয়া করিতে হইবে। যদি ঈশ্বরকে না লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করি, তবে আপনার কার্য্য হইল; যদি ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করি, তবেই ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই; বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিবে,

নির্ম্মল প্রীতি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে, ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার আদেশ পালন করিবে। সমাস রূপে বলা যাইতে পারে, জ্ঞান-প্রীতি-অনুষ্ঠান-দ্বার দিয়া পরমাত্মাকে আপনার অন্তরে দেখিয়া তাঁহার পূজা আহরণ করিবে। এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মে জ্ঞানের বিষয় অনন্ত-স্বরূপ, প্রীতির বিষয় মঙ্গল-স্বরূপ, কর্ত্তব্য সাধনের লক্ষ্য পবিত্র [illegible] ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর। যেমন এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্ট; তেমনি তোমারদিগকে সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতে হইবে। যখন তোমরা এই সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ; তখন তোমারদিগকে সমুদায় অঙ্গে সম্পন্ন হইতে হইবে—শরীর মন আত্মা তিনেরি উন্নতি সাধন করিতে হইবে, কথাতে কার্য্যেতে ভাবেতে সর্ব্ব প্রকারেই এক হইতে হইবে, তোমারদের জীবনে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে হইবে। আমার এই হস্তস্থিত পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে ব্রহ্মবিদ্যার জ্যোতি-রূপ অমূল্য মুক্তা-মণি-সকল ইতস্ততঃ রাশীকৃত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে; তোমরা ইহা হইতে এক একটি মুক্তা বাছিয়া লইয়া আপনার মনোরূপ সূত্র দ্বারা তাহার মালা গাঁথিয়া বিশ্বের পূজনীয় সকলের স্তবনীয় ব্রহ্মের চরণে অর্পণ কর।

—c—

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছে; যে অবধি ইহার সংস্কার সম্পন্ন না হয়, সেই অবধি এখানে ব্রহ্মোপাসনা স্থগিত থাকিবেক। অতএব সাধারণ সজ্জনকে অবগত করা যাইতেছে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে প্রতি বুধবারে সায়ং কালে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক। যাঁহারা মানস করেন, তথায় যাইয়া উপাসনা করিবেন।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক সোম বার সন্ধ্যা ৭।।০ ঘণ্টার সময়ে বেহালা গ্রামের একাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক, ব্রাহ্ম মহাশয়েরা তৎকালে তথাকার ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রী জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

Recently Published.

"THE RELIGIOUS PROSPECTS OF INDIA"

To be [illegible] d at the

CALCUTTA B[illegible] HMO SOMAJ.

☞ PRICE 4 ANNAS. BY POST 5 ANNAS.

নির্ঘণ্ট পত্র।

	পৃষ্ঠা
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ..	৯৭
নিবাধই চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১০০
ব্রাহ্মতরঙ্গিনী	১০৩
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	১০৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য নিরূপণ।

অগ্রিম মূল্য (কলিকাতার জন্য) ..	৩/
" (মফঃস্বলের জন্য) ..	৩৷০
মাসিক মূল্য	।৶০
এক খণ্ড	।৶০

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টিদিগের অনুমত্যনুসারে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ১৩ই কার্ত্তিক বুধবার সম্বৎ ১৯২১ কলিশকাব্দা ৪৯৬৫।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ।

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। ঈশ্বর ইহাকে উৎপন্ন করিয়াছেন; এক্ষণেও তিনি জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন না, সেতু স্বরূপ হইয়া ইহাকে ধারন করিয়া আছেন। যেমন জীবাত্মা শরীরের অবলম্বন হইয়া আছে; সেই রূপ তিনি সমুদায় জগতের আত্মা হইয়া সমুদায়কে অবলম্বন করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন জীবাত্মার অভাবে শরীর নিষ্পন্দ হয়, সেই রূপ পরমাত্মার সহিত বিচ্ছিন্ন হইলে জগৎ উৎসন্ন হইয়া যায়। যেমন জীবাত্মার ইচ্ছা ক্রমে এই শরীর পরিচালিত হইতেছে, সেই রূপ পরমাত্মার ইচ্ছানুসারেই সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, সমুদায় জগৎ স্ব স্ব কর্ম্মে নিরন্তর নিযুক্ত রহিয়াছে।

আমরা কাহারও জীবাত্মাকে দেখিতে পাই না, কিন্তু মনুষ্যের শরীর দেখিয়া জীবাত্মাকে উপলব্ধি করি। যখন মনুষ্য দেখিতেছে, শুনিতেছে, কথা কহিতেছে, গমন করিতেছে, তখন কেহ তাহাকে আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করে না। সেই রূপ যদিও পরমাত্মা সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু জ্ঞানের অগোচর নহেন; শরীরের মধ্যে জীবাত্মার ন্যায় জগতের আত্মা জ্ঞান-গোচর পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্রই প্রতীতি করা যায়। অভিজ্ঞানবিশিষ্ট ধীরেরা সূর্য্য-কিরণে তাঁহারি জ্যোতি দর্শন করেন; পূর্ণ চন্দ্রে তাঁহারি কান্তি উপলব্ধি করেন, জলদ-জালে তাঁহারি হস্ত দেখিতে পান, সিন্ধু-সলিলে তাঁহারি গাম্ভীর্য্য প্রতীতি করেন, গিরি-শিখরে তাঁহারি সৌন্দর্য্য পান করেন; পিতামাতার স্নেহে তাঁহারি করুণা অনুভব করেন; পতিব্রতার প্রেমে তাঁহারি প্রীতি আস্বাদন করেন। তাঁহারা সমুদায় জগতে তাঁহাকেই ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত দেখেন।

আপনাদের আত্মাকে মনে করিয়া দেখ। যদিও আত্মা ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, ও আর এক সর্ব্বশক্তি পুরুষের ইচ্ছায় পরতন্ত্র; তথাপি ইহার শরীরে ইহার শক্তি কত দূর প্রচারিত হইতেছে। আত্মা শরীর হইতে যদিও সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তথাপি আত্মা যখন যে প্রকার ইচ্ছা

করিতেছে, অবয়ব-সকল সুচতুর ভৃত্যের ন্যায় যেন বুদ্ধি পূর্ব্বক সেই ইচ্ছা সম্পন্ন করিতেছে। আত্মা যখন দেখিতে ইচ্ছা করে, চক্ষুঃ তখনই উন্মীলিত হয়; আত্মা যখন চলিতে ইচ্ছা করে, পদ তখনই তাঁহার অভিপ্রেত স্থানে ধাবিত হয়; আত্মা যখন ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, হস্ত তখনি প্রসারিত হয়। আমাদের ক্ষুদ্র আত্মার যতটুকু শক্তি, সে সেই পরিমাণে শরীরকে পরিচালিত করিতেছে। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অবধারণ কর; এই অসীম আকাশের সহিত সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার শরীর, তিনি ইহার আত্মা। তিনি যে প্রকার ইচ্ছা করিতেছেন, ইহা তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিতেছে।

কিন্তু আমাদের আত্মা যেমন ক্ষুদ্র, তিনি সে রূপ ক্ষুদ্র নহেন তিনি মহান্ আত্মা তিনি ব্রহ্ম, তিনি নিরতিশয় মহান্। আমাদের আত্মা যেমন শরীরের সহিত এরূপ সম্বদ্ধ যে, শরীরের সুখদুঃখে সে সুখদুঃখী হয়; তাঁহার স্বরূপ সেরূপ নহে; তিনি নির্লিপ্ত, তিনি অসঙ্গ, তিনি অপরিবর্ত্তনীয় আনন্দ স্বরূপ। আমাদের আত্মা যেমন তাঁহার ইচ্ছার পরতন্ত্র, তিনি সে রূপ কাহারও পরতন্ত্র নহেন; তিনি স্বতন্ত্র, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, "ন তস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" আমাদের আত্মা যেমন এক সময়ে ছিল না, তাঁহারি ইচ্ছাতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি সেরূপ নহেন। "অজোনিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণঃ।"

অনেকে মনে করিয়া থাকেন, "গৃহ নির্ম্মাণের সময়েই নির্ম্মাতার সহিত গৃহের যোগ থাকে, নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইলে আর তাহার সহিত যোগ থাকিবার আবশ্যকতা নাই। সেই রূপ সৃষ্টির সময়েই স্রষ্টার সহিত ইহার যোগ ছিল, এক্ষণে আর যোগ নাই, যোগ থাকিবার আবশ্যকতাও নাই; সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ যাহাকে যে প্রকার স্বভাব-বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সেই স্বভাব অনুসারেই স্ব স্ব নিয়মিত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।" যাঁহারা এরূপ বলেন, সৃষ্টি ও নির্ম্মাণ এই উভয়গত বৈলক্ষণ্য তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই: উভয় ক্রিয়াকেই তাঁহারা একবিধ করিয়া ভাবেন। সমুদায় উপকরণ বিদ্যমান আছে, কেবল সংযোগ বিভাগ প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা তাহার অবস্থান্তর প্রতিপাদন করাই নির্ম্মাণ; সুতরাং নির্ম্মাণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে নির্ম্মাতার সহিত যোগ থাকিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু সৃষ্টি ক্রিয়া সে রূপ নহে। একেবারে অভাবের অবস্থা হইতে বস্তুকে উদ্ভাবন করার নাম সৃষ্টি—স্রষ্টার ইচ্ছা মূর্ত্তিমতী হওয়ার নামই সৃষ্টি—স্রষ্টার শক্তি ব্যক্ত হওয়ার নামই সৃষ্টি; সুতরাং সেই ইচ্ছা বা শক্তির অসদ্ভাব হওয়াও যাহা, সৃষ্টির অসদ্ভাব হওয়াও তাই। অতএব সৃষ্টি হইতে ঈশ্বরকে পৃথক্ করা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা বা শক্তি হইতে ঈশ্বরকে পৃথক্ করা, উভয়ই সমান। কিন্তু ইহা কাহার বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে? অতএব আত্মা হইতে পৃথক্ হইলে শরীর যে রূপ বিনষ্ট হয়, সেই রূপ পরমাত্মা হইতে পৃথক্ হইলে সমুদায় সৃষ্টি বিলীন হইয়া যায়।

আমাদের আত্মা জগতেরই এক অংশ, সুতরাং অন্যান্য জগতের ন্যায় আত্মাও তাঁহার সৃষ্ট ও আশ্রিত; কিন্তু অন্যান্য জগৎ যেমন যন্ত্র-স্বরূপ, আত্মা সেরূপ নহে। আত্মার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অন্যবিধ।

, মেঘ, বায়ু প্রভৃতি জড় জগৎকে তিনি পৃথক্ জ্ঞান দেন নাই, আপনারই পূর্ণ জ্ঞানে তাহাদিগকে চালাইতেছেন; এই জন্য তাহারা চির কাল অভ্রান্ত-রূপে

কার্য্য করিয়া আসিতেছে। আত্মাকে তিনি পৃথক্ জ্ঞান দিয়াছেন। জড় জগৎকে তিনি পৃথক্ ইচ্ছা প্রদান করেন নাই, তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় ইচ্ছা উহারদিগকে কার্য্য করাইতেছে; এই জন্য উহারদের কার্য্য কখন অবসন্ন হয় না। কিন্তু আত্মাকে তিনি পৃথক্ ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। আত্মার এই যে পৃথক্ জ্ঞান ও পৃথক্ ইচ্ছা; ইহা প্রতি আত্মাই প্রতীতি করিতেছে, সন্দেহ নাই। এই পৃথক্ জ্ঞান ও পৃথক্ ইচ্ছা প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়াই আমরা আত্মা শব্দে, পুরুষ শব্দে উক্ত হইয়াছি—স্বাধীন হইয়াছি—ধর্ম্মের অধিকারী হইয়াছি এবং দণ্ড পুরস্কার লাভ করিতেছি। সুতরাং অন্যান্য জগতের ন্যায় আত্মা তাঁহার যন্ত্র নয়। স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির যে সম্বন্ধ এবং আশ্রয়ের সহিত আশ্রিতের যে সম্বন্ধ, তাহা চেতনাচেতন সকল জগতের সঙ্গে সমান থাকিয়াও আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের মধ্যে আর এক ধর্ম্ম সম্বন্ধ দীপ্যমান রহিয়াছে। তেমন আর একটিও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহার সহিত সেই সম্বন্ধের তুলনা হইতে পারে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে আমরা আত্মা, তিনি পরমাত্মা; কিছু স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে এই মাত্র বলা যায় যে তিনি আমাদের পিতা মাতা সখা সুহৃদ্ রাজা প্রভু, আমরা তাঁহার পুত্র ও পদানত বন্ধু এবং প্রজা ও ভৃত্য।

থিয়োডোর পার্ করের পত্র।

থিয়োডোর পার্কর বোষ্টনের কংগ্রিগেসনাল নামক সভাতে যে পত্র লেখেন আমরা তাহা সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

আমি যখন অল্পবয়স্ক বালক ছিলাম, সেই অবধিই ধর্ম্মযাজকের পদ অবলম্বন করিতে আমার অন্তঃকরণে একান্ত যত্ন ও উৎসাহ সঞ্চার হইয়াছিল। ঐ কার্য্য অতিশয় প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ। এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে আমার প্রকৃতিই বল-পূর্ব্বক আমাকে ঐ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করে।

অন্য লোকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে শৈশবাবস্থায় আমাকে সেরূপ করিতে হয় নাই। আমি পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নীগণের আদেশ ও উপদেশানুসারে শিক্ষা-প্রণালী সুস্পষ্ট অবগত হইয়াছিলাম। আমি নিরবচ্ছিন্ন স্থিরভাবে কোন বস্তুর কেবল অঙ্গসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ না করিয়া তাহার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিতাম। যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সকল বস্তু অস্খলিত ভাবে ধারণ করিতেছে, আমার স্মরণ শক্তিও তদ্রূপ ছিল। আমি যাহা যাহা শুনিতাম তৎসমুদায় অবিকৃত ভাবে স্মরণ করিয়া রাখিতাম এবং স্বেচ্ছাক্রমে সম্পূর্ণরূপে লোকের নিকট ব্যক্ত করিতে পারিতাম। বিচারশক্তি ও কল্পনাশক্তি উন্নত করিতেও আমার গাঢ়তর অধ্যবসায় ছিল। এই সমস্ত ব্যতিরেকে আমি নীতি ও ধর্ম্মানুশীলনে অতিশয় যত্ন করিতাম। শৈশবাবস্থাতেই আত্মার স্বাভাবিক সংস্কারকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া সমাদর ও সম্মান করিতাম। অকপটে সত্য ব্যবহার, ন্যায়পরতায় প্রীতি, পদমর্য্যাদা এবং সম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া গুণানুসারে সকলের সমাদর করিতাম। পরম শ্রদ্ধাস্পদ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার প্রতি প্রীতি স্থাপন করাই সর্ব্বাপেক্ষা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমি সর্ব্বপ্রধান মহারাজের ন্যায় তাঁহার আবির্ভাব লক্ষ্য করিতাম না; প্রত্যুত তিনি সম্পূর্ণ ন্যায়পর ও পরিপূর্ণ প্রীতির আকর পরম পূজ্য পিতার ন্যায়

সাধারণের প্রতি তুল্য দৃষ্টি বিতরণ করিতেছেন বলিয়া বোধ করিতাম। সকল বিষয়ে আপনার প্রতি নির্ভর করিয়া নীতি ও বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান ও স্বচক্ষে সমস্ত বস্তু অনুসন্ধান করিতাম। যখন আমার বিশ্বাস ও মত ন্যায়ানুগত বলিয়া বোধ হইত, তাহার রক্ষা বিধানার্থ দৃঢ়তা অভ্যাস করিতাম। এই রূপে আমার অনুসন্ধান সকল বিষয়েই উত্তেজিত হইতে লাগিল।

আমি সেই সময়ের অনেক বিরুদ্ধ ও অসঙ্গত ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু বোধ করি আমাদের দেশের তখনকার ধার্ম্মিককুলসমুৎপন্ন অল্প লোকেই সেরূপ অল্প কুসংস্কার শিক্ষা করিয়াছিল। নীতি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে প্রকৃতিমূলক, তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের নিমিত্ত কেহই যত্নশীল ছিলেন না। আমার পিতা মাতা লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেন, সুতরাং তাঁহাদিগেরই সন্তান বলিয়া আমারও ঐ বিশ্বাস অনায়াসে উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদিগেরই প্রযত্নে আমার ঐ বিশ্বাস হইয়াছিল বলিয়া আমি ঐ বিষয়ে কিছুই আপনার গুণগর্ব্ব করিতে পারি না। আমি শুনিয়াছি, তাঁহারা মনুষ্যের চরিত্র ও বিশ্বাসের সবিশেষ পরীক্ষা করিতেন; কিন্তু কাহারও চরিত্র বিশ্বাসের অনুরূপ না হইলে তাঁহারা ঐরূপ লোকের প্রতি কদাচ অসম্মানের বাক্য প্রয়োগ করিতেন না।

আমার আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিগণ সকলেই গুরুতর শারীরিক পরিশ্রম আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ঐরূপ সহবাসে কাল যাপন করিয়া আমিও দৈহিক শ্রম ও কার্য্যানুষ্ঠানে পটুতা অভ্যাস করিয়াছিলাম। অবিলম্বে কার্য্যারম্ভ এবং প্রবল ও অটল যত্নসহকারে উহার স্থায়িত্ব সম্পাদন করা আমার অন্তরে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত ছিল। আমি শারীরিক পরিশ্রমের ন্যায় মানসিক পরিশ্রম সহজে আয়ত্ত করিয়া লইলাম এবং যখন গাঢ়তর অভিনিবেশ সহকারে কোন বিষয় পর্য্যালোচনা করিতাম, বাহ্য পদার্থ কিছুতেই আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে সমর্থ হইত না। অধিক কি, যখন স্বহস্তে কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতাম, তখনও স্বেচ্ছামতে অন্য বিষয় চিন্তা করিতে পারিতাম।

আমি বাল্যকালেই উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্যে উৎকৃষ্ট পুস্তক সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতদিগের গদ্য ও পদ্যে প্রণীত সুললিত গ্রন্থ, বাইবল এবং গ্রীক ও রোমকদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুরস পুস্তক সকল অনুশীলন করিতাম। কিন্তু আমি সর্ব্বাগ্রে ঐ সমস্ত পুস্তকের অনুবাদ মাত্র পাঠ করি; পরে অনতিকাল মধ্যে মূল গ্রন্থের সহিতও সম্পূর্ণ পরিচিত হইয়াছিলাম। এক বার যাহা পাঠ করিতাম, তাহা সম্যক্ আয়ত্ত ও হৃদয়ঙ্গম না করিয়া ক্ষান্ত হইতাম না। যদিচ বাল্যাবস্থায় যে সমস্ত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাহার সংখ্যা অতি অল্প; তথাপি তৎ সমুদায় সারবৎ ও ফলোপধায়ক ছিল তাহার সন্দেহ নাই।

পদার্থ বিদ্যা ও মনো-বিজ্ঞান অনুশীলন করিবার নিমিত্ত আমার অসাধারণ যত্ন ও অনুরাগ ছিল; উহা শৈশবাবস্থাতেই আমার অন্তরে প্রীতিকর উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিল এবং আমার পিতার সুদৃঢ় ও বিচারপটু ও সুপ্রশস্ত মনোবৃত্তির গতি ঐ বিষয়ে থাকাতে আমি তাঁহা হইতেও যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছিলাম। প্রকৃতির রাজ্য আমার চতুর্দ্দিকেই বিস্তীর্ণ রহিয়াছিল, আমি সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে উহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন ও উপযোগিতা অনুধাবন করিতাম এবং বাল্যকালেই স্বদেশের কীট পতঙ্গ সরীসৃপ ও মৎস্য প্রভৃতি স্থলচর ও জলচর

জীব জন্তু সকল এবং পুষ্প ফল প্রভৃতি উদ্ভিদ পদার্থের সবিশেষ পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম। প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তের কয়েক খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক এই বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করিয়াছিল।

এই রূপে আমার বিদ্যানুশীলন ক্রমশ উন্নত হইয়ে ব্যবসায়-বিশেষ অবলম্বন করিবার প্রকৃত সময় উপস্থিত হইল। তখন আমি ধর্ম্মযাজকদিগের বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, তাঁহারা সকলেই প্রায় বিদ্বান্ বুদ্ধিমান ধার্ম্মিক ও সুশীল এবং তাঁহাদিগের চরিত্রও অকলঙ্কিত। কিন্তু তাঁহাদিগের ব্যবসায় কিছুতেই আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। উপাসনার আড়ম্বর, উপদেশের দরিদ্রতা ও নিরর্থকতা, ঐশিক অভ্রান্ত প্রত্যাদেশ বিষয়ক মতের অনৈসর্গিকতা ও অস্থিরতা, সামাজিক প্রার্থনার নির্জীবতা এবং উপাসকদিগের অমনোযোগিতা দর্শন করিলে ধর্ম্মযাজকের পদ অবলম্বন করিতে বিচক্ষণ ব্যক্তি স্বভাবতই পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন আমেরিকার ধর্ম্মযাজকেরা লোকের নীতি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি সাধন করিতে তাদৃশ যত্নবান নহেন। যদিও তাঁহারা তদ্বিষয়ে সচেষ্টিত হন, তাহা কেবল বাহ্যিক মাত্র। আমি যখন অল্পবয়স্ক ছিলাম, তৎকালে এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; ধর্ম্মযাজকেরা কি শ্রোতৃগণের প্রকৃত দোষের কথা উল্লেখ করিতে পারেন? "আমি কহিলাম" আমি শ্রোতৃবর্গের দোষ মুক্তকণ্ঠে উল্লেখ করিতে পারি"। মহাত্মা ইমার্সন্ শ্রোতৃগণের দোষ দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক্তর চ্যানিং আমেরিকার ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন এবং আমার মতে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। আমার বন্ধু বান্ধবেরা ধর্ম্মযাজকতা অতি সামান্য কার্য্য এবং উহাতে সমধিক উপকার সাধনের সম্ভাবনা নাই এই বলিয়া তদ্বিষয়ে আমাকে বারংবার প্রতিষেধ করিতেন; কিন্তু আমি বিবেচনা করিতাম উহাই অতি বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র এবং লোক সকলকে সৎপথে আনয়ন করিবার অদ্বিতীয় অবলম্বন।

রাজনীতি সংক্রান্ত কার্য্যে নানাপ্রকার প্রলোভন আছে। এই ব্যবসায়ী লোকের মধ্যে অনেকেই উচ্চ-পদস্থ ও রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া সাধারণের সম্মান-ভাজন হইয়া থাকেন এবং ধর্ম্মযাজকদিগের অপেক্ষা উহাঁদের সমধিক স্বাধীনতাও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমি রাজনীতি সংক্রান্ত কার্য্য অবলম্বনে একান্ত অভিলাষী হইয়া উহার অনুশীলন করিতে লাগিলাম; কিন্তু পরিশেষে ঐ ব্যবসায়ের দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, ব্যবহারাজীবীদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তদ্দর্শনে আমি ঐরূপ প্রলোভনে আকৃষ্ট না হইবার নিমিত্ত ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। যে বিষয়টি স্পষ্ট মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহা কিরূপে সমর্থন করিব এবং কিরূপেই বা প্রাড়্বিবাকদিগকে তদ্বিষয়ে অনুমোদন করাইতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব! একদা এক ব্যক্তি লর্ড ব্রাউহামের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া কহিয়াছিলেন "মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রতিপাদন করিতে না পারিলে কেহ ব্যবহারাজীবী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না"। আমি দেখিলাম অনেক বুদ্ধিমান লোক এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া যাহা সফলতা বলিয়া অনুমান করেন, আমার বিবেচনায় তাহাই বিনাশ। নির্দ্দোষ লোকের ধনসম্পত্তি, স্বাধীনতা, ও জীবন বিনষ্ট করা অ-

পেক্ষা নিকৃষ্ট কার্য্য আর কি হইতে পারে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ঐ ব্যবসায় অবলম্বনে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ হইলাম এবং ধর্ম্মযাজকের কার্য্য নির্দ্দোষ বিবেচনা করিয়া তাহাতেই জীবন অতিবাহিত করিতে মনোনীত করিলাম। তখন আমার মনোমধ্যে এই তিনটি প্রশ্ন উপস্থিত হইল। আমি কি কোন সম্প্রদায়বিশেষের সিদ্ধান্ত বাক্যে অভিভূত না হইয়া প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করিতে পারি এবং উহা সাধারণের অনাদৃত ও অপরিগৃহীত হইলেও জন-সমাজে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে সমর্থ হই? আমি কহিলাম হাঁ ইহা আমার সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত। আমি কি সমাজের বিরুদ্ধ, রাজনিয়মের বিরুদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধ প্রকৃত অধিকার অনুসন্ধান পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে সাধারণকে প্রবর্ত্তিত করিতে পারি? আমি কহিলাম হাঁ ইহা আমার সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত। আমি কি প্রকৃত সত্য ও প্রকৃত অধিকার স্বয়ং অবলম্বন করিতে সমর্থ হই এবং যাহা অন্যকে উপদেশ দিয়া থাকি তাহা কি স্বয়ং কার্য্যে পরিণত করিতে পারি? তখন আমি এই বিষয়ের প্রত্যুত্তর দানে সন্দিগ্ধ হইলাম। উপদেশানুরূপ ব্যবহার করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু আমি কহিলাম আমি তদ্বিষয়ে যত্ন ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিতে পারি।

এই তিনটি প্রশ্নে যেরূপ দুরবগাহ ও গভীর ভাব অভিব্যক্ত হইতেছে, আমি তৎকালে উহা অতি অল্পই বুঝিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে অপেক্ষাকৃত সমধিক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ধর্ম্মযাজক পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে অধ্যবসায়ারূঢ় হইলাম। মনুষ্যদিগকে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম্মোপার্জ্জনে সাহায্য প্রদান করিবার আশা বলবতী হইতে লাগিল। তখন আমি যে বিদ্যা-প্রভাবে ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে, গাঢ়তর যত্ন-সহকারে তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখিলাম, তাহাতে আমার বিস্তর সংশয় উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে কতকগুলি এক কালেই অস্বীকার করিলাম এবং কতকগুলি যথাকথঞ্চিৎ সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম। আমি শৈশবাবস্থাতেই শান্ত-স্বরূপ ঈশ্বরে ক্রোধপ্রবৃত্তির আরোপ এবং অনন্ত কাল ভয়ঙ্কর নরক-যন্ত্রণা ভোগ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতাম। যখন আমার বয়ঃক্রম সাত বৎসর, তখনও ঈশ্বর ভয়ের কারণ বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল না সুতরাং তাঁহা হইতে আমার অন্তঃকরণে কদাচ কিছুমাত্র ভয় সঞ্চার হইত না। প্রত্যুত তিনি চির বিশ্বাস ও স্থির প্রীতির আধার বলিয়া অবগত হইয়াছিলাম।

দেবত্রয়বাদী খ্রিষ্টীয়ানদিগের মত নিতান্ত অমূলক. উহা কিছুতেই যুক্তি ও বিচার সিদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না। যদিও আমি এক-ঈশ্বরবাদী ইউনিটেরিয়ান্ খ্রিষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, তথাচ এক বৎসর কাল আমেরিকার প্রটেস্‌ট্যাণ্ট ধর্ম্মযাজক ডাক্তর লিমান বীচারের উপদেশ শ্রবণ করি। তিনি অবলম্বিত ধর্ম্মের মত অভ্রান্ত বলিয়া তাহাতেই সিদ্ধান্ত বুদ্ধি করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা ইউনিটেরিয়ান, ইউনিবার্সলিষ্ট, পোপমতাবলম্বী ও নাস্তিকদিগের সহিত ধর্ম্ম সংক্রান্ত মতভেদ নিবন্ধন ঘোরতর বিতণ্ডা করিতেন। আমি তাঁহার সংস্থাপিত সভায় গমন পূর্ব্বক উৎসাহ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের অবিবৎ সতেজ বাক্য, ভয়ঙ্কর উপদেশ, সঙ্গীত ও প্রার্থনা শ্রবণ করিতাম।

আমি তাঁহার যুক্তি, যত্ন ও অধ্যবসায়ের সবিশেষ প্রশংসা করি। তিনি আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আমাকে ধর্ম্মশাস্ত্রে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু কোন ক্রমেই আমার অন্তরে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হন নাই। আমি তাঁহার প্রদর্শিত মত যত প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিতাম, ততই উহা অসঙ্গত, ঘৃণিত ও অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইত।

যিশুখ্রীষ্টের অনৈসর্গিক জন্ম-বিষয়ে বিশ্বাস বদ্ধমূল করিবার নিমিত্ত আমি কোন বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। বাইবলে যে রূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অমূলক। তাঁহার জননী মেরি এবং তিনি স্বয়ংও এই বিষয়ে কিছুই প্রকাশ করেন নাই।

নূতন ও প্রাচীন বাইবলে নানা প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া কীর্ত্তিত আছে; কিন্তু তৎসমুদায় নিতান্ত অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধেয়। ঐ সমস্ত অলৌকিক কার্য্যের মধ্যে কতকগুলি সম্পূর্ণ অসম্ভব, কতকগুলি একান্ত উপহাসাস্পদ এবং কএকটি নিতান্ত ক্রূর। এই সমস্ত কারণে আমি অধিকাংশ এককালে অবিশ্বাস করিলাম এবং অবশিষ্ট সামান্য-রূপ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া অনুমোদন করিলাম। জগদীশ্বর যে প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করিবেন, ইহা কখনই যুক্তি ও অনুভব সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং বাইবল-প্রণীত ঐ সমস্ত অলৌকিক কার্য্য সুবর্ণ-নির্ম্মিত প্রস্তর পাত্রের ন্যায় নিতান্ত অসঙ্গত সন্দেহ নাই।

বাইবল সম্পূর্ণ অভ্রান্ত ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ বলিয়া কোন ক্রমেই স্বীকার করিতে পারি না এবং উহার অলৌকিক প্রত্যাদেশ বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। উহার বর্ণিত অনেকগুলি বিষয় ঈশ্বরের ন্যায়-পরতার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। নূতন বাইবলে যে সমস্ত নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক সত্য নিরূপিত হইয়াছে, তৎসমুদায় যে দৈব-বল বিরহিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই ইহা কিরূপে অনুমোদন করা যাইতে পারে। পুস্তক ও বন্ধু বিশেষের সহায় প্রাপ্ত হওয়াতে প্রত্যাদেশ বিষয়ক মতে কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলাম না।

—০—

ড্রুইড মত।

ইউরোপের অন্তঃপাতী গাল, জর্ম্মনি ও ব্রিটেন দ্বীপে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে যে প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহাই ড্রুইড্ মত বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে। এই ধর্ম্ম সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য ড্রুইড্দিগেরই হস্তায়ত্ত ছিল এই নিমিত্তই ইহা ড্রুইড মত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

ড্রুইড নামে একটী স্বতন্ত্র জাতি কোন কালেই বিদ্যমান ছিল না। এ দেশে যেমন ভট্টাচার্য্য বলিয়া কোন জাতি নাই, শাস্ত্র বিশেষের আলোচনার নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য নাম প্রাপ্ত হয় এবং ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহার ইচ্ছা, সেই ঐ ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া ভট্টাচার্য্য হইতে পারেন, সেই রূপ যাঁহারা ধর্ম্ম সংক্রান্ত কার্য্য করিতেন তাঁহারাই ড্রুইড বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেন, এবং অন্যান্য ভদ্র বংশের মধ্য হইতেও যে কেহ ইচ্ছা করিতেন, তাঁহারাই ড্রুইড হইতে পারিতেন। তদ্দেশের তৎকালীন ভাষাতে ওক বৃক্ষের নাম ড্রুই; এই শব্দ বহু বচনে ড্রুইড হইয়া যাইত। উক্ত সম্প্রদায় ওক বৃক্ষের উপাসনা করিতেন বলিয়া ড্রুইড নামে প্রসিদ্ধ হন।

এক সময়ে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরাই

সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন; অদ্যাপি তাহার ছায়া বর্ত্তমান আছে। ক্ষত্রিয়েরা রাজা ছিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরাই ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন, বিচার করিতেন, পৌরোহিত্য করিতেন, এবং আচার্য্য হইতেন। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে রাজাদিগকে রাজা বলিয়া বোধ হইত। ড্রুইডদিগের অধিকারও সেই রূপ ছিল। এক এক রাজ্যে এক এক জন অধিপতি ছিল, তাহারা কেবল যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সৈন্যগণের অধ্যক্ষতা করিত, অন্যান্য যাবতীয় ক্ষমতা ড্রুইডগণের হস্তগত ছিল। তাঁহারা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন, ব্যবস্থা প্রচার করিতেন, সকল বিষয়ে ন্যায় অন্যায় বিচার করিতেন, দণ্ডার্হকে দণ্ড দিতেন। এদেশে ব্রাহ্মণদিগের মতানুসারে না চলিলে যেমন সমাজ-চ্যুত হইতে হয়, সেই রূপ যাহারা ড্রুইডদিগের দণ্ড বিধান অমান্য করিত, ড্রুইডেরা তাহাদিগকে যজ্ঞ কার্য্যে আসিতে দিতেন না, তাহার অভিযোগ অগ্রাহ্য হইত; এবং লোকে তাহাদিগকে অভিশপ্ত ও অপবিত্র বোধ করিয়া তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করিত।

ড্রুইডেরা লম্বমান শ্মশ্রু ও মস্তকে অদীর্ঘ কেশ ধারণ করিতেন, সচরাচর প্রশস্ত পরিচ্ছদ ও ধর্ম্মকর্ম্মের সময়ে শুভ্র পরিচ্ছদ পরিতেন; ভ্রমণ সময়ে মায়াদণ্ড নামে একটী দণ্ড ধারণ করিতেন। তাঁহাদের গলে একটী করিয়া স্বর্ণময় মাদুলী থাকিত; তাঁহারা তাহা স্বর্ণাচ্ছাদিত সর্প-ডিম্ব বলিয়া লোকদিগকে বুঝাইয়া দিতেন এবং এই রূপ প্রচার করিয়াছিলেন যে, অনেক সর্প একত্র হইয়া ডিম্ব উৎপন্ন করে, অনন্তর উহা সর্পগণের নিশ্বাসে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। ডিম্বার্থী ব্যক্তি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক ঐ ডিম্ব পুনরায় ভূতলে না পড়িতে পড়িতেই উহা গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিত, তাহাকে সর্পগণও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইত, যতক্ষণ সম্মুখে কোন স্রোত না পড়িত, ততক্ষণ সর্পেরা ক্ষান্ত হইত না। প্রকৃত ডিম্ব স্বর্ণাচ্ছাদিত করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে আসিতে আসিতে স্রোতের বিপরীতে গমন করে। উহার বিশেষ গুণ এই যে, উহা স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া ধারণ করিলে কেহ বিচারে পরাস্ত করিতে পারে না এবং ধনশালী পরাক্রান্ত লোকের প্রীতি-ভাজন হওয়া যায়।

ড্রুইডেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণী এদেশের বন্দীদিগের ন্যায় লোকের বংশোপাখ্যান ও বীরগণের বীর-কার্য্য বর্ণনা করিতেন, আর এক শ্রেণী ভবিষ্যৎ গণনা কাব্য রচনা এবং ধর্ম্ম কার্য্যের সময়ে গান ও বাদ্য করিতেন। তৃতীয় শ্রেণীর ড্রুইডেরাই ধর্ম্ম সংক্রান্ত কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিতেন। ড্রুইডদিগের মধ্যে এক জন ড্রুইড প্রধান থাকিতেন। ড্রুইডেরা আপনাদের মধ্য হইতে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার অধীন হইয়া চলিতেন।

ড্রুইডেরা একেশ্বরবদী ছিলেন এবং ওক বৃক্ষকে তাঁহার প্রিয় আবাস মনে করিয়া ওক বৃক্ষের সবিশেষ সম্মান করিতেন; এমন কি, ওক বৃক্ষ রূপে ঈশ্বরের পূজা করাই তাঁহাদের প্রধান উপাসনা ছিল। এ দেশের বিল্বপত্র ও তুলসী পত্রের ন্যায়, ওক পত্র ব্যতিরেকে তাঁহাদের কোন পূজা ও কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইত না। তাঁহারা ওক বৃক্ষে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা ঈশ্বর-দত্ত মনে করিয়া মিসিলটো নামক পরগাছা ওক বৃক্ষে উৎপন্ন হইলে অত্যন্ত সমাদর পূর্ব্বক তাহা সংগ্রহ করিতেন। বৎসরের প্রথম দিবসে ড্রুইডেরা সমারোহ পূর্ব্বক ওক বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইয়া দুটি শ্বেত বর্ণ বৃষকে

দুই শৃঙ্গে ওক বৃক্ষে বন্ধন করিতেন। তৎপরে প্রধান ড্রুইড শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বর্ণ ছুরিকা হস্তে লইয়া বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক মিসিলটো ছেদন করিতেন; আর এক জন ড্রুইড বৃক্ষতলে শুক্ল বস্ত্র পাতিয়া রাখিতেন, এবং ছেদিত মিসিলটো তাহার উপর পতিত হইলে কুড়াইয়া স্বর্ণ পাত্রে সংস্থাপন করিতেন। তৎপরে নানাবিধ বলিদান করিয়া উৎসব করিতেন। এক সময়ে পারস্য দেশেও মিসিলটো পরগাছার অত্যন্ত সমাদর ছিল।

ড্রুইডেরা একেশ্বরবাদী ছিলেন বটে, কিন্তু কালক্রমে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র সর্প প্রভৃতি সৃষ্ট বস্তু এবং মনঃকল্পিত নানা দেব দেবীরও উপাসনা করিতেন। অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দান এবং পশু ও মনুষ্যকে বলিদান তাঁহাদের উপাসনার প্রধান অঙ্গ ছিল। তাঁহারা এই সকল ধর্ম্ম-ক্রিয়া সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বনের মধ্যে কতক ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা তাহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিতেন; তাহার মধ্যে প্রথমে দুখানি প্রস্তর দিয়া বেদী করিতেন। এই বেদীতে তাঁহাদের হোম ও বলিদান ক্রিয়া সম্পন্ন হইত; যে সে ব্যক্তি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। যাহারা ড্রুইডদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরের চিহ্ন স্বরূপ এক প্রকার শৃঙ্খল ধারণ করিয়া আসিত, ড্রুইডেরা কেবল তাহাদিগকেই প্রবেশ করিতে দিতেন। ড্রুইডদিগের বার্ষিক মহোৎসবাদিও এই প্রকার স্থানে অনুষ্ঠিত হইত। ড্রুইডগণকেরা পশ্বাদির বলিদান সময়ে তাহার অন্ত্র সকল দর্শন করিয়া ভবিষ্যৎ শুভাশুভ গণনা করিতেন। নর বলির সময়ে বলি স্বরূপ মনুষ্যের বক্ষঃস্থলে খড়্গাঘাত করিয়া সেই হতভাগ্য কি প্রকারে ভূতলে পতিত হয়, কোন্ দিকে তাহার রক্তধারা নিঃসৃত হয় এবং কি রূপে সে অঙ্গ বিক্ষেপ করে তদ্দৃষ্টে ভাবী শুভাশুভের অবধারণ করিত। কেবল নির্দ্ধারিত সময়েই যে বলিদান হইত, তাহা নহে। কেহ যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপদে পতিত অথবা ঘোরতর রোগে আক্রান্ত হইলে, একের পরিবর্ত্তে অপরের প্রাণ দান না করিলে দেবগণ প্রসন্ন হইবেন না, এই ভাবিয়া নর বলি দিত অথবা তৎক্ষণাৎই নর বলি না দিয়া দেবগণের নিকট নর বলি দিবার অঙ্গীকার করিত। ইহা ভিন্ন আর এক প্রকার ভয়ঙ্কর নরবলির প্রথাও প্রচলিত ছিল। সময় বিশেষে ও ঘটনা বিশেষে লতা নির্ম্মিত মনুষ্যাকার এক পিঞ্জর প্রস্তুত করিত এবং রাজবিচারে যে সকল ব্যক্তি দোষী বলিয়া স্থির হইত, তাহাদিগকে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিত; তাহার মধ্যে নানা বিধ পশুও থাকিত। যদি অপরাধিগণে সেই পিঞ্জর পরিপূর্ণ না হইত, তাহা হইলে নিতান্ত নির্দ্দোষী ব্যক্তিকেও সেই অপরাধীদিগের সঙ্গী হইতে হইত। এই প্রকারে সেই পিঞ্জর পরিপূর্ণ হইলে ভস্মসাৎ করা হইত।

ড্রুইডদিগের চারিটি মহোৎসব ছিল। মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগে (১০ই অথবা তাহার দুই এক দিন অগ্র পশ্চাৎ) যে দিনে ষষ্ঠী তিথি পড়িত, সেই দিন নব বর্ষ নিবন্ধন মহোৎসব হইত। দ্বিতীয় মহোৎসব মে মাসের প্রথম দিবসে হইত। এই উৎসবের পূর্ব্ব সন্ধ্যায় সকলের গৃহে যাবতীয় অগ্নি নির্ব্বাণ করা যাইত এবং পর দিন দেবমন্দিরের চির-প্রজ্জ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ গৃহে লইয়া যাইতে হইত। জুন মাসের একবিংশ দিবসের পূর্ব্বাহ্নে তাঁহাদের তৃতীয় মহোৎসব ও অক্টোবর মাসের শেষ দিনে চতুর্থ মহোৎসব হইত

কালের করাল হস্তে সংসারের সমুদায়ই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কিন্তু আত্মার স্বাভাবিক বিশ্বাসের উপর তাহার কিছু মাত্র অধিকার নাই। ড্রুইডেরা প্রায় সকল বিষয়েই ভ্রমাচ্ছন্ন হইয়াও আত্মার অমরত্ব বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন এবং হিন্দুদিগের ন্যায় আত্মার জন্মান্তর অঙ্গীকার করিতেন। ইহা দ্বারা একটি বিলক্ষণ উপকার হইয়াছিল। যোদ্ধারা এই জন্মান্তরবিষয়ক উপদেশে মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ সাহস প্রকাশ করিত।

ড্রুইডেরা মৃত ব্যক্তির সমাধি প্রদান করিত এবং পর-জন্মে উপকারী হইবে বলিয়া বহুমূল্য অলঙ্কার, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র, ধুনচী, পান-পাত্র ও কখন কখন কুকুর প্রভৃতি জন্তুদিগকেও শবের সহিত একত্র করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিত।

ড্রুইডদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে কেবল পরমার্থ বিষয়ক ছিল না; নীতি, স্মৃতি, কাব্য জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদও ধর্ম্ম শাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল। তাঁহারা জ্যোতির্ব্বিদ্যার কোন কোন অংশ ও চান্দ্রমাস গণনা করিবার রীতি অবগত ছিলেন; কেন না চান্দ্র দিন অনুসারে তাঁহাদের উৎসব সকল অনুষ্ঠিত হইত, ষষ্ঠী তিথি আরম্ভ করিয়া মাস ও বৎসর গণনা হইত এবং এই অনুসারে ত্রিশ বৎসর অন্তর তাঁহাদের এক এক জ্যোতিষিক মহাচক্র সম্পূর্ণ হইত। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় দৃষ্টি না থাকিলে এরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। এতদ্ভিন্ন আরও প্রমাণ আছে। আয়র্লণ্ডে রঙ্গ ও তাম্র মিশ্রিত একটি চক্র পাওয়া গিয়াছে। তাহার নেমিভাগে চন্দ্রের কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে ও চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধি প্রদর্শনের নিমিত্ত তাহাতে আটটি অঙ্গুরীয়ক সংযুক্ত আছে এবং তাহার অভ্যন্তর ভাগে পৃথিবীর কক্ষ প্রদর্শনের নিমিত্ত আর একটি ক্ষুদ্র চক্র অবস্থিত আছে। বোধ হয় ইহা ড্রুইড জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগেরই ব্যবহার্য্য ছিল, আয়র্লণ্ড ও ওয়েল্‌স দেশে কতকগুলি চক্রাকার বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর অদ্যাপি ভূমিতে প্রোথিত আছে, বহুকাল অবধি উহা জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের চক্র বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, চিকিৎসা শাস্ত্রও ড্রুইডদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত কিন্তু চিকিৎসা বিদ্যাতে তাঁহাদের কি রূপ অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না, তাঁহারা সামান্য সামান্য ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারিতেন তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা ঔষধ সেবন কালে নানাবিধ গণনা দ্বারা ভাবী শুভাশুভ নিরূপণ করিতেন এবং রোগোপশমের নিমিত্ত হিন্দুদিগের ন্যায় বিবিধ দৈব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহারা ঔষধের নিমিত্ত যে সকল উদ্ভিজ্জ ব্যবহার করিতেন তাহা সংগ্রহ করিবার বিশেষ বিশেষ নিয়ম ছিল। তদনুসারে সে সকল সংগ্রহ না করিলে কেবল স্বাভাবিক গুণে আরোগ্যকর হইবে বলিয়া তাঁহাদের বোধ ছিল না।

শিক্ষা কার্য্যের ভার ড্রুইডদিগের হস্তেই সমর্পিত ছিল। যাহারা উত্তর কালে ড্রুইড হইবে, তাঁহারা কেবল তাহাদিগকেই শিক্ষা দান করিতেন। শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিবিড় অরণ্য মধ্যে তাঁহাদিগের চতুষ্পাঠী ছিল, তথায় ছাত্রেরা কখন কখন বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করিত। তাঁহারা বিষয় কর্ম্মের সময়ে পত্র লিখিতেন কিন্তু শিক্ষা দিবার সময়ে লিখন পঠন ব্যবহার ছিল না। ছাত্রদিগকে কতকগুলি শ্লোক মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে হইত।

none could invent the outline portrait of Jesus, no difficulty appears in the way of a theory, that the moral sentiment of the church has cast a soft halo over a character perhaps rather stern and ambitious, than discriminating, wise, or tender.

We cannot recover lost history. Into the narratives and discourses of Jesus so much of legendary error has crept that we may write or wrangle about him for ever: Paul is a palpable and positive certainty. In what single moral or religious quality Jesus was superior to Paul, I find myself unable to say. Is it really a duty incumbent on each of us to decide such questions? Why must the task of awarding the palm of spiritual greatness among men be foisted into *religion?*

It is a fact on the surface of history, that Paul, more than any one else, overthrew ceremonialism. Hereby he founded a religion more expansive than that of Isaiah, and, in his fond belief, expansive as the human race, as the children of God. He was not the first Jew to propound the nullity of ceremonies. If time allowed, that topic might afford instructive amplification. The controversy against ceremonies was inevitable, and, with or without him, must have been fought out. What he effected, let us thankfully record; but God does not allow us to owe our souls to any one man, as though he were a fountain of life. It is an evil thing to call ourselves a man's followers, to express devotion to him, and blazon forth his name. Every teacher is largely the product of his age; whatever light and truth he imparts, the glory of it is due to the Father of Light alone, from whom cometh down every good and perfect gift. Any glory for it would be inexpressibly painful to a *true-hearted* prophet; I mean, for instance, to one true hearted as Paul. *He* had no wish to be called Master, Master. *He* could not bear to hear any one say "I am of Paul." "Who then is Paul, and who Apollos, but ministers by whom ye have believed?" What! when a man believes himself to be the channel by which it has pleased the Unseen Lord to pour out some portion of hidden truth for the feeding of hungry souls, can such a one bear to be *praised* and *thanked* for his ministrations? Nay, in proportion as he knows himself to speak God's truth by the impulse of God's spirit, in the same proportion he feels his own personality to be annihilated, and he breathes out an intense desire that *God* in him may be glorified, but the *man* be forgotten. I say then, let not us thwart and counteract such yearnings of the simple-hearted instructor. Hear Paul himself farther on this matter. "Let no man glory in *men;* for all things are yours: whether Paul and Apollos or Cephas, or the world or life or death, or things present or things to come—all are yours." He means that the collective children of God are the *end,* for whom God has provided teachers as *tools* and *instruments.* But this is not all. In proportion as the teachers are elevated, the taught become unable to judge of their relative rank in honour. Paul therefore forbad the attempt, and deprecated praise. "With me," he continues, "it is a very small thing that I should be judged of you, or of man's judgment; yea, I judge [illegible] is the Lord. Therefore judge nothing before the time, [illegible] Lord come, [illegible] to light [illegible] things of darkness [illegible] make manifest [illegible] shall every [illegible] praise of God."

What else did he mean to say but: Think not to distribute awards among those to whom you look up. To graduate the claims of equals and inferiors is generally more than a sufficient task. Leave God to pass his awards on those who are spiritually above you; who possibly, like Paul, may receive your praise as painful, and be wholly unconcerned at your blame. The glorifying of religious teachers has hitherto never borne any fruit but canonizations and deifications, "voluntary humility and worshipping of messengers," vain competitions and rival sects; stagnation in the letter, quenching of the Spirit.

By Francis W. Newman.

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৩ শকের ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়	২৬৫২
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৭১
	২৪২৩।৴০
ব্যয়	২৩৭১৸৴১০
সম্পাদকের হস্তে	৫১।৶১০

এতদ্ভিন্ন

বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে	৬৶৫
কোং কাগজ	৫০০

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী ..	২৫
" শিবচন্দ্র দেব	১২
" কালিকাদাস দত্ত	৫
" গোবিন্দচন্দ্র ধর	৫
" রামকানাই সেন	৪
" রাজনারায়ণ দাস	৩
" রামচন্দ্র পাল	২
" নীলমাধব মিত্র	২
" শ্রীনাথ দাস	২
" প্রসন্নকুমার দত্ত	২
" মণিলাল মল্লিক	২
" বসন্তকুমার দত্ত	২
" প্রতাপচন্দ্র ঘোষ	১
" মহেন্দ্রলাল মিত্র	১
" নেপালচন্দ্র মল্লিক..	১
" তারকনাথ দত্ত	১
" মধুসূদন বাড়ী	১
" হরিমোহন রায়	১
" জগন্মোহন নিয়োগী	১
" মন্মথনাথ সাহা	১
" নন্দরাম দে	১
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস	১
" কার্ত্তিকচরণ মল্লিক	।০
" ভুবনমোহন বেওয়ারি	।৵
	৭৭

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত	রাজা সত্যশরণ ঘোষাল	৫০
"	জি, এন, গজপতিরাও ..	২৪
"	গোপীমোহন ঘোষ	২০
"	রমাপ্রসাদ রায়	২২
"	রমণীমোহন চৌধুরী	১২
"	অভয়াচরণ গুহ	৯
"	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৮
"	রাজা প্রসন্ননারায়ণ রায় .	১২
"	বৈকুণ্ঠনাথ সেন ..	৬
"	উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	৮
"	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর . ..	৭
"	জয়গোপাল সেন	৫
"	মদনমোহন সেন	৩
"	রামচন্দ্র ঘোষাল . ..	২
"	সাগরলাল দত্ত	২
"	নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ..	২
		১৯২

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০
"	শ্রীরাম পালিত	৩
"	হলধর মল্লিক	১৶
"	দুর্গাচরণ বল্লভ	১
"	কাশীনাথ দত্ত .. .	১
		৫৬৶০

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	৫
"	জি, আর, বি	
"	ত্রিলোচন বসু . ..	১
"	বল্লভীকান্ত ভট্টাচার্য্য.. .	।০
		৬।০

দানাধারে দান প্রাপ্ত .. ৩৸/১০

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের ভার তাহার ট্রষ্টী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং গ্রহণ করাতে তৎসংক্রান্ত সম্পত্তির সহিত আমারদের সম্বন্ধ অদ্যাবধি শেষ হইল।

শ্রী তারকনাথ দত্ত।
শ্রী উমানাথ গুপ্ত।
অধ্যক্ষ।
শ্রী কেশবচন্দ্র সেন।
সম্পাদক।

১ পৌষ
১৭৮৬ শক।
শ্রী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
সহকারী সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডিড অনুযায়ী উপাসনা কার্য্য সম্পাদনের জন্যে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাহার সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা গেল এবং যাবতীয় ট্রষ্ট-সম্পত্তি তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের সহায়তার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয়কে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলাম।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দান সংগ্রহের ভার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইল। তিনি দাতাদিগের অভিমত লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে তাহা ব্যয় করিবেন। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত দান করিতে ইচ্ছা করেন, সেই দান তাঁহারা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে প্রেরণ করিবেন।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী।

আগামী ১১ মাঘ সোম বার অপরাহ্ন ৭ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক। ব্রাহ্মগণ প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাহাশয়ের ভবনে আগমন করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ পুস্তক রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, আগামী ১লা মাঘ অবধি সেই সকল পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য হইতে চতুর্থাংশ কমিসান লওয়া যাইবে। যাঁহারা অসুবিধা বোধ করেন, বর্ত্তমান পৌষ মাসের মধ্যে স্ব স্ব পুস্তক লইয়া যাইবেন।

শ্রী অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।
সহকারী সম্পাদক।

আগামী ১৯ পৌষ রবিবার বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজ।
১৭৮৬ শক।
শ্রী [illegible] বসু।
সম্পাদক।

[illegible]

উদ্ধৃত।

ভবানীপুর ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

—০—

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

দ্বিতীয় সংখ্যা।

১০ বৈশাখ ১৭৮৬ শক।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রথম বাক্যের তাৎপর্য্যেতেই এই আছে যে সকলের আত্মাতেতেই ব্রহ্মের অনন্ত-মঙ্গল-ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। তোমরা স্বীয় স্বীয় আত্মাতে অনুসন্ধান করিলেই অনন্ত-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরের পরিচয় প্রাপ্ত হইবে। অতএব অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা স্বীয় আত্মাতে অগ্রে দেখ। সাধারণ মনুষ্য জাতির মধ্যেই আত্ম-জ্ঞান আছে। আমি যে আছি, এ জ্ঞান মনুষ্য মাত্রেরই আছে। আত্ম-জ্ঞান থাকাতেই আত্মার অস্তিত্ব বুঝিতে পারিতেছি। আমি কিছুই নহি, এই বাহ্য বিষয়-সকলই ভাবৎ, তবে ইহারদিগকে দেখিতেছে কে? যে দেখিতেছে, ও যাহাকে দেখিতেছি, ইহারা পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন। যে দেখিতেছে, সে আমি; আর যাহাকে দেখিতেছি, সে এই প্রাচীর। যে আপনাকে না জানে, সে পরকে কি প্রকারে জানিবে? পরকে জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে জানা যায়। আত্মার সম্বন্ধে এই শরীরও পর। আত্মা যখন এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করে, তখন এই শরীরেতে আর এই প্রাচীরেতে বিশেষ কি থাকে? তখন এই শরীরও প্রাচীরের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া যায়। শরীরে নিমগ্ন হইয়া প্রথমে স্বীয় আত্মাতে দেখ, সকল সত্যের মূল পত্তন দেখিতে পাইবে; তাহাতে পরমাত্মার উজ্জ্বল-মঙ্গল-ছবি দেখিতে পাইবে। ব্রহ্ম-জ্ঞান-রূপ যে স্বর্গীয় অগ্নি সকলের হৃদয়ে নিহিত আছে, সেই অগ্নিই আত্মার জ্যোতি। সেই আত্মার জ্যোতিতে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা স্বীয় আত্মাকে দেখিলে তাহাতে পরমাত্মার অনন্ত-মঙ্গল-ভাব দেখিতে পাইবে। সেই অনন্ত-মঙ্গলভাবই অবিনশ্বর অক্ষর। সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত-মঙ্গল-ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে, সকলেরই হৃদয়ে ব্রহ্ম-জ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত আছে; অন্তর্বাহ্যে বিশ্ব-রূপ কার্য্যের আলোচনা দ্বারা সেই অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিলেই আত্মাতে পরমাত্মার অবিনশ্বর-মঙ্গল-মূর্ত্তি তোমারদের জ্ঞান-নেত্রের প্রত্যক্ষ হইবে। যে আপনার আত্মাতে পরমাত্মার পরিচয় না পাইল, সে অন্যের কথাতে তাহা কি বুঝিবে। প্রতি জনেরই আপনার আপনার আত্মাতে পরমাত্মার অনন্ত ভাব পাঠ করিতে হইবে। আমি তোমারদের নিকটে আত্মার আশ্রয় পরমাত্মার পরিচয় করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি; তোমরা নিজে নিজে স্বীয় আত্মাতে তাঁহার পরিচয় না লইয়া কেবল আমার কথার উপরে নির্ভর করিবে না। যখন নিবিষ্ট হইয়া আত্মা দ্বারা আত্মাতে দেখি, তখন দেখি, যে সে পরিমিত আত্মা, সে অপর এক অনির্দ্দেশ্য পুরুষের নিয়মের পরতন্ত্র হইয়া কর্ম্ম করিতেছে। কোন আত্মা কিছু আপনি সংকল্প করিয়া এ পৃথিবীতে আইসে নাই, সে চির কাল এখানে থাকিবার ইচ্ছা করিলেও শত বৎসরের অধিক থাকিতে পায় না। যিনি আমারদিগকে ক্ষুধা তৃষ্ণা দিবার পূর্ব্বে অন্ন পানের বিধান করিয়াছেন, যিনি চক্ষু দিবার পূর্ব্বে সূর্য্য চন্দ্রকে অহোরাত্রের প্রদীপ করিয়াছেন, তিনি জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা। সেই অনন্ত পূর্ণ পুরুষের কৃপাতে আমরা জীবন পাইয়া তাঁহারই আশ্রয়ে নিয়ত বাস করিতেছি। তাঁহারই শাসনে আমরা পুণ্য পাপের যথা উপযুক্ত দণ্ড পুরস্কার লাভ করিয়া দিন দিন সমুন্নত হইতেছি। যিনি জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ, তিনিই আমারদের পরিমিত আত্মাতে জ্ঞান প্রেরণ করিতেছেন; যিনি পূর্ণ মঙ্গল-স্বরূপ, তিনিই আমারদের আত্মাতে ধর্ম্ম-ভাব, পুণ্য ভাব, সাধু-ভাব, প্রেরণ করিতেছেন। সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষই আমারদের আত্মাতে এখানকার কর্ম্মোপযোগী শক্তি সংযুক্ত করিয়াছেন। এই প্রকারে আমরা আপনার আত্মাতে পরিমিত জ্ঞান, পরিমিত শক্তি, পরিমিত সাধু ভাব দেখিয়া সেই অপরিমিত মঙ্গলময় পূর্ণ পুরুষকে উপলব্ধি করি। এই পরিমিত আত্মা এক সময়ে ছিল না; কিন্তু জন্ম-বিহীন পরমাত্মা সকল সময়েই আছেন। যিনি এই আত্মাকে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি নিজে স্বপ্রকাশ। যিনি আত্মাকে এই সংসার-ধর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছেন, তিনি আপনি কাহারো কর্ত্তৃক নিয়োজিত হন নাই। "নচাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ।" "ইহাঁর কেহ জনকও নাই এবং অধিপতিও নাই।" যিনি আত্মার স্রষ্টা, পাতা, নিয়ন্তা, তিনি পরমাত্মা। যেমন ক্ষুদ্ররাজেশ্বরের সম্বন্ধে পরমেশ্বর, যেমন ঐহিক পিতার সম্বন্ধে পরম পিতা, তেমনি আত্মার সম্বন্ধে পরমাত্মা। আত্মা জ্ঞানেতে পরিমিত, পরমাত্মা জ্ঞানেতে অনন্ত; আত্মা শক্তিতে পরিমিত, পরমাত্মা শক্তিতে পূর্ণ; আত্মা সাধু ভাবে পরিমিত, পরমাত্মা ধর্ম্মাবহ মঙ্গল-স্বরূপ। এই প্রকারে পরিমিত আত্মা হইতে অপরিমিত আত্মার পরিচয় প্রাপ্ত হই। যখনই দেখিলাম যে আত্মা আশ্রিত ও পরিমিত,

তখনই তাহার সহিত অনন্ত-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ আশ্রয়-দাতার সংযোগ দেখিলাম। আশ্রয়কে পরিত্যাগ করিয়া আশ্রিত কখনো থাকিতে পারে না, আশ্রিতের সহিত আশ্রয়ের চির সম্বন্ধ রহিয়াছে। এক্ষণ শ্রবণ করিলে, ইহার পর নিজ মনে আলোচনা করিয়া দেখিবে যে এই পরিমিত আত্মার অন্তর্যামী অনন্ত-স্বরূপ পরমাত্মা কি না।

"তিনি আপনার বিশুদ্ধ মঙ্গল-স্বরূপ এই তাবৎ ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের মানস-পটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন।" কিন্তু তাহা দেখিতে পায় কে? তাহার পাঠক ও অধ্যেতা কে হইতে পারে? না নর-নারীর আত্মা। সেই মঙ্গল-স্বরূপকে আত্মা কাহার জ্যোতিতে দেখিতে পায়? তাহার আপনার জ্যোতিতেই, আত্ম জ্যোতিতেই দেখিতে পায়। সেই আত্ম-জ্যোতি সে কোথা হইতে পাইল? এক ঈশ্বর-প্রসাদাৎ; ঈশ্বর তাহাকে জ্ঞান-জ্যোতি দিয়া পৃথিবীর তাবৎ জীব হইতে উন্নত করিয়াছেন। সেই ঈশ্বর-প্রদত্ত জ্ঞান-জ্যোতি নির্ব্বাণ হয় কিসে? পাপাচরণ দ্বারা, অসদ্ভাব দ্বারা, কুতর্ক দ্বারা। সেই স্বর্গীয় জ্ঞান-জ্যোতি প্রকাশ হয় কিসে? বুদ্ধিকে, ভাবকে, চরিত্রকে সেই জ্ঞানের অনুচর করিলে। যদি বুদ্ধি, ভাব, ও চরিত্র সেই সহজ জ্ঞানকে পোষণ করে, তবে সেই সহজ জ্ঞান আবার দিন দিন উজ্জ্বল ও সতেজ হইয়া, বুদ্ধি, ভাব ও চরিত্রকে মার্জ্জিত ও সংশোধিত করে। পরস্পরের সাহায্যে দিন দিন জ্ঞান, বুদ্ধি; শ্রদ্ধা, কার্য্য; সামঞ্জস্য ভাব ধারণ করে, এবং হৃদয় মন শরীর প্রশান্ত-ভাবে সমবেত হইয়া আত্মাকে পরম লক্ষ্য স্থানে উন্নত করিতে থাকে। পরম ভাগ্যবান্ সদ্বুদ্ধি সম্পন্ন নিষ্পাপ যত্নশীল মহাত্মারা অনন্ত-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরকে স্বীয় হৃদয় মন আত্মাতে সাক্ষাৎ প্রতীতি করিয়া এবং সকলের মধ্যে তাঁহার উপদেশ প্রদান করিয়া ব্রহ্মবাদী হন। "ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্যে দেশ-বিশেষ কি কাল-বিশেষ কি জাতি-বিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদীদিগেরই ব্রহ্ম-বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে।" ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদীদিগের জ্ঞান-রত্নে আমারদের অধিকার; আমরা ধর্ম্ম-বিষয়ক উপযুক্ত ধনে ধনী। সেই ধন আমারদের পরম ধন এবং তাহা আমরা আমারদের পিতৃ-পুরুষ হইতে অপর্য্যাপ্ত লাভ করিয়াছি; তাহা অন্য দেশে, জাতির নিকট হইতে ভিক্ষা করিতে হইবে না। এই ভারতবর্ষ ধর্ম্মের আদিম স্থান। বৈদিক ধর্ম্মের ন্যায় পুরাতন ধর্ম্ম আর কোন দেশে, আর কোন জাতিতে নাই। পৃথিবীতে প্রথম বৈদিক ধর্ম্মেরই আবির্ভাব। ঋষিদিগের সরল সাধু হৃদয় হইতে যে অনির্দ্দেশ্য পুরা কালে বেদ-সূক্ত-সকল বিনির্গত হইয়াছিল; সে কালে আর সকল দেশ অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃত ছিল। ছন্দের রচনা প্রথমে এই ভারতবর্ষেই হয়, এবং প্রথমেই সেই পবিত্র রচনা ধর্ম্ম-ফল-দাতা ঈশ্বরের চরণেই অর্পিত হয়। ঈশ্বর ভারত-ভূমিকে ধর্ম্মের আকর-স্থান করিয়াছেন, তাহার অগণ্য রত্ন রাজি এখনো নিঃশেষিত হয় নাই। যেমন উত্তর হিমালয় ভারত ভূমির, যেমন দক্ষিণ সাগর ভারত-ভূমির, যেমন গঙ্গা নদী ভারত ভূমির; তেমনি বেদ উপনিষদও ভারত ভূমির, তেমনি পুরাণ উপপুরাণও ভারত ভূমির। ধর্ম্ম লইয়া ভারতবর্ষে যত আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, এত আর কোথাও হয় নাই। ভারতবাসীদিগের ধর্ম্ম-বিষয়ে স্বাভাবিক অনুরাগ। এখানকার সকলে ধর্ম্মকে যেমন পবিত্র ভাবে দেখিতে পায়, সে পরিমাণে আর কোন দেশের লোকেই পায় না—ধর্ম্মেতে এমন শ্রদ্ধা, ঈশ্বরেতে এমন নির্ভর, আর কোথাও নাই। তাহারা গৃহই প্রতিষ্ঠা করুক, বস্ত্রই বয়ন করুক, কোন স্থানেই বা গমন করুক, সিদ্ধি-দাতা বিধাতা পুরুষকে অগ্রে স্মরণ করিয়া সকল কর্ম্ম আরম্ভ করে। তাহারা সামান্য পত্র লিখিবারও পূর্ব্বে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয় না; ঈশ্বরের নাম লিখিয়া পরে পত্র লিখিতে আরম্ভ করে। যে দেশে ধর্ম্মের ভাব অধিক নাই, তাহারা ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে না। দেশের আদিম অবস্থা হইতে এই প্রকার ধর্ম্মের ভাব চলিয়া আসিতেছে। এক এক বিষয়ে এক এক জাতি গণ্য হয়; কেহ, যুদ্ধে, কেহ বাণিজ্যে, কেহ শিল্প-শাস্ত্রে, কেহ বা ধর্ম্ম-ভাবে। ভারতবর্ষের যদি আর কিছুই না থাকে, তথাপি এ ধর্ম্ম-ভাবে সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। ভারতবর্ষবাসিনী স্ত্রীদিগের লজ্জা ও সতীত্ব ইহার অধিকতর প্রমাণ দিতেছে। আমরা অন্য জাতির নিকট হইতে রাজকার্য্যের, শিল্পশাস্ত্রের, বাণিজ্যব্যবসায়ের, শস্ত্রবিদ্যার উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ের শিক্ষার নিমিত্তে অপর জাতির সাহায্যের কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। অতএব ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদী ঋষিরা ব্রহ্ম-বিষয়ে যে সকল যথার্থ তত্ত্ব ও আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ সত্যের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমরা গ্রহণ করিয়া মানি এবং তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে সঙ্কলিত হইয়াছে। [illegible] দ্বিতীয় খণ্ডে [illegible] ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে [illegible] সঙ্কলিত হইয়াছে। [illegible] এই [illegible]-রূপ [illegible] পারে [illegible], তাহাই ইহার অলৌকিক আ-

পুত্র শোভা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইবে এবং ঈশ্বরের অনন্ত কৃপা অনুভব করিতে থাকিবে।

THE VOICE OF GOD IN THE SOUL OF MAN.

There is something sublime in that trusting faith which reaches us through all ages and from all nations, asserting God's positive presence and controlling power. "The Lord spake unto me." "The Lord commanded me," &c. The recognition of this actual presence of God has sprung from no external faith, but from an interior recognition of a power within the soul, that was superior to all external commands. It was the sign of the divine life expressing the divine presence.

Philosophy and reason have both come and questioned this faith. What! is God the Infinite speaking to man the finite? Is there any possibility that the life of worlds and universes of worlds individualizes itself, and interferes with the trivial affairs of so insignificant an atom as a man, and with his relations to his fellow man? But philosophy and reason in questioning us do not entirely silence the interior sense of a life, a presence, a power a oneness in and of what is termed God. Sometimes the spirit in its moments of exaltation recognizes its part and presence within the infinite, and thus knows itself closer to God than to any individual spirit in the universe; but these moments do not satisfy the heart, which calls upon reason and upon philosophy to bring the positive presence of God before the spirit, either as a life or an interior power, or an outward agent individual and supreme.

There is within man a sense, if we may so term it, or a spiritual consciousness, of the divine. It is sometimes scarcely active, but it is always existent. It is a feeling through the myriad channels of life, a bond, a union, a reception of that universal life and that infinite presence which it terms God.

From the highest to the lowest, in living threads of light the presence extends, and man speaks within himself to God, and yet that inward voice reaches through all space and time; for it is life within wed to life without that impels the thought, and that thought vibrates as it goes out, and is an actual power in the universe.

Then prayer to God is an aspiration, an inward sense of an upward destiny. It is the heart's testimony of immortality, of an undying life and an eternal progress. But prayer for special good must have finite means of answer; and thus every aspiration reaches some spirit that with loving thought endeavors to respond, and to pour back not only an answer of life, but so to change the relations of man to man that the good sought shall be gained.

This answer comes as an evidence of infinite love and so the heart says, "God hears me." "I know that I have a Father who is close by my side." It is this inward recognition of spiritual aid that has given to the world such proofs of an actual God—that the idea often becomes individualized and limited. The religious world places Christ between the Infinite and the finite, and he becomes an ever-present individual, so that God is only a name but not a necessity. The irreligious world puts the interior self-hood as the only power of existence and God is not much cared for. The Spiritualist places the spirit-world as the active agency of life and makes God as an incomprehensible infinity, that need not be sought and cannot be recognized. The mediation or coming between the highest and lowest of some positive presence has been made necessary because of the intellectual conception of God as infinitely high, infinitely pure and holy, and thus inapproachable. But the wisest of intelligences can never fully satisfy the spiritual life within man. It knows itself like every other soul except in degree, and it turns from highest Christ and from most exalted angel to that which Christ and angel also turn unto. It is then positively affirmed by the aspiration of the spirit itself that it individually holds its close bond to God, and receives in its inner life testimony of him, even as do the highest intelligences of heaven.

We must then seek God in our own souls, because it is within ourselves that we find the termination, in our individual consciousness, of those threads of divine life that reach out and bind us to the infinite universe and to the infinite God.

Theodore Parker says of himself. "When a little boy in petticoats in my fourth year, one fine day in spring my father led me by the hand to a distant part of the farm, but soon sent me home alone. On the way I had to pass a little pond-hole, then spreading its waters wide; rhodora in full bloom—a rare flower in my neighborhood, and which grew only in that locality—attracted my attention and drew me to the spot. I saw a little spotted tortoise sunning himself in the shallow water at the root of the flaming shrub. I lifted the stick I had in my hand to strike the harmless reptile; for though I had never killed any creature, yet I had seen other boys out of sport destroy birds, squirrels, and the like, and I felt a disposition to follow their wicked example. But all at once something checked my little arm, and a voice within me said clear and loud, 'It is wrong', I held my uplifted stick in wonder at the new emotion—the consciousness of an involuntary but inward check upon my actions—until the tortoise and the rhodora both vanished from my sight. I hastened home and told my mother, and asked what was it that told me it was wrong." She wiped a tear from her eye with her apron, and taking me in her arms, said: 'Some men call it conscience, but I prefer to call it the voice

of God in the soul of man. If you listen and obey it, then it will speak clearer and clearer, and always guide you right; but if you turn a deaf ear or disobey, then it will fade out little by little, and leave you all in the dark and without a guide. Your life depends on heeding this little voice.' She went her way, careful and troubled about many things, but doubtless pondered them in her motherly heart; while I went off to wonder and think it over in my poor childish way. But I am sure no event in my life has made so deep and lasting an impression on me."

This "voice of God in the soul of man" is proof of the divine life that awaits every spirit. It is the recognition of a destiny that can never be achieved until purity, and right, and holiness shall prevail.—*From the Herald of Progress.*

বিজ্ঞাপন।

ধর্ম্মতত্ত্ব-নাম্নী মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রচারিত হইয়াছে। ধর্ম্মনীতি; ধর্ম্মতত্ত্ব; সামাজিক উন্নতি, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি; নীতিগর্ভ আখ্যায়িকা; সাধুদিগের জীবন; বেদ পুরাণ বাইবল কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম পুস্তক হইতে সত্য ধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোক; এই সমুদায় এই পত্রিকার লেখ্য বিষয়। উহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ২॥০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ১।০ এক টাকা চারি আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। মফস্বলস্থ গ্রাহক দিগকে ডাকের মাশুল দিতে হইবে। গ্রাহকেরা মহাশয়েরা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে অনুসন্ধান করিলে অথবা নিম্ন-লিখিত শিরোনাম দিয়া পত্র লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

প্রবন্ধ পুরস্কার।

নিম্ন লিখিত প্রবন্ধ রচনার জন্য, রোহিল খণ্ডের অন্তর্গত বেরিলীর মিউনিসিপাল কমিটি তিন শত টাকা পুরস্কার দিবেন এই প্রবন্ধ ইংরাজী অথবা কোন ভারতবর্ষে প্রচলিত ভাষায় লিখিত হইবেক।

প্রবন্ধ।

"ভারতবর্ষীয় বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষা এবং তাহার সমুন্নতি ও প্রোৎসাহের উৎকৃষ্ট উপায়।"

পরন্তু প্রবন্ধে নিজ নাম স্বাক্ষর না করিয়া স্বনাম চিহ্নমাত্র লিখিতে হইবেক। এবং প্রেরণ সময়ে উক্ত চিহ্ন সম্বলিত এক অঙ্কিত আবরণে রচয়িতার নাম ও ধামের পরিচয় প্রদান করিতে হইবেক।

প্রবন্ধ সকল আগামী ১ লা মার্চ তারিখের পূর্ব্বে, ডাকের মাশুল দিয়া, রোহিল খণ্ডের অন্তর্গত বেরিলীর মিউনিসিপাল কমিটির সেক্রেটরীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

বেরিলী
৩০ এ আগষ্ট। ১৮৬৪ খৃঃ

ডবলিউ, এম এডওয়ার্ডস্
কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাবিসিডি ... কমিশনর।

আগামী ১৩ ই অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তল গৃহে সাধারণ প্রতিনিধি সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইবেক। প্রতিনিধি মহাশয়েরা তৎকালে সভায় উপস্থিত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

কলিকাতা
৪ অগ্রহায়ণ ১৭৮৬

শ্রী কেশবচন্দ্র সেন
প্রতিনিধি সভার
সম্পাদক।

সাধারণ প্রতিনিধি সভার জন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করণোদ্দেশে আগামী ১৩ ই অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে বিশেষ সভা হইবে। ব্রাহ্মমহাশয়েরা তৎ কালে সভায় উপস্থিত থাকিয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ
৪ অগ্রহায়ণ ১৭৮৬

শ্রী কেশবচন্দ্র সেন
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের
সম্পাদক।

নির্ঘণ্ট পত্র।

	পৃষ্ঠা
ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্বন্ধ	১১৩
থিয়োডোর পার্করের পত্র	১১৫
ড্রুইড মত	১১৯
রাজতরঙ্গিনী	১২৩
ধৈর্য্য	১২৩
ভবানী পুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	১২৫
ইংরাজি	১২৭

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য নিরূপণ।

অগ্রিম মূল্য (কলিকাতার জন্য)	৩/
" (মফঃস্বলের জন্য)	৩/০
মাসিক মূল্য	।৶০
এক খণ্ড	।৶০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টীদিগের অনুমত্যনুসারে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ১ই অগ্রহায়ণ বুধবার সম্বৎ ১৯২১ কলিগতাব্দা ৪৯৬৫।
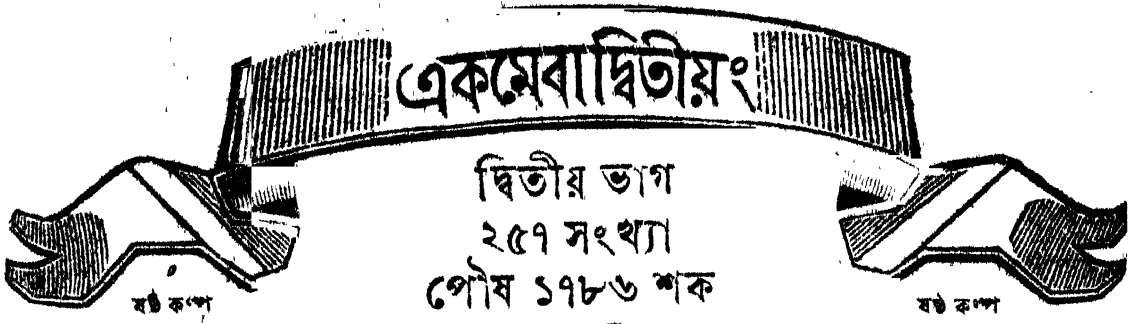
ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

স্যাক্সন্ মত।

বল্টিক সাগর, উত্তর সাগর ও রাইন নদীর তীরে জুটস্ প্রভৃতি কতকগুলি জাতি বাস করিত; স্যাক্সন জাতি তাহাদিগের অন্যতম। ইহারা কালক্রমে ইংলণ্ডেরও অধিবাসী হইয়াছিল। এই স্যাক্সন জাতি ও তৎকালের ইংলণ্ডীয় জাতি মিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান ইংরাজ জাতিকে উৎপন্ন করিয়াছে!

ইহাদিগের মতে এক অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর সকলের উপর আধিপত্য করেন। যখন সকল দেবতা সকল লোক বিনষ্ট হইবে, তখনও তিনি বিদ্যমান থাকিবেন। ইহা ভিন্ন ইহারা আপনাদের স্বভাবের অনুরূপ কতগুলি দেব দেবীর কল্পনা করিয়াছিল, তাহাদিগেরই উপাসনা করিত। ইহাদের দেবতারা পুরাতন রোমক ও গ্রীক্দিগের দেবতার ন্যায় নিতান্ত কামুক ও দুরাত্মা ছিলেন না বটে, কিন্তু সেই সকল দেবতার সহিত স্যাক্সন দেবতার অনেক অংশে সাদৃশ্য ছিল। অধিকন্তু স্যাক্সন দেবতাদিগের স্বভাব স্যাক্সনদিগের স্বভাবের ন্যায়ই কল্পিত হইয়াছিল।

স্যাক্সনদিগের প্রধান দেবতার নাম ওডিন, ইঁহার আকার অতি প্রকাণ্ড; বাম হস্তে সজ্জীভূত চক্র ও দক্ষিণ হস্তে এক নিষ্কোষ খড়্গ থাকিত। ইনি সমুদায় দেবতার জনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং নিতান্ত ভীষণ, রক্তপাতপ্রিয়, রণোৎসাহদাতা, জয় দাতা, যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিদিগের নিয়ন্তা ও যুদ্ধের অধিষ্ঠাতা ছিলেন, সমরসায়ী ব্যক্তিরা ইহাঁর সুখময় ধাম প্রাপ্ত হইত। ইহাঁরই নামানুসারে বুধ বারের নাম ওডেনস্ডে বা ওয়েডনেসডে হইয়াছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ইহাঁর নামে অনেক স্থান ও প্রসিদ্ধ আছে। ফ্রাইগা বা ফ্রেয়া নামে ইহাঁর এক পত্নী ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে কামদেবের পত্নী রতির যেরূপ বর্ণনা আছে, ফ্রেয়াও প্রায় সেই রূপ ছিলেন।

হিন্দুদিগের পবন দেবের ন্যায় থর নামে স্যাক্সনদিগের এক দেবতা ছিলেন; ইনি বাত্যা ও জলোচ্ছ্বাসের কর্ত্তা। ইহাঁর মস্তকে নক্ষত্র চক্র থাকিত, ইনি আমাদের কৃষ্ণের ন্যায় গদাধর ও ইন্দ্রের ন্যায় বজ্রধরও ছিলেন। ইঁহার গদা এমন গুরুতর ও

বৃহৎ যে, দশ জনের স্থানে তাহা বহন করা যাইত না। এই গদা সদা প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় উত্তপ্ত থাকিত। একদা থর দেব নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন, এমন সময়ে অসুরগণ সেই গদা অপহরণ পূর্ব্বক স্বদেশে লইয়া গিয়া মৃত্তিকার চারি ক্রোশ নিম্নে লুকাইয়া রাখিল। দেবগণ তাহা জানিতে পারিয়া তাহার পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে অনন্যগতি হইয়া ফ্রেয়া দেবীর সহিত প্রধান অসুরের বিবাহের প্রস্তাব করিয়া অসুরদিগকে কহিলেন, সেই অপহৃত গদা কন্যার পণ স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। অসুরেরা তাহাতে সম্মত হইল। যেমন অমৃত বিভাগের সময়ে বিষ্ণু মোহিনীর বেশ ধারণ করিয়া অসুরগণকে মোহিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ থর দেব ফ্রেয়া দেবীর বেশ ধারণ করিয়া বিবাহ সভায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ভোজনের আয়োজন হইল। কপট ফ্রেয়া দেবী একটি বৃষভ ও আটটি বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য অনায়াসে উদরসাৎ করিলেন। তদ্দর্শনে অসুরগণ সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া উঠিল। অতঃপর অসুরপতি পাণিগ্রহণের অভিলাষে বর বেশে ফ্রেয়া দেবীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কন্যার ভয়ঙ্কর ঘূর্ণমাণ লোচন দ্বয় দেখিয়া ভয়ে পশ্চাৎ ভাগে অপসৃত হইলেন। অমনি থর দেব নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গদা লইয়া গম্ভীর স্বরে অসুরগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক সংহার করিলেন। থর দেবের মদ্য পানের শক্তিও অতি অদ্ভুত। অসুরগণের একটী অতি বৃহৎ ও অতি গভীর পান পাত্র ছিল। একদা তাহারা সেই পাত্র মদ্যে পূর্ণ করিয়া থর দেবকে পণ পূর্ব্বক পান করিতে কহিল। থর দেব তাহার কিঞ্চিন্মাত্র পান করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াও সমুদায় নিঃশেষ করিতে পারিলেন না, তাহাতে তিনি অতিমাত্র অপ্রতিভ হইলেন। পরিশেষে প্রকাশিত হইল যে অসুরেরা ঐ পান পাত্রের নিম্ন দেশে ছিদ্র করিয়া তাহার সহিত সমুদ্রের যোগ করিয়া দিয়াছিল। থর দেব কেবল যে ঐ পানপাত্রের সমুদায় মদ্য নিঃশেষ করিয়াছিলেন এমত নয়, সমুদ্রের লবণাম্বুও কতিপয় হস্ত পর্য্যন্ত পান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে থরদেব বজ্রধরও ছিলেন। এই নিমিত্ত তাহার নামানুসারেই বজ্রের নাম থনর বা থণ্ডর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এবং তাঁহারই নামানুসারে সপ্তাহের পঞ্চম দিবসের নাম থর্সডে হইয়াছে।

ওডিন ও থর ভিন্ন আরও নয় জন দেবতা ছিলেন। বাল্‌ডর আলোকের দেবতা, টীর বীরগণের দেবতা, ব্রাগ্‌ কবি ও বাগ্মীদিগের দেবতা ও হেমডাল স্বর্গ দ্বারের ও ইন্দ্রধনুর দেবতা ছিলেন। স্যাক্‌সনেরা এই একাদশ দেব ও ইহাঁদের পত্নী একাদশ দেবীর উপাসনা করিত। এতদ্ভিন্ন অনেক উপদেবতাও ছিলেন। মনুষ্যের সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য ও মৃত্যুকাল নির্ণয়ের ভার তিনটি উপদেবীর উপর সমর্পিত ছিল। বাল্‌কিরি নামে তিনটি উপদেবী স্বর্গের পরিচারিকা ছিলেন; ইহাঁরা ওডিন দেবের আজ্ঞা-ক্রমে যুদ্ধ-স্থলে যোদ্ধাদিগের জয় পরাজয় দান ও প্রাণ রক্ষা বা প্রাণ হরণ করিতেন। পাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্‌, তাঁহার সাতিশয় সৌন্দর্য্য ছিল, কিন্তু অতিশয় ধূর্ত্ত, হিংসাপরবশ দেব ও মানবগণের প্রতিকূলচারী ও নিতান্ত অবাধ্য বলিয়া তাহাকে দেবগণ এক গিরিগুহায় রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নরকের অধিষ্ঠাত্রী হীলা দেবী, ফেন্‌রিস্‌ নামক বৃক, প্রকাণ্ড সর্প ও অসুরগণও পাপপুরুষদিগের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।

স্যাক্সনদিগের স্বর্গের নাম বালহাল্লা। স্বভাবতঃ যুদ্ধানুরাগী স্যাক্সনেরা যুদ্ধকেই পরম সুখ-সাধন বলিয়া জ্ঞান করিত। সুতরাং তাহাদের স্বর্গও সেই প্রকার সুখেই পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা মনে করিত, বালহাল্লা-গত বীরগণ দিবাভাগে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পরস্পর আঘাতে পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করে, দিবাবসানে সহসা সেই সকল ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়। তৎপরে তাহারা স্কিম্নর নামক অক্ষয় বরাহমাংস ভোজন ও শত্রুগণের মস্তকনির্ম্মিত পানপাত্রে মদ্য পান করত পরমানন্দ সম্ভোগ করিতে থাকে। স্যাক্সনদিগের নরকের নাম নিফ্লাইম; পাতালবাসিনী হিলা দেবী তাহার অধিষ্ঠাত্রী; তাঁহার আকার ও দৃষ্টিক্ষেপ অতি ভয়ঙ্কর, তদ্দর্শনেই সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। জলপ্রপাত দ্বারা সেই নরকে প্রবেশ করিতে হয়। তথাকার গৃহ-সকল পরিতাপময়, বিপণি সকল দুর্ভিক্ষময় এবং পরিচারকগণ নিতান্ত দাম্ভিক ছিল।

এই স্বর্গ নরকের সুখ দুঃখ চিরস্থায়ী নয়। অসংখ্য বৎসরের পর মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে ভীষণ লক্ষণ-সকল দৃষ্ট হইতে থাকিবে; পাপাত্মারা মুক্তি লাভ করিবে; তাহাদিগের আক্রমণে কতিপয় দেবতা বিনষ্ট হইবেন, কতকগুলি দেবতা পরস্পর আহত হইয়া কালগ্রাসে প্রবেশ করিবেন; দেবগণের জনক ও অধিপতি ওডিন দেবও পঞ্চত্ব পাইবেন। এক প্রচণ্ড অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে; তদ্দ্বারা বালহাল্লা, নিফ্লাইম প্রভৃতি সমুদায় জগৎ ভস্মাবশেষ হইবে; কেবল সেই অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর বর্ত্তমান থাকিবেন। অতঃপর বালহাল্লা অপেক্ষা সহস্রগুণ উৎকৃষ্ট এক নূতন স্বর্গ ও নিফ্লাইম অপেক্ষা সহস্রগুণ কষ্টপ্রদ নাস্ট্রাণ্ড নামক এক নূতন নরক সৃষ্ট হইবে। তখন মানব জাতি স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে।

দেবতাদিগের গুণ-স্তব ও তাঁহাদিগের নিকটে বলিদান স্যাক্সনদিগের উপাসনা ছিল। উপাসকদিগের গাত্রে উৎসৃষ্ট বলির রক্ত প্রোক্ষণ করা হইত। সময় বিশেষে নর বলিদানের প্রথাও প্রবর্ত্তিত ছিল। সাধারণের শুভোদ্দেশে বহুসংখ্যক বন্দী ও দাসকে বলিদান করা হইত। রাজারা যুদ্ধের সময় জয় লাভ বা রোগের সময় আরোগ্য লাভ করিবার নিমিত্ত নিজ নিজ সন্তানকে বলিদান করিতেন। স্যাক্সনদিগের এই প্রকার গাঢ় সংস্কার ছিল যে, নরবলি প্রদান না করিলে মৃত্যুর পর স্বর্গ-লাভের সম্ভাবনা নাই। এই নিমিত্ত তাহারা দুর্ভাগ্য বন্দীকে বলিদান দিয়া স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত রাখিত। আলস্য ও ভীরুতা স্যাক্সনদিগের একান্ত বিদ্বিষ্ট ছিল; ঐ দুটীকে তাহারা উৎকট পাপ বলিয়া গণনা করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, কাপুরুষ ও অলস ব্যক্তি কখনই স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে না, প্রত্যুত, নরকগামী হইয়া নিরতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

অশ্বেধারণ ও অশ্বারোহণ করিলে বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হইবে এই অভিপ্রায়ে স্যাক্সন যাজকদিগের উহা অত্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। স্ত্রীলোকেরা দৈববাণীপ্রকাশক বলিয়া স্যাক্সনেরা তাহাদের সবিশেষ সম্মান করিত। কখন কখন রাজকুমারীরা ধর্ম্মযাজিকা হইতেন ও লোকদিগকে দৈববাণী অবগত করিতেন। এদেশের অনেক লোকে যেমন সর্পের মন্ত্রে, ভূতের মন্ত্রে ও ডাকিনীর মন্ত্রে অদ্যাপি বিশ্বাস করিয়া থাকে, স্যাক্সনেরা সেইরূপ মন্ত্রের প্রতি সবিশেষ আস্থা প্রদর্শন করিত। তাহারা বোধ করিত, মন্ত্রবলে ইচ্ছামত শুভাশুভ সংঘটন করা

যাইতে পারে; কর্ম্মকরেরা খড়্গ বা বর্ম্ম নির্ম্মাণ কালে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিলে সেই খড়্গের আঘাত অনিবার্য্য ও সেই বর্ম্ম নিতান্ত অভেদ্য হয়। কোন মন্ত্রে বাত্যা ও জলোচ্ছ্বাস প্রবল ও কোন মন্ত্রে তাহা নিবারিত হয়, এই সংস্কার থাকাতে স্যাক্‌সনেরা ঘোরতর ঝটিকার সময়েও পোতারোহণ পূর্ব্বক দেশ লুণ্ঠন প্রভৃতি দস্যুবৃত্তি করিত। ডাকিনী আছে বলিয়াও তাহাদের অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল। অদ্যাপি ইউরোপের স্থানে স্থানে ডাকিনী বিশ্বাসের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

স্যাক্‌সনেরা বায়ুর গতি আকাশের রূপ, পক্ষিগণের গমন ও শব্দ এবং উৎসৃষ্টবলির অন্ত্র নিরীক্ষণ দ্বারা ভাবী শুভাশুভ নির্ণয় করিত; সমাধি ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া অভিলষিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিত এবং গুরুতর বিষয়ের ভাবী ফল জানিতে হইলে কোন হতভাগ্যকে খড়্গাঘাত বা জলে নিক্ষেপ করিয়া, ঐ খড়্গাহত ব্যক্তির রক্তধারা কি রূপে নিঃসৃত হয় অথবা ঐ জল-নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি কিরূপে নিমগ্ন হয়, তাহা দেখিয়া ভাবী শুভাশুভ অবধারণ করিত।

থিয়োডোর পার্করের পত্র।

২৫৬ সংখ্যক পত্রিকার ১১৯ পৃষ্ঠার পর।

অনন্তর আমি ধর্ম্ম-বিজ্ঞান অনুশীলন করিবার নিমিত্ত প্রকৃত সময়ে কেম্‌ব্রিজের এক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলাম। তৎকালে উন্নতাশয় ইউনিটেরিয়ান্ সম্প্রদায়ই উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। আমি ঐ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, তথায় ধর্ম্ম-বিজ্ঞান অনুশীলন করিবার বিলক্ষণ সুবিধা আছে, তথাকার ধর্ম্ম-শাস্ত্রাধ্যাপকেরা সাধারণ ছাত্রদিগকে প্রকৃত ধর্ম্ম অনুসন্ধান করিতে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকেন; আপনাদিগের পরতন্ত্রতা স্বীকার করিতে কাহাকেই পীড়ন করেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের বিষয় যে রূপ জানিতেন, অকপটে তাহারই উপদেশ প্রদান করিতেন। আপনাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ এবং আপনাদিগের মত অভ্রান্ত বলিয়া কদাচ প্রতিপাদন করিতেন না। তাঁহারা সকলেই সৎপথের নিয়ন্তা ছিলেন; অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর বিতণ্ডাবাদ করিতেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন বলিয়া অন্যের নিকট আচার্য্যকতার ভান করিতে একান্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন। দেখিলাম ঐ বিদ্যালয়ে পূর্ব্বতন গ্রন্থকারদিগের সঙ্কলিত ভূরি ভূরি গ্রন্থ আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে তন্মধ্যে জর্ম্মনির পণ্ডিতদিগের নূতন একখানিও ধর্ম্মবিজ্ঞান দৃষ্টিগোচর হইল না। আমি ঐ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মানুসন্ধানের প্রচুর স্বাধীনতা ও অবকাশ প্রাপ্ত হইলাম এবং অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে ধর্ম্ম-বিজ্ঞান অনুশীলন করিতে লাগিলাম। সে সময়ে ধর্ম্মোপদেশকের আসন গ্রহণ করা অতি সহজ ব্যাপার ছিল, কিন্তু দেখিলাম যে সমস্ত লোক ধর্ম্ম-যাজকতা পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, চ্যানিঙই তাঁহারদের সকল অপেক্ষা সমধিক প্রাধান্য লাভ করেন।

অনন্তর আমি ধর্ম্ম বিষয়ক বিশেষ অভাব পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র রূপে নানা প্রকার পুস্তক পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে আমি সহজেই ব্যক্ত করিতে পারি যে তৎকালে উদ্দেশ্য না জানিয়া কি প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং ধর্ম্ম-যাজকের পদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই বা ক্রমে ক্রমে কি রূপ ফল লাভ করিয়াছিলাম।

আমি প্রথমত অভিনিবেশ পূর্ব্বক বাইবল পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম—বাইবল কি, এবং কোন্ কোন্ পুস্তক ও কোন্ কোন্ ভাষা লইয়া উহা সঙ্কলিত হইয়াছে, বাইবলের উদ্দেশ্যই বা কি রূপ, এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। এই রূপে গুণ দোষের সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া মূল ভাষার বাইবল অনুশীলন করিতে লাগিলাম। উহার বিশেষ বিশেষ অংশের আদিম রচনাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলাম। ঐ সমস্ত আদিম রচনার মর্ম্ম বোধ করিবার নিমিত্ত ইহুদি ধর্ম্ম-যাজকদিগের প্রণীত পুরাতন বাইবলের টীকা এবং খৃষ্টিয়ান আচার্য্যদিগের প্রণীত পুরাতন ও নূতন বাইবলের টীকা অনুশীলন করিতে লাগিলাম। এবং জর্ম্মন্ গ্রন্থকার দগের রচিত বাইবলের গুণদোষ-বিচারক গ্রন্থ ও টীকাও পাঠ করিলাম। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম, বাইবল বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত গ্রন্থ যে, কোন্ সময়ে কি রূপে কাহা কর্ত্তৃক প্রণীত হয়, তাহার কিছুই নির্দ্দেশ নাই। যদিও কোন কোন গ্রন্থে প্রণেতার নাম নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও কোন ক্রমে বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে না। যাহাই হউক, ঐ সমস্ত পুস্তক গ্রন্থ-প্রণয়নের চির-পরিচিত প্রণালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক অব্যবস্থিত রূপে প্রণীত হইয়াছে। বাইবল সঙ্কলন কালে ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে যে কি নিমিত্ত কোন খানি পরিগৃহীত ও কোন খানি পরিত্যক্ত হইল, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত সুকঠিন। বাইবলের কোন কোন অংশে মতের সম্পূর্ণ বিসম্বাদিতা লক্ষিত হইয়া থাকে। পুরাতন বাইবল যে রূপ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতেছে, নূতন বাইবলে তাহার একান্ত বিপরীত দৃষ্টি গোচর হয়। নূতন বাইবলে প্রণেতাদিগের কেবল রচনা-প্রণালী ও ভাবগত বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না কিন্তু তাঁহাদিগের মত-বৈষম্য ও অভিপ্রায়-গত তারতম্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অনন্তর আমি বাইবলের প্রত্যাদেশ ও অলৌকিক কার্য্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, কেবল ইহুদি ও খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যেই নানা প্রকার অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। অন্যান্য সম্প্রদায় যে কি নিমিত্ত উহার ফল ভোগে বঞ্চিত রহিল, তদ্বিষয়ে ঐতিহাসিক বা অন্য কোন রূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তথাচ এই প্রাকৃতিক-নিয়ম-বিরোধী অলৌকিক কার্য্যে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপ বিষয়ে আমি অপ্রসন্নমনে বিশ্বাস করিলাম। আমি তৎকালে ইতিহাস-ঘটিত প্রমাণের প্রণালী আলোচনা করি নাই এবং সাক্ষ্য বিষয়ে কিরূপ অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহাও জানিতাম না, এই নিমিত্ত ঐ অলৌকিক ঘটনা সকল আমাকে নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত করিল। প্রত্যাদেশ-বিষয়ক মত কথঞ্চিৎ সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম—জড় জগৎ ও মনুষ্য উভয়েই ঈশ্বর আবির্ভূত হইয়া আছেন। এই দ্বিবিধ পদার্থে তাঁহারই কার্য্য। তিনি এই জড় জগৎ ও মনুষ্যকে আপনার শক্তি দ্বারা পরিচালিত করিতেছেন; সুতরাং যাহার যেরূপ ক্ষমতা এবং যে সেই ক্ষমতার যে প্রকার ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে তত দূর প্রত্যাদিষ্ট বলা যাইতে পারে; সত্যই বুদ্ধি-বৃত্তি এবং ন্যায়ই নীতি-বৃত্তির প্রত্যাদেশ-বিষয়ক বিশেষ প্রমাণ স্বরূপ। বাইবলও উল্লিখিত-রূপ প্রত্যাদেশ ব্যতীত অন্য প্রকার হইতে পারে না; এবং উহাতে যে পরিমাণে সত্য-ও ন্যায় নিহিত আছে, সেই পরি-

মাণেই উহাকে প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। এমন কি, উহার কোন স্থলই অভ্রান্ত ঐশিক বাক্য বলিয়া হৃদয়-ঙ্গম হয় না; কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে সকল সত্যই ঈশ্বরের বাক্য।

অনন্তর আমি ইহুদি ও খৃষ্টিয়ান্‌দিগের ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহারও ইতিহাস অনুশীলন করিলাম। দেখিলাম, যাহা এক্ষণে পৃথিবী-মধ্যে অপ্রতিহত প্রভাবে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, ঐ সাম্প্রদায়িক মতকে ক্রমশই নূতন নূতন পরিবর্ত্ত সহ্য করিতে হইয়াছিল। বাইবলকে যেমন মনুষ্য-কৃত বলিয়া প্রতীতি জন্মিল, সেইরূপ খৃষ্টিয়ান্‌দিগের উপাসনার স্থান ইংরাজ-রাজ্য, ওলন্দাজদিগের আপণ ও কৃষকের শস্য ক্ষেত্র অপেক্ষা অধিকতর পুণ্য স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইলাম না। কলত আমি বাইবল ও ভজনালয়ের বিষয় যতই অভিনিবেশ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, ততই উহাদের অলৌকিকতা ও অভ্রান্তত্ব আমার অন্তর হইতে তিরোহিত হইতে লাগিল। আরও খৃষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মবিজ্ঞানে যেরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতেছে, ইতিহাসে তাহার সম্যক্ বিপরীত।

আমি কেবল যে ইহুদি ও খৃষ্টিয়ান্‌দিগের ধর্ম্ম-বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি-বিষয়ক ইতিহাস আলোচনা করিয়াছিলাম, এরূপ নহে; হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, গ্রীক্ ও রোমক প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের যে প্রকার উন্নতি হইয়াছিল, তাহারও অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আমি বিশ্বস্ত টীকাকারদিগের সাহায্যে তৎকাল-সুলভ সমুদায় জাতির ধর্ম্ম-গ্রন্থ সমুদায় মূল ভাষায় পাঠ করিলাম। ইতর জাতিদিগের নিকেও কোন ধর্ম্ম-পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায় না; সুতরাং গ্রীক্ ও রোমকদিগের কাব্য ও দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিয়া সেই অভাব পরিপূর্ণ করিলাম। আমি অসভ্য ও বর্ব্বর জাতিদিগেরও ধর্ম্মের মর্ম্মাববোধ করিতে লাগিলাম এবং তদ্দ্বারা দুরূহ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিবার অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইলাম। দেখিলাম, যাহাদিগের বাক্য-স্ফূর্ত্তি করিবার সামর্থ্য আছে, পৃথিবী মধ্যে এমন কোন সম্প্রদায়ই ধর্ম্মের শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত নহে।

অনন্তর আমি যত্ন সহকারে মনোবিজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, ধর্ম্মজ্ঞান মনুষ্য জাতির সাধারণ অধিকার। সত্যই কি ধর্ম্মজ্ঞান মনুষ্যের স্বাভাবিক? উহা কি মনুষ্যের আত্মাতে অবিচ্ছিন্ন রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে? এবং মনুষ্যের উন্নতির সহিত কি উহার উন্নতি হয় না? আমি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখিলাম ধর্ম্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ও দুরপনেয়। তবে আমার ন্যায় সকল মনুষ্যই কি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ধর্ম্ম-জ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ ও অপরিহার্য্য বলিয়া অঙ্গীকার করে? বাইবল ও খৃষ্টিয়ান্ সমাজ এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানে একান্ত অসমর্থ। এই জন্য আমি মনুষ্যের স্বভাব সূক্ষ্ম রূপে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলাম এবং যে উপাদান হইতে আমার ও অন্যান্য মনুষ্যের অন্তরে ধর্ম্মজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, আত্মবিজ্ঞান দ্বারা তাহা উদ্ভাবন করিতে চেষ্টিত হইলাম—যে কারণ অবলম্বন করিয়া পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে হয়, সেই কারণ অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্মজ্ঞান কোন্ স্থান হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। দর্শন শাস্ত্রের সামান্য সামান্য গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে এ বিষয়ে পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না। [illegible] কার [illegible] প্রণালী [illegible] করিয়াছেন,

হবস্, বার্কেলি, হিউম্, পেলি এবং ফরাসিস্ জড়বাদীরা যাহাকে নানা প্রকারে পরিপোষণ করিয়াছেন এবং রিড্ ও ষ্টুয়ার্ড যাহাকে বিস্তৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্ত হইলাম। এই বাহ্য দর্শন আমার ধর্ম্ম-বিষয়ক সহজ জ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে নাই, অথবা মানব জাতির অন্তঃকরণে কিরূপে ধর্ম্মভাব প্রাদুর্ভূত হইল, তাহারও কোন ইতিহাস প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। এমন কি, যাহারা সহজ জ্ঞানকে ধর্ম্মের পত্তন ভূমি বলিয়া বিশ্বাস করে না, এই মত সেই ব্রিটিস্ জাতির উপরেও আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। ক্লার্ক ও বট্‌লরের ন্যায় বিচক্ষণ, কডওয়ার্থ ও বারোর ন্যায় বিদ্বান্ ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতাগণও এই জটিল ভাবের সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হন নাই। যেমন ভূগর্ভ-নিহিত লৌহ চুম্বকের নিরঙ্কুশ গতি প্রতিরোধ করে, সেই রূপ অল্প বা অধিকই হউক নিগূঢ় শাস্ত্রের শাসন উহাঁদিগের বিচার-শক্তির স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া থাকে। ফরাসিস্ দর্শনকার কুজিন, যে উজ্জ্বল দর্শন শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিস্তর উপকার দর্শে, কিন্তু উহা তাদৃশ প্রীতিকর নহে। চিন্তা-শক্তিতে অদ্বিতীয় ইমানুয়েল কান্ট জর্ম্মনির মধ্যেও নিতান্ত নিকৃষ্ট লেখক ছিলেন; তিনি যদিও এমন কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, যাহাতে আমার তৃপ্তি হইতে পারে, তথাচ আমাকে বিশুদ্ধ প্রণালী ও প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমি দেখিলাম মনুষ্যের কতকগুলি আত্মপ্রত্যয় আছে। ঐ সমস্ত আত্ম-প্রত্যয় মনুষ্যের স্বাভাবিক সংস্কার হইতে সমুৎপন্ন, অন্তর্দৃষ্টির বিষয়। তৎ সমুদায় যুক্তি ও তর্কের উপর নির্ভর করিতেছে না। আমি এক্ষণে ধর্ম্ম সংক্রান্ত তিনটি আবশ্যক বিষয় উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমত ঈশ্বর বিষয়ক সহজ জ্ঞান— ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস সহজ জ্ঞান প্রভাবেই উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয়ত ন্যায় বিষয়ক সহজ জ্ঞান— আমাদিগের ইচ্ছার একান্ত অনায়ত্ত, অবশ্য-পালনীয় নীতির অস্তিত্বে বিশ্বাস সহজ জ্ঞান প্রভাবেই উৎপন্ন হয়।

তৃতীয়ত আত্ম-বিষয়ক সহজ জ্ঞান— স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানের মূল কারণ মনুষ্যের আত্মা অবিনশ্বর ইহাও সহজ জ্ঞান প্রভাবেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মানব প্রকৃতিতেই ধর্ম্মের ভিত্তিমূল নিবদ্ধ রহিয়াছে। নাস্তিক বা উগ্রস্বভাব গোঁড়ারা অস্বীকার বা স্বমত-সমর্থন করিবার নিমিত্ত যতই কেন বিতণ্ডা করুন না, কিছুতেই ইহা খণ্ডন করিতে পারিবেন না। আমি সফলতার আশা ও বিফলতার ভয়ের বিষয়ে বাক্যস্ফূর্ত্তি না করিয়া আধ্যাত্মিক পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি সৌভাগ্যক্রমে তিনটি সত্য মনোবিজ্ঞান বলে সংস্থাপন পূর্ব্বক অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম এবং এইরূপ একটি প্রণালী উদ্ভাবন করিলাম, যদ্দ্বারা সুশিক্ষিত ব্যক্তি বর্গের মনে ঐ তিনটি সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব; কারণ মূলীভূত স্বাভাবিক সংস্কার-সকল আপনা হইতেই সাধারণকে ঐ সত্যগুলি প্রদান করিতেছে।

অনন্তর আমি ঈশ্বর নীতি, ও আত্মার অবিনশ্বরত্ব বিষয়ক আত্মপ্রত্যয়কে উজ্জ্বল করিতে সত্য দৃঢ়ীভূত এবং ঈশ্বরের স্বরূপ, নীতির স্বরূপ ও অনন্ত জীবনের গতি অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই সমস্ত বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে আমাকে দুই প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। প্রথম কারণ

দ্বারা কার্য্য নিরূপণ, দ্বিতীয় কার্য্য দ্বারা কারণ নিরূপণ।

প্রথমত আমি সভ্য অসভ্য, সুশিক্ষিত অশিক্ষিত, সকল প্রকার জাতির ইতিবৃত্ত হইতে ঈশ্বর, নীতি ও স্বর্গ নরকের বিষয়ে কি রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে তাহা সংগ্রহ করিলাম এবং যে প্রকার মত প্রাপ্ত হইলাম, তদনুসারেই সে সমুদায়কে একপ্রকার শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লইলাম, কিন্তু উহাতে আমার তাদৃশ প্রীতি জন্মিল না, কারণ ঈশ্বরের স্বরূপ, নীতির প্রকৃতি এবং অনন্ত জীবনের গতি বিষয়ে সর্ব্ববাদি-সম্মত কোন সত্য উহা হইতে উপলব্ধ হইল না। কেবল কতকগুলি লোক এই সমস্ত বিষয় কিরূপ অনুভব করিয়াছিল, তাহাই এক প্রকার অবগত হইলাম। তথাচ ইহা দ্বারা তৎকালে আমার বিস্তর উপকার দর্শিয়াছিল, তাহার আর কোন সংশয় নাই।

দ্বিতীয়ত আমি আত্ম প্রত্যয়-সিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির মূল বিষয় হইতে ঈশ্বর, নীতি ও পরকাল বিষয়ক জ্ঞান সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলাম। এই রূপে যখন মনুষ্যের প্রকৃতি হইতে সত্য সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন আর মানব জাতির সংকীর্ণ ইতিহাস আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে সমর্থ হইল না। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় যে কি পর্য্যন্ত কঠিন এবং তত্ত্বানুসন্ধায়ী মনুষ্য বিশ্বজনীন সত্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যে কত দূর ভ্রমে নিপতিত হন, তৎকালে আমি তাহা বিশেষ অবগত হইতে পারি নাই কিন্তু এ ক্ষণে অপেক্ষাকৃত সমধিক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। এক রেণু বালুকায় আমার তারকা ভ্রম হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা করা বিচক্ষণ ব্যক্তির সম্পূর্ণ আয়ত্ত সন্দেহ নাই।

আমি কেবল ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্র, ধর্ম্ম সংক্রান্ত কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকল পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই; কিন্তু যাঁহারা স্বপ্ন-সঞ্চরণ, স্বপ্ন, ভবিষ্যদ্বাণী, ভবিষ্যৎ গণনা, দৈববাণী, ডাকিনী, ভূত ও ইন্দ্রজাল প্রভৃতি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আমাকে তাঁহাদিগের সংকলিত গ্রন্থেরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ধর্ম্মবিজ্ঞানের প্রকৃত পদ্ধতি হইতে, পরিচ্যুত বিখ্যাত ইহুদি ও খৃষ্টিয়ানদিগের বলিয়া প্রথিত অপ্রকৃত পুস্তক, পুরাতন বাইবলের অমূলক সন্দর্ভ ও নূতন বাইবলের সন্দিগ্ধ মত এবং নিয়োপ্লেটোনিষ্ট ও নষ্টিকস সম্প্রদায়ের অদ্ভুত কল্পনা পাঠ করিলাম। যদিও তৎকালে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রন্থ সমুদায়ই পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তথাচ মিষ্টিক সম্প্রদায়ের সঙ্কলিত প্রবন্ধ অনুশীলন করিতে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করি নাই। যাঁহারা ধর্ম্ম-বিজ্ঞান সঙ্গত অনুষ্ঠান, জ্ঞান-শিক্ষা ও অন্যান্য নীতি প্রতিপালন না করিয়া কেবল পরোপকার সাধনে যত্নশীল হইয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগের ও বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। আমি এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া আত্মার অপ্রকৃত কার্য্য সকল শিক্ষা, যাহা সত্য বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে এই রূপ অমূলক কল্পনার বিষয় পরীক্ষা এবং যাহা অপ্রতিহত বেগে সহস্র সহস্র বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, এইরূপ অলীক মনোরথের বিষয়ও আলোচনা করিয়া সাধারণের অপরিজ্ঞাত সত্য সকল সঙ্কলন করিয়া লইলাম।

উদ্ধৃত।

ভবানীপুর ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

তৃতীয় সংখ্যা।

৩ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৩ শক।

অথর্ব্ব বেদের মুণ্ডক উপনিষদের প্রথমে আছে যে মহাশাল শৌনক অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কস্মিন্নু ভগবোবিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" কাহাকে জানিলে হে ভগবন্! সকল জানা যায়? "তস্মৈ সহোবাচ" অঙ্গিরা তাঁহাকে বলিলেন। তুমি যে বিদ্যার প্রশ্ন করিতেছ, সে বিদ্যা কি না "যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" যাহার দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে জানা যায় সেই ব্রহ্ম-জ্ঞানেতে সামান্য-রূপে আর সকল জানা যায়। সর্ব্ব-স্রষ্টা ও সর্ব্বাশ্রয় পরমেশ্বরকে জানিলে যাবতীয় সৃষ্ট ও আশ্রিত বস্তুর সহিত তাঁহার যে এক সামান্য সম্বন্ধ, তাহা অবগত হওয়া যায়। পরা বিদ্যা এই ব্রহ্ম-বিদ্যা; তদ্ভিন্ন ঋক্ যজুঃ সাম বেদ, ইহারা সকলি অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। পরা বিদ্যা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা। যেমন সকলের মূল ব্রহ্ম, তেমনি সকল বিদ্যার মূলীভূত ব্রহ্ম-বিদ্যা। যেমন ব্রহ্ম সকল বস্তুতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, তেমনি ব্রহ্ম-বিদ্যা সকল বিদ্যাতেই দীপ্তি পাইতেছে। যে কোন বিদ্যা হউক, তাহার দ্বারা ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করা যায়। কি শারীর-বিধান, কি ভূ-তত্ত্ব, কি মনো-বিজ্ঞান, কি জ্যোতির্ব্বিদ্যা, সকল বিদ্যাই তাঁহার জ্ঞান শক্তি মঙ্গল-ভাবের শিক্ষা দেয়। ব্রহ্মকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহা আলোচনা করি, সকল হইতেই তাঁহার উপদেশ পাই। আমরা উপদেশের যোগ্য হইলে, নদী সাগর, বৃক্ষ পল্লব, অচেতন নিস্তব্ধ বস্তু হইতেও তাঁহার উপদেশ পাই। আমরা ঈশ্বরে মনো-নিবেশ করিয়া জ্ঞান-গর্ভ যে কোন পুস্তক পড়ি, তাহা হইতেই ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করি। শারীর-বিধান পড়, দেহের অদ্ভুত কৌশলের মধ্যে সেই জ্ঞান-স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিবে। ভূ-তত্ত্ব পাঠ কর, ভূগর্ভের আন্দোলনের মধ্যে তাঁহার মহতী শক্তির পরিচয় পাইবে। আত্ম-তত্ত্ব আলোচনা কর, তাহাতে তাঁহারি করুণার নিদর্শন পাইবে। ইতিহাস পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন কর, সেই সকল বিচিত্র ঘটনার মধ্যে তাঁহারি মঙ্গল-হস্ত দেখিতে পাইবে। যে বিদ্যা অধ্যয়ন কর, প্রার্থী হইলে সেই বিদ্যাই তোমাকে ব্রহ্ম-জ্ঞান বিতরণ করিবে। ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা আমরা এই শিক্ষা পাইতেছি যে এক মাত্র সত্যকে আশ্রয় করিয়া সমুদায় জগৎ রক্ষিত হইতেছে; ঈশ্বরই এক মাত্র মূল সত্য, আর সমুদয় সত্য তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। সেই মূল সত্যকে জানিলে আর সকল সত্যের অর্থ বোধ হয়, তাহা না জানিতে পারিলে আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার আর কিছুতেই যায় না। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ। (কঠোপনিষদ্) যাহারা ঈশ্বরকে না জানিয়া অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আপনাকে ধীর ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই মূঢ়েরা অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় দ্রন্দ্রম্যমান হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে; জ্ঞানের গম্য স্থান দেখিতে পায় না। অতএব সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা, সকল বিদ্যার মূল, ব্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা; "যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" যাহার দ্বারা সেই অক্ষয় পুরুষকে জানা যায়।

এ দেশের লোকের এই একটী সংস্কার আছে, যেন ভারত বর্ষে কখনই মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই; কিন্তু বাস্তবিক এ সংস্কার অতীব অমূলক। "তত্রাঽপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সাম বেদ অথর্ব্ব বেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ, এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা; যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। পূর্ব্বকার বৈদিক ভাবের যে কত পরিবর্ত্ত হইয়াছিল, তাহা মুণ্ডক উপনিষদের এই বাক্যেতেই জানা যাইতেছে। ঈশ্বরের উন্নতিশীল রাজ্যে পরিবর্ত্ত হইবেই হইবে। যে সময়ে আত্ম-জ্ঞানের ও ব্রহ্ম-জ্ঞানের জিজ্ঞাসা হইয়াছিল, সে সময়ে বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডের উপর অনেকেরই অশ্রদ্ধা হইয়াছিল; তখন আর ইন্দ্র মিত্র বরুণ প্রভৃতির উপাসনা দ্বারা তাঁহাদের মনের তৃপ্তি হইত না। এক সময়ে বৈদিক মন্ত্র পরমোৎকৃষ্ট ও বেদোক্ত যাগ যজ্ঞ নিতান্ত অনুষ্ঠেয় বলিয়া সকলের বোধ ছিল, পরে উপনিষদের সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে তৎকালের জ্ঞানবান্ পণ্ডিতেরা বেদোক্ত ক্রিয়া-কলাপে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না। প্রত্যুত তাঁহারা ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতি সমুদয় বেদকে নিকৃষ্ট বিদ্যা, কেবল ব্রহ্ম-বিদ্যাকেই পরা বিদ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। বেদের মধ্যে সংহিতার পর ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ উপনিষদ্ যে সময়ে আবির্ভূত হইল, সে সময়কার পরিবর্ত্তন অল্প পরিবর্ত্তন নহে। উপনিষদেই

বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডের নিন্দা-বাদ আছে। "প্লবা-হ্যেতে অদৃঢ়াযজ্ঞরূপাঅষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়াজরামৃত্যুন্তে পুনরেবাপি যন্তি"। এই যজ্ঞ-রূপ অশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম-সকল অস্থায়ী ও অদৃঢ়, যাহা অষ্টাদশ ঋত্বিক্ দ্বারা সম্পন্ন হয়; যে মূঢ়েরা ইহাকে শ্রেয় বলিয়া অভিনন্দন করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরামৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।

বৈদিক সময়ের ঋষিরা ঈশ্বরকে কেবল বাহ্য বিষয়ে দেখিতেন, উপনিষদের সময়ে তাঁহারা তাঁহাকে আত্মাতে অনুসন্ধান করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যত দিন পর্য্যন্ত তাঁহারদের বাহিরেতেই মনের অভিনিবেশ ছিল, তত দিন তাঁহারা ঈশ্বরের দীপ্যমান মঙ্গল ভাবকে খণ্ড-খণ্ড-রূপে দেখিয়াই তৃপ্ত হইতেন। তাঁহারা নবীন নেত্রে অগ্নির আভা, সূর্য্যের প্রভা, ঊষার সৌন্দর্য্য, মেঘের কান্তি দেখিয়া হর্ষে উৎফুল্ল ও আশ্চর্য্যে মোহিত হইতেন এবং ঈশ্বরের সেই সকল অদ্ভুত কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরকেই প্রত্যক্ষ করিতেন। অনন্ত ঈশ্বরকে পরিমিত ভাবে সকলেতেই দেখিতেন। তাঁহারা অগ্নির অধিদেবতাকে স্বতন্ত্র দেখিতেন, বায়ুর অধিদেবতাকে স্বতন্ত্র দেখিতেন, মেঘের অধিদেবতাকে স্বতন্ত্র দেখিতেন। যেমন রাজপুরুষদিগের এক এক বিষয়ে অধিকার থাকে, তেমনি তাঁহারা প্রত্যেক দেবতার এক এক বিষয়ে অধিকার মনে করিতেন। যিনি তৃষিত ধরাকে জল সিঞ্চন দ্বারা তৃপ্ত করেন, তাঁহার বায়ু সঞ্চালনের উপর কোন অধিকার নাই। যিনি সমীরণের মধ্যে থাকিয়া সমীরণকে প্রেরণ করেন, তাঁহার সমুদ্রের উপর কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। যিনি সমুদ্রের তরঙ্গ-কোলাহলে বিরাজ করেন, তিনি নদীর লহরীতে ক্রীড়া করেন না। যিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি ধন দানের নহেন। এই প্রকারে পূর্ব্ব কালে তাঁহারা সেই এক ঈশ্বরকে নানা ভাবে পূজা করিতেন। তাঁহারা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে পৃথক্ পৃথক্ দেবতা-রূপে পরিমিত ভাবে অর্চনা করিতেন। তাঁহারা কবিত্বরসে রসান্বিত হৃদয়ে অগ্নি বায়ু আদিত্যে ঈশ্বরের জীবন্ত মঙ্গল-মূর্ত্তি আরোপ করিয়া সদ্ভাবে সাধুভাবে তাঁহারদের পূজা করিতেন। পুত্রের নিমিত্তে, পশুর নিমিত্তে, শত্রুদিগের উপরে জয়-লাভের নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে তাঁহারদের প্রার্থনা ছিল। সংসারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রবাহিত হইত, সংসারের অতীত অমৃত পানে তাঁহাদের আশা তখনও উদয় হয় নাই।

যেমন জ্ঞানেতে ঈশ্বরের সত্য রূপ প্রকাশ পায়, তেমনি হৃদয় হইতেও সেই প্রত্যয় উত্থিত হয়। জ্ঞানেতে প্রীতিতে সম্মিলিত হইয়া আমারদের নিকটে সত্যকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করে। জ্ঞান ও ভাব পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে; জ্ঞান অধিক হইলে ভাবকে পরিশুদ্ধ করে, ভাব অধিক হইলে জ্ঞানকে সমুজ্জ্বল করে। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় জ্ঞানের চর্চ্চা অধিক ছিল না, হৃদয়ই বাহুল্য রূপে কার্য্য করিত। ভারত বর্ষের পূর্ব্বতন ঋষিরা আত্মার প্রীতি-দ্বার দিয়াই ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব দেখিতেন। তাঁহারদের সরল হৃদয়ে সকলি জীবন্ত ভাবে প্রকাশিত হইত। আমরা যেমন সূর্য্যকে অচেতন দেখি, তাঁহারা তাহাকে সে রূপে দেখিতেন না। সূর্য্য যেন জীবন্ত পুরুষ, তিনি স্বীয় ইচ্ছাতে কিরণ দান করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। আমরা যেমন মেঘকে বাষ্পরাশি বলিয়া তাহাতে ঈশ্বরের কৌশল উপলব্ধি করি, তাঁহারা মেঘকে সে প্রকারে দেখিতেন না; তাঁহারা গম্ভীর বজ্র বিদ্যুতের মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া বায়ু-চালিত মেঘে জীবন আরোপ করিতেন, মেঘ যেন জানিয়া শুনিয়া জল বর্ষণে মেদিনীকে শীতল করিতেছে। বৈদিক ঋষিরা তত্ত্ব-জ্ঞান অভাবে কেবল হৃদয়ের ভাবে এই প্রকারে কল্পিত দেবতার পূজা করিতেন। তাঁহারা সেই সকল দেবতাদিগের তুষ্টির জন্য ঋগ্বেদ হইতে স্তোত্র পাঠ যজুর্ব্বেদ প্রণীত যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং সাম বেদের সঙ্গীত দ্বারা তাঁহারদের পূজা করিতেন। পরে যখন তাঁহারা বাহিরের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে নিবৃত্ত করিয়া স্বীয় আত্মাকে দেখিতে পাইলেন, তখন সেই আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ বুঝিতে পারিলেন—সেই অবধি বেদান্ত-বিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইল। বেদেতে আত্মা শব্দ যেমন বিরল, উপনিষদ্ তেমনি আধ্যাত্মিক বিদ্যাতে পরিপূর্ণ। বাহিরের বিষয় যেমন খণ্ড খণ্ড, অন্তরের আত্মা তেমনি অখণ্ড। বাহিরের বিষয়ে বৈদিকের মন যত দিন নিবিষ্ট ছিল, যত দিন তাঁহারা আত্মাকে দেখিতে পান নাই; তত দিন সূর্য্য অগ্নি বায়ু প্রভৃতি সৃষ্ট বস্তুতে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের অর্চনা করিতেন। যখন তাঁহারা আত্মাকে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাইলেন, তখন তাহাকে একই দেখিলেন। তাঁহারা আমি বলিয়া যাহাকে জানিলেন, তাহা কখনই দুই নহে; আমি একই। সেই আত্মার অন্তরে আবার যখন পরমাত্মাকে দেখিলেন, তখন সকলের অন্তর্যামী ঈশ্বরকে একই অদ্বিতীয় বলিয়া জানিলেন। তখন ঋষিদিগের অন্তর হইতে এই মহাবাক্য উদ্ঘাটিত হইল। "যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ"। (তৈত্তিরীয়ো-

পরিষৎ) সেই এই যিনি পুরুষে, এই সেই যিনি আদিত্যে, তিনি এক। এই প্রকারে কালে কালে বেদ হইতে উপনিষদের, পরিমিত দেবতা হইতে অনন্ত পুরুষের জ্ঞান এই ভারত বর্ষে প্রচারিত হইল।

অতি পুরা কালে ভারত বর্ষে বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনা আরম্ভ হইয়া সেই সূত্র হইতে উপনিষদের সময়ে কি কি ফল ফলিয়াছে, তাহা এই বাক্যে বুঝা যাইতেছে। "সযশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ।" সেই এই যিনি পুরুষে এই সেই যিনি আদিত্যে, তিনি এক। যিনি আমার এই আত্মাতে আছেন, তিনি সেই স্বর্গেতে আছেন, তিনি এক। স্বর্গের অধিদেবতা ভিন্ন আর আত্মার অধিদেবতা ভিন্ন, এমত নহে; কিন্তু যিনি সেই স্বর্গের অন্তর্যামী, ও যিনি এই আত্মার অন্তর্যামী, তিনি একই। "একো বশী সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা" তিনি এক, সকলের বশী এবং সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা। ভারত ভূমির ধর্ম্ম-বীজ এই দেশের লোকের যত্নেই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, অন্য দেশের জল সিঞ্চন দ্বারা হয় নাই। ঈশ্বরকে স্বীয় আত্মাতে দেখ, ইহা উপনিষদের আদেশ। "একমেবাদ্বিতীয়ং" উপনিষদেই প্রকাশিত হইয়াছিল; ব্রহ্মের যে অনন্ত মঙ্গল ভাব, সে উপনিষদেরই ভাব। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শব্দ সর্ব্ব স্থান হইতে এই ক্ষণে যে মহানাদে সকলের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, ইহা অন্য কোন জাতির আশ্রয়ে উৎপন্ন হয় নাই। যে ধর্ম্মের ভাব ভারত ভূমিতে নিহিত ছিল, তাহাই আলোচনা দ্বারা প্রস্ফুটিত হইয়াছে। যখন ঋষিরা আপ্ত-কাম হইয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন, তখন এই ভারত বর্ষের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। তাঁহারা পরব্রহ্মকে অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ-রূপে প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান-তৃপ্ত হইলেন। "সং প্রাপ্যৈনমৃষয়োজ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানোবীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।" কিন্তু তখনকার ভয়ঙ্কর অজ্ঞান-তমসাবৃত লোক-সমাজের অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা সাধারণের মধ্যে সে জ্ঞান প্রচার করিতে উৎসাহী হইলেন না। তাঁহারা এই সামঞ্জস্য স্থাপন করিলেন। যাহারা গৃহী থাকিবে তাহারা যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপে পরিমিত দেবতার উপাসনা দ্বারা সময় যাপন করিবেক। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।" (বাজসনেয়-সংহিতোপনিষদ্) ইহ লোকে যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম-সকল অনুষ্ঠান করত শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবেক। এ প্রকার মনুষ্য যে তুমি তোমাতে যাহাতে অশুভ কর্ম্ম লিপ্ত না হয়, তাহার আর প্রকারান্তর নাই। যাঁহারা ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিবেন, তাঁহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে ভৈক্ষাচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনাতে রত থাকিবেন। "তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ) যাঁহারা ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তাঁহারা পুত্র-কামনা, বিত্ত-কামনা ও লোক-কামনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভিক্ষাচর্য্য অবলম্বন করেন।

যে কালে উপনিষদের রাজ্য আরম্ভ হইল, ঈশ্বরের জ্ঞান আবিষ্কৃত হইল, সে কালে অল্প লোকেই তাহা জানিবার উপযুক্ত ছিলেন। সাধারণের মধ্যে সে জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারিল না, কতিপয় উন্নত-ভাব-বিশিষ্ট লোকেই উপনিষদের মর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা সমুদায় সমাজের চূড়া-স্বরূপ, তাঁহারদেরই মধ্যে তাহা বদ্ধ রহিল। জন-সমাজের সেই নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্ঞান-সূর্য্য প্রবেশ করিতে পারিল না। অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীরাই উপনিষদের অধিকারী হইলেন। সাধারণের মধ্যে যেমন যাগ যজ্ঞ প্রচলিত ছিল, তাহাই থাকিল। সুতরাং উপনিষদের দ্বারা সাধারণের যে উপকার হওয়া, তাহা হইল না। যাঁহারা উপনিষদের অধিকারী হইলেন, তাঁহারা বরং বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত সামঞ্জস্য স্থাপন করিলেন। যাহারা একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মকে না জানিবে, তাহারা যাগ যজ্ঞ করুক। এখন যাহারা সত্য জানিতেছে, তাহারা যেমন তাহা কি প্রকারে প্রচার করিবে, ভাবিয়া আকুল হয়; তাঁহারদের সে উৎসাহ ছিল না। তাঁহারা সত্য লাভ করিয়া আপনারাই তৃপ্ত হইতেন, আপনারাই ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকিতেন। এই জন্য উপনিষদের নাম আরণ্যক। ইহা অরণ্যের ফল, গৃহী ব্যক্তির ইহাতে অধিকার নাই। আমরা যে সকল সত্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি, সেইটি তাঁহারা অতি যত্নে সাধারণ লোকের নিকট হইতে রক্ষা করিতেন। উপনিষদ কেবল অরণ্যে বসিয়াই পড়িতে হইবে, গৃহস্থের ঘরে তাহা পড়িতে নাই। "অরণ্যে তদধীয়ীত" (সায়নাচার্য্য ধৃত) অরণ্যে তাহা পড়িবেক। জনশূন্য হিমালয়ের চূড়াতে রত্নরাজি নিহিত থাকিলে যে রূপ হয়, সন্ন্যাসীদিগের হস্তে উপনিষদের সেই প্রকার ভাব ছিল। এক সময়ে ঋষিরা বাহ্য বিষয়ের শোভা সৌন্দর্য্যে অভিভূত ছিলেন, অগ্নি আদিত্যকেই পূজা করিতেন, বাহ্যিক আড়ম্বর দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা বাহ্য বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা স্বীয় আত্মাতে সত্য-স্বরূপ

পরমাত্মাকে দেখিলেন; কিন্তু যাঁহারা সেই সত্য জানিলেন, তাহা তাঁহারদেরই মধ্যে আবদ্ধ রহিল। আমরা এখন সেই ব্রহ্ম-জ্ঞান দ্বারা সমুদায় সংসারকে ভেদ করিয়া ব্রহ্মের পতাকা উড্ডীন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

সেই আদিম কাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত বৈদিক ধর্ম্ম ক্রমে উন্নত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পুরুষদিগের অধিকারে আমরা অধিকারী, এই আমারদের সৌভাগ্য। ভারত বর্ষ ধর্ম্মের কাষ্ঠা-ভাব। এখানকার প্রথম গ্রন্থ বেদ; তাহা ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য, অরুণ-কিরণের ন্যায় উত্থিত হইয়াছিল: তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে জ্ঞান রূপ সূর্য্যের প্রভা আমারদের আত্মাতে প্রকাশিত হইতেছে। সেই পুরা কালের পূর্ব্ব পুরুষদিগের বেদের মধ্য হইতে যে সকল সত্য পাইতেছি, তাহা অতীব আদরণীয়। পূর্ব্ব পুরুষদিগের পরিশ্রম আমরা ব্যর্থ করিতে চাহি না; তাঁহারদিগের পরিশ্রমের ফলের আমরা অধিকারী, তাহা আমরা গ্রহণ করিব। আমরা কিছু নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি না। চির কাল হইতে যে ধর্ম্ম উন্নত হইয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। জ্যোতির্ব্বিদ্যা কি আজি প্রকাশিত হইল? না চিকিৎসা-বিদ্যা আজ রচিত হইল? চির কালই যে বিদ্যা চলিয়া আসিতেছে, তাহাই উন্নত ভাবে অদ্য দণ্ডায়মান হইয়াছে। তেমনি ভারত ভূমিতে যে ধর্ম্ম চির কাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাই আজ উন্নত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে পরিণত হইয়াছে। আমরা কি পূর্ব্বকার আচার্য্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনারদের জয় ঘোষণা করিতেছি? আমরা আরো নত হইয়া বলিতেছি যে যদি উপনিষদের মধ্যে এমন স্বর্গীয় মহাবাক্য সকল না পাইতাম, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের এ প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নত ভাব হইতে পারিত না। এক সময়ে ঈশ্বর সত্য প্রকাশ করিয়াছেন, আর এক সময়ে করেন নাই, এমন তো নহে। এই পৃথিবীর অবস্থানুসারে তিনি চির কাল সত্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। পৃথিবীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মেরও উন্নতি হইতেছে। কেবল বেদ হইতে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্য পাইতেছি, এমনো নহে, সকল স্থান হইতেই সাহায্য পাইতেছি। যত ধর্ম্ম আছে, সকল ধর্ম্ম হইতে সাহায্য পাইয়া তাহারদের উপরে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে। বেদেতে পরিমিত দেবতার উপাসনা ছিল, উপনিষদে একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনা কেবল অরণ্যে অরণ্যে হইত, এখন সেই উপাসনা ঈশ্বরের প্রসাদে প্রতি গৃহে প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। যাহা দেখিয়া পূর্ব্ব কালের ঋষিরা সত্য প্রচারে ভীত হইয়াছিলেন, সেই অজ্ঞান-অন্ধকারকে ভেদ করিয়া ঈশ্বরের সত্য-কিরণ প্রকাশ করিতে হইবে, এই আমারদের সঙ্কল্প। সিদ্ধি-দাতা বিধাতা আমারদের এই সংকল্প সিদ্ধ করুন।

যেমন খনি-মধ্যে প্রস্তর হইতে রত্নকে উদ্ধার করিতে হয়, তেমনি বেদ বেদান্ত মহাভারত পুরাণ হইতে রত্ন বাছিয়া লইতে হইবে। সকলি যে গ্রহণ করিতে হইবে তাহাও নহে; সকলি যে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাও নহে। বেদ বেদান্ত মহাভারতাদি পূর্ব্বতন শাস্ত্র-সকল আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ধর্ম্মের সকল তত্ত্বই তাহাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আবার যেমন ভারত ভূমিতে সকল প্রকার পুস্তক অপেক্ষা ধর্ম্মের পুস্তক অধিক, তেমনি প্রতি জনের ভাব আলোচনা করিয়া দেখিলে ধর্ম্মের ভাব অধিক দেখিতে পাই। আমরা যদি দেশীয় ধর্ম্ম-ভাব রক্ষা করিয়া দেশের উন্নতি সাধন করি, তাহা হইলেই দেশের মঙ্গল হইবে; যদি অন্য দেশের আসুরিক ভাব এ দেশে আরোপ করিতে যাই, তাহা হইলে দিন দিন আরো ইহার অধোগতিই হইবে। ভদ্রতা বিনয় প্রীতি দয়া প্রভৃতি হৃদয়ের ভাব যত আমারদের মধ্যে নিহিত আছে, এমত আর কোন দেশেই নাই। আমারদের যে সকল সভ্যতার ভাব, পবিত্রতার ভাব, তাহা রক্ষা করিয়া যদি আপনারদিগকে উন্নত করিবার অভিলাষ করি, তাহা হইলেই আমরা কৃতকার্য্য হইব। অন্য দেশের ভাব এ দেশে আরোপণ না করিয়া আপনারদেরই হৃদয়ের সহজ ভাবে ইহাকে উন্নত কর, সর্ব্ব প্রকারে দেশের মঙ্গল হইবে। পৃথিবীর মধ্যে বঙ্গ ভূমির প্রতি সকলেরই অনাদর, ইহাকে কেহই আদর করে না। যদি সত্য ধর্ম্মে ইহাকে উন্নত করিতে পারি, যদি ঈশ্বর-প্রসাদে ব্রাহ্মধর্ম্ম এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এই বঙ্গ ভূমি আবার সকলেরই আদরণীয় হইবে। অতএব হে ভদ্র বিদ্বজ্জন বঙ্গবাসীরা! তোমরা এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে অবহেলা করিও না, এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে অবহেলা করিও না।

DISCOURSE

AGAINST

HERO-MAKING IN RELIGION.

For more than twenty years we have been made familiar with the phrase Hero-Worship. It has been applied not only in the regions of politics and literature, but in religion, as the phrase itself strictly claims. We have been told, from very opposite quarters, that the excellence, as well as the characteristic, of the Christian religion turns on its venerating a personal hero in Jesus of Nazareth. Many who regard Jesus as a mere man, yet insist upon inscribing themselves his servants and followers, and on so wedding their honour for him with their adoration to God most high, as systematically to incorporate the two. Nay, some who utterly disown allegiance to Jesus—who think him to have taught many things erroneously, and to have had nothing supernatural in his character, in his powers, in his knowledge, in his virtue, in his birth, or in his communications with God—still maintain that he is fitly called the Regenerator of mankind, and ought to receive—I know not what, acknowledgement—as our Saviour. It appears then not superfluous to bestow a little space on the treatment of this question.

I need hardly observe that personal qualities alone in *no* case constitute a hero. Action and success must be added; and action cannot succeed until the times are ripe. No one knows this better than the true hero. True genius is modest in self-appreciation and is fully aware how many other men could have achieved the same results if the same rare conjuncture of circumstances had presented itself to them. Men of genius are fewer than common men, but they are no accident. God has provided for their regular and continuous recurrence; their birth is ordinary and certain in every nation which is counted by millions. The same is true in every form of mental pre-eminence, whether capacity for leadership, or genius for science, or religious and moral susceptibility. Religion, separate from morals, is, of course, only fanaticism. We venerate religion only when built upon pure morals. Moral religion is notoriously a historic growth, and has depended on traditional culture at least as much as what is specially called science; and its progress is not more wayward and arbitrary than that of science, if the whole of human history be surveyed. The present is ever growing out of the past, with a vigour and a certainty which never allow the fortunes of the race to be seriously dependent on any individual. Each of us is, morally as well as physically, a birth out of antecedents. From childhood we are tutored in right and wrong, not only by professed teachers, but by all elder persons who are around us. Improper deeds or words of a child are reproved by a servant, or by an elder brother, or even by a stranger, as well as by a parent or a priest. We imbibe moral sentiment, as it were, at every pore of our moral nature; nor do we often know from whom we learned to abhor *this* course of conduct and to love *that*. Hence no wise man will claim originality for his moral judgments or religious sentiments. A foolish dogma, a fanciful tenet, may easily be original; but a pure sound truth is more likely to have been old. To prove its novelty is impossible, and certainly could not recommend it; on the contrary, the older we can prove it to have been, the greater its ostensible authority. For these reasons, in the theory of morals and religion, a claim of originality can seldom or never be sustained; in this whole field the question is less what a man has taught, than what he has persuaded others. Hundreds of us may have said, truly and wisely: "It is a great pity that Mahomedans, Jews, and Christians of every sect will not unlearn their dissensions, and blend into one religious community." The sentiment must once have been even new; yet its utterance could never have earned praise and distinction. But if any one devoted his life to bring about such union, and succeeded in it, we should undoubtedly regard him as a moral hero; though (as just said) no one *could* succeed, until the fulness of time arrived and the crisis was seized judiciously.

Thus, in discussing the claims put forth for special and indeed exclusive honour to the name of Jesus, we have to consider, not so much what he said, or is said to have said, as what he effected, what impression he actually produced by his life and teaching; what great, noble, abiding results his energies originated and bequeathed. The moment we ask, What are the facts? we seem to be plunged into waves of most uncertain controversy; into discussions of literature unsuitable for short oral treatment. Yet, before the present audience, I may with full propriety claim as admitted that which greatly clears our way. I presume you to know familiarly, that the picture of Jesus in the fourth gospel is essentially irreconcilable with that in the three which precede, and is neither trustworthy nor credible. The three first gospels, taken by themselves, do present a character, a moral picture, sufficiently self-consistent and intelligible to reason about. But our present question (allow me carefully to insist) is NOT, Do we see in Jesus a remarkable man, a gifted peasant, a dogmatist by whom we may profit, whose noble sentiments we may admire or applaud? but rather, Do we find one who dwarfs all others before and after him? one to whose high superiority sages and prophets must bow; before whom it is reasonable and healthful for those who have a hundredfold of his knowledge and breadth of thought to take the place of little children? Or, at least, Has Europe and the world (as a fact) learned from him what it was not likely to learn without him? Is that TRUE which is dinned into our ears, that Christendom has imbibed *from him* a pure spiritual, large-hearted, universal religion, adapted to man as man, cementing mankind as a family and ennobling the individual by a new and living Spirit, unknown to the philosophies, unknown to the priesthoods, untaught by the prophets, before him?

Even if we had no insight as to the comparative value of the several gospels, one broad certainty affords solid ground to plant the foot upon. The positive institutions and active spirit of the first Christian church are notorious and indubitable. On learning what the Apostles established in their Master's name within a few weeks of his death, we know with full certainty *what they had understood him to teach*, what impression he actually produced, what was the real net result of his life and preaching: and this, in fact, is our main question. Now, it is true beyond dispute—it is conceded by every sect of Christians—that in the first Christian church the Levitical ceremonies were maintained with zealous rigour, and that its only visible religious peculiarity consisted in community of goods. The candidate for baptism professed no other creed but

that Jesus was Messiah; and the obedience of the disciple to the Master was practically manifested in the sudden renunciation of private property. This ordinance was not, in theory, compulsory; but, while the fervour of faith was new, it was enforced by the public opinion of the church so sharply, as to tempt the richer disciples to hypocrisy. The story of Ananias and Sapphira is full of instruction. They did not wish to alienate *all* their goods, though they were willing to be very liberal. In deference to the prevailing sentiment, they sold property and gave largely to the church; yet were guilty of keeping back *a part* for themselves secretly. For this fraud (according to the legend) they were both struck dead at the voice of Peter! Such a legend could not have arisen, except in a church which regarded absolute Communism as the characteristic Christian virtue. Higher proof is not needed that Jesus established this duty as the touchstone of discipleship; but, in fact, the account in the three gospels tallies herewith perfectly. Jesus there mourns over a rich young man, as refusing the law of PERFECTION because he hesitates to sell all his goods, give them to the poor, and become a mendicant friar. When his disciples, commenting on the young man's failure to fulfil the test, say: "Lo! we have left all and followed thee: what shall we have therefore?" Jesus in reply promises, that, in reward for having sacrificed to him the gains of their industry and abandoning their relatives, they shall sit upon thrones, and judge the twelve tribes of Israel. (In passing I remark, that the idea of such a reward for such a deed is shocking to a Pauline Christian.)

The Jerusalem church was, alone of all churches, founded by the chosen representatives of Jesus on the doctrine of Jesus himself, while the remembrance of that doctrine was fresh. It was a special community, not unlike a "religious order" of modern Europe; and could not be discriminated, by Jews any more than by Romans, from a Jewish sect. In the next century, those who seem to have been its direct successors were called Ebionite heretics by the Gentile Christians. When Paul, who ostentatiously refused to learn anything from the actual hearers of Jesus, had put forth what he calls "his own" gospel, namely, "the mystery that Gentiles were to be fellow-heirs" without Levitical purity—he brought on himself animosity and violent opposition from the Christians of Jerusalem, who were the historical fruit of Jesus' own planting. When Paul was in Jerusalem, one of the leaders called his attention to the fact that while many thousands of Jews were believers, they were "all zealous of the law;" he therefore advised him to pacify their misgivings and suspicions of him, by performing publicly certain Judaical ceremonies. Paul obeyed him: nevertheless, no such conformities could atone for his offence in teaching that Gentiles, while free from the law, were equal to the Jews before God; and Paul to his last day experienced enmity from the zealous members of that church. His relations to the other Apostles we know by his own account to have been certainly cold. He seems to be personally pointed at in the Epistle of James, as "a vain man," who preaches faith without works; while he himself (as he tells us) publicly attacked Peter at Antioch as a dissembler and weak truckler to Jerusalem bigotry. When, from first to last, the doctrine of the church at Jerusalem was sternly Levitical, it is quite incredible that Jesus *ever* taught his disciples the religious nullity of Levitical ceremonies, and the equality of Gentiles with Jews before God. But why need I argue about this, when it is distinctly clear on the face of the narrative? In the book of Acts the idea, that "God is no respecter of persons"—or of nations—breaks upon the mind of Peter as a new relation, and is said to have been imparted by a special vision. It is not pretended that Jesus had taught it; nor does Paul, in any of his controversies against Judaism, dare to appeal to the authority and doctrine of the earthly Jesus as on his side. In fact, in the Sermon on the Mount, as also in a passage of Luke (XVI. 17), Jesus declares that he is not come to destroy the law; and that "Rather shall heaven and earth pass away, than shall one *tittle* of the law, fail." I am, of course, aware that Christian theologians would have us believe that Luke is here defective, and that the words in Matthew, "Until all be fulfilled," mean "Until my *death* shall fulfil all the *types*." But this would make Jesus purposely to deceive his disciples by a riddle. This is indeed worse than trifling, and a gratuitous imputation on the teacher's truthfulness. He must have known how he was understood. They supposed him to mean that Levitism was eternal; and he did not correct the impression. It was then the very impression which he designed to make simply and truthfully; and the disciples, one and all, rightly understood him, and knew it well.

The verse which follows in Matthew clenches the argument, although (I see I must in candour add) I do not believe that Jesus spoke it in exactly this form. Nevertheless, it emphatically shows how the writer interpreted the verse preceding. For he makes Jesus to add. "Wherefore, whosoever shall break one of these least commandments, and *shall teach me so*, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven." I find myself unable to doubt that these words were written to mean: "Wherefore, one like *Paul*, who breaks the Levitical ceremonies, and teaches the Gentiles to break them, is least in my kingdom; but *James*, and the Apostles in Jerusalem, who do and teach them, are great in my kingdom." The intensity of feeling on this subject was such, that the Jewish Christians easily believed Jesus to have prophetically warned them against Paul's error. Be this as it may, the formula, "break one of these least commandments, and teach men to break it," is in contrast to "fulfilling the law," and distinctly shows that "fulfilling the law" refers to *doing* and *enforcing* even the least commandments.

The Jerusalem church was the product (and, as far as we know, the only direct product) of the teachings of Jesus. Of its sentiment we have an interesting exhibition in the epistle of James; in whom we see a high and severe moralist, pure and exacting, full of righteous indignation against the oppression of the poor by the rich, and against all haughtiness of wealth. He does not treat all private property as unchristian;—but only large property. Evidently no rich man could have seemed venerable to the chief saints in that Church. He assumes the guilt of all rich men, and announces misery about to come on them, as does Jesus in the parable of Lazarus: nevertheless, in him all the harshest parts of Jesus' precepts have been softened by the trial of practical life. In fact, this epistle is much in the tone of the very noblest of the Hebrew prophets. As with them, so in him, the moral element is wholly predominant, and nothing ceremonial obtrudes itself. Nay, what is really re-

markable, he calls his doctrine the "perfect law of liberty;" so little did those ceremonies oppress him, to which from childhood he had been accustomed. Let due honour be given to this specimen of the first and only genuine Christianity; yet it is difficult to find anything that morally distinguishes it from the teachings of an Isaiah or a Joel. There is certainly a diversity; for the political elements of thought have disappeared, which under the Hebrew monarchy were prominent. The great day of the Lord was no longer expected to glorify the royalty of Jerusalem and its national laws: and in this diversity lay the germ of great changes.

It would be absurd to censure an epistle because it is not a ritual, or to demand in it the fervours of spirituality found in this or that psalm. Nevertheless, in the present connection, I must claim attention to the fact that neither the three Gospels nor the epistle of James have ever been in high favour with that Calvinistic or Augustinian school which most nearly represents Paul to the moderns. To bring out the argument in hand more clearly, allow me to make a short digression. Morality requires both action and sentiment. No reasonable teacher can undervalue either: yet some moral teachers press more on action, and are said to preach duty and work, and even make a duty of sentiment, laying down as a *command* that we shall love God, love our neighbours, love not ease, love not self. Other teachers endeavour to excite, foster, and develop just sentiment, and trust that it will generate just action; possibly they even run into the error of shunning definite instruction as to what action is good. Finite and one-sided as we are, two schools naturally grow up among teachers, who may be classed as the preachers of duty and the preachers of sentiment; but perhaps, if the question be distinctly proposed to the ablest men of either school, "Do we learn action from sentiment, or sentiment from action?" they would alike reply (as in substance does Aristotle) that both processes necessarily co-exist. From childhood upward, right action promotes right feeling, and right feeling generates or heightens right action. There is no real or just collision of the two schools. Nevertheless, as a fact of human history ...sily explained, the preaching of duty and of outward action gains everywhere an early and undue ascendency, perhaps especially where morals and religion are taught by law, which deals in command and threat. The rude man and the child are subjected to rule more or less arbitrary; and it is only when intellect rises in a nation or in an individual that the spiritual side of morals receives its proportionate attention. In Greek history, we know the ...t in the philosophy of Socrates and Plato. Among the Hebrews, a secular increase of spiritual... in the highest teachers will probably be conceded by critics of every school to have gone on from the time of the judge Samuel to the writer ...m whom came the last twenty-seven chapters of ...iah. The characteristic difference of the Greek and the Hebrew is this: that, however spiritual the Greek morality might be, it seldom blended with religion; and (with exceptions perhaps only to be found under Hebrew influences, as at Alexandria) the moral affections found no place in religion at all. ...w it has been recently asserted by a Theist, that ...s to Jesus that we owe that regeneration of religion, which makes it begin and grow *from within*. ...is not (it is said) "a mere teacher of pure ...ics;" but "his work has been in the *heart*. He transformed the Law into the Gospel. He has ...nged the bondage of the alien for the liberty of the sons of God. He has glorified virtue into holiness, religion into piety, and duty into love." Hence it is inferred that "his coming was to the life of humanity what regeneration is to the life of the individual."*

Deep as is my sympathy with the writer from whom I quote, I am constrained to say that every part of the statement appears to me historically incorrect. It does, in the first place, violent injustice to the Hebrews who preceded Jesus. Did *he* first "glorify virtue into holiness"? Nay, from the very beginning of Hebraism this was done—at least as early as Samuel. Did *he* first "glorify religion into piety"? Is there then no piety in the 42nd Psalm? in the 63rd? in the 27th? in the 23rd? Nay, I might ask; from what utterance of Jesus can piety be learned by the man who cannot learn it from the Psalms? Holiness and piety appear to me to have been taught and exemplified quite as effectively before Jesus as since. Surely in the *religion* of the psalmists *piety* dominated, as much as in Fenelon or in the poet Cowper. But finally I have to ask, "Did Jesus glorify duty into love"? And, in order to reply, I turn to the three gospels, as containing our best account of what he taught.

A phenomenon there very remarkable is the severity with which Jesus enforces as duty the most painful renunciations; and the contempt with which he rejects anything short of immediate obedience to his arbitrary demands. I know not whether the narrators have overcoloured him; but they give us, on the one side, examples of prompt obedience to the command, "Follow me:" first, in Andrew and Peter; next, in James and John; who "immediately left the ship *and their father*, and followed him." This is afterwards praised as highly meritorious. On the other side, when Jesus says to a man, "Follow me," and receives the reply, "Lord suffer me first *to go and bury my father*," Jesus retorts: "Let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. Another also said, Lord, I will follow thee, but let me *first go and bid them farewell* which are at home in my house. And Jesus said unto him, No man, having put his hand to the plough and looking back, is fit for the kingdom of God." The peremptory command to abandon their parents, not bury a dead father, and not even say a word of farewell to the living is perhaps a credulous exaggeration of the writers; yet it is in close harmony with the whole account, and with the declaration, "He that hateth not his father and mother, and wife and children, cannot be my disciple:" for evidently the following of Jesus, as interpreted and enforced by himself, involved an abandonment (perhaps to starvation) of these near relatives. It is not my purpose to dwell now on the right or wrong of such precepts but on the imperious tone in which they are imposed *from without*, not the slightest attempt being made to recommend them to the heart or understanding. Again, in perfect harmony with the same is the reply, already adduced, of Jesus to the rich young man, who comes to ask, "What shall I do that I may inherit eternal life?" The opportunity was excellent to set forth that no outward actions could

---

* I quote from the striking treatise of my friend Miss Cobbe, called "Broken Lights." The whole protest against M. Renan, of which the words above are the summary, should be read to understand their relation. I am authorized to say that she has not even the remotest wish to make honour to Jesus part of *religion*; she intended to write as a *historian* only.

bring eternal life, but that such life was an interior and divine state, to be sought by love and faithfulness. Instead of spiritual instruction, Jesus gives a crushing arbitrary command: "If thou wilt be perfect, go, sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven; and come and follow me." Does such a teacher build *from within* by implanting Love? Does he act upon Love at all, or rather on selfish ambition? He deals in hard duty and fierce threat; commands too high, and motives too low; thoughts of reward; promises of power; salvation by work; investment of money for returns beyond the grave; prudential adoption of virtue, which may soften judgment, win promotion, deliver from prospective prison and hell fire: topics which at best are elements of Law, as opposed to Gospel. In the opinion of an increasing fraction of the most enlightened Christians, the most noxious element in the popular creed is the internal Hell: stronghold of this doctrine is in the discourses of Jesus. But what of Faith? If Faith be a purely spiritual movement, which cleaves to Goodness and Truth for its own sake, and without regard to selfish interest, it is hard to say in what part of the three gospels it is found. In the mind of Jesus all actions seem to stand in the closest relation to the thoughts of *punishment* or *reward* on a great future day. To lose one's soul means, to be sentenced when that day shall come; cutting off a sin means, escaping mutilation from a future hell. In a religion practically moulded on these discourses, calculation of what we shall hereafter *get* by present obedience inheres as a primary essence. The only faith which Jesus extols, is, faith to work miracles, and faith that he is Messiah and can work them. Inquiry is frowned down and sighed over as unbelief. Power to forgive sin is claimed by him; and, when this is reproved as impious in a human teacher, the claim is marvellously justified by identifying forgiveness with cure of bodily disease. Add to this the grant of miraculous powers to the Seventy, and a delegation of power to forgive is made out at which Protestants may well shudder. In another place (Luke vii 4,5) Jesus declares forgiveness of sin to be earned by personal affection to himself; but I am bound to add that, on special* grounds, I do not believe the account.

* The narrative in Luke vii 37—50 seems to be an inaccurate duplicate of that in Matt. xxvi. 6. Mark xiv. 3, John xii. 3; which nearly agree as to time and place—viz., it was in Bethany, a little before the last Passover. Matthew and Mark say, it was in the house of Simon the leper: Luke says, of Simon the Pharisee. John calls the woman Mary of Bethany, sister of Lazarus and of Martha: Luke says, a woman notorious for sin. I will here remark, that discussion on the behaviour of Jesus to woman of ill fame, which is called "delicate," "beautiful," "characteristic," &c., appears to me wholly without basis of fact. Those who allow no historical character to the discourses in John will not quote John iv. 16—19, nor John viii. 1—11, against this remark: and nothing remains but Luke vii. 37—50. the fair fame of Mary Magdalene has been blasted by believing this story in Luke, and then identifying her with the woman.

I will add that many who must know seem to forget, that no Greek philosopher—neither an Anaxagoras nor a Zeno, to say nothing of Socrates, Plato, Aristotle, Cicero, Seneca—would ever have felt crude or unjust severity towards a woman's faults. If English sentiment sometimes appear harsh against woman who have made a trade of themselves, is it not because sins which are gainful to the sinner are more inveterate and more contagious than sins which impoverish him?

Luke has in some parts added softer touches to Jesus, and gives us two fine parables which it is astonishing that Matthew and Mark omit, while they retail so many that are monotonous; yet even Luke I seek in vain for anything calculated to implant in the heart a sense of freedom; to excite willing service; or to cherish spiritual desire, gratitude and tranquil love, careless of other reward than love itself. In fact, Luke is sometimes harsher than Matthew. Thus, in vi. 20, "Blessed be ye *poor*, for yours is the kingdom of God. Blessed are ye *that hunger now*, for ye shall be filled. . . But *woe unto you that are rich; for ye have received your consolation. Woe unto you that are full; for ye shall hunger. Woe unto you that laugh now; for ye shall mourn and weep.*" So indiscriminating and thoughtless are devotees, that such doctrine meets with the same theoretic glorification as the essentially different version of Matthew: "Blessed are the poor *in spirit*. . . Blessed are ye who hunger and thirst *after righteousness*." If Matthew be correct and Luke wrong, Luke has foisted upon Jesus curses against rich and mirthful men in contrast to the blessings on poverty and weeping: but if the curses came from the lips of Jesus, Luke gives the opposite clauses justly; in which case Matthew has improved monkish into spiritual sentiment. It would be a hard task to prove Luke's version out of harmony with the constant doctrines of Jesus. To borrow Calvinistic phraseology, and (if my memory serves me) the very words of a Pauline spiritualist: "The three gospels may be read in the churches till doomsday, without converting a single soul." The spiritual side of Christianity, inherited from the Hebrew psalmists, *not* from Jesus was diffused beyond Judæa first by the Jewish synagogues, next by the school of Paul to whom the school of Jesus was in fixed opposition, preaching works and the law, while Paul preaches the Spirit and faith. "Though I give all my goods to feed the poor," says Paul, "and give my body to be burnt, and have not charity, I am nothing." How vast the contrast hear to the doctrine of Jesus: Every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my name's sake, shall receive a hundredfold, and *shall inherit eternal life*." To make ascetic sacrifice for the honor of Jesus was indeed a surpassing merit in his eyes, unless the most important discourses, even in these three gospels extravagantly belie him. I am unable to discover on what just ground the opinion stands that the character of Jesus is less harsh, and his precepts less sourly austere than those of John the Baptist. Little as we are told of the latter (all of which is honourable), the two must have had close similarities. Let it be remembered that Apollos is spoken of in the Acts of the Apostles as "instructed in *the way of the Lord*, and fervent in spirit, and teaching diligently *the things of the Lord*," while he "knew only the baptism of John." So also Paul falls in with "certain disciples" at Ephesus, who pass as Christians, yet he presently discovers that they also know only John's baptism. It seems therefore evident, that the two schools had nothing essential to divide them, and were intimately alike. When, on the other hand, the sharp opposition of the Pauline doctrine to that of James and the church of Jesus at Jerusalem is duly estimated, some may think that certain words put into the mouth of John the Baptist will become less untrue if changed as follows: "I indeed *and Jesus* baptize you with water unto repentance and poverty; but *Paul* shall baptize you with the Holy

Spirit and with fire." Be that as it may—give as little weight as you please to Paul's strong points—press as heavily as you will on his weak side, out of which came the worst part of Calvinism—the fact remains, that Jesus did not teach Christianity to the Gentiles, or declare them admissible to his church without observing Mosaism; and that to the Jews themselves he preached merely severe precepts, ethical or monkish, with a minimum of what can be called Gospel;—precepts, on which a religious order might be founded, but totally unsuitable for a world-wide religion.

When people calmly tell me that Jesus first established the brotherhood of man, the equality of races, the nullity of ceremonies; that he overthrew the narrowness of Judaism; that he found a national, but left a universal religion; found a narrow-minded ceremonial, and originated a spiritual principle;—I can do nothing but reply that every one of these statements is groundless and contrary to fact. What his disciples never understood him to teach, he certainly did not teach effectually. It is childish to reply that the fault lay in the stupidity of the twelve Apostles. What! could not Jesus speak as plainly as Paul did? Surely, the more stupid the hearer, the more plainly the teacher is bound to speak. If Jesus *had* so spoken, never could want of spirituality in the hearer have made the words unintelligible. Did only the spiritual understand Paul when he proclaimed the overthrow of ceremonies? Could the most stupid of mortals have failed to understand Jesus also, if he had avowed that the Levitical ordinances were a nullity and Gentiles the religious equals of Jews? I may seem to insult men's intellect by pressing these questions; but do not *they* rather insult *our* intellect? For they would have us believe Jesus to have originated doctrines which are the very opposite of all that his actual hearers and authorized expounders established as his, before there was time for his teaching to fade from their memory and to be modified by novelties supervening.

I have called the primitive church of Jerusalem the only direct product of Jesus. Do I deny that Jesus bore any part *at all* in setting up the creed known in Europe as Christianism? I wish I could wholly deny it. Gladly would I relieve his memory of *all* responsibility for dogmas, whence proceed far more darkness and weakness of mind, confusion, bitterness, and untractable enmities, than his moral teaching can ever dispel; dogmas which as effectually break up good men into hostile sects, with fixed walls of partition between them, as ever did the ceremonialism which he is falsely imagined to have destroyed. But, hard as it is to know how much of the gospels is historical, I suppose that no one for three centuries at least has doubted that Jesus avowed himself to be MESSIAH, at first privately, at last ostentatiously; and was put to death for the avowal. If so much be historical, we are on firm ground. There is then no room for transcendental philosophies and imaginative theories, as to what authority and honour Jesus was claiming. The Jews of that day familiarly understood that Messiah was to be a Prince from Heaven, who should rule and judge on earth. As to the great outlines of his character and power, manifestly there was no dispute. If the popular notions on this subject were wrong, the first business with Jesus must have been to set them right. But he never discourses against them, nor shows alarm lest he be thought to claim supernatural dignity and lordship; nor could his riding triumphantly on the ass, amid shouts of "Hosanna to the Son of David!" have been intended to discourage the belief that he was to exercise temporal as well as spiritual royalty. The learned and the vulgar were in full agreement that Messiah was to be a supreme Prince and Teacher to Israel, Judge and Lord of all nations: but the rulers regarded it as impious, criminal, and treasonable to aspire to this dignity while unable to exhibit some miraculous credentials. The fixed belief concerning Messiah was gathered, not only from our canonical prophets but also from the book called. "The Wisdom of Solomon" (which was in the Greek Bible of Paul and other Hellenist Jews), and still more vividly from the book of Enoch, which Jude and Peter quote reverentially, and Jude ascribes to the prophet Enoch, the seventh from Adam. With the discovery of that book early in this century a new era for the criticism of Christianity ought to have begun; for it is evidently the most direct fountain of the Messianic creed. The book of Mormon does not stand alone as a manifest fiction which had power to generate a new religion: the book of Enoch is a like marvellous exhibition of human credulity. A recent German critic has given the following summary of its principal contents:—"It not only comprizes the scattered allusions of the Old Testament in one grand picture of unspeakable bliss, unalloyed virtue, and unlimited knowledge: it represents the Messiah has both King and Judge of the world, who has the decision over everything on earth and in heaven. He is the Son of Man who possesses righteousness; since the God of all spirits has elected him and since he has conquered all by righteousness in eternity. He is also the Son of God, the Elected one, the Prince of Righteousness. He is gifted with that wisdom which knows all secret things. The Spirit in all its fulness is poured out upon him. His glory lasts to all eternity. He shares the throne of God's majesty: kings and princes will worship him, and will invoke his mercy."* So much from the book of Enoch: which undoubtedly was widely believed among the contemporaries of Jesus. How much of the self-glorifying language put into the mouth of Jesus was actually uttered by him it is impossible to know. There is always room for the opinion that only later credulity ascribed this and that to him—that (for instance) he did not really speak the parable about the sheep and goats, representing himself as the Supreme Judge who awards heaven or hell to every human soul. But it remains, that this parable distinctly shows the nature of the dignity which Jesus was supposed to claim in calling himself Son of Man; and, even if we arbitrarily pare away from his discourses this and other details in deference to Unitarian surmise, we still cannot get rid of what pervades the whole narrative, that Jesus from the beginning adopted a tone of superhuman authority and obtrusion of his own personal greatness, with the title "Son of man," allusive both to Daniel and to the book of Enoch. According to Daniel, one like unto a Son of Man will come in the clouds of heaven to receive eternal dominion over all nations. It is impossible to doubt, that, in the mind of those to whom Jesus spoke, the character of Messiah implied an overshadowing supremacy, a high leadership over Israel, and hereby

* I quote from a summary of the book of Enoch by the German theologian Kalisch, given in Bishop Colenso's Appendix to his 4th volume on the Pentateuch.

over the gentile, who were to come and sit at Israel's feast: a religious and, as it were, princely pre-eminence, which only one mortal could receive, who by it was raised immeasurably above all others. If he did not intend to claim this, it was obviously his first duty to *disclaim* it, and to warn all against false, dangerous, or foolish conceptions of Messiah; to protest that Messiah was only a teacher, not a prince, not a divine lawgiver, not a supreme judge sitting on the thorne of God and disposing of men's eternal destinies. Nay, why claim the title Messiah at all, if it could only suggest falsehood? Since he sedulously fostered the belief that he was Messiah, without attempting to define the term, or guide the public mind, he could only be understood, and must have wished to be understood, to present himself as Messiah in the popular, notorious sense. If he was really this, honour him as such. If his claim was delusive, he cannot be held guiltless.

Every high post has its own besetting sin, which must be conquered by him who is to earn any admiration. A finance minister, who pilfers the treasury, can never be honoured as a hero, whatever the merits of his public measures. A statesman or prince, entrusted with the supreme executive power, ruins his claims to veneration if he use that power violently to overthrow the laws. Such as is the crime of a statesman who usurps a despotism, such is the guilt of a religious teacher who usurps lordship over the taught and aggrandizes himself. It is a bottomless gulf of demerit, swallowing up all possible merit, and making silence concerning him our kindest course, if only his panegyrists allow us to be silent. A teacher who exalts himself into our Lord and Saviour and Judge, leaves to his hearers no reasonable choice between two extremes of conduct. Whoso is not with him is against him. For we must either submit frankly to his claims, and acknowledge ourselves little children,—abhor the idea of criticizing him or his precepts, and in short become morally annihilated in his presence;—or, on the opposite, we cannot help seeing him to have fallen into something worse than ignominy.

I digress to remark, that a teacher supposed by us to be the infallible arbiter of our eternity would detain our minds for ever in a puerile state if he taught dogmatically, not to say imperiously. If he aimed to elicit our own powers of judgment, and not to crush us into submissive imbecility, the method which Socrates carried to an extreme appears alone suited to the object; namely, to refrain from expressing his own decisions, but lay before the hearers the material of thought half-prepared, and claim of them to combine it into some conclusion themselves. In fact, this is fundamentally the mode in which the Supremely Wise, who inhabits our infinite world, trains our minds and souls. His greatness does not oppress our faculties, because it is ever silent from without. Displaying before us abundantly the materials of judgment, he elicits our powers; never commanding us to become little children, but always inviting our minds to grow up into manhood. But, if there were also an opposite side of teaching healthful to us—if it were well to start from dogmas guaranteed to us from heaven, which it is impiety to canvass—then the matter of first necessity would be, that the uttered decrees to which we are to submit should be free from all enigma, all extravagance of hyperbole, all parable, dark allusion, and hard metaphor, all apparent self-contrariety; and, moreover, that we should have no uncertainty what were the teacher's precise words, no more mutilated reports and inconsistent duplicates, but a reliable genuine copy of every utterance on which there is to be no criticism. To sum up, I will say: Nothing can be less suited *to minister the Spirit* and train the powers of the human soul, than to be subject to a superhuman dictation of truth; and nothing could be more unlike *a divine law of the letter*, than the incoherent, hyperbolic, enigmatic, inconsistent fragment of discourses given to us unauthoritatively as teachings of Jesus.

But I return to my main subject. I have shown what conclusions seem inevitable, as soon as we cease to believe that Jesus is the celestial Prince Messiah of the book of Enoch, popularly expected in his day. To lay stress on his possession of this or that gentle and beautiful virtue is quite away from the purpose. Let it be allowed that Luke has rightly added this and that soft touch to the picture in Matthew and Mark. Let it be granted that the nobler as well as the baser side of the Jerusalem church came direct from Jesus himself. Whether any of the actual virtues of European Christians have been kindled from fires which really burnt in Jesus, it appears to me impossible to know. The heart of Paul gushed with the tenderest and warmest love, and he believed *Christ* to be its source. But the Christ whom he loved to glorify was not the Christ of our books, which did not yet exist; nor a Christ reported to him by the Apostles, to whom he studiously refused to listen; but the Christ whom he made out in the Messianic Psalms, in parts of Isaiah, in the apocryphal book called Wisdom, and perhaps also in the book of Enoch. With such sources of meditation and information open, the personal and bodily existence of Jesus was thought superfluous by a number of Christians considerable enough to earn denunciations in the epistles of John. A great and good man, Theodore Parker, tells me that it would take a Jesus to invent a Jesus. I reply, that, though to invent a Jesus was undoubtedly difficult, to colour a Jesus was very easy. The colouring drawn from a suffering Messiah was superimposed on Jesus by the perpetual meditation of the churches, which, after he had disappeared, sought the Scriptures diligently, NOT to discover whether Jesus was Messiah, which was already an axiom, BUT to discover *what*, and what sort of a person, Messiah *was*. According as the inquirers studied more in one or in another book, the conception of Messiah came out different; and here we have an obvious explanation of the varieties of portrait in different gospels. The first disciples, who thus by prophetical* studies supplemented the dry outlines which alone could be communicated by the actual hearers of Jesus, would naturally affix to him many traits not strictly human, nor laudable except on the theory of his superhuman character. Nevertheless, in a church exalted by moral enthusiasm and self-sacrifice, in which the highest spirits were truly devoted to practical holiness, it is to be expected that whatever is most beautiful and tender, pure and good, in the traits of character which in Isaiah or elsewhere were believed to belong to Messiah, would be eagerly appropriated to Jesus, as they evidently were by Paul. Some of these would be likely to tinge often-repeated narratives; so that although

* To my personal knowledge, this is the systematic practice of Pauline Christians in the present day. They read of Jesus in the Psalms, in the Prophets, in the "types" of Leviticus, in the Song of Solomon, in the Proverbs,—anywhere [illegible] more zeal and pleasure than in [illegible] free instinct guides them [illegible] material.

রাজ-তরঙ্গিনী।

২৫৫ সংখ্যা পত্রিকার ১০৯ পৃষ্ঠার পর।

এই প্রস্তাবের আরম্ভে ইহা উক্ত হইয়াছে যে রাজতরঙ্গিনীর বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত ও অকাল্পনিক, তাহাতে কাশ্মীরের প্রাচীন অবস্থা ও ইতিবৃত্ত যথা বিহিত প্রকটিত হইয়াছে, সুতরাং তাহা জানিতে পারিলে ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশেরও অবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কারণ যদিও কাশ্মীর দেশ ভারতবর্ষের এক কোণে অল্প স্থান ব্যাপিয়া আছে, তথাপি তাহার প্রচলিত আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী এবং তাহার রাজগণও হিন্দু ছিলেন, অতএব তাহার অবস্থা যে অপরাপর দেশের অবস্থা হইতে ভিন্ন হইবে এমত বোধ হয় না। এই হেতু ইতিহাসে কাশ্মীরের যে প্রকার অবস্থা আমরা দেখিতে পাই তাহা অনেকাংশে ভারতবর্ষীয় হিন্দু রাজত্বের আদর্শ স্বরূপ। এক্ষণে এই সুপ্রণালীবদ্ধ সুদীর্ঘ ইতিবৃত্ত হইতে হিন্দু রাজত্ব বিষয়ে আমরা কি কি উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ ইহা দৃষ্ট হইতেছে যে সমুদায় ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশে বিভক্ত ছিল। এক এক দেশ এক এক নরপতির শাসনাধীন ছিল এবং এই সকল নরপতি আপনাদের বল বিক্রম অনুসারে কখন স্বাধীন কখন বা অপর রাজার অধীন হইয়া থাকিতেন, কিন্তু সকলেই স্ব স্ব রাজ্য মধ্যে একাধিপত্য করিতেন। দিগ্বিজয়ের ইচ্ছা ইহাঁদিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল; যাহাতে আপনার নাম ও কীর্ত্তি ভারতবিখ্যাত হয় এবং অপরাপর নরপতি করপ্রদ হইয়া পদানত থাকে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগের মধ্যে অতিশয় প্রবল ছিল। কিন্তু বিজয়ী হইয়া অপর রাজার রাজত্ব অধিকার করিয়া লওয়ার প্রথা ছিল না, ভূপতিগণ প্রায় আপন আপন রাজ্যের সীমা বিস্তার করিতে ইচ্ছা করিতেন না। রাজ্য মধ্যে সমুদায় নিয়ম ও ব্যবস্থা প্রাচীন শাস্ত্র ও চির প্রচলিত প্রথারই অনুযায়ী ছিল; তাহার পরিবর্ত্তন ছিল না ও তাহা নরপতিগণ নিতান্ত দুশ্চরিত্র না হইলে প্রায় লঙ্ঘন করিতেন না, কিন্তু তাহা লঙ্ঘন করিলে প্রজাদিগের তন্নিবারণের কোন প্রতীকার ছিল না। নগর স্থাপন ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করা এই সকল রাজাদিগের অতি প্রিয় কার্য্য ছিল এবং শাস্ত্রজ্ঞ ও বহুদর্শী পণ্ডিতগণকে প্রতিপালন করাও তাঁহারা একটি কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতেন। কিন্তু রাজ্যের কোন নূতন ব্যবস্থা করা অথবা তাহার উন্নতির জন্য কোন বিশেষ চিন্তা ও উপায় অবলম্বন করা তদ্বিষয়ে হিন্দু নরপতিগণ বিশেষ নিপুণ ছিলেন না। অনেকেই ভোগসুখাসক্ত ছিলেন এবং সকলেই বহুসংখ্যক পুরাঙ্গনা রাখিতেন। প্রজাগণ নিতান্ত পীড়িত না হইলে প্রায় স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিত, এবং রাজার নিষ্ঠুর ও অন্যায় শাসন হেতু প্রজাগণ কর্ত্তৃক কোন বিদ্রোহ ঘটনা হওয়া ক্বচিৎ দৃষ্ট হইত।

ধৈর্য্য।

দৈবই হউক অথবা মনুষ্যকৃতই হউক, যে সকল বিপদ্ প্রতিকার করিবার উপায় অথবা শক্তি নাই তাহাতে অস্থির না হইয়া তাহা ধারণ করিয়া থাকাই যথার্থ ধৈর্য্য। পৃথিবীতে এমন একটী স্থানও নাই, যেখানে চিরজীবন নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে অবস্থান করা যায়। তুমি যত সাবধান হও না কেন, কখন এমন মনে করিও না যে,

কোন কালে কোন বিপদে পড়িতে হইবে না। ঈশ্বর তোমাকে এমন শক্তি দিয়াছেন যে তুমি চেষ্টা করিলে অনেক বিপদ্ অতিক্রম করিতে পার। কিন্তু এমন সকল ঘটনাও আছে, যে তুমি সমুদায় শক্তি একত্র করিলেও তাহার প্রতিকার করিতে পারিবে না। পৃথিবীতে কত অসাধ্য রোগ, কত নিদারুণ শোক, কত রাক্ষস তুল্য মনুষ্য বাস করিতেছে; কখন্ তোমাকে কাহার হস্তে পড়িতে হইবে, এখন তুমি তাহার কিছুই জানিতেছ না। অতএব ধৈর্য্য-গুণ অভ্যাস করিতে যত্নশীল হও, যদি কোন অপ্রতিবিধেয় বিপদে পতিত হও, ধৈর্য্যই তোমার বর্ম্ম-স্বরূপ হইয়া তোমাকে শান্ত-চিত্ত রাখিবে। মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর এই দুরবগাহ মঙ্গল অভিপ্রায়ে রোগ-শোক-বিপত্তি-সমাকীর্ণ পৃথিবীতে আমারদিগকে সংস্থাপন করিয়াছেন যে, আমরা তাঁহার উপর নির্ভর ও ধৈর্য্য-গুণ অভ্যাস করিয়া আত্মাকে অটল করিতে পারিব: আত্মা অটল না হইলে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। যাঁহারা দীর্ঘ কাল পিতা মাতা প্রভৃতি অন্যের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া লালিত পালিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের স্বাধীনতার ও কর্ম্ম-দক্ষতা প্রায়ই থাকে না; অতি সামান্য কার্য্য-সংকট উপস্থিত হইলেই তাঁহারা হত বুদ্ধি, হতাশ ও নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠেন। আর তাদৃশ বিপদ্ উপস্থিত হইলে ভয়ে ও বিষাদে চির কালের জন্য অকর্ম্মণ্য অথবা মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়া থাকেন। কত লোক অর্থ-শোকে বা পুত্র-শোকে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা অল্প বয়স অবধি নানা অবস্থায় পতিত হইয়া স্ববুদ্ধি-প্রভাবে বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, অথবা ধৈর্য্য পূর্ব্বক তৎসমুদায় সহ্য করিয়াছেন: তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যক্ষম ও চতুর হইয়া অনায়াসে সংসার নির্ব্বাহ ও যাবজ্জীবন শান্তি ভোগ করিয়াছেন। অনেক বিচক্ষণ পিতা মাতা সন্তানদিগকে সুচতুর, স্বাধীনবৃত্তি ও কার্য্যক্ষম করিবার নিমিত্ত নানাবিধ অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া থাকেন এবং আপনারা অলক্ষ্য-রূপে তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করেন। যখন কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হয়, তখন তাহারদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আপনারা তাঁহাদের সহকারী হন। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া পরম-পিতা পরমেশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় অবধারণ কর। সেই পরম পিতা তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকে অটল স্বাধীনতায় উদ্দীপিত ও চির-শান্তিতে নিমগ্ন করিবার নিমিত্ত নানা-ঘটনা-সংকুল এই পৃথিবীতে সংস্থাপন করিয়াছেন এবং অলক্ষ্য-রূপে তত্ত্বাবধান করিতেছেন। আমরা প্রতি-বিধেয়, অপ্রতি-বিধেয় ও অসহ্য এই ত্রিবিধ বিপদে পরিবৃত্ত হইয়া আছি। কখন্ কোন্ বিপদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, আমরা তাহার কিছুই জানি না। কিন্তু প্রথম প্রকার বিপদ্ উপস্থিত হইলে আমাদিগকে স্বয়ং তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে; দ্বিতীয় বিপদে ধৈর্য্যের প্রয়োজন; তৃতীয় বিপদ আসিলে ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের আত্মাকে গ্রহণ করিয়া উদ্ধার করেন।

ধৈর্য্য-গুণে আমরা যে কেবল বিপদ্ সহ্য করিতে পারি, এমন নহে; তদ্দ্বারা উপস্থিত বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত নূতন নূতন উপায়ও উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হই। বিপদ্ পড়িলে যদি আমরা এক বারে অধৈর্য্য হই, তাহা হইলে বিপদ্ প্রতীকারের প্রকৃত উপায় সত্ত্বেও তাহা উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিতে আমারদের সামর্থ্য হয় না। যে সকল বিপদ্ বাস্তবিক প্রতি-বিধেয়, ধৈর্য্যের অভাবে তাহাও অপ্রতি বিধেয় হইয়া উঠে; তখন অনর্থক তজ্জনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।

ধৈর্য্যগুণ যত বর্দ্ধিত হয়, কার্য্যের দুষ্করতা ও বিপদের অপ্রতিবিধেয়তা ততই হ্রাস হইতে থাকে। যে সকল কার্য্য প্রথমে নিতান্ত দুষ্কর বলিয়া বোধ হয়, ধীরতা সহকারে তাহার অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে তাহাও সহজ হইয়া পড়ে। এবং অধীর লোকের নিকট যে সকল বিপদ্ নিতান্ত অপ্রতিবিধেয় বলিয়া প্রতীতি হয়, ধৈর্য্যশালী পুরুষদিগের নিকটে তাহার প্রতীকার হয় ও অনায়াস-সাধ্য হইয়া উঠে। অতএব যাহাতে ধৈর্য্য-গুণ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয় সেই রূপ অভ্যাস করা সকলেরই আবশ্যক।
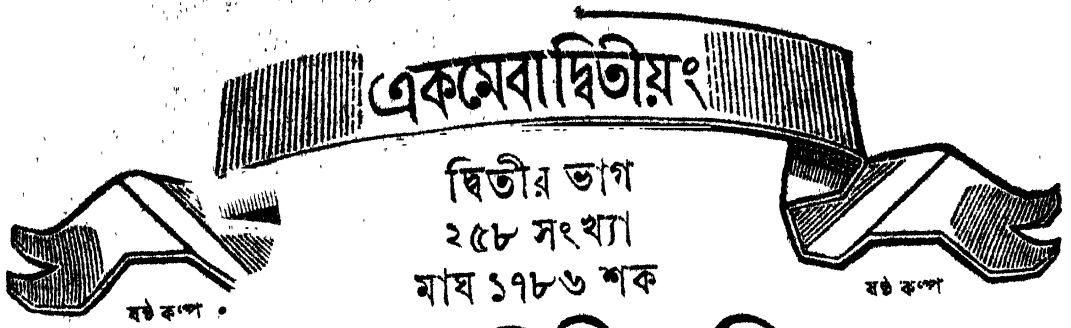
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক
মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার
ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ সোমবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক। ব্রাহ্মগণ প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে আগমন করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্যের উপদেশ।

৭ ফাল্গুন ১৭৮৪ শক।

বুধবার।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সময় আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, "রোগ বা বিপদ দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।" প্রত্যহ নির্জ্জনে ঈশ্বরের উপাসনা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। উপাসনাতেই আমাদের মহত্ত্ব, আমাদের মনুষ্যত্ব: ইহা হইতেই আমাদের জ্ঞান, পবিত্রতা, বল ও উৎসাহ। ইহাই ধর্ম্মের জীবন; আত্মাতে যাহা কিছু ধর্ম্মের ভাব আছে, তাহা কেবল উপাসনাকে অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে। উপাসনা স্বর্গের দ্বার-স্বরূপ; ব্রহ্মকে লাভ করিবার, ব্রহ্ম-নিকেতনে প্রবেশ করিবার, এক মাত্র উপায়। আমরা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে রূপ বাহ্য বিষয়ের সহিত আমারদের সম্বন্ধ নিবদ্ধ করি, উপাসনা দ্বারা সেই রূপ অতীন্দ্রিয় মহান্ পদার্থের সহিত নিত্য কালের যোগ স্থাপন করি। আত্মার উন্নতির প্রধান কারণ উপাসনা; ইহা হইতে বঞ্চিত হইলে কোন প্রকারেই আমরা সংসারের পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের পথে চলিতে পারি না। এ জন্য প্রতিদিন নিয়মিত-রূপে পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিয়া তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। যদিও ইহা আমাদের প্রাত্যহিক কার্য্য, তথাপি ইহা কঠিন ব্যাপার সন্দেহ

নাই। উপাসনার স্থান জিহ্বাতে নয়, চক্ষুতে নয়, ইহা শারীরিক কার্য্যও নয়। কেবল কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে উপাসনা হয় না; সকলে মিলিত হইয়া সমস্বরে মধুর সামগানেও সামাজিক উপাসনা হয় না। এ সকল অবলম্বন ইহার উপায় মাত্র। প্রকৃত উপাসনা অন্তরে, আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্মিলনের নাম উপাসনা। যেখানে মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানেই উপাসনা; ইহার ভাব মনুষ্য দেখিতে পায় না, ইহার স্তুতি প্রার্থনা মনুষ্য শুনিতে পায় না, কেবল সেই সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষই ইহা জানিতে পারেন, যিনি ইহার এক মাত্র ফল-দাতা, যাঁহার চক্ষু সর্ব্বত্র। অতএব যাহাতে আমাদের উপাসনা মৌখিক ও বিফল না হইয়া আন্তরিক ও ফল-দায়ক হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, নতুবা কেবল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিলে কপট ভাবে ঈশ্বরের পূজা করা হয়। সাবধান। হে ব্রাহ্মগণ! যেন তোমাদের প্রাত্যহিক উপাসনা আত্ম-শূন্য হৃদয়-শূন্য কার্য্য হইয়া না পড়ে। যাহাতে আত্মাতে ঈশ্বরকে দেখিয়া হৃদয়ের সহিত তাঁহার পূজা করিতে পার, তাহাই তোমাদের নিত্য কর্ম্ম। প্রকৃত উপাসনা হইতেছে কি না, ফল দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যহ নিয়মিত রূপে ব্রহ্মোপাসনাতে নিযুক্ত হইতেছি, অথচ পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছি না, পূর্ব্বের ন্যায় রাশি রাশি পাপ অন্তরে সঞ্চিত রহিয়াছে, আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতে পারিতেছি না, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল অপরাজিত বিক্রমে হৃদয়কে শাসন করিতেছে এবং সমুদায় জীবনকে মোহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; ইহাকে কখন প্রকৃত উপাসনা বলা যায় না। যে উপাসনাতে আত্মার উন্নতি হয় না, তাহা প্রকৃত উপাসনা নয়। যে সাধু ঈশ্বরের যথার্থ উপাসক হন, তাঁহার অন্তরে বাহিরে, তাঁহার সমুদায় জীবনে উন্নতি প্রকাশ পাইবে। মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর আমাদিগকে তাঁহার উপাসক করিয়া পরম সৌভাগ্যবান্ করিয়াছেন; সাবধান! যেন কেহ এই মহৎ অধিকার লাভ করিয়া ইহাকে বিকৃত না করেন। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা পালন হয় না; প্রকৃত আন্তরিক উপাসনাই নিতান্ত আবশ্যক।

উপাসনা করিবার পূর্ব্বে অনন্যমনা হইয়া সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরে আত্মা সমাধান করিবেক। সংসারের পাপ তাপ প্রলোভন হইতে দূরে গিয়া পরিশুদ্ধ মহান পরমেশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি, ইহা স্মরণ রাখিবে। যেখানে বাহ্য আকর্ষণে মন আকৃষ্ট হয়, যেখানে অপবিত্র কামনা মনে উদয় হয়, সেখানে উপাসনা করা বিধেয় নয়; যেহেতু বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইলে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না। সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় এ প্রকার চেষ্টা করিবে, প্রীতি নয়নে তাঁহার প্রীতি ভাব দর্শন করিবে, বিশুদ্ধ হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র নিষ্কলঙ্ক স্বরূপের প্রতি নিরীক্ষণ করিবে। তাঁহাকে না দেখিলে তাঁহার পূজাতে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। কৃতজ্ঞতা-উপহার কাহার নিকটে অর্পণ করিবে? আত্মার অভাব মোচন করিবার জন্য কাহার নিকটে প্রার্থনা করিবে? যাঁহার পূজা করিতে মানস করিয়াছ, তাঁহার দর্শন না পাইলে কেবল শূন্য হৃদয় হইতে কতকগুলি বাক্য নিঃসৃত হইয়া আকাশে বিলীন হইবে। অতএব ব্রহ্মোপাসনার প্রারম্ভে ব্রহ্ম দর্শন আবশ্যক।

শান্ত সমাহিত হইয়া একাগ্র চিত্তে পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা করিবেক, যিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী, যিনি " বিশ্বতশ্চক্ষু" যিনি প্রকাশবান, যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, চক্ষুর চক্ষু, মনের মন, প্রাণের প্রাণ হইয়া আমাদের মধ্যে ওতপ্রোত রহিয়াছেন, যিনি সকল শক্তির মূল শক্তি, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি, যিনি সাধকের সন্নিধানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া হৃদয়ের পূজা-উপহার গ্রহণ করেন; তিনি আমাদের সম্মুখে, তিনি আমাদের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া এই প্রকারে তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার আবির্ভাব হইল, হৃদয়াকাশে সেই সত্য-সূর্য্যের উদয় হইল, এবং বিমল বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল। সংসারের অন্ধকার তিরোহিত হইল, অসাধু কামনা, বিষয় যন্ত্রণা, লোক ভয়, দুর্ব্বলতা, নিকৃষ্ট ভাব-সকল অন্তরিত হইল; সেই নিষ্কলঙ্ক পবিত্র পুরুষের দর্শন মাত্র শ্রদ্ধা ও ভক্তি, তাঁহার মঙ্গল-মূর্ত্তি দেখিবা মাত্র প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হইল; স্তুতি, ধন্যবাদ, প্রার্থনা, স্রোতের ন্যায় অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, ঈশ্বরের মহিমা-গানে আত্মা পূর্ণ হইল এবং প্রেমানন্দের উৎস উৎসারিত হইতে লাগিল। যখন এই রূপে ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্ম দর্শন সহকারে ব্রহ্মোপাসনা হয়, তখনই আমরা এই পৃথিবীতে থাকিয়াও স্বর্গের পবিত্রতা ও আনন্দ অনুভব করি। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা বিশুদ্ধ উপাসনাকে অবলম্বন কর, অবশ্যই ইহার ফল প্রতিদিন লাভ করিবে। বিক্ষিপ্ত-চিত্তে, অপবিত্র মনে তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইও না; হৃদয়াসনে হৃদয়েশ্বরকে আসীন দেখিয়া তাঁহার পূজাতে প্রবৃত্ত হইবে। এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবে, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবে।

হে পরমাত্মন্! আমরা তোমারই উপাসক, যাহাতে প্রতি দিবস নির্জ্জনে শ্রদ্ধার সহিত তোমার পূজা করিতে পারি, যাহাতে তোমার পবিত্র সহবাসে থাকিয়া দিন দিন উন্নত হইতে পারি, এ প্রকার কৃপা বিতরণ কর। সংসার কোলাহলে যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই; তোমার প্রসাদে প্রতি দিন তোমার উপাসনা করিবার মহৎ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে যেন আমরা কখন অবহেলা না করি। পরমেশ! কি প্রকারে তোমার উপাসনা করিব, তুমি তাহা আমারদিগকে শিক্ষা দেও; আমাদের হস্ত ধারণ করিয়া তোমার প্রতি আমারদিগকে উন্নত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

জীবনের প্রকৃত ব্যবহার।

হে মানবগণ! বিনীত ভাবে সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার পথসকল অনুসন্ধান কর, এবং কষ্টস্বষ্টে যদি এক বার তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে আর সে পথের বাহিরে গমন করিও না। যখন তোমরা এক বার তাঁহার পথ জানিলে, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও সেই পথের পথিক হইবে। পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু তাঁহার জ্ঞান ও মহিমার পরিচয় দিতেছে এবং চতুর্দ্দিকেই তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য-সকল জানিবার উপায় রহিয়াছে; চেষ্টা কর, কখনই বিফল হইবে না। যেখানে চন্দ্র সূর্য্য বায়ু প্রভৃতির গমনাগমন আছে এবং যেখানে সর্ব্বাবয়ববিশিষ্ট বুদ্ধি শক্তি সম্পন্ন জীব আছে, সেই খানেই ঈশ্বরের আজ্ঞা এবং নিয়ম জাজ্বল্যরূপে প্র-

কাশমান রহিয়াছে। তিনি শক্তিতে অনন্ত, জ্ঞানেতে অনন্ত;—তিনি অনন্ত শক্তি প্রভাবে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে যথাস্থানে রক্ষা করিতেছেন এবং অসীম আকাশ-সিংহাসন হইতে অনন্ত জ্ঞান প্রভাবে একটী কীটাণুর মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার গোচরে রহিয়াছে। হে মানবগণ! তোমরা ইঁহারই রাজ্যে বাস করিতেছ, ইঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছ; সাবধান যেন তাঁহার আজ্ঞাধীন ভৃত্য হইয়া তাঁহারই আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিতে হয়। তাঁহার বিশ্ব-নিঃসৃত গভীর নাদ শ্রবণ কর, শ্রবণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য কর, মঙ্গলই দেখিতে পাইবে। আত্মা নূতন নূতন বেশ ধারণ করিবে; হে মানবগণ! বিবেচনা করিয়া দেখ তোমাদিগকে কি নিমিত্ত ঈশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন। তোমাদিগের অভাব, সংস্থান, উদ্দেশ্য, ক্ষমতা ও অপরাধের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। এখনি জানিতে পারিবে তোমাদিগের কর্ত্তব্য কি, এবং ইহাও জানিতে পারিবে তোমাদিগকে কোন পথ দিয়া যাইতে হইবে।

যে পর্যন্ত তোমার ক্ষমতা, এবং যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছ তাহাতে তোমার কি রূপ অভিরুচি, ইহা বিলক্ষণ রূপে পরীক্ষা করিয়া না দেখ, সে পর্য্যন্ত সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না; তাহা হইলে তোমার নিকট হইতে লজ্জা, অপমান ও অনুতাপ দূরে অবস্থিতি করিবে। অবিবেচক ব্যক্তিরাই ব্যর্থ বাক্য সকল উচ্চারণ দ্বারা আপনাদিগের নির্ব্বোধতা প্রকাশ করে। যিনি ফল চিন্তা না করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনি প্রাচীরের অপর পার্শ্বে কি আছে না দেখিয়াই উল্লঙ্ঘন করিতে গিয়া কূপে পতিত হন। অতএব বিবেচনাকে সর্ব্বদা অন্তরে জাগরূক রাখ, তিনি যাহা উপদেশ দেন তাহা করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে সত্য এবং মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন।

হে মনুষ্য! তুমি কে, যে আপনার জ্ঞানের এবং বিদ্যা বুদ্ধির গর্ব্ব করিতেছ? যদি জ্ঞানী হইতে চাও; তাহা হইলে প্রথমে জান যে তুমি সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞ; আর যদিও তোমাকে লোকে বাতুল বলিয়া না জানে তাহা হইলে তুমি আপনাকে জ্ঞানী জানিয়া জনসমাজে বাতুলতা প্রকাশ করিও না। যেমন স্বভাব-সুন্দরের সামান্য পরিচ্ছদও শোভার কারণ হয়, তেমনি জ্ঞান নম্রতা সহকারে দ্বিগুণ শোভা পায়। ধীর ও জ্ঞানী ব্যক্তির মুখ হইতে যে সকল সত্য নিঃসৃত হয় তাহার জ্যোতি অধিক উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পায়। আর যদিও তাঁহার নিকট কোন কোন সময়ে ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার নম্র প্রকৃতি তাঁহার ভ্রমকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে। তিনি কখন আপনার বুদ্ধিকে অভ্রান্ত ভাবিয়া কার্য্য করেন না। যদিও কোন সময়ে এমত কোন বিষয় উপস্থিত হয়, যাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তখন তিনি পার্শ্বস্থিত বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনায় কখনই লজ্জা বোধ করেন না, সুতরাং তিনি কোন কালেই গর্ব্বিতদিগের ন্যায় মুর্খতা প্রকাশ করেন না। তিনি যদি শুনিতে পান যে তাঁহার কেহ প্রশংসা করিতেছে; তিনি সে দিকে কর্ণপাতও করেন না; এবং যদিও তাঁহার কর্ণকুহরে দৈবাৎ তাঁহার প্রশংসা প্রবিষ্ট হয়, তিনি তাহা বিশ্বাস করেন না; বরং তিনি আপনার দোষসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। যেমন অবগুণ্ঠন রূপের অধিক সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে, সেই রূপ

তাঁহার গুণসমূহ নম্রতা রূপ অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত থাকাতে আরো শোভা পাইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে এক বার গর্ব্বিতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যিনি সুন্দর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া প্রকাশ্য পথে গমন করিতেছেন, এবং এই মানসে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, যে তাঁহাকে যেন সকলে দেখিতে পায়। তিনি মস্তক উন্নত করিয়া এরূপ ভাবে চলিতেছেন বোধ হয় যেন তিনি তাঁহার নিম্ন-পদবীস্থ লোকদিগকে গ্রাহ্যই করিতেছেন না; কিন্তু তিনি যেমন তাঁহার নিম্ন-পদবীস্থ লোকদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, আবার তাঁহার উচ্চ পদস্থ লোকেরা তাঁহাকেও সেইরূপ অবজ্ঞা করিতে পারেন তৎকালে ইহা অনুধাবন করা তাঁহার কর্ত্তব্য। তিনি কাহারো বিচারকে বিচার জ্ঞান করেন না; আপনি যাহা সিদ্ধান্ত করেন তাহাই অভ্রান্ত, সুতরাং অবশেষে তাঁহার সকল কার্য্যই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। তিনি আপনার মনোমধ্যে বৃথা গর্ব্বে স্ফীত হইতে থাকেন, এবং সর্ব্বদা আপনার বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়াই প্রীতি লাভ করেন। তিনি যেমন আপনার প্রশংসা আপনি গ্রাস করিতে চান তেমনি আবার চাটুকারেরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া বসিয়া থাকে।

ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে এক বার সময় গত হইলে আর প্রত্যাগত হইবে না, এবং যে সময় আসিতেছে তাহার উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করা যাইতে পারে না; "কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।" তজ্জন্য সাবধানে ভবিষ্যৎ কালের প্রতি আশা না রাখিয়া এবং গত কালের জন্য শোচনা না করিয়া বর্ত্তমান সময়ের উত্তম ব্যবহার করিবে। বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত তোমাদিগের হস্তগত, পর ক্ষণ ভবিষ্যতের গর্ভে স্থিতি করিতেছে, কি আকৃতিতে তোমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহার তুমি কিছুই জান না। যাহা কিছু করিবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছ, শীঘ্র তাহা নিষ্পন্ন করিয়া ফেল, যদি প্রাতঃকাল মধ্যে কার্য্য সমাধা করিতে পার তাহা হইলে আর সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিও না। আলস্য দরিদ্রতা ও ক্লেশের পিতা স্বরূপ; এবং পরিশ্রম সুখ সচ্ছন্দতা ও ধর্ম্মের আকর ভূমি। পরিশ্রমীদিগের নিকট হইতে অভাব দরিদ্রতা দূরে পলায়ন করিয়াছে, এবং সুখ সৌভাগ্য ইহাঁদিগের সঙ্গের সঙ্গী হইয়াছে। যিনি আলস্যকে ভ্রমেও নিকটে আসিতে না দেন এবং ইহাকে শত্রু বলিয়া জানেন, তিনিই ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, মান, সম্ভ্রম, যশ প্রভৃতি লাভ করেন। তাঁহাকেই বহুজনাকীর্ণ রাজসভার মধ্যে দণ্ডায়মান হইতে দেখা যায়। তিনি যেমন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করেন, আবার তেমনি বিলম্বে বিশ্রাম-শয্যায় গমন করেন। তিনি নিয়মিত শরীর সঞ্চালন দ্বারা যেমন শরীরকে সচ্ছন্দে রক্ষা করেন, তেমনি আবার নিয়মিত রূপে মনোবৃত্তি সমুদয় চালনা দ্বারা মনকে সুস্থ রাখেন। কিন্তু, আবার দেখ, যাহারা অলস তাহাদিগের জীবন কেবল ভার স্বরূপ। তাহার প্রতি মুহূর্ত্ত ক্ষেপণ যন্ত্রণা স্বরূপ। তিনি কত প্রকার মনেতে উপস্থিত করেন, কিন্তু কোন বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। তাঁহার সমস্ত জীবন কেবল ছায়ার ন্যায় চলিয়া যায়; পৃথিবীতে এমন কিছুই রাখিয়া যান না, যাহা দ্বারা তাঁহাকে মৃত্যুর পর স্মরণ করা যাইতে পারে। তাঁহার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথাবিধি সঞ্চালন অভাবে জড়প্রায় হইয়া যায়। তাহার কর্ম্ম করিতে বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে, কিন্তু শরীরের অসামর্থ্য

নিবন্ধন তিনি অপারক। তাঁহার মন চির অন্ধকারে মগ্ন আছে। তাঁহার চিন্তাস্থান যথাক্রমে সঞ্চালিত না হওয়াতে এরূপ এক প্রকার বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে, যে যদিও তিনি জ্ঞানোপার্জ্জনে ইচ্ছা করেন, কিন্তু মনের স্থৈর্য্য অভাবে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। আলস্য যেমন তাঁহাকে সংসারের কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, তেমনি আবার তাঁহার গৃহ হইতে শান্তিকেও বহিষ্কৃত করিয়াছে। তাঁহার ভৃত্যবর্গ তাঁহার বশে থাকে না; থাকিবেই বা কেন? তাহাদিগের প্রভু যখন আপনার কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিলেন না তখন অপরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন, কখনই সম্ভব হয় না। সুতরাং তাহারা অবাধ্যতা ও অমিতাচার তাহাদিগের প্রভুরই নিকট হইতে শিক্ষা পায়। এ সমস্ত বিশৃঙ্খল, তিনি সকলি দেখিতে এবং শুনিতে পাইতেছেন, তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন এই বার সকলি করিব; কিন্তু করিবেন কি, আলস্য আসিয়া তাঁহাকে একে বারে গ্রাস করিয়া ফেলে। যে জীবনে মনুষ্য যাহা প্রার্থনা করিবেন তাহাই প্রাপ্ত হইবেন, তিনি এই রূপে সেই মনুষ্য জীবনকে, দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া পরিশেষে শোকে মলিন, রোগে কাতর ও বিষাদে জর্জ্জরীভূত হইয়া কালের করালবদনে লঘুতম পিণ্ডাকারে প্রবিষ্ট হন।

থিয়োডোর পার্করের পত্র।

২৫৭ সংখ্যক পত্রিকার ১৩৬ পৃষ্ঠার পর।

অনন্তর সাধারণকে যাহা উপদেশ প্রদান করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে অতি অল্পই শিক্ষা লাভ করিয়াছি এই বলিয়া এবং বহুকাল ধর্ম্ম চিন্তা ও ধর্ম্মানুসন্ধান করিতে হইবে ইহার নিমিত্তও অনিচ্ছা পূর্ব্বক ধর্ম্ম বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলাম। আমি সর্ব্ব প্রথমে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলাম, তদ্বিষয়ে আমাকে অন্যের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতে হইয়াছিল। উপদেশ কালে যদিও নূতন নূতন ভাব সঙ্কলন করিয়া দিতাম কিন্তু পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের চিরপরিচিত প্রণালীর হস্ত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। আমি যখন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতাম, তৎকালে অতিশয় ভীত ও কম্পিত হইতাম। আমি তরুণবয়স্ক যুবা; যদিও ধর্ম্ম বিজ্ঞান অনুশীলন ও ধর্ম্ম বিষয়ক বিস্তর চিন্তা করিয়া ছিলাম, তথাচ বহু দিবস জনসমাজের সহিত সম্যক্ সংস্রব রাখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি নাই; সুতরাং যাঁহারা বয়সের আধিক্য নিবন্ধন বিজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তাঁহারা আমার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিবেন এই জন্য সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইতাম। উপদেশ কালে যাহাতে অসার বাক্য নিঃসৃত না হয়, আমি তদ্বিষয়ে সতত সতর্ক থাকিতাম এবং ধর্ম্মবিষয়ক যে সহজ জ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে সকলকে উদ্বোধিত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টা করিতাম, এবং মনুষ্য যে পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, আমি সর্ব্বাগ্রে সর্ব্ব সমক্ষে তাহাই অভিব্যক্ত করিতাম। এই রূপে কয়েক মাস অনেকানেক স্থানে বক্তৃতা এবং মনুষ্যের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হইতে হইবে এই রূপ অবধারণ করিয়া যাহাতে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি সেই রূপ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদানে অধ্যবসায়শালী হইলাম। আমার যুক্তি-সঙ্গত ও ধর্ম্মানুগত উপদেশ শাস্ত্রীয় শাসনের শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইয়া নিন্দাত্মক নামই আবিষ্কৃত করিতে লাগিল। [illegible]

পদেশক আমাকে উপদেশের সত্যতা প্রতিপাদনার্থ সবিশেষ সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে সংবদ্ধ হইয়া আছি। এক্ষণে আমারও সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে যে আমিও তাঁহার বাক্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হই নাই। আমি ইংলণ্ডীয় ভাষার ব্যবহার-নির্ণয় এবং তদ্বিষয়ক সুদীর্ঘ বক্তৃতার কি তর্ক বিতর্ক অনুশীলন করিয়া বাক্য যোজনার পরিপাটী ও পদ ব্যবহারের চাতুরী অভ্যাস করিয়া ছিলাম। গ্রীক ও লাটিন ভাষার বক্তৃতা পর্য্যালোচনা করত বাক্যের অলঙ্কার সম্পাদনেও সমর্থ হইলাম।

অনন্তর আমি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের এবং বোষ্টনের সন্নিহিত পশ্চিম রক্সবরি নামক ক্ষুদ্র এক জনপদের কংগ্রিসেসন নামক এক সামান্য সভার ধর্ম্মযাজকতা পদে অভিষিক্ত হইলাম। তথাকার স্ত্রী ও পুরুষদিগের সহিত আমার বিলক্ষণ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। তাঁহাদিগের সহিত সৌহৃদ্য আমার সম্পূর্ণ প্রীতিজনক ও ফলোপধায়ক হইয়া উঠে। আমি যখন ধর্ম্ম বিষয়ক চিন্তা করিতাম, তখন বিজ্ঞান বিশেষ আমার স্বাধীনতা পরিহার করিতে সমর্থ হইত না এবং যাহা সিদ্ধান্ত করিতাম, তাহাই স্বাধীনতার সহিত উপদেশ দিতাম। আমার অধিকারে কেহ কখন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। ধর্ম্ম-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা কেবল ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করিতেন। তাঁহারা স্ব স্ব বিরুদ্ধ ছাত্রবর্গের ধর্ম্মানুগত ভাব অবগত হইলেও তাঁহাদিগকে কদাচ নিপীড়িত করিতেন না; অধিকন্তু তাঁহারা ছাত্রবর্গের ধর্ম্মপরায়ণতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াই সান্তিশয় সন্তুষ্ট হইতেন এবং তাঁহাদিগের ঈশ্বর ও অন্তর্দৃষ্টির অবিরোধে ধর্ম্মসঙ্গত স্বাধীন ভাব উন্নত করিতে অনুমোদন করিতেন। ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টিয়ানেরা আত্মার স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা ও বক্তৃতার স্বাধীনতাকে যে সবিশেষ সমাদর করিতেন এবং তাঁহাদিগকে যে পরীক্ষক ও পোপের পরতন্ত্রতায় নিপীড়িত হইতে হইত না, তৎকালে ইহা ঐ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অল্প অহ্লাদের বিষয় নহে। ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্মোপদেশক ও সভ্যদিগের মধ্যে বিস্তর মত-বৈষম্য লক্ষিত হইত কিন্তু ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মের একতা সম্পাদনে সকলেরই যত্ন ছিল। যখন কোন ব্যক্তিকে ধর্ম্মোপদেশক পদে অভিষিক্ত করা হইত, বিচারক সভা তাঁহার ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিশেষ অভিপ্রায় কিছুমাত্র অনুসন্ধান করিত না; সাম্প্রদায়িক লোকেরাই তাঁহার অভিপ্রায় সুস্পষ্ট অবগত হইয়া যদি তাঁহারে ধর্ম্মোপদেশকের পদে প্রতিষ্ঠিত করা সঙ্গত বোধ করিত, বিচারক সভার গোচর করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এইরূপ প্রণালীরই সবিশেষ সমাদর ছিল। ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায় এক ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন তাঁহারা খৃষ্টিয়ানদিগের ত্রিনীতির মতে কিছুতেই অনুমোদন করেন না। খৃষ্টিয়ানেরা কহেন, খৃষ্ট সাধারণের ঈশ্বর; কিন্তু ইউনিটেরিয়নেরা এই বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। আমি যখন ধর্ম্মোপদেশক পদে অভিষিক্ত হই, তৎকালে বিচারক সভা আমাকে আমার ধর্ম্মবিষয়ক অভিপ্রায় কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করেন নাই। আমার সহিত সভ্যদিগের মত-বৈষম্য আছে কি না এবং কোন্ ধর্ম্মবিজ্ঞান আমার অবলম্বিত তদ্বিষয়েও বাক্য স্ফূর্ত্তি না করিয়া কেবল আমার নীতি ও ধর্ম্ম পরায়ণতার

বিষয় সবিশেষ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আমার ধর্ম্মোপদেশক পদে অভিষিক্ত হইবার কালে এক মহাত্মা আমার মস্তকে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন "কাব্য বা দর্শন শাস্ত্রে অনুরাগ এবং কোন প্রকার প্রীতিকর বিষয়ের অনুশীলন এই তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিকে প্রকৃত ধর্ম্মের শিক্ষা লাভ ও মানব জাতির মুক্তি সম্পাদনার্থ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান হইতে যেন কদাচ বিরত না করে। আমিও তথাস্তু বলিয়া অন্তরের সহিত তাঁহার বাক্যে অভিনন্দন করিলাম।

আমার ধর্ম্মোপদেশকের পদ গ্রহণ করিবার এক বা দুই বৎসর পরে সভ্য সংখ্যা প্রায় সত্তর জন হইয়াছিল। কএকটি বালকও ইহার অন্তর্গত ছিল। আমি অনতিকাল মধ্যে সভার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভ্যদিগের সহিতও সম্পূর্ণ রূপ পরিচিত হইলাম। তন্মধ্যে দেখিলাম কতগুলি নিতান্ত অসভ্য এবং কতগুলি অতিশয় উদারস্বভাব ও যথার্থ ভদ্র। আমি সাধারণের চরিত্র ও আন্তরিক ভাব সমুদায় সম্যক্ অবগত হইয়াছিলাম। সভ্যদিগকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিতে হইত, তৎসমুদায় রচনা করিবার নিমিত্ত সমধিক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতাম। অদ্যাপি সেই সকল উপদেশ আমার চিত্ত হইতে তিরোহিত হয় নাই। উপদেশ রচনা ও উপদেশ প্রদানে আমার সমধিক উৎসাহ ও আমোদ হইত। আমি স্বয়ং শিক্ষা লাভ ও অন্যকে উপদেশ প্রদান উভয় বিষয়েই সুপটু ছিলাম। আপনার উন্নতি সাধন ও অন্যের উন্নতি সম্পাদন করা আমার একমাত্র কার্য্য ছিল। কোন সম্প্রদায় বা ইতিহাস বিশেষের শাসন দ্বারা প্রতিহত না হইয়া প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায়ের উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইতাম। স্ব মত সমর্থন ও নিদর্শন প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই সম্প্রদায়নিষ্ঠ মত ও ইতিহাসের আশ্রয় অবলম্বন করিতাম। ইতিহাস-ঘটিত বিষয়ের নিমিত্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিতাম এবং ধর্ম্মতত্ত্বের নিমিত্ত আত্মার সহজ জ্ঞান ও ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের দৃঢ় বিশ্বাসই প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করিতাম। কৃষকদিগের নিস্তব্ধ ও শান্ত অবস্থা সুকবি রচিত কাব্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইত এবং উপদেশ প্রদান করিবার সময় সমাজ গৃহের সন্নিহিত বৃক্ষ সমূহ যেমন গবাক্ষ বিবর দ্বারা লক্ষিত হয় সেই রূপ উহা আমার অন্তরে সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইত। সুচতুর মনুষ্যদিগের সহিত সংস্রব রাখিয়া যাহা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে সেই অন্তর্দৃষ্টি প্রভাবে যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি আমি তাহারই উপদেশ প্রদান করিতাম এবং যাহাতে সকলে সময়ের প্রকৃত ব্যবহার এবং নির্ণীত সত্য সকল কার্য্যে পরিণত করে তদ্বিষয়েও যত্নবান ছিলাম।

অনন্তর আমি পদার্থ বিদ্যার আলোচনা এবং যাহাতে প্রকৃত জ্ঞানোপার্জ্জন হয় এই রূপ নানা প্রকার শাস্ত্র স্বতন্ত্র অনুশীলন করিবার বিস্তর অবকাশ প্রাপ্ত হইলাম। একদা ধর্ম্ম বিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক আমাকে কহিলেন "তুমি একটি সামান্য সভার ধর্ম্মোপদেশক। ঐরূপ সঙ্কীর্ণ স্থানে অবস্থান করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। তুমি জাতি সাধারণ সকলকেই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর এবং বক্তৃতা দ্বারা যে বিষয় সংসাধনে অসমর্থ হইবে রচনা করিয়া তৎ সম্পাদনে যত্নবান হও।" আমি অবকাশ কাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত পুস্তক পাঠ করিয়া অতিবাহিত করিতাম। আমি যে কেবল অভ্যাস বশতই দিবসের মধ্যে দশ বা পঞ্চদশ ঘণ্টা শাস্ত্রালোচনা করিতাম তাহা নহে;

ঐ রূপ গাঢ়তর পরিশ্রম দ্বারা প্রভূত আনন্দও অনুভব করিতাম। অনন্তর আমি ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের সুকঠিন বিষয় নিরূপণ করিতে শ্রম, যত্ন ও আমোদের সহিত পুনরায় দীক্ষিত হইলাম। আমার অবস্থা স্বাধীন ভাব সংস্থাপন ও অধ্যয়ন উভয় বিষয়েই একান্ত অনুকূল হইয়া উঠিল। ধর্ম্মোপদেশকের পদ গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম বিজ্ঞান অনুশীলন আরম্ভ করিলে একটি সুমহৎ পরিবর্ত্ত লক্ষিত হইতে লাগিল, কিন্তু উহা এই রূপ নিস্তব্ধ ভাবে প্রবর্ত্তিত হইল যে উহা কোন্ স্থান হইতে প্রবর্ত্তিত ও কোন্ স্থানে পর্য্যবসিত হইবে, তৎকালে কেহ কিছুই নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই। ফলত এই পরিবর্ত্তের সময়টি আমেরিকার ধর্ম্ম সংক্রান্ত ইতিহাসের অত্যন্ত ফলোপধায়ক হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

ইজিপ্টীয় মত।

ইজিপ্টীয়দিগের পুরাবৃত্ত এরূপ কল্পিত উপাখ্যানে পরিপূর্ণ, যে কোন বিজ্ঞতম পণ্ডিতও তাহা হইতে কোন বাস্তবিক বৃত্তান্ত নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিতে পারেন না। কেহ কেহ বলেন, ইজিপ্টীয়েরা পরলোকগত প্রধান প্রধান বীর, কবি, শিল্পজ্ঞ ও পদার্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতদিগকেই দেবতা বলিয়া উপাসনা করিত। অনেক খৃষ্টিয়ান্ যাজকগণ তর্ক দ্বারা অনায়াসে পরাজয় করিবার সুবিধা হইত বলিয়া এই পক্ষই গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। গ্রীস্ দেশীয় উপহাসরসিক গ্রন্থকারেরা ইজিপ্টীয়দিগকে পশু পক্ষীর উপাসক বলিয়া নানা প্রকার উপহাস করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু গ্রীস্ দেশের দেব দেবীর কাণ্ড সকল ইজিপ্টীয় পুরাবৃত্ত হইতেই যে সমুদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা তাঁহারা জানিতেন না। কেহ কেহ বলেন, ইজিপ্টীয়েরা সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদিগকেই ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করিত। সকল জাতির পূর্ব্ব পুরুষেরাই প্রথমে সূর্য্য প্রভৃতি জড় পদার্থের উপাসনা করিত, এই নিমিত্ত কোন সম্প্রদায়ই তাহা লইয়া ইজিপ্টীয়দিগকে উপহাস করেন নাই। ইজিপ্টীয় যাজকগণের লিখিত যে সকল গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা অনেকে স্থির করিয়াছেন, ইজিপ্টীয়দিগের চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিকে উপাসনা করিবার নিগূঢ় অর্থ ছিল। সে যাহা হউক ইজিপ্টীয়েরা চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জড়, পশু পক্ষী প্রভৃতি জন্তু, ও পরলোকগত প্রধান প্রধান মনুষ্যদিগকেও দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিত, তাহার সন্দেহ নাই। তাহারা পূর্ব্বতন রাজাদিগকে দেবতার পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিত, এই জন্য অনেক রাজা তাহাদের দেবতার মধ্যে পরিগণিত আছেন। ইজিপ্ট দেশে ইজিপ্টীয় দেবতাদিগের তিন পুরুষের লীলা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম দেবতাগুলি আদি পুরুষ বলিয়া পরিগণিত আছেন; এই শ্রেণীতে দেব ও দেবীতে আটজন ছিলেন। এই আটটি হইতে দ্বিতীয় পুরুষে আর বারটী দেবতা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় পুরুষ হইতে আর কতকগুলি দেবতা উৎপন্ন হন। প্রসিদ্ধ ওসিরিস দেব ও আইসিস্ দেবী এই তৃতীয় সন্তানের শ্রেণীতে পরিগণিত ছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ওসিরিস ও আইসিসের পূর্ব্বে ইজিপ্ট দেশে বিংশতিটি দেবতা ছিলেন। কিন্তু আদি দেবতাদিগের মধ্যে মেণ্ডিস বা প্যান নামক দেব ও বুটো বা ন্যাটোনা নামক দেবী এবং দ্বিতীয় সন্ততির মধ্যে হর্কুলিস দেব এই তিন নাম ব্যতিরেকে বিংশতি দেবতার মধ্যে আর কোন

নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এবং তাঁহাদিগের বিশেষ কোন প্রতিমূর্ত্তিও নাই। এই দেবতাদিগের মধ্যে যে জন্তু যে দেবতার প্রিয়, প্রায়ই তাঁহাকে সেই জন্তুর আকৃতিতে পূজা করা হইত। এক্ষণে যত দূর প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইজিপ্টীয়দিগের দেবতা ও ধর্ম্ম বিষয়ক মত প্রকটন করা যাইতেছে।

আমন। গ্রীস দেশীয় ইতিহাস লেখক হিরোডোটস্ বলেন, ইজিপ্টীয়দিগের আমন ও গ্রীকদিগের জোভ একই দেবতা ছিলেন। আফ্রিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী থিবস্ প্রদেশে ডায়স্পলিস্ নামক নগরে আমন দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই স্থানে তাঁহার উপাসনা হইত। ইথিওপিয়া প্রদেশে প্রতি বৎসর একটি মহোৎসব হইত। সেই সময়ে আমন দেবের প্রতিমা নীল নদীর তীর দিয়া তথায় লইয়া যাওয়া হইত, এবং ইথিওপিয় লোকেরা অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিত। মহোৎসব শেষ হইলে পুনর্ব্বার সেই প্রতিমা স্বস্থানে সংস্থাপিত হইত। ইজিপ্ট দেশীয়দিগের এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে, আমন দেব স্বভাবত সমুদায় ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু মন্ত্র পাঠ ও যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা বশীভূত হইলে ইন্দ্রিয়গোচর কোন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভক্তগণের নয়ন পথে আবির্ভূত হন। ইজিপ্টীয় দর্শনকারেরা যে পাঁচটিকে ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, আমন তন্মধ্যে পঞ্চম, ইঁহা দ্বারাই জীব জন্তুগণের জীবন ধারণ হইত।

হর্কুলিস। ইজিপ্টীয়দিগের মতে ইনি নীল নদীর পুত্র, ইনি হিন্দু দেবগণের ন্যায় সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক সূর্য্যের সহিত পৃথিবী পরিবেষ্টন করেন। ভারতবর্ষীয়েরা যেমন সূর্য্য মণ্ডল-মধ্য-বর্ত্তী নারায়ণকে দ্বিভুজ চতুর্ভুজ প্রভৃতি নানাবিধ আকারে পূজা করিয়া থাকেন, ইজিপ্টীয়েরা সেই রূপ তাঁহাকে নানা ভাবে আরাধনা করিত। ইজিপ্টীয়দিগের এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে, জল সমুদায় পদার্থের আদি কারণ; জল শুষ্ক হইয়া গেলে মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়। এই জল ও মৃত্তিকা হইতে সিংহের ন্যায় মুখ ও সর্পের ন্যায় শরীর একটি জন্তু উৎপন্ন হইয়াছিল। এই জন্তুর মধ্য স্থানের নাম হর্কুলিস ও কাল। হর্কুলিস্ হইতে একটি প্রকাণ্ড ডিম্ব বহির্গত হয়। হর্কুলিস্ ঐ ডিম্বকে উপযুক্ত সময়ে দ্বিধা বিভক্ত করেন। তাহার ঊর্দ্ধ ভাগ স্বর্গ ও অধো ভাগ ভূমণ্ডল হইল * অনন্তর হর্কুলিস্ পঞ্চ ভূতকে যথাবৎ বিভাগ করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। আমন যেমন জীবদিগের নিয়ন্তা, হর্কুলিস সেই রূপ জড় জগতের নিয়ন্তা ছিলেন।

মেণ্ডিস্। ইজিপ্টীয়দিগের যে আটটি আদি দেবতা ছিলেন, ইনি তাঁহাদেরই অন্যতম। ছাগের আকৃতির ন্যায় ইহাঁর প্রতিমূর্ত্তি। যে নগরে ইহাঁর মন্দির সংস্থাপিত ছিল, সে নগরের নামও মেণ্ডিস

---

* এই মতের সহিত মনুর মতের অনেক অংশে সাদৃশ্য আছে, যথা

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥ ৮॥

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥ ৯॥

তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরং।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা॥ ১২॥

তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতং॥ ১৩॥

প্রথম অধ্যায়।

তিনি চিন্তা করিয়া স্ব শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় প্রথমে জল সৃষ্টি করিলেন ও তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীজ স্বর্ণময় ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন অণ্ড হইয়া উঠিল। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অণ্ডে সম্বৎসর বাস করিয়া স্বয়ংই আপনার ধ্যান প্রভাবে তাহা দ্বিধা বিভক্ত করিলেন, এবং তিনি সেই দুই খণ্ড দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক এবং মধ্যে আকাশ, অষ্ট দিক্ ও সমুদ্র নির্ম্মাণ করিলেন।

বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। ইহাঁর বিষয়ে আর অধিক অবগত হওয়া যায় না, কেবল এই মাত্র জানিতে পারা যায় যে এ দেশে ষষ্ঠী দেবীর উপরে যে যে কার্য্যের ভার আছে, মেণ্ডিসও সেইরূপ কার্য্যের অধ্যক্ষ ছিলেন।

প্যাপ্রিমিস্। সিন্ধুঘোটকের আকৃতিতে প্যাপ্রিমিস নগরে ইহাঁর পূজা করা হইত। অনেকে অনুমান করেন, সিন্ধুঘোটক এই দেবতার বাহন। ইজিপ্ট দেশীয়েরা ইহাঁকে প্রলয়কারী দেবতার অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত।

—

ভবানীপুর ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

চতুর্থ সংখ্যা।

১০শ্রাবণ ১৭৮১ শক।

আমরা অপার গম্ভীর জ্ঞান-সাগর হইতে যে সত্যকে লাভ করিবার জন্য এখানে যত্ন করিতেছি, সেই সত্যকে ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সেই সত্য স্বরূপ আমাদের হৃদয়ে স্বয়ং আপনাকে প্রকাশ না করিলে আমরা কখনই তাঁহাকে পাইতে পারি না। তিনি পরিমিত বিষয় নহেন যে আমরা কেবল আপনার বুদ্ধি-বলে তাঁহাকে বুঝিতে পারিব। তিনি মহান্, অনাদ্যনন্ত; তাঁহার সাহায্য ব্যতীত তাঁহাকে লাভ করা যায় না। অতএব নত হইয়া তাঁহার নিকটে আপনাকে সমর্পণ করিতেছি, তিনি আমার জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার সত্য প্রেরণ করুন। সেই সত্য অতি গূঢ় বলিয়া আমরা তাহার উপার্জ্জনে নিরস্ত থাকিতে পারি না। তাঁহাকে না জানিলে নয়, তাঁহাকে না পাইলেই নয়; সেই গভীর সত্যকে অনুসন্ধান করিয়া জানিতেই হইবে। ব্রহ্ম-জ্ঞান যত্ন-সাধ্য বলিয়া আমরা যত্নহীন হইতে পারি না, কিন্তু আরো যত্ন-সহকারে তাঁহাকে জানিতে হইবে। যে সত্যকে লাভ করিলে মোহ, পাপ, শোক হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়; সংসার-সমুদ্র পার হইয়া অমৃত-ধামে উপনীত হওয়া যায়; এমন সত্যকে যত্ন-সাধ্য বলিয়া কি অবহেলা করিবে? আমরা যত্ন করিলে ঈশ্বর অবশ্যই সাহায্য করিবেন, আমাদের জ্ঞান-অঙ্কুরে স্বর্গীয় অমৃত বারি সিঞ্চন করিয়া ক্রমে তাহাকে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিবেন। আমরা ক্ষুদ্র হইয়া মহানের দাস হইয়াছি, অল্প হইয়া ভূমার উপাসক হইয়াছি, নত হইয়াই তাঁহার জ্ঞান-অর্জ্জনে চেষ্টা করিতেছি।

বেদ-সংহিতার মন্ত্র-সকল যদিও কেবল অগ্নি সূর্য্য মিত্র বরুণ পরিমিত দেবতার স্তুতিতে পরিপূর্ণ, তথাপি মধ্যে মধ্যে তাহাতেও অনন্তের আভাস স্ফুটিত হইয়াছে। "যো জাগার তমৃচঃ কাময়ন্তে যো জাগার তমু সামানি যন্তি যো জাগার তময়ং সোম আহ।" (ঋগ্বেদ-সংহিতা) যিনি জাগিয়া আছেন, ঋক-সকল তাঁহাকে কামনা করিতেছে; যিনি জাগিয়া আছেন, সাম-সকল তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইতেছে; যিনি জাগিয়া আছেন, এই সোম-যাগ তাঁহাকে কহিতেছে। বেদ-মন্ত্রে এই মাত্র আছে; কিন্তু যিনি জাগিয়া আছেন, তিনি যে কে, তাহার নিরূপণ কোথায়? মন্ত্রকৃৎ ঋষিরা এক এক বার সন্দেহিত ব্যক্তির ন্যায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।" (ঋগ্বেদ-সংহিতা) কোন্ দেবতাকে আমরা হবি দান করি? কিন্তু তাঁহারা এই মাত্র উত্তর পাইয়াছিলেন যে যাঁহাকে হবি দান করি, তিনিই সকল দেবতা। "এতদু হ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ" (বাজসনেয় ব্রাহ্মণ) "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।" (মন্ত্র-বর্ণ) তাঁহাকে ইন্দ্র, মিত্র, অগ্নি করিয়া বলেন, তিনি সুন্দর পক্ষ-যুক্ত দিব্য পক্ষী, বিপ্রেরা এক সৎকে বহু প্রকার বলেন, তাঁহাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা করিয়া বলেন। প্রাচীন বেদ-মন্ত্রের মধ্যেও ঈশ্বরের অনন্ত ভাব প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে নাই, এক এক বার তাহা হইতে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বেদের সংহিতাতে ঈশ্বরের অনন্ত ভাব যেন প্রাতঃকালের শুকতারার ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কত কাল প্রকৃতবাদী ঋষিদের নিকটে সেই অনন্ত পুরুষ প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারেন। কতকাল আর তাঁহারা এমন স্বচ্ছ অসীম আকাশে সমুদ্র তীরস্থ বালু-রাশি সদৃশ অগণ্য নক্ষত্র মধ্যে কেবল পরিমিত দেবতাকেই মানিতে পারেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে একই দেবতা সূর্য্য চন্দ্র অগ্নিতে, দ্যাবাপৃথিব্যন্তরীক্ষে, বাস করিতেছেন; তাঁহারই নিঃশ্বাসে বিশ্ব সংসার নিঃশ্বসিত হইতেছে। তাঁহারা জ্ঞান-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অনন্ত আকাশে অনন্ত দেবের হস্ত অধোতে ঊর্দ্ধেতে প্রসারিত দেখিলেন। বাহ্য বিষয়ের স্থূল আবরণ ভেদ করিয়াও সেই অনন্তের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল! তাঁহারা এই সকল জড় বস্তুর মধ্যে, বাহিরের এই প্রসারিত আকাশ দর্পণে, অনন্ত পুরুষকে

দেখিতে পাইলেন। তখনো তাঁহারা স্বীয় উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ কোষ আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিতে পান নাই, তখনো তাঁহাদের রসনা হইতে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই মহা বাক্য বিনির্গত হয় নাই। ইন্দ্রিয়দিগকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং সত্য পুরুষকে স্বীয় আত্মাতে দেখিবার উপদেশ উপনিষদেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্"। (কঠোপনিষৎ) বাহিরিন্দ্রিয়দিগকে ঈশ্বর অল্প বলই দিয়াছেন, এই হেতু তাহারা বহির্বিষয়ই দেখিতে পায়, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। এক কটাক্ষে যে চক্ষু অর্দ্ধ জগৎ দেখে, তাহারও বল অল্প, যে হেতু সে অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কোন কোন ধীর আবৃত্ত চক্ষু হইয়া, বহির্বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, এবং অমৃতত্বকে ইচ্ছা করিয়া, সকল আত্মার অন্তরাত্মা যে অদ্বিতীয় প্রত্যগাত্মা তাঁহাকে দেখেন। যাঁহারা বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে প্রতি-নিবৃত্ত করিয়া আত্মাকে দেখিতে অভ্যাস করেন নাই, তাঁহারা বলেন যে নিরাকার পরমেশ্বরকে কি প্রকারে ভাবিব। তাঁহাদের প্রতি তো নিরাকার ভাবিবার উপদেশ নয়; তাঁহারা স্বীয় আত্মাকে ভাবুন, জানিবেন যে সে নিরাকার। আত্মার অবয়ব নাই, সে নিজে নিরবয়ব হইয়া সাবয়ব সমুদয় বস্তু প্রকাশ করিতেছে। পর্ব্বত, পর্ব্বত সমান আকাশকে আশ্রয় করিয়া আছে, তিল তিল সমান আকাশকে অবলম্বন করিয়া আছে। যদি সেই তিলকে দশ ভাগ কর, সেই দশম ভাগেরও আধার তত টুকু আকাশ চাই। কিন্তু আত্মার সহিত কিছু মাত্র আকাশের সম্বন্ধ নাই; সে অণু নহে, সে হ্রস্ব নহে সে দীর্ঘ নহে। এই বলিয়া আত্মা কি বস্তু নয়? আত্মা জড় বিষয় হইতে মহত্তর বস্তু। আত্মা চেতন বস্তু, তাহার সংস্রবে এই জড় শরীর সচেতন হইয়াছে। যখন শরীরের অন্তরে শরীর হইতে ভিন্ন করিয়া আত্মাকে ভাবিতে পারিবে, তখনই নিরাকার ভাবিতে পারিবে। বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহিরে নিরাকার দেখিতে গেলে শূন্য দেখিবে। যাহারা বাহিরের বিষয়েতেই আসক্ত থাকে, তাহারা আকাশস্থিত বস্তুকেই বস্তু বলিয়া জানে; যে বস্তু আকাশে নাই, তাহাকে ধারণ করিতে পারে না। যদি নিরবয়ব হইল, তাহাদের নিকটে তবেই তাহা অবস্তু হইল। যাহাদের সংস্কার অচেতনে, তাহারা অচেতনকেই দেখে জড়কেই গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু যাহার চেতন আছে, সেই চেতনকে জানিতে পারে। হস্ত দ্বারা বস্তুকে ধারণ করা যায়, মন দ্বারা মনকে মনন করা যায়, জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানকে জানা যায়, আত্মা দ্বারাই আত্মাকে অনুভব করা যায়। যে, হস্ত দ্বারা আত্মাকে স্পর্শ করিতে চায়; যে চক্ষু দ্বারা আত্মাকে দেখিতে যায়; তাহা হইতে আর নির্ব্বোধ কে আছে? এক বার অন্তরে স্বীয় আত্মাকে দেখ, দেখিবে যে সে বিজ্ঞানময়। তাহার আকার নাই, তাহার অবয়ব নাই, তাহার রূপ নাই; তবে আছে কি? তার জ্ঞান আছে, তার প্রীতি আছে, তার ধর্ম্ম আছে। এই আত্মাতে আরোহণ করিয়া আরো তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট হও, সেই নির্ম্মল নিরাকার জ্ঞান-জ্যোতি মঙ্গল-স্বরূপ অনন্ত ব্রহ্মকে দেখিতে পাইবে এবং আশ্চর্য্যে উৎফুল্ল হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিবে। স্বীয় আত্মাই পরমাত্মাকে দর্শন করিবার সোপান-ভূমি। এই আত্মাই ব্রহ্মপুর, এই আত্মাই ব্রহ্মধাম।

কঠোপনিষদের আখ্যায়িকাতে আছে যে বাল্য কালে শ্রদ্ধাবিষ্ট নচিকেতার আত্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছিল। মৃত্যুর পরে কি হয়, তিনি তাহা স্বয়ং মৃত্যুকেই জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। শ্রদ্ধাবান নচিকেতা পিতার সত্য-পালনের জন্যে তিন রাত্রি অনাহারে যম-ভবনে ছিলেন। সেই তিন রাত্রি পরে যম প্রবাস হইতে গৃহে আসিয়া দেখিলেন যে নমস্য অতিথি তিন রাত্রি তাঁহার ভবনে উপবাসী রহিয়াছেন। তিনি আপনার এই দোষ অপনয়নের নিমিত্তে তাঁহাকে তাঁর তুষ্টি-সাধন তিনটি বর দিবার প্রার্থনা করিলেন। নচিকেতা প্রথম বর এই চাহিলেন যে এই ভয়ঙ্কর যম-ভবনে আসাতে আমার পিতা যে শোকাবিষ্ট ও ব্যাকুলিত হইয়াছেন, তাঁহার সেই শোক ও ব্যাকুলতার উপশম হউক—তিনি শান্ত ও প্রসন্ন-মনা হউন। তিনি দ্বিতীয় বরে স্বর্গ সাধন যাগ-যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের প্রকরণ জানিবার অভিলাষ করিলেন। তৃতীয় বরে তিনি প্রার্থনা করিলেন "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষবরস্তৃতীয়ঃ।" "প্রেতে মনুষ্যে যা ইয়ং বিচিকিৎসা" মনুষ্য এ লোক হইতে মৃত হইয়া অবসৃত হইলে যে এই সংশয় হয়। কি সংশয়? না, "অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে" কেহ বলেন আত্মা থাকেন, কেহ বলেন থাকেন না। "এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং" আমি তোমা কর্ত্তৃক অনুশিষ্ট হইয়া ইহার সিদ্ধান্ত জানিতে চাই। "বরাণামেষ-বরস্তৃতীয়ঃ" বরের মধ্যে আমার এই তৃতীয় বর। যম বালকের মুখে এমত কঠিন প্রশ্ন শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। এ জিজ্ঞাসা কত দূর তাঁহার হৃদয়ের ভাব, তাঁহার গূঢ় আত্ম-জ্ঞান জানিবার যথার্থ ইচ্ছা ও অধিকার হইয়াছে কি না, ইহা পরীক্ষা

করিবার নিমিত্তে যম তাঁহাকে বলিলেন। "দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা নহি সুবিজ্ঞেয়ং।" ইহাতে দেবতারাও পূর্ব্বে সংশয় করিয়াছিলেন, ইহা সুবিজ্ঞেয় নয়। "অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব" হে নচিকেতঃ! তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। এ বরের জন্য আর আমাকে অধিক উপরোধ করিও না। নচিকেতা বলিলেন। দেবতারাও ইহাতে সংশয়যুক্ত ছিলেন এবং তুমিও বলিতেছ ইহা সুবিজ্ঞেয় নয়; তোমার ন্যায় এই সংশয়ের সিদ্ধান্ত-কর্ত্তা এমন আচার্য্যই বা কোথায় পাইব, আত্ম-বিদ্যার সমান আর বিদ্যাই বা কি আছে; অতএব আমাকে এই বর দিতেই হইবে। যম পুনর্ব্বার বলিলেন, "শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব" শতায়ুর্বিশিষ্ট পুত্র-পৌত্র-সকল প্রার্থনা কর। বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্" বহু পশু, হস্তী, হিরণ্য, অশ্ব সকল অর্থনা কর। "ভূমের্ম্মহদায়তনং বৃণীষ্ব" মহদায়তন ভূমির প্রার্থী হও। "স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি" যত বৎসর পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, তত কাল জীবিত থাক। আমি যমের পদে থাকিতে তোমার মৃত্যু হইবে না। হে নচিকেতঃ। মরণের পর আত্মার যে কি হয়, এ প্রশ্ন ত্যাগ কর। নচিকেতা এ সকল প্রলোভন-বাক্যে মুগ্ধ না হইয়া অক্ষুব্ধ মহাদ্রুদের ন্যায় স্থির হইয়া উত্তর করিলেন, "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।" হস্তী হিরণ্য অশ্ব প্রভৃতি বিত্ত দ্বারা মনুষ্য তৃপ্ত হয় না; প্রত্যুত যত বিত্ত লাভ হয়, ততই লালসা বৃদ্ধি হয়। অতএব এ সকল আমি চাই না। যখন তোমার সহিত আমার বন্ধুতা হইয়াছে, তখন কোন্ লজ্জায় তুমি আর আমাকে মারিতে পারিবে; আর হিরণ্য অশ্ব হস্তি-সকল তো তোমার অনুগ্রহে পাইব; কিন্তু এ সকল আমার প্রার্থনার বিষয় নহে। মৃত্যুর পরে মনুষ্যের আত্মা থাকে কি না, ইহাই আমি তোমার নিকট হইতে শিক্ষিত হইতে চাই। অতএব হে যম। আমাকে এই তৃতীয় বর প্রদান কর, ও তোমার অঙ্গীকার পালন কর। এই প্রকারে নচিকেতা যমকে ধরিয়া বসিলেন, আত্ম-বিদ্যা বলিতেই হইবে। তখন যম প্রীত হইয়া বলিলেন। "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।" হন্তা যদি হনন করিবার নিমিত্তে মনে করে, এবং হত ব্যক্তি যদি আপনাকে হত বলিয়া মনে করে তবে তাহারা উভয়েই আত্মাকে জানে না; না এই আত্মা হনন করে, না এই আত্মা হত হয়। নচিকেতার যেমন প্রশ্ন, যমের তেমনি উত্তর—"ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" শরীর নষ্ট হইলে আত্মা নষ্ট হয় না। ভগবদ্গীতাতেও ইহার প্রতিধ্বনি আছে। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।" ইহাকে অস্ত্র ছেদন করিতে পারে না, ইহাকে অগ্নি দহন করিতে পারে না, ইহাকে জল সটিত করিতে পারে না, এবং ইহাকে বায়ুও শুষ্ক করিতে পারে না। এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য: শরীরের বিনাশে ইহার বিনাশ হয় না। নিঃশ্বাস বায়ু যখন বাহিরের অনিল হইয়া যায়, এই শরীর যখন ভস্মের সহিত ভস্মান্ত হয়, তখন আত্মা "যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং" পরলোকের সম্বল জ্ঞান ধর্ম্ম লইয়া এই পৃথিবী হইতে প্রস্থান করে; ইহার উপরে মৃত্যুর অধিকার নাই। এই অকাট্য গম্ভীর সার সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব কালের উপনিষদ্ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেখ, এ সিদ্ধান্ত কেমন সত্য। যখন মনু-স্মৃতি, রামায়ণ মহাভারত, পুরাণ, কিছুই ছিল না; তখন এই উপনিষদ্ ছিল। যদি বলা যায় যে উপনিষদ তিন সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও সুবিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কোন আপত্তি আনিতে পারেন না। এত পুরাতন কালে আত্মবিষয়ক এমন সার সিদ্ধান্ত এই সুবিস্তীর্ণ ভারত বর্ষে প্রচলিত ছিল। ইহাতে কি আশ্চর্য্য হইতে হয় না; ইহাতে কি আমারদের মুখ উজ্জ্বল হয় না? এমত পুরাতন কালে জ্ঞান-ধর্ম্মের এমন মহৎ কীর্ত্তি আর কোথাও নাই।

উপনিষদে যেমন শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া আত্মার-স্বরূপ জানান হইয়াছে, এমন আর বেদের কোন অংশে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে পরলোকের অস্তিত্ব, ও স্বর্গ লোকের সাধন, বেদের প্রথম হইতে সংহিতাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ-বিহিত যাগ যজ্ঞের ও ইষ্টাপূর্ত্তের এবং সদনুষ্ঠান ও পুণ্য কর্ম্মের ফল যে স্বর্গ লোক প্রাপ্তি, ইহাতে সমুদয় পুরাতন সকল ঋষিদিগেরই বিশ্বাস ছিল। বেদের ঋষিরা পর লোকের প্রতি কোন সংশয় আনেন নাই। তাঁহারা হৃদয়ের সহজ ধর্ম্মভাবে প্রত্যয় করিতেন যে ইহ লোকে পুণ্যানুষ্ঠানের ফল পর লোকে প্রাপ্ত হইবেই হইবে। উপনিষদের সময়ে জ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইয়া এই স্বাভাবিক আত্ম-প্রত্যয়ের উপর সংশয় উপস্থিত হইল। তখন উপনিষদের ঋষিরা সহজ জ্ঞানের আলোকে নিঃসংশয় হইয়া এই আত্ম-প্রত্যয়কে আরো দৃঢ়তর করিলেন। "পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপং।" (প্রশ্নোপনিষদ্) পুণ্য দ্বারা পুণ্য লোকে গতি হয়, পাপ দ্বারা পাপ লোকে।

যখন অনাত্মা হইতে আত্মাকে, দেহ হইতে দেহীকে, পৃথক্ করিয়া জানা যায়; তখন আর

কি জানা যায়? তখন আর এই জানা যায়, যে শরীরের বিনাশে আত্মার বিনাশ হয় না; যে হেতু উভয় পৃথক্ বস্তু। আর কি জানা যায়? না, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সমুদয় বাহ্য বস্তু হইতে আত্মা উৎকৃষ্ট; যে হেতু আত্মার দ্বারাই সমুদয় বাহ্য জগৎ প্রকাশ পায়। আর কি জানা যায়? না, আত্মা অমৃতের নিকেতন, অমৃত পুরুষ ঈশ্বরের আবাস স্থান; জীবাত্মার অন্তরেই পরমাত্মা রহিয়াছেন, তাহা হইতে জীবাত্মা অতি অল্প দূরেও নাই; যে হেতু তাঁহারদের মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই। আর কি জানা যায়? না, আত্মা ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়াই স্থিতি করিতেছে। "এষহি দ্রষ্টা স্পৃষ্টা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। সপরে অক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।" (প্রশ্নোপনিষদ্) এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ দ্রষ্টা স্পৃষ্টা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা ও কর্ত্তা। ইনি অক্ষয় পরমাত্মাতে সম্প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। আত্মা দ্রষ্টা, চক্ষু দেখে না; আত্মা চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে। আত্মাই শ্রোতা, আত্মাই ঘ্রাতা, আত্মাই রসের ভোক্তা। আত্মারই শক্তি মন, আত্মারই শক্তি বুদ্ধি, আত্মাই মনোবুদ্ধি দ্বারা বিষয়ের আ-লোচনা করে। এই পরিমিত বিজ্ঞানাত্মা কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছে? "সপরে অক্ষরে আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে" এই অক্ষয় পরমাত্মাতে সং-প্রতিষ্ঠিত আছে। দেখ, এখানে একেবারে দুই আত্মার কথা এক নিশ্বাসে বলা হইয়াছে। যে সত্যের জন্যে এত শাস্ত্র আন্দোলিত হইয়াছে, তাহা এক কথায় রহিয়াছে। এমত গম্ভীর সত্যকে সংক্ষিপ্ত করিয়া অল্পের মধ্যে আমরা উপনিষদেই দেখিতে পাই। এই শ্লোকে আত্মার বিশেষণে কর্ত্তা শব্দ আছে। আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া না জানিলে মহাভ্রমে পতিত হইতে হয়। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহের ন্যায় ঘূর্ণিতেছে, পশু পক্ষী, লোভে ভয়ে আপ আপন প্রবৃত্তির বলে চলিতেছে। মনুষ্যই কেবল আপন কর্তৃত্ব-বলে কখনো ধর্ম্মপথে ইচ্ছাকে নিয়োগ করিয়া উন্নত হইতেছে, কখনো অধর্ম্ম পথে গিয়া বিপদে পড়িতেছে। আত্মার কর্তৃত্ব থাকাতেই তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ধর্ম্ম হইয়াছে। চন্দ্র সূর্য্য পশু পক্ষীর ন্যায় প্রকৃতির নিয়মে বদ্ধ নাই: সে ধর্ম্মের নিয়মে বলীয়ান্ হই-য়াছে, পবিত্র হইয়া উৎকৃষ্ট দেবলোকে যাইবার অধিকার পাইয়াছে, এবং মুক্তির সোপানে দিন দিন আরোহণ করিতেছে। প্রকৃতিকে, প্রবৃত্তিকে, ধর্ম্মবলে অতিক্রম করিতে পারে বলিয়াই জীবাত্মা পুরুষ শব্দে উক্ত হইয়াছে। ধার্ম্মিক নিঃস্বার্থ শী-লীন পুরুষের আত্মা সাক্ষাৎ পরমাত্মার একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি।

যাঁহারা অনন্ত ঈশ্বরে মগ্ন হইয়া আপনার কর্তৃত্বকে ও তাঁহার সহিত আপনাকে হারাইয়া ফেলেন, তাঁহারা কর্ত্তব্য ধর্ম্মকে ভুলিয়া গিয়া ব-লিতে থাকেন, "কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু-সংজ্বরেৎ।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্) কি ইচ্ছা করিয়া আর কাহার নিমিত্তে শরীরকে দগ্ধ করি। তাঁহারা সংসারের কুশলের জন্য পরিশ্রম করিতে চাহেন না। তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত থাকেন, তাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে উৎসাহী হন না। তাঁহারদের জীবন নীরস শুষ্ক তরুর ন্যায় কোন ফল প্রদান করে না। তাঁহারা ইহা অবগত নহেন, যে ঈশ্বর আপনার অনন্ত মঙ্গল ভাব আমারদিগকে যে দেখিতে দেন সে ইহারই জন্যে যে আমরা তাঁহার সেই পবিত্র মঙ্গল ভাবকে আদর্শ করি, ও সংসারের শুভ কার্য্যে তাহার অনুকরণ করি। যদি তাঁহার সুন্দর মঙ্গল ভাব দেখিয়াও আমারদের কার্য্যে তাহার অনুকরণ না করিলাম, তবে তাহা দেখিবার ফল কি? ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, আত্মার ধর্ম্ম-দ্বার রুদ্ধ করিলে কখনো তাহার উন্নতি হইবে না। "সত্যান্ন প্রমদি-তব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যং।" সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না। জ্ঞান-আলোকে আত্মাকে উজ্জ্বল করিয়া সেই সত্য-স্বরূপকে অনন্ত-স্বরূপকে দেখ, প্রীতি-ভাবে তাঁহাকে আর্দ্র করিয়া সেই মঙ্গল স্বরূপকে পূজা কর এবং ধর্ম্ম বলে আত্মাকে বলীয়ান্ করিয়া সেই ধর্ম্মাবহ পবিত্র স্বরূপকে অনুকরণ কর প্রতিক্ষণেই ব্রহ্মানন্দ পুরস্কার হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই আদেশ।

DEFENCE OF BRAHMOISM,
AND THE BRAHMO SOMAJ.*

GENTLEMEN, — You are aware that a warm controversy has been raging for some years past between some Christian Missionaries and the leaders of the Calcutta Brahmo Somaj about the truth of Brahmoism. The battle is growing thicker day by day, and, if common rumour speak aright, mightier combatants than those that have already appeared on the field, are girding their loins for the fight, evidently thinking Brahmoism to be no ordinary foe. The horizon is growing darker and darker and greater fulminations and thunderings are expected to take place but without however, it may be safely guessed, the useful complement of showers refreshing to those who thirst after truth.

According to one view of the controversy, Gentlemen it cannot but grieve us, Brahmos, believers in catholic religion, as we are, to mark the bitterness of feeling that has been created by it between the Christian and the Brahmo, who both believe that the essence of religion is love, "love to God

* Being a lecture delivered at the Midnapore Brahmo Somaj.

and love to man," and who are sons of the common Father with whom "verily there is no regard of persons, but in every nation he that worketh righteousness and feareth him is accepted" But in another view we cannot but be glad at the present discussion, for it is certain that our religion will come out brighter and stronger from the fiery ordeal, convincing men of its internal strength, and leading them to a clear recognition of "the light that lighteth every man that cometh into the world," but which is obstructed to our view by the mist of prejudice and passion.

It is my intention to offer, this evening, with reference to this controversy, some remarks on Intuition, and the guiding principles of the Brahmo Somaj, in vindication of our religion and its principal followers, avoiding as much as possible the *odium theologicum*.

It shall be my endeavour in this lecture to keep always prominently in my view the principle, that among all religious denominations, the meek followers of the catholic religion, for Brahmoism is essentially *the* catholic religion, should exhibit in their own persons conspicuous examples of religious toleration and love, never indulging in sarcasm instead of argument, and in vituperation instead of fair reasoning, never sacrificing candor for the sake of mere liveliness My remarks will not have reference to the arguments contained in a single lecture of a single Christian Missionary but to the arguments advanced by Christian Missionaries in general in this country against Brahmoism.

The Christian Missionaries who attack the Brahmo Somaj, say that Intuition is insufficient to give us a clear idea of god I would beseech these reverend gentlemen to consider that revelation always presupposes a being that reveals the goodness of that being, his infallibility and holiness, or else what he says cannot be believed in Now the infallibility and the perfect holiness of God necessarily imply his other perfections A revelation is not at all possible unless a Perfect Being exists

Now if we are able to know so much clearly and distinctly I say, without revelation what is the necessity of it? Cannot all the other truths of religion, the most important for our salvation be deduced from the above? Has God made a *natural* provision for the gratification of every one of our natural wants and not for that of the greatest necessity of human nature, thirst after religious knowledge?

Is not belief in God himself, our Creator, Comforter, and Redeemer, whose sweetness should perfume our whole life, and the beauty of whose holiness should ever be present before the eye of the mind, as light that clasps heaven and earth in its lovely embrace is before that of the body—I ask, is not a belief in Him only quite sufficient for salvation without a belief in a Mediator? Is the assistance of a third party required for a son to go to his father? Is every man who loves God with all his heart and strength and who loves his neighbour as himself, but who, from *conscientious* scruples, cannot believe in Christianity to be roasted in eternal hell fire? If that be not the case why then insist so much on the acceptance of a book revelation as necessary for salvation? Granted that a book revelation exists, what is its test? It cannot be any other thing than Intuition. Its test can neither be the miracles, which the apostles of Christ themselves said every false prophet coming in the name of Christ could work, nor prophecies couched in the most enigmatical language, and admitting of a thousand different interpretations, but the heart of man on whose fleshly tablets God has written the only true revelation. Suppose if a voice from the heavens cry out: "Oh man! lie! steal! bear false-witness! for lying, stealing, and bearing false-witness is the true road to salvation", could we believe in such a voice? Certainly not. Why could we not believe in it? Because its utterances would not agree with those of our own hearts.

It is plain therefore that "Intuition is our revelation and likewise the evidence of that revelation" The Brahmos cannot believe in any other revelation than what is contained in "The elder Scripture writ with God's own hand Scripture authentic, uncorrupt by man"

Christian Missionaries assert that it is evident that Intuition does not give us a clear idea of God because degrading notions of him are found to prevail among the nations of the earth. It cannot but be admitted that such degrading notions exist among mankind, but what is the cause? The intuition about God is that there is a Perfect Mind on whom we entirely depend but then different nations have got different ideas of perfection. Rude nations believe true greatness to consist in power only. As they are more struck by the sight of evil than that of good they consider it a greater manifestation of power to do evil than good. Hence some nations believe the Deity to be of an evil nature, as did the ancient Jews, who thought God to be a jealous and revengeful god. Rude nations consider such rulers as are stern and cruel, as greater than those who are not so but as their ideas of perfection improve with their judgment they believe true greatness to be in power regulated by justice and mercy.

The law of progress applies to religion as to other things. Is not progress to be perceived in the sacred writings of the Christians also? Was it not a great transition from the Elohim of Moses to the God of the New Testament? What a change passes over the Jewish religion from fear to love, from power to wisdom, from the justice of God to the mercy of God, from the nation to the individual, from this world to another, from the visitation of the sins of the father upon the children, to 'every soul shall bear its own iniquity', from the fire, the earthquake and the storm, to the 'still small voice.'

Our reverend friends maintain that it was Christ who first revealed correct notions of religion to mankind and that they did not possess them before his coming. Now this is a statement contradicted by all history.

I would recommend, Gentlemen, to your attentive perusal the "Intellectual System of the Universe" by old Dr. Cudworth, whose liberal Christianity the reverend gentlemen in question would do well to imitate. This book contains innumerable proofs of the existence of correct notions of the godhead prevailing among the ancient Greeks and Romans.

The Apostles and the Fathers of the early Christian Church were more liberal in their acknowledgement of the merits of the so-called heathens in this respect than our present Christians. Every one who has read the New Testament must recollect the oft-quoted celebrated saying of St. Paul "The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness; because that which may be known of God is manifested in them for God hath showed it unto them. For the invis

able things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and godhead, so that they are without excuse; because that when they knew God they glorified him not as God neither were thankful; *but became vain in their imagination and their foolish hearts were darkened."

Now from the expressions "God hath showed it unto them", "clearly seen", and especially "they are without excuse", it is plain that the apostle believed that the light of nature was quite sufficient to give man a correct knowledge of God. Instead of thinking with our modern Christians that the heathens did not possess correct knowledge of God, the said apostle did not think it beneath him to borrow a line from the Greek poet Aratus "in him we live and move and have our being"; and another from the Dramatist Menander, "evil communications corrupt good manners." One of the Fathers of the early church called Socrates St. Socrates on account of his noble life and still nobler death. Another was so struck with the beautiful religious and moral sayings found in Greek authors that he said that a man might judge either the ancient Christians were philosophers or the old philosophers are Christians.

Turning from the one branch of the Aryan manifestation of the religious sentiment the Hellenic to the other the Indian, (there have been but two great manifestations of the religious sentiment in the world, that is the Aryan and the Shemetic,) I would recommend to the religious inquirer the perusal of the compilation named Brahmo Dharma published by the Calcutta Samaj many years ago. It contains religious sayings selected from the Shastras so austerely simple yet so replete with sublimity and beauty as to justify the assertion of Frederick Schlegel "It cannot be denied that the early Indians possessed knowledge of the true God. All their writings are replete with sentiments and expressions noble clear, severely grand, as deeply conceived and reverentially expressed as in any human language in which men have spoken of their God." The Brahmo Dharma also contains beautiful moral precepts rivalling in excellence any found in the Scriptures of other nations.

Our reverend friends lay great stress on the point that it was the Bible that brought life and immortality to light. If that be the case. Why is the belief in a future existence and the distribution of future rewards and punishments so prevalent among ancient non-Christian nations? Why are there such beautiful descriptions of the destination of the human soul found in their religious Scriptures? This leads us to believe that the immortality of the human soul is as much an intuitive belief as our convictions of the distinctness of the principle within us which we call "I", from the body and of its immeasurable superiority to the latter. This belief in future existence afterwards gains ample corroboration from the moral attributes of God which require a just distribution of rewards and punishments not witnessed in this life. Now believing in an intuitive truth is one thing, and giving demonstration of it to others, another. People may often fail in the latter, tho' they cannot ignore the belief, as was the case with the Grecian philosopher Plato.

Logical demonostrations of the immortality of the soul given in modern times are more satisfactory than those given in ancient times because the *Science* of theology improves with time just as other sciences, while the primary intuitions upon which the science of theology is based are the same in all ages and countries.

Some of our reverend friends account for the noble and beautiful sentiments met with in the so-called heathen writers about God, immortality of the soul and the moral duties of man by the theory that they are derived from a primeval revelation. Now this theory rests only on the authority of the Bible. As the Lectures of our reverend friends against Brahmoism are intended to edify the educated natives, most of whom do not believe in any revelation at all, to hazard an assertion on the authority of the Bible is as absurd as for an orthodox Hindoo to attempt to convince a Christian of the correctness of his opinions by citing in corroboration of them the authority of the Bhagavat Poorana, or Chotanya Chortamrita.

Our Christian friends maintain that the Gospel has revealed the true plan of redemption for our sins. It will be going beyond my limits if I discuss the question how far the opinions entertained by modern Christians on the subject agree with the Christianity of Christ or even apostolical Christianity, but suffice it to say that those entertained on it by those whom our christian friends call heathens, (I beg to be pardoned by them for stating the simple truth) are superior to their own. The idea entertained of God by our Christian friends is that of an oriental despot who while punishing a criminal, looks more to his outraged honor than to the good of the state or the amendment of that criminal. The opinion that God punishes exactly in the same way as a human governor does who is not satisfied with only the repentance of a criminal or that punishment *in the sense in which it is taken by men* is as much necessary in the divine scheme of government as in the human is anthropomorphitic. Are not the pangs of remorse sufficient punishment for our sins? If remorse do not take place in the heart of a hardened sinner in this world, is it improbable that it may be awakened in his mind in a future state when his religious and moral susceptibilities along with his other faculties would be more improved than now? Will not then his own heart be a hell to him realizing the following description of Satan by the great author of Paradise Lost

"For within him hell He brings and round about him, nor from hell One step, no more than from himself, can fly By change of place."

Our reverend friends if they impartially consider the subject will find it more consonant to the infinite goodness of God to believe that he punishes the sinner as a father does his child in order to amend his conduct and not as a zealous revengeful eastern tyrant to vindicate his own outraged honor. Our reverend friends maintain that not a single religious or moral truth has been discovered since the time of Christ. Why since the Christ? We may say since the creation of man, for religious and moral truths are as old as the human race, although their purification, which may be compared to that of a valuable metal from its state of rude ore and the discovery of the several modes of demonstrating them are more recent as they are the work of time. If no new religious or moral truth has been discovered since the time of Christ, another sort of discovery has been made that is that of the erroneousness of some of the beliefs of Christ, such as those in the propriety of asceticism, in the existence of devils, and the efficacy of exorcism and in the occurrence of the universal dissolution in his own generation.

Among those beliefs, I desire to dwell a little on the first of them, that is his belief in the propriety of leading an ascetical mode of life. Christ, though perhaps the greatest religious genius the world has ever seen, was still an ascetic, like those commonly met with in Asiatic countries. His not recognizing his mother when others pointed her out to him and his enjoining his disciples not to care for tomorrow's food or raiment; in short the general mode of life which he led, followed afterwards by his disciples proves that he was an ascetic. Now this asceticism has been relaxed in Protestant countries although it exists in its integrity in Roman Catholic countries which are in this respect more christian than the former.

Christian missionaries remark the diversity of opinions prevailing among the Brahmos. The same might be remarked of Christians by Brahmos. The Brahmos, however have this superiority over the followers of exclusive religions that although an individual may have difference of opinion with the Somaj on minor points, he is reckoned a Brahmo if he agrees in essentials. "Unity in essentials, variety in nonessentials and toleration in all" might be predicated with greater correctness of the Brahmos than of Christians.

After attempting to refute the arguments generally advanced by Christian missionaries against Brahmoism, I now proceed to vindicate the Samaj from the charge of vacillation which our reverend friends have brought against it. They say that the Samaj has passed through three different stages of religious opinion, namely those of Vedantism Rationalism, and Intuitionalism. This statement is not correct.

It must be frankly admitted that minor changes have taken place in the religious opinions of the Samaj but not in essentials. A belief independently of an external revelation in the One True God, "One only without a Second" the creator and the preserver of all, in the immortality of the soul and the existence of the moral law, in the distribution of future rewards and punishments and in the paramount necessity of worshipping God with love and leading a pure and blameless life has been the distinguishing characteristic of the Somaj from the time of Ram Mohun Roy to the present. It has never believed in a written revelation except so far as it is consonant to reason.

Ram Mohun Roy cited the authority of the Vedas while writing against popular Hinduism, that of the Bible while disproving the doctrine of the Trinity and that of the Koran while attacking the absurdities of Mahommedanism as in the Persian work "Towfatal Mohaedin" but he was neither a Hindu nor a Mahommedan nor a Christian in his religious opinions. His biographer in the "Calcutta Review" says on the authority of his immediate disciples that before he departed to Europe he told them that after his death the Hindoos will contend that he was a Vedantist, the Christians that he was a Unitarian Christian and the Mahommedans that he was a Mahommedan but he really belonged to no existing religious denomination in the world. The Catholicity of Ram Mohan Roy wore a triple aspect; that of Vedantism towards the Hindoos, that of Unitarianism towards Trinitarian Christians and a still purer form towards the Mahommedans in whose case he had not to contest with the doctrines of Multiplicity or Trinity. In the case of the Hindoos and Trinitarian Christians he thought it more proper to attempt to remove first from their minds the belief in many gods or three gods by attacking it with their own weapons than to preach pure theism to them.

The essential catholicity of the religious opinions of Ram Mohun Roy plainly manifested itself in a theoretical form in the "Towfatal Mohaedin" which by-the-bye was his earliest work and a very small pamphlet published by him in English, bearing the remarkable title of "Universal Religion" and in a practical form in the primitive constitution of the Calcutta Somaj. In the Trust Deed of the Somaj building it is stated that it is to be used as a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction for the worship of the Author of the Universe but not "under or by any other name peculiarly applied to any particular being or beings by any men or set of men whatever". The sermons to be preached and the hymns to be sung therein "should have a tendency to the strengthening the bond of union between men of all religious persuasions or creeds". It is said that, in accordance to this principle, in the very infancy of the Samaj Eurasian boys used to sing Psalms of David in English and Hindu musicians religious songs composed by Ram Mohun Roy and his friends in Bengali.

But Ram Mohun Roy was soon after obliged to give a more Hindu aspect to the Somaj for the propagation of the doctrine of the unity of God among his countrymen and that to such a degree that the Vedas which were now pronounced by him to be the chief guide of his followers in matters of religion were read in an adjoining room accessible only to Brahmins before public worship was held in the Samaj Hall and gifts were distributed to them on two or three successive Samaj anniversaries.

It is however plain that Ram Mohun Roy did not consider the Vedas to be inspired compositions because while he acknowledged the Vedas to be inspired he in the same breath admitted the Christian Scriptures also to be inspired. His idea of inspiration was not that of a miraculous process confined to any single age or nation but a gift coextensive with the human race. In the sense in which he acknowledged the Vedas and Christian Scriptures to be inspired, he admitted even certain portions of the Poorans and the tantras to be inspired. In his preface to his Bengali translation of the Ishopanishad, he says "Are not the Poorans and the Tantras Shastras? They are Shastras because they also proclaim the unity of God." In his opinion then, those portions only of the Poorans and the Tantras possessed Sanscrit authority which proclaimed the unity of God. It is still more curious to relate that he held the works of the celebrated Persian poet Jelaloddeen Roomee, called by way of eminence the Moulana, to be inspired in the same sense as the Vedanta. His biographer in the Calcutta Review says that he once expressed his intention to retire in his old age from worldly life and devote himself to the study of the Vedanta and Mesnovi, the great work of the said Moulana. It is evident therefore that Ram Mohun Roy's idea of inspiration was that of a process of spiritual illumination and ecstasy shared by all the members of the human race in more or less degree.

The intelligent portion of the immediate disciples of Ram Mohun Roy did not mistake the sense in which he called the Vedas a revelation. They partook of his eclectic spirit, quoted with almost as much enthusiasm a precept from the Tantras as one from the Vedas—a *robaee* from a Soofee poet on the agreement between all religions as a *sloka* from the Bhagavat Geeta, and spoke with rapture (I state from personal observation) of the religion of themselves and their great teacher as being the

of the wise of all ages and countries, as being in fact the universal religion

After the death of Ram Mohun Roy, the catholic character of the Somaj was not destroyed. Even while its leaders admitted the Vedas to be a revelation, they did so solely on account of the "reasonableness and cogency of their doctrines" as compared with the other Shasters of the Hindus and the religious Scriptures of other nations. They rejected the idea of a revelation supported by external evidence. "The only ground," they said, "on which the truth of any system of belief can be maintained is that founded on the nature of the doctrines inculcated by it." "If the doctrines of theology and the principles of morality taught in the sacred volumes referred to appear to be consonant to the dictates of sound reason and wisdom—if these tenets and precepts carry the unimpeachable character of truth in them—the man who has received them and continues to place his trust in them will have no reason to fear the vituperative surmises of ungodliness in respect to his religion." (Vide Vedantic Doctrines Vindicated.) The letter of Babu Debendro Nath Tagore published in the Englishman in October 1846 speaks of his religion as one "whose principles are echoed to by the dictates of that of nature and of human reason and human heart, and *by the consent of the wisest of all ages and countries.*" The Reverend Mr. Mullens, in his Essay on Vedantism, Brahmism and Christianity says "Though the Brahmos claim the Vedas as a revelation of divine truth they look principally upon the works of Nature as their religious teacher. From nature they learned truth and because the Vedas (as they assert) agree with nature therefore they regard them as inspired." He quotes in support of the above assertion the following passage from the "Vedantic Doctrines Vindicated." "The knowledge [illegible] sources of inspiration deals with eternal truths which require no other proof than what the whole creation and the mind of man not perverted by fallacious reasonings afford in abundance." It is therefore evident that the leaders of the Samaj at that time considered the Vedas to be revealed solely on account of the reasonableness and cogency of the doctrines. Their error lay in believing that whatever they contained was reasonable and cogent. As soon as they perceived their mistake after a wider study of the Vedas, they shook it off at once. Now why did they do so so easily? The reason is that a higher standard of belief had always predominated in their minds as shown by the above extracts from their publications over that of written revelation, that is the standard of reason and [illegible] then they could not continue professing [illegible] be a revelation which was found to [illegible] errors.

The Samaj still holds that only those doctrines and precepts of a religious book that are reasonable [illegible] worthy of its belief as revealed by God [illegible] contain all truth. The present members of the Samaj maintain that the conformity of a [illegible] with the dictates of reason in its intuitive and [illegible] form constitutes its sole claim to our belief, that intuition lays the groundwork, and reasoning [illegible] the superstructure of religion. As all [illegible] is based on intuitive belief and as the Samaj has never denied the importance of reasoning in the determination of religious truth, its recognition of intuition cannot be reckoned as an organic change of principle but as rather a development of one previously entertained.

You see then, Gentlemen, that a belief in the great truths of religion independently of an external revelation and on the principle that the reasonableness of a doctrine is the only test of its truth has been the chief characteristic of the religious opinions of the Samaj from the time of Ram Mohun Roy to the present. There is also another feature of the Samaj which it has not lost from its first establishment to the present time. I mean its Hindoo aspect as far as such aspect can be maintained in conformity with the principles of true religion. The service of the Samaj contains extracts from the Shastras, books held in veneration by the people of India from ancient times. In discussion with orthodox Hindoos, *Slokas* are cited from them by the Brahmos in corroboration of their opinions. This practice has been adopted by some Christian missionaries also, giving a greater right to the Brahmos to its observance. The Brahmo Dharma Grantha or the manual of Brahmic faith consists of selections from the Shastras. The same process of selection and reformation but not of extirpation is now-a-days being also applied by the Brahmos to the ritual and custom of Bengal. Whatever in them is not opposed to the true religion and to right reason is being kept and whatever is so is being rejected. The Brahmos cannot be blamed for displaying a certain degree of conservatism in the work of reformation. For instance what would an English Theist have done in a similar case? Would he have at once rejected the whole Bible and the whole of the old ceremonial and customs? Certainly not. "The natural result of the right of private judgment is to turn systematic Christianity into philosophy, a principle of reason applicable to all religions to purify and to spiritualize, by which the Jew applying it to his Bible, the Hindoo to his Shastar, the Greek to his Plato, the modern European to the New Testament, the Mahommedan to the Koran and so forth, mankind might gradually become more united in a brotherly eclectic feeling of piety and reverence, mutually allowing variety of customs, and consenting out of former creeds to reject the weeds and keep the flowers." Although Brahmoism is the purest form of Hinduism and altho' the Samaj has a Hindu aspect which it would be a suicidal step to destroy, its members, as becomes the followers of universal religion, are not backward to acknowledge their obligations to other religions than Hinduism, especially Christianity to which they are more indebted than to any other of those religions.

The essential features of the Samaj have remained unaltered from the time of Ram Mohun Roy to the present but it has not however remained still since his death without making progress. The catholic religion is essentially of an expansive character. One of its leading doctrines is that religion like other things is subject to the law of progress and that the religious ideas of man develop, expand and purify themselves with time. The Samaj therefore professing as it does the catholic religion would have belied its character had it remained stereotyped on the Vedantic plate of Ram Mohun Roy and not made any progress since his time when its religious opinions admitted of progress. The progress which the Samaj has made since the time of that reformer has been both of a negative and positive character. The negative progress lies in its abandoning its belief that whatever is contained in the Vedas is reasonable. The positive progress consists in the clearer and fuller recognition than before of intuition as the foundation of natural religion. I use the expression "clearer and fuller recognition than before", because such recognition is not of a very recent date as has been asserted to be. The Brahmo Dharma published about [illegible] years ago

has the expression একাত্ম প্রত্যয় সারং taken from the Mandookya Oopanishad of the Atharva Veda, meaning that the proof of the existence of God is intuition only. If any one turn over the file of the Tattwabodhinee Patrika for Sakabda 1776, he will find an article headed the ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ in which it is distinctly stated that our belief in the fundamental truths of religion is of an intuitive character. In some other articles published about that period, intuition was stated to be the primary basis of religion.

The progress of Brahmoism will ever keep pace with the age. The latter can never outgrow our religion. When a new science springs up, the members of the Samaj do not require to take the infinite pains which the followers of other religions take to [illegible] with the creed they profess. [illegible] that instead of there being a natural [illegible] between religion on the one hand and [illegible] and science on the other, the latter exercises [illegible] influence upon the former in refining and [illegible]. With regard to the relation between science and religion, the Samaj echoes the following sentiment of an English writer "True science and true religion are twin-sisters and the separation of either from the other is sure to prove the death of both. Science prospers exactly in proportion as it is religious and religion flourishes in exact proportion to the scientific depth and firmness of its basis". With regard to the relation between philosophy and religion, the members of the Samaj say "The inauguration of eclectic philosophy is already a fact in the philosophical world and serves to inspire us with the hope that side by side with catholic philosophy will reign catholic religion that natural religion and natural psychology will triumphantly rise in harmony from the conflicts of contending sects". In conformity with such views, the Samaj has always gladly admitted scientific and philosophical articles into the columns of the Tattwabodhinee Pattrika. In short, the opinions of the Samaj on this point can be thus summed up that there is no disagreement between Common Sense and Philosophy, between Reason and Revelation, between Theology and Science but that each has its own prescribed functions which must be respected by those of the other in the building up of the grand edifice of Theism.

Brahmo brethren who are present in this Hall, I have a word to tell you before I conclude. Controversy with the followers of other religions we cannot avoid both for purposes of self vindication and of conversion but let us set an example to them in what spirit religious controversy is to be conducted. Appealing to those sentiments which every religion has in common with Brahmoism for Brahmoism is *the* universal religion, we should try to wean the followers of other religions from their errors and prejudices in the spirit of charity and love, for we are children of the one common father. Let us recollect the remarkable words of the great founder of our religion "strengthening the bonds of union between men of all religious persuasion and creeds." Let us not lose our temper at the time of discussion. Let us not indulge in sarcasm instead of fair argumentation for sarcasm but ill befits the most momentous of all subjects, religion. Let us not sacrifice candour at the alter of liveliness. Let us not for the sake of appearing smart lose sight of the duty of behaving fairly towards the followers of other religions for they are men and as men they are our brethren.

I see some of us are very fond of religious controversy but let us not give way to an over-fondness for it [illegible] a religious being. Let us pay more attention to our own religious and moral improvement and that of our country than to how we will best acquit ourselves in religious controversy. Let us always cherish in our minds a lively consciousness of the Divine presence. Let us in all our actions keep Him before our minds' eye as "an abiding presence not to be put by." While we are engaged in the duties of a worldly life, let us remember we're in the presence of a Task-master whom we cannot deceive though we can deceive our earthly task-master. When we indulge in harmless pleasures and amusements, let us think of Him as a father who is observing the mirth of his children. When we are holding a great religious festival let us consider Him as at once its spectator and object. When we hold a meeting for any other purpose connected with religion than worship, let us consider Him as its great president. When we worship Him in the Samaj Hall let us adore Him as the living deity of the temple. Let us in all our thoughts words and deeds keep Him before us.

Let us be pure and holy in our lives. Let us show to the idolater that our religion is not a dead religion, a religion only to be talked of and not acted up to. Let us make sacrifices for our religion, and thereby show our countrymen that we love it with all our minds, all our hearts and all our strength, then will they think that Brahmoism is something and that it is not to be made light of. Let us think more of our country's than of our own interests. Let us direct our chief attention to the education and social improvement of our women for if one half of our population be in darkness how can the other half prosper? Let us be always up and doing for our country is in a state of transition and the duties of those who live at such a period are not light.

Lord God! our Father! our Savior! our Redeemer! give us strength to bear the trials of this awfully critical time. To Thee we look up for succour for we are weak. Always grant the light of thy countenance for that alone is our only consolation amid the darkness and dangers of our situation. From Thee alone come strength comfort and bliss. Forsake us not but infuse peace, humility and fortitude into our souls so that we may stand as witnesses of Thy glory to generations to come.

পুস্তক বিক্রয়।

	মূল্য
ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি .. .	॥০
যৎকিঞ্চিৎ (টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত) ..	॥৵০
শিশুপালন ১ম ভাগ	॥০
ঐ ২য় ভাগ	॥৵০

বিদেশীয় গ্রাহকদিগের নিকট নগদ মূল্য ব্যতীত পুস্তক প্রেরিত হইবে না।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৬ শকের পৌষ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৭১৵০
যন্ত্রালয়	১৪৮।১৫
পুস্তক বিক্রয়	৫৯৸০
ডাকমাশুল	৯৸৶০
পুরাতন ইট বিক্রয়	২৷৵১০
গচ্ছিত	২৷৶১০
	৩৯৪৷৵১৫

ব্যয়

মাসিক বেতন	৮৭৷০
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রচারক ..	[illegible]
পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন	৩০
যন্ত্রালয়	১৪২৶৩
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন	৭২
সরকারের কমিশন	৮৵১০
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয়	৷০
গচ্ছিত	২১৷৵০
	৩৭৭৷৵১৫

আয়	৩৯৪৷৵১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৫১৷৶১০
	৪৪৫৸৵৫
ব্যয়	৩৭৭৷৵১৫
স্থিত	৬৮৶১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য	৫
" রামমোহন দে	৪
" প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ..	২৸০
" হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় ..	২
" ঈশানচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী ..	২
" শ্যামলাল পাল	২
" রাজকুমার মল্লিক	১
" তারকনাথ দত্ত	১
" বলরাম দে	১
" বনমালী সেন	১
" পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
" হরগোবিন্দ সেন	১
" পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
	২৪৸০

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন গুপ্ত ..	১০
" রাজারাম মুখোপাধ্যায়	১
" দিননাথ মজুমদার	১৷০
" গোপালচন্দ্র মল্লিক	১
	১৩৷০
	৩৮।০০

ব্যয়।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ঢাকা গমনের পাথেয়	১০
পাল্‌কী ভাড়া	।০
বিল সরকারের হাওড়া পারে যাইবার ব্যয়	।১০
	১০।১০

আয়	৩৮।০
ব্যয়	১০।১০
স্থিত	২৭৸৴১০

শ্রী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দান সংগ্রাহক।

নির্ঘণ্ট পত্র।

পৃষ্ঠা

আচার্য্যের উপদেশ	১৪৯
জীবনের প্রকৃত ব্যবহার	১৫১
থিয়োডোর পার্করের পত্র	১৫৪
ইজিপ্টীয় মত	১৫৭
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	১৫৯
ইংরাজি	১৬২
আয় ব্যয়ের বিবরণ	১৬৮

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য নিরূপণ।

অগ্রিম মূল্য (কলিকাতার জন্য) ..	৩
" (মফঃস্বলের জন্য) ..	৩৸০
মাসিক মূল্য	।৵০
এক খণ্ড	।৵০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টিদিগের অনুমত্যনুসারে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ২ রা মাঘ শনিবার সম্বৎ ১৯২১। কলিগতাব্দা ৪৯৬৫।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
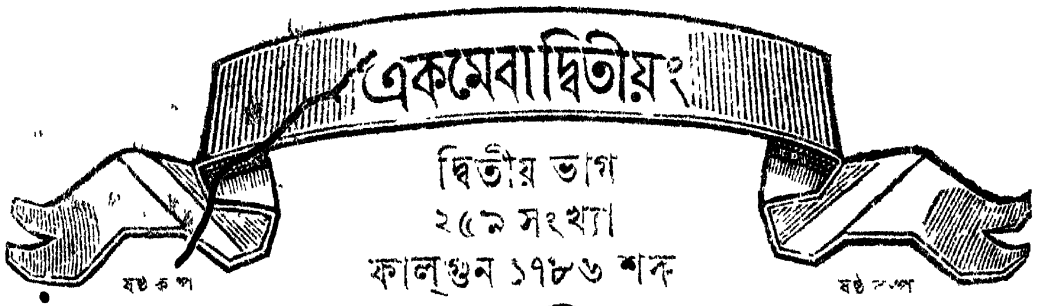
পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ ১৭৮৬ শক।

ঈশ্বর প্রসাদে ১১ মাঘের মহোৎসব অতি সমারোহ পূর্ব্বক সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এ বৎসরে আমাদিগের প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে এই মহোৎসবের ক্ষেত্র হইয়াছিল। তথায় ন্যূনাধিক সহস্র লোক সমাগত হইয়াছিলেন; অন্যান্য বৎসর স্থানাভাবে অনিচ্ছাতেও অনেকে পরাঙ্মুখ হইয়া বহির্গত হইতেন, এ বৎসর এই বৃহদায়তন ক্ষেত্রে সমাজ ভঙ্গ পর্য্যন্ত সকলেই স্তম্ভিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ভক্তিভরে মনের সাধে উপাসনা করিয়া ছিলেন। উৎসব ভূমির অন্তর বাহির নবপল্লব ও সুদৃশ্য কুসুম মালায় সুশোভিত হইয়াছিল। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময়ে চতুর্দ্দিক্ আলোক মালায় সুসজ্জিত হইল, উৎসব ভূমি মনোহর বেশ ধারণ করিল, এবং আচার্য্যেরা বেদীতে উপবেশন করিলে পর চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ হইল, ও "আজি আমাদের মহোৎসব" এই উৎসবের উল্লাসকর ব্রহ্মসঙ্গীত সহকারে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। এক সঙ্গীত শেষ হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ শ্রবণ গোচর সমাজের মধ্যে বেদীর সম্মুখে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া এই বক্তৃতা করিলেন।

"সত্যের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! যে ব্যক্তির হৃদয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তিনি এই মর্ত্ত্য লোকে থাকিয়াও দেবলোকের ন্যায় গৌরবান্বিত হন, যে দেশে সত্যের রাজ্য সংস্থাপিত হয়, সে দেশ দেবলোকের ন্যায় স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তির নিকেতন হয়। সত্য কাহারো নিজস্ব ধন নহে, অথচ সকলেরই অধিকার। সত্য ধনের দাস নহে, সম্রাটেরও অনুগত নহে। ইহার নিকটে রাজ-প্রাসাদ ও পর্ণ-কুটীর উভয়ই সমান। ধনবান ও নির্ধন সকলেরই জন্য ইহার দ্বার নিরপেক্ষ ভাবে প্রসারিত রহিয়াছে। ইহা লোক-বিশেষে অথবা সম্প্রদায়-বিশেষে অথবা জাতি-বিশেষে বিক্রীত হয় নাই। ইহা দেশেও বদ্ধ নহে, কালেও বদ্ধ নহে, সকল দেশে ও সকল সময়ে ইহার আধিপত্য। সত্য মহৎ ও

উদার। ইহা আবার জীবন্ত ও বলীয়ান্। ইহার আধার নির্জীব জ্ঞানও নহে, তরল ভাবও নহে; জীবনই ইহার আবাস ভূমি, জীবনেতেই ইহার যথার্থ প্রকাশ। যখন সমুদায় জীবন স্বর্গীয় বলে সংসারকে পরাস্ত করিয়া, পাপ, তাপ ও মৃত্যুকে পদানত করিয়া, ঈশ্বরাভিমুখে উন্নত হয়; তখনই সত্যের প্রকৃত মহিমা প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক সত্যই আমাদিগের জীবন, এবং যে পরিমাণে আমরা সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হই, সেই পরিমাণে আমরা জীবন-বিহীন ও জড় ভাবাপন্ন হই। সত্যের এরূপ জীবন্ত বল যে ইহার কণামাত্র কিরণে অমা-নিশার অভেদ্য তমোজাল ছিন্ন ভিন্ন হয়, ইহার সংস্পর্শ মাত্রে সহস্রাধিক বর্ষ সঞ্চিত র[illegible]-রাশি চূর্ণ হইয়া যায়; নিরাশ মুমূর্ষু ব্যক্তি নব জীবন ও নব উদ্যম প্রাপ্ত হয়, অতি দুর্ব্বল ভীরু ব্যক্তি মহা বীরের ন্যায় বীর্য্যবান হয়, এবং অতি সামান্য ক্ষুদ্র শক্তিও সম্রাট্ প[illegible]জিত প্রতাপে সহস্র সহস্রকে বশীভূত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা স্বীয় মহান্ লক্ষ্য সংসাধন করিয়া লন। সত্যের বলের নিকটে জ্ঞান-বল ধন-বল দেহ-বল সকলই পরাভূত হয়—কেবল পরাভূত হয় এমত নহে, কিন্তু আবার অনুগত দাসের ন্যায় ইহার পরিচর্য্যা করে। বহু প্রমাণ দ্বারা ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে যাহারা ভয়ঙ্কর বিকট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক রক্ত-পাতকর ও খড়্গ-হস্ত হইয়া সত্য-পরায়ণ ব্যক্তির অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই আবার ভক্তি-বিনয়ে সেই ব্যক্তির সেবা করে ও অনুগামী হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকে। কি আশ্চর্য্য সত্যের মহিমা।

এই উদার ও জীবন্ত সত্যের উপরে আমাদের পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপিত; ফলতঃ সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মে সকল মনুষ্যের অধিকার। ইহা যেমন ভারতবর্ষের, তেমনি ইংলণ্ডেরও ধর্ম্ম; ইহা যেমন পূর্ব্বকালের, তেমনি বর্ত্তমান সময়েরও ধর্ম্ম। ইহা যেমন সূক্ষ্মদর্শী নানা-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতদিগের, তেমনি সরল-চিত্ত কৃষকদিগেরও ধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ইহা জাতি-বদ্ধ বা সম্প্রদায়-বদ্ধ নহে। ইহাতে জাতির গৌরব নাই, দেশের গৌরব নাই। সকল মনুষ্যই স্বভাবতঃ ব্রাহ্ম। যিনি যে পরিমাণে স্বাভাবিক নির্ম্মল জ্ঞানের অনুসরণ করেন, তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম। মনুষ্যাত্মার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সমব্যাপী; আত্মার স্বধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম। দেশ কাল ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকলেরই ইহাতে অধিকার। জগৎ আমাদের দেব-মন্দির, পরমেশ্বর আমাদের উপাস্য দেবতা, স্বাভাবিক জ্ঞান আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, উপাসনা আমাদের মোক্ষ পথ, আত্মশুদ্ধি আমাদের প্রায়শ্চিত্ত, সাধু ব্যক্তি মাত্রেই আমাদের গুরু ও নেতা। এই উদার ব্রাহ্মধর্ম্মে সাম্প্রদায়িক লক্ষণ কিছুই নাই, ইহাতে বিরোধের কারণ নাই। ইহা সাধারণ সম্পত্তি। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ সাম্প্রদায়িক সমাজ নহে; যাঁহারা এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসক হইয়া তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগেরই এই সমাজ।

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে এই ১১ মাঘ দিবসে অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন, অত্যুন্নত-প্রশস্ত-হৃদয়-বিশিষ্ট মহাত্মা রামমোহন রায় এই ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত করেন। সেই দিবসে প্রীতি-বিস্ফারিত হৃদয়ে তিনি সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোকদিগকে এক সাধারণ উপাসনা-গৃহে সত্য-স্বরূপ অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার জন্য আহ্বান করিলেন; এবং ব্রহ্মোপাসনা-রূপ অমূল্য

ধনে সকলেরই যে অধিকার আছে ঐ গৃহ প্রতিষ্ঠা দ্বারা জগতে এই সুসমাচার ঘোষণা করিলেন। সেই দিন অবধি কত শত লোকে এই ব্রাহ্মসমাজের সুশীতল আশ্রয় লাভ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে সত্যের প্রসাদে, হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়াছেন, মনকে উন্নত করিয়াছেন এবং আত্মাকে পবিত্র করিয়াছেন। দেখ কেমন আশ্চর্য্য-রূপে অল্পে অল্পে ব্রাহ্মসমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শান্তির রাজ্য, প্রীতির রাজ্য, প্রসারিত হইতেছে। কত শত লোক সাম্প্রদায়িক সকল প্রকার শৃঙ্খল ছেদন পূর্ব্বক প্রশস্ত হৃদয়ে সত্যের সাধারণ ভূমিতে সকলের সহিত উচ্চতম বিমলতম সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছেন; বিদ্বেষ, ঘৃণা, বিবাদ, বিসম্বাদ হইতে মুক্ত হইয়া নিরপেক্ষ মনে সকল জাতি ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব সঙ্কলন করিতেছেন, সকলের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ হিতকর কার্য্য সাধন করিতেছেন, এবং উন্নত প্রীতি-যোগে সকলকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। দেখ, জগৎ যে পরিবারের গৃহ, ঈশ্বর যে পরিবারের পিতা মাতা, সেই পরিবার ক্রমে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে! এই মনোহর দৃশ্য সন্দর্শনে কাহার চিত্ত না মহোল্লাসে অদ্য উৎফুল্ল হইতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমার-পরিচয় পাইয়া কাহার শরীর না রোমাঞ্চিত হইতেছে?

ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ভাব দেখিয়া অদ্য যেমন মন প্রশস্ত হইতেছে, তেমনি ইহার আশ্চর্য্য স্বর্গীয় পরাক্রম দেখিয়া আমারদের আত্মা উৎসাহে প্রজ্বলিত হইতেছে। এই পঞ্চত্রিংশ বৎসর মধ্যে ইহার অগ্নি এ দেশকে কেমন উজ্জ্বল করিয়াছে; কত কত পর্ব্বতাকার বিঘ্ন বিপত্তি, কত ভয়ঙ্কর কুসংস্কার ঐ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে। শত সহস্র বর্ষে যে সকল কুসংস্কার এদেশে বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বলে সমূলে উৎপাটিত হইতেছে, সমুদয় ভারতবর্ষে যে সকল ভ্রমের আয়তন তাহাও ক্রমে চূর্ণ হইতেছে। এই ভারতভূমি পৌত্তলিকতার দুর্গ স্বরূপ, ইহা কঠিন অভেদ্য কুসংস্কার প্রস্তরে নির্ম্মিত, অগণ্য পরাক্রমশালী বিরোধী বিপক্ষেরা সত্য-পরায়ণ ব্যক্তির প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া নিষ্কাশিত খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক প্রহরীর ন্যায় নিয়ত ঐ দুর্গকে রক্ষা করিতেছে; সেই দুর্গের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীয়মান, এবং সেই বিরোধী দলের কত কত লোক এক্ষণে সত্য ধর্ম্মের পদাবলুণ্ঠিত হইতেছে। সাধু ব্রাহ্মেরা সত্যের প্রভাবে আপনাদিগকে ও পরিবার এবং স্বদেশকে ভয়ঙ্কর ভ্রম জাল হইতে প্রমুক্ত করিয়া আনন্দ মনে ব্রহ্মনামে করত সমুদয় ভারতভূমিকে নিনাদিত করিতেছেন। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যাঁহাদের সহায়, এবং জীবন্ত জ্বলন্ত সত্য যাঁহাদের হস্তে, তাঁহাদের নিকটে যে দ্বিতীয় জীর্ণ ভ্রম নিচয় আপনা হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ব্রহ্মবলের সম্মুখে কি পার্থিব কোন বল তিষ্ঠিতে পারে? দেখ, ক্রমে কেমন পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে; পরিবার মধ্যে পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী সদ্ভাবে মিলিত হইয়া নির্ব্বিরোধে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, বৃদ্ধেরা গম্ভীর ভাবে জ্ঞানের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতেছেন, যুবকেরা উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া ইহার সত্য সকল অনুষ্ঠানে পরিণত করিতেছেন, কোমল-হৃদয়া মহিলারা বিশুদ্ধ প্রীতি-পুষ্পে ব্রহ্ম পূজা করিতেছেন। এ মহৎ জয় কেবল সত্যেরই বলে, এমন রমণীয় শোভা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মেরই সৌন্দর্য্য।

এই সম্বৎসর যাঁর করুণা অবলম্বন ক-রিয়া অদ্যকার উৎসব-ক্ষেত্রে সকলে সম্মিলিত হইলাম, সম্বৎসর যাঁর অভয়-ক্রোড়ে অবস্থান করিয়া রোগ-শোক ভয় বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, যাঁহার প্রেমালিঙ্গন আমারদের জন্য নিরন্তর প্রসারিত আছে, যিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে পাপ তাপ হইতে নিস্তার করিয়াছেন, অদ্য সমস্ত দিন যাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ অনুভব করিয়াছি, এখনই যাঁহার প্রেমপূর্ণ চক্ষু আমাদের জন্য প্রকাশিত দেখিতেছি; তাঁহাকে জ্ঞান-নেত্রে প্রত্যক্ষ কর, তাঁহার নিকটে হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটন কর, তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা উপহার দাও, তাঁহার চরণে প্রীতিপুষ্প বিকীর্ণ কর, তাঁহার নিকটে শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম বল প্রার্থনা কর, তাঁহার উপাসনা করিয়া এই ক্ষুদ্র জীবন চরিতার্থ কর।

অনন্তর আদি অন্তে ব্রহ্ম-সঙ্গীত সংযুক্ত স্বাধ্যায়ান্ত ব্রহ্মোপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে, পূজনীয় শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের এই তিনটী শ্রুতি তাৎপর্য্যের সহিত ব্যাখ্যা করিলেন—

যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ১।

যিনি ভূমা, যিনি মহান্, তিনি সুখ-স্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই। ভূমা ঈশ্বরই সুখ স্বরূপ; অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক।

মনুষ্যের মন পরিমিত ক্ষুদ্র পদার্থে কখনই সুখী হইতে পারে না। সেই ভূমাতেই আমারদের সুখ, অল্প বিষয়ে সুখ নাই। বিষয়-সুখে আমারদের আত্মা তৃপ্ত হয় না। বিষয়-সুখ সকলই ক্ষণ-ভঙ্গুর, অতীব ক্ষুদ্র—কখনো বা ধর্ম্মের অনুকূল, কখনো বা প্রতিকূল; কখনো বা সেব্য, কখনো ত্যাজ্য। সেই ভূমা ঈশ্বরই আমারদের তৃপ্তির স্থল, আমারদের পবিত্র শান্তি-নিকেতন। অতএব তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবেক, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক ॥ ১ ॥

সভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতইতি স্বে মহিম্নি। ২।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। আচার্য্য উত্তর করিলেন, তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ২ ॥

পরমেশ্বর নিরালম্ব, স্বতন্ত্র ও মুক্ত স্বভাব। অন্য সকল বস্তু যেমন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছে, তিনি তদ্রূপ কাহাকেও অবলম্বন করিয়া স্থিতি করেন না। এই বিশ্ব-রূপ শৃঙ্খল তাঁহাতে আবদ্ধ থাকিয়া লম্বমান রহিয়াছে, তিনি এক মাত্র শঙ্কু-স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিয়া আছেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই আবদ্ধ নহেন, তাঁহাকে কেহ ধারণ করিয়া রহে নাই। সেই নিরবলম্ব পূর্ণ ব্রহ্ম স্বকীয় মহিমাতেই অবস্থিতি করিতেছেন, আপনাতে আপনিই নিত্য রহিয়াছেন; তাঁহার কেহ ধনকাও নাই এবং তাঁহার কেহ আশ্রয়ও নাই ॥ ২ ॥

সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ। ঈশানোভূতভব্যস্য সএবাদ্য সউ শ্বঃ। ৩।

তিনি অধোতে, তিনি উর্দ্ধেতে; তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে তিনি উত্তরে। তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। তিনি অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন ॥ ৩ ॥

কি উর্দ্ধে, কি অধোতে, কি পশ্চাতে; কি সম্মুখে; কি দক্ষিণে, কি উত্তরে; আমারদিগের চতুর্দ্দিকে সকল স্থানেই তিনি

দীপ্যমান রহিয়াছেন। আমরা যদি পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করি, সেখানেও তিনি বিদ্যমান, যদি গভীর সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করি, সেখানেও তিনি বর্ত্তমান। দিবাকরের মধ্যাহ্ন কালের কিরণে যেমন তিনি স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন, তদ্রূপ তামসী বিভাবরীর অপ্রকাশ্য তিমিরেও জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছেন। সকল স্থানেই তাঁহার রাজ্য, সকল স্থানেই তাঁহার দৃষ্টি। যেমন তিনি সর্ব্ব-দেশ ব্যাপী, তেমনি তিনি সর্ব্ব-কালে বিদ্যমান। তিনি যেমন ইহ কালের নিয়ন্তা, তেমনি পর কালেরও নিয়ন্তা; তিনি অদ্যাও আছেন, পরেও থাকিবেন॥ ৭॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

পরে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুমধুর গম্ভীর স্বরে এই মহোৎসবের পবিত্র নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা সকলকে স্নিগ্ধ করিলেন

আজ মাঘের একাদশ দিবস, আজ বঙ্গভূমির সমুদায় ভারতভূমির একমাত্র উৎসব দিন। অনেক দেশে দৃষ্ট হইতেছে—দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইলে যেমন সেই দিনটী সকলেরই চির স্মরণীয় হইয়া থাকে সেই রূপ এই মাঘের একাদশ দিবসটী স্বদেশানুরাগী ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি মাত্রেরই স্মরণ পথে চির মুদ্রিত থাকা নিতান্তই কর্ত্তব্য। কেন না এই দিনে এই অসহায় দুর্ভাগ্য বঙ্গভূমির প্রকৃত প্রাণ সঞ্চার হয়—এদেশের সকল সুখ সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়। বঙ্গদেশে যে সকল কুরীতি কদাচার এত দিন আধিপত্য করিতেছিল, এই দিন হইতে এমন একটী কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হইল, যাহার দ্বারা ক্রমে ক্রমে এ দেশের সকল অভাব বিদূরিত হইতেছে, প্রত্যেক জনের প্রতি গৃহের—প্রতি আত্মার বন্ধন বিমোচন হইয়া আমারদিগের জন্ম ভূমির বিষণ্ণ মুখ প্রসন্ন হইতেছে। চির দুঃখিনী বঙ্গ মাতার স্বাধীনতারূপ অমূল্য হার পরিধানের সময় লক্ষ্য করিবারও কাল উপস্থিত হইয়াছে। যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দেশের সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সম্যক্-রূপে উদিত হয়েন নাই, তখন যে কখনও বঙ্গভূমির দুঃখের নিশা অবসান হইবে ইহা ভাবিয়া স্থির করাও কঠিন হইত। এখন তো আমরা গণনার কাল প্রাপ্ত হইয়াছি—এখন তো উন্নতির সোপান লাভ করিয়াছি। এখন আমরা বৎসর গণনার সঙ্গে সঙ্গে গণনা করি, যে দেশের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইল,—হৃদয় কি পরিমাণে পাপ মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইল,—আত্মা কত দূর উন্নত হইল। কোন সদাশয় মহাত্মা কর্ত্তৃক আমারদিগের কোন না কোন একটী অভাব নিরাকৃত হইলে, তাঁহার নিকটে কত কৃতজ্ঞ হই, বিনয় বচনে তাঁহাকে কত সাধুবাদ প্রদান করি, কিন্তু যিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সকল মঙ্গলের একমাত্র আয়তন, যাঁহা হইতে দেশের অভাব প্রতি গৃহ—প্রতি পরিবার—প্রতি আত্মার গভীরতম অভাব বিদূরিত হইয়াছে, সেই ত্রিভুবনের রাজার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি যত্ন ও আয়াস সাধ্য? তাঁহাকে স্মরণ করিতে কি আর উদ্বোধনের প্রয়োজন? আজ মাঘের একাদশ দিবস, আজ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের প্রথম দিন। ইহা উচ্চারণ করিবা মাত্রই শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, নয়ন যুগল প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়, হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে যুগপৎ প্রীতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব ঈশ্বরের প্রতি উচ্ছ্বসিত হইয়া কণ্ঠ নিরোধ করিয়া ফেলে! চারিদিকে ঈশ্বরের মহিমা জাজ্জ্বল্যমান সন্দর্শন করিয়া, এই শোভা সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে, এই সাধকদলের মুখমণ্ডলে তাঁহার সত্য জ্যোতি বিকীর্ণ দেখিয়া বিস্ময়রসে

হৃদয় প্লাবিত হইতেছে। অনন্তের মহিমা ব্যক্ত করিতে গিয়া রসনা অসাড় হইয়া যাইতেছে—তাঁহার গুরু ভার ধারণ করিতে গিয়া হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

সম্মুখে কি মনোহর দৃশ্য! শত সহস্র ব্যক্তি শান্ত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সেই দেব দেবের পূজার নিমিত্ত একত্রিত হইয়াছেন, আনন্দোন্মীলিত- নিমীলিত নয়নে সকলে আমারদিগের "সাক্ষাৎ পিতা, পুরাতন পিতামহ" পরমেশ্বরের অর্চনার জন্য—তাঁহার ধ্যান ধারণার নিমিত্ত সমাসীন হইয়াছেন, সকলে এক লক্ষ্য এক হৃদয় হইয়া এক বাক্যে ঈশ্বরের প্রসাদ-বারি যাচ্ঞা করিতেছেন. ইহা সন্দর্শন করিলে মনুষ্য মাত্রেরই তো হৃদয় কমল প্রস্ফুটিত হইবেই. দেবতারাও এই মনোহর দৃশ্য সন্দর্শন করিতে প্রার্থনা করেন।

ঈশ্বর-সর্ব্বস্ব প্রশান্তাত্মা গৃহপতির এই সমুদায় আয়োজন—সমুদায় আমন্ত্রণ কেবল ঈশ্বরেরই জন্য। তিনি ঈশ্বর হইতে আপনার মঙ্গল, পরিবারের মঙ্গল, সমুদায় বঙ্গভূমির মঙ্গল লাভ করিয়া আনন্দে উত্তম্ভিত হইয়া চারিদিকে এই সকল মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। আজ ত্রিভুবনের রাজার পদধূলি তাঁহার আশ্রমে পতিত হইবে, আজ সেই ভুবনেশ্বরের পূজা তাঁহার গৃহে সুসম্পন্ন হইবে, এই জন্য তো সুপরিবারে হৃদয়-থাল প্রীতি-কুসুমে পূর্ণ করিয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন—তাঁহার উৎসব আনন্দ জনিত পবিত্রতর সুখের ভাগী করিবার জন্য আমারদিগকেও আহ্বান করিয়াছেন, আমরা তাঁহার নিমন্ত্রণে—ঈশ্বরের সস্নেহ আহ্বানে নানা স্থান হইতে প্রস্ফুটিত প্রীতিকুসুম লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই দেব দেবের পূজার উপচার লইয়া সকলে একত্রিত হইয়াছি। আইস সকলে মিলে ঈশ্বরের পূজা করিয়া কৃতার্থ হই, হৃদয়ের পরিশুদ্ধ কৃতজ্ঞতা উপহার তাঁহাকে দিয়া জীবন স্বার্থক করি। আপনার উন্নতি, দেশের উন্নতি, প্রাণসম ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য সকলে মিলে তাঁহার মঙ্গল যশ ঘোষণা করি।

হে অখিল-মাতা বিশ্ব-বিধাতা পরমেশ্বর! আমরা তোমার পূজার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তোমাকে লইয়াই আমারদিগের উৎসব আনন্দ সুখ সৌভাগ্য সকলই। আমরা তোমার চিরাশ্রিত চিরানুগত দাস—আমারদের প্রতি তোমার কত করুণা। আমারদিগকে নিতান্ত নিরাশ্রয় একাকী অসহায় দেখিয়া তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের শীতল ছায়ায় আনয়ন করিয়াছ, তুমি আমারদিগকে নির্ধন নিরর্থ দেখিয়া কৃপা করিয়া কেন দুর্লভ ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকারী করিয়াছ। তুমি দীনহীন মলিন বঙ্গ দেশের অভ্যন্তর হইতে অমৃত-ধ্বনি উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ইহাকে জীবন যৌবনে পুনরুত্থিত করিতেছ। ধন্য ধন্য নাথ! ধন্য তোমার করুণা। তোমার প্রসাদ গুণে দুর্ব্বল ও বল লাভ করে, ভীরু ও সাহসী হইয়া উঠে।

হে দুর্ব্বলের বল, গতি হীনের গতি পরমেশ্বর! তুমি এই গৃহ স্বামির মঙ্গল কর। তুমি ইঁহার সন্তান সন্ততিগণকে তোমার জ্ঞান ধর্ম্মে—তোমার প্রীতি পবিত্রতাতে নিরত কর। সংসারের পর্ব্বত সমান তরঙ্গের মধ্যে তোমার অভয় পদ আশ্রয় করিয়া যথা সর্ব্বস্ব পণ করত যেমন ইনি নির্ব্বিঘ্নে শান্তি উপকূলে উপনীত হইয়া স্বীয় নিবাস নিকেতনের মধ্যে তোমার এই সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তেমনি যেন চির কাল অবাধে এখানে তোমার পূজা সম্পন্ন হয়। তোমার পবিত্র নাম যেমন এখানে বাহিরে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে, তেমনি যেন ইঁহার বংশ পরম্পরা ক্রমে স-

কলের হৃদয় পটে তোমার পবিত্র ধর্ম্মের মঙ্গল ভাব সকল চির মুদ্রিত থাকে।

যাঁহার গৃহে আজ সমুদায় বঙ্গভূমির — ভারত ভূমির শান্তি স্বস্ত্যয়ন হইতেছে, যাঁহার আহ্বানে আমরা সকলে এখানে উপস্থিত হইয়া তোমাকে লাভ করিতেছি তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা না করিয়া কি হৃদয় সুস্থির হইতে পারে?

হে ঈশ্বর! তোমার নাম সর্ব্বত্র ঘোষিত হউক, তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক, তোমার ধর্ম্ম সমুদায় পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হউক, এই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অনন্তর শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় সকলের হৃদ্য পথ্য এই হিতকর অমৃতোপম উপদেশ প্রদান করিলেন—

বাহিরে বান্ধবগণের আনন্দকর সমাগম, অন্তরে সেই চির জীবন-সখার মধুময় আবির্ভাব, উদাকার এক মহোৎসবের মধুরতা ও আমাদের জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদন করিল। যে প্রকার প্রত্যাশা করিয়া এই মহোৎসবের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহা পরিপূর্ণ হইল। স্নিগ্ধমূর্ত্তি সুহৃদগণের প্রীতি বিকশিত মুখমণ্ডল দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই চির-সুহৃদের আবির্ভাব অনুভূত হইল। আত্মা তেজস্বী হইল, মন বিনীত হইল, হৃদয় কোমল হইল, জ্ঞান পরিতৃপ্ত হইল, প্রীতি চরিতার্থ হইল, ইচ্ছা পবিত্র হইল, প্রাণ শীতল হইল। কি শুভ ক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছিল! কি আশ্চর্য্য গতিতে ইহা প্রসারিত হইতেছে! কি মধুর ভাবে জন সমাজের শুভ সাধন করিতেছে! ভবিষ্যতে কি মনোহর দৃশ্য প্রদর্শন করিবে!

এখন বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণতর আলোক প্রতি আত্মার স্বাধীনতা আবিষ্কৃত করিল, মনুষ্যের অভ্রান্ততা বিলুপ্ত করিল, সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রে ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিতে লাগিল, সেই উপযুক্ত সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া সেই প্রত্যগাত্মার সহিত প্রতি আত্মার সাক্ষাৎ যোগ প্রকাশিত করিল; স্বাধীনতার মধুর ভাব, কর্ত্তব্যের সরল পথ, প্রীতির প্রকৃষ্ট রীতি শিক্ষা দিতে লাগিল। এক দিকে চির-সেবিত অন্ধকারে স্নেহ-বন্ধন-বশত বিদ্যার বিপক্ষে, বিজ্ঞানের বিপক্ষে, স্বাধীনতার বিপক্ষে, সত্যের বিপক্ষে কোলাহল; অন্য দিকে অন্ধকার হইতে সহসা আলোকে গমন করিয়া দৃষ্টিবিধ অন্ধতা, এক দিকে জড়ের ন্যায়—যন্ত্রের ন্যায় কর্ত্তৃত্ব-হীন হইয়া আলস্যকে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ভাবিয়া কাপুরুষতা, অন্য দিকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাকে স্বতন্ত্র ভাবিয়া পৌরুষের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারের আনুগত্য; এক দিকে প্রকৃতির অতীত স্বতন্ত্র পুরুষকে আপনার সমান নীচ ভূমিতে প্রকৃতির শৃঙ্খলার মধ্যে আনিবার নিমিত্ত প্রয়াস, অন্য দিকে প্রকৃতিকেই প্রকৃতির অতীত গুণে অলঙ্কৃত করিবার জন্য আগ্রহ; এক দিকে ঈশ্বরের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে শূন্যের উপর প্রীতি বন্ধনের চেষ্টা, অন্য দিকে ঈশ্বরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে গিয়া ঈশ্বরকেই বিস্মৃত হওয়া; ব্রাহ্মধর্ম্ম এই উভয় দিকের মধ্য স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া নিতান্ত অসঙ্গত পরস্পর বিরুদ্ধ এই উভয় পক্ষের সামঞ্জস্য বিধান করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইল।

স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া কোন আত্মার অবমাননা করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু সকল আত্মাকেই যথার্থ স্বাধীনতায় উত্থাপিত করা ইহার অভিসন্ধি। জ্ঞানের আলোক নির্ব্বাণ করিয়া অন্ধকার উৎপন্ন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু জ্ঞানের

যথার্থ গতি নিরূপণ করাই ইহার অভিসন্ধি। একটী সংকীর্ণ সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত সমাজ হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সকল সমাজের পরস্পর বিসম্বাদিতা উৎসন্ন করিয়া সকলকে এক প্রীতি-সূত্রে বন্ধন পূর্ব্বক সেই সাধারণ শান্তি-নিকেতনে প্রবেশিত করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিসন্ধি। কোন সত্যের বিন্দুমাত্রও বিলুপ্ত করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সকল স্থানের সকল সত্য সংগ্রহ করিয়া সেই সত্য স্বরূপের মহিমাকে মহীয়ান্ করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিসন্ধি। অজ্ঞানের প্রতি, দুর্ব্বলের প্রতি, পাপীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া আপনার অনুদারতা প্রদর্শন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সকলের আত্মাকে সংশোধন করিয়া ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিসন্ধি। এই সকল উচ্চতম উদ্দেশ্য সংসাধনের নিমিত্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব।

আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে যে আনন্দ—যে উৎসব আনিয়া দেয়, তাহা আমাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে যে উপদেশ দেয়, আমাদের জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা একত্র হইয়া তাহা অঙ্গীকার করে। যেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা হয়, সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও সেখানে যাইবার নিমিত্ত হৃদয় ব্যাকুল হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি যাঁহার বিন্দুমাত্রও স্নেহদৃষ্টি দেখিতে পাই, মনের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাই। অধিক কি, স্বদেশের কোন বৃত্তান্ত শুনিলে চির প্রবাসীর হৃদয়ের ভাব যে প্রকার হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের নামোল্লেখ শুনিলে আমাদের মন সেই রূপ হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

কেন ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এ প্রকার করিল? কেন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের এমন পক্ষপাতী হইলাম? কেন ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে চির কালের জন্য আকর্ষণ করিয়া রাখিল?

এই জন্য যে—ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে সেই আরাম স্থান ব্রহ্মনিকেতনে লইয়া যায়, সেই প্রাণাধিক বন্ধুকে আমাদের হৃদয়ে আনিয়া আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া দেয়, যখনি চাই তখনি সেই সর্ব্ব সন্তাপ হারিণী মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে আনিয়া দেয়; পাপে পতিত হইলে সেই পতিত পাবনকে স্মরণ করিয়া দেয়, সকল কার্য্যে সেই মঙ্গল হস্ত প্রদর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের প্রীতিকে দ্বিগুণিত করিয়া দেয়, শোক দুঃখে আকুল হইলে সেই প্রেম চক্ষুর সম্মুখে লইয়া সান্ত্বনা প্রদান করে, এবং অন্তরের রিপু সকল নির্দ্দয় হইয়া আত্মাকে অশান্ত করিবার উদ্যোগ করিলে সেই শান্ত স্বরূপের গুণ গান করিয়া শান্ত শিক্ষা দেয়। মরুভূমি সদৃশ সংসার ক্ষেত্রে যে এক মাত্র ছায়া, আমাদের বিশ্রাম স্থান, ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি সহজে অতি নিকটে তাহা আমাদিগকে আনিয়া দেয়। আমাদের চরম স্থান পরমাত্মা নিষ্ঠুর নির্দ্দয় নহেন, কিন্তু পিতার ন্যায় হিতৈষী, ও জননীর ন্যায় কোমল, ব্রাহ্মধর্ম্মেরই এই মধুময় ভাব। তিনি কেবল অপূর্ণ মনুষ্যদিগের দোষ দর্শন করিবার নিমিত্তই বিশ্বতশ্চক্ষু নহেন, কিন্তু ভক্ত জনের বাঞ্ছা কল্পতরু; ব্রাহ্মধর্ম্মেরই এই আশাকর উপদেশ। তিনি উদাসীন ও মূক সাক্ষী নহেন, কিন্তু আমাদের চির-জীবন-সহায় ও চিরন্তন উপদেষ্টা; ব্রাহ্মধর্ম্মেরই এই নিগূঢ় মত। তিনি কেবল পাপের দণ্ডদাতা নহেন, কিন্তু পাপী জনের পরিত্রাতা, ব্রাহ্মধর্ম্মেরই এই শীতলকর সান্ত্বনা। যে তাঁহার একান্ত আজ্ঞাকারী,

তিনি কেবল যে তাহাকেই পরিত্রাণ করিবেন এমন নহে, চির জীবন যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তিনি তাহাকেও পরিত্রাণ করিবেন; ব্রাহ্মধর্ম্মেরই এই অসাধারণ উদারতা। স্বর্গ-ধামে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত মৃত্যুর আলিঙ্গন অপেক্ষা করিতে হইবে না, স্বাধীন ভাবে একটি কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান কর, নিজ হৃদয়ের মধ্যেই সেই স্বর্গ দেখিতে পাইবে; ব্রাহ্মধর্ম্মেরই এই অমূল্য উপদেশ। আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব কর, স্বাধীন হইবে; ঈশ্বরে প্রেম বন্ধন কর, পরিতৃপ্ত হইবে; ইচ্ছাকে বাধ্য কর, কর্ত্তব্যের পথ সরল হইবে; ব্রাহ্মধর্ম্মেরই এই তৃপ্তিকর আদেশ। ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে নির্ভর কর, আপনার পৌরুষ অবলম্বন কর, পাপের উপর জয় লাভ কর, অকুতোভয়ে চলিয়া যাও, ব্রাহ্মধর্ম্মেরই এই তেজস্কর বাক্য। ব্রাহ্মধর্ম্মেরই এই সকল মহত্তম উপদেশ। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের এত গৌরব ও এত আকর্ষণ।

এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ব্রাহ্মধর্ম্মই অদ্যকার উৎসব ভূমি নির্ম্মাণ করিল, উৎসবদ্বার উদ্ঘাটিত করিল, সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক এখানে সমবেত করিল, স্বর্গের আনন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিল, আমাদের মুদ্রিত চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া মনোহর দৃশ্য প্রদর্শন করিল। অতএব আজি ব্রাহ্মধর্ম্মেরই জয় ঘোষণা কর, ব্রাহ্মধর্ম্মের গুণগরিমা গান কর; আর মহোৎসবের আনন্দ, যত পার, উপভোগ কর। কেবল ব্রাহ্মদের জন্য নয়, কেবল বঙ্গের জন্য নয়, কেবল ভারতের জন্য নয়, সমুদায় পৃথিবীর জন্যই এই উৎসব দ্বার উদ্ঘাটিত আছে। সকলের মন সমভাবে আকর্ষণ করিতে পারে, এমন বাহ্য সৌন্দর্য্য এ উৎসবে কিছুই নাই; তবে এখানকার এই সামান্য বাহ্য সৌষ্ঠব যদি কোন দীন হীনের নয়ন মন আকৃষ্ট করে, করুক, কিন্তু ইহার যে স্থান হইতে আকর্ষণ শক্তি বিনির্গত হইতেছে, তাহা তোমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যাঁহারা ধন চান, রত্নগর্ভা পৃথিবীকে খনন করুন, মান সম্ভ্রম চান, রাজপ্রাসাদে গমন করুন, কেবল প্রবৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিতে চান, স্বেচ্ছাচারের সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত আছে, তথায় প্রস্থান করুন, প্রভুত্ব চান, আপনার দাস দাসীর নিকটেই অবস্থান করুন, যদি ধর্ম্মবল চান, প্রেমবল চান, আরাম চান, শান্তি চান, ঈশ্বরকে চান, এই উৎসবের অংশভাগী হউন। এখানে ধনের অনুরোধ নাই, সম্ভ্রমের অনুরোধ নাই, প্রভুত্বের অনুরোধ নাই, পদের অনুরোধ নাই, এখানে ঈশ্বরের অনুরোধ, প্রেমের অনুরোধ, ধর্ম্মের অনুরোধ, কর্ত্তব্যের অনুরোধ! সংসারে যাহা লইয়া শ্রেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্বের বিচার হয়, এখানে তাহা নাই, এখানে যিনি ঈশ্বরের যত নিকটবর্ত্তী তিনি তত শ্রেষ্ঠ। এখানে সকলই বিপরীত; যিনি এখানে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব কিছুই চান না, তিনিই এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি এখানকার কোন কার্য্যের প্রভুত্ব করিতে চান না, তিনিই সকল কার্য্যের প্রভু। যিনি যশের বিন্দুমাত্রও চান না, তিনিই এখানকার প্রধান যশস্বী। যিনি এখানে মান সম্ভ্রম চান না, এখানে তাঁরই মান সম্ভ্রম অধিক। যিনি আপনার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্। যিনি আপনার জন্য কিছুই রাখেন না, এখানকার সমস্তই তাঁর জন্য থাকে। অধিক কি, সংসারে যখন রাত্রি, এখানে তখন দিবা, সংসারে যখন দিন, এখানে তখন রাত্রি, সংসারে যিনি নিরন্তর জাগিয়া আছেন, এখানে তিনি

ঘোর নিদ্রায় অভিভূত; সংসারে যিনি নিদ্রিত, এখানে তিনি জাগ্রৎ। আমাদের উৎসবের এই অবস্থা, এই গতি, এই ভাব, এই ভঙ্গী; ইচ্ছা হয়, উৎসব ক্ষেত্রে প্রবেশ কর; আমাদিগকে আপ্যায়িত কর, আপনারাও আপ্যায়িত হও। বাহিরে থাকিয়া দর্শন করিলে ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই, হয় ত সকলই বিশৃঙ্খল—সকলই প্রহেলিকা দেখিবে। অভ্যন্তরে প্রবেশ কর ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবে। "ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ, তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।" "পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।" এই টুকু এই প্রকাণ্ড ব্যাপারের ভিত্তিভূমি। "তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।" "তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।" ইহার জীবন। "একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।" "একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।" এইটি ইহার ফল। "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" "তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।" এইটি আমাদের উৎসব।

ব্রাহ্মগণ! শ্রদ্ধার আস্পদ, প্রেমের আস্পদ, স্নেহের আস্পদ ভ্রাতৃগণ! আজি যেন তোমাদিগকে বহু দিনের পর দেখিতেছি। কুশল জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দাও। আমাদের সেই করুণা-পূর্ণ পিতা, স্নেহ-পূর্ণ মাতার সংবাদ কি? এই এক বৎসর তিনি কি তোমাদের হৃদয়-মন্দিরে বিরাজমান আছেন? সৎপুত্রের যত দূর উচিত, সেই পরিমাণে এই এক বৎসর কি তাঁহার সেবা করিতে পারিয়াছ? তাঁহার প্রসন্নতা কত টুকু উপার্জ্জন করিয়াছ? তিনি যখন যাহা বলিয়াছেন, প্রীতির সহিত তাহা [illegible] পালন করিতে পারিয়াছ? এখানে বিঘ্ন বিপত্তি অনেক, তপস্যার [illegible] হইয়াছে? এখানে [illegible] লঙ্ঘিত ব্রতের ত [illegible] পদে পদে শত্রু, [illegible] নাই? এখানে দয়া [illegible] ধর্ম্ম প্রতারক অনেক, কৃপা পাত্র [illegible] দয়ার ত ব্যাঘাত হয় নাই? এখানে [illegible] অপরাধী হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, ক্ষমা গুণ ত বৰ্দ্ধিত হইয়াছে? এখানে সৎকর্ম্মের প্রতিবন্ধক অনেক, তোমরা ত নিরুৎসাহ হও নাই? এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া মত ভেদের যথেষ্ট সম্ভাবনা, তজ্জন্য ত বিদ্বেষ ভাব উপস্থিত হয় নাই? এখানে সকলে সমান পুণ্য উপার্জ্জন করিতে পারে না, তজ্জন্য তোমাদের উদার ভাব ত ব্যাঘাত হয় নাই? যেখানে ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করা উচিত, সেখানে ত আপনার জয় ঘোষণা করিতে যাও নাই। যেখানে ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান করা উচিত, সেখানে আপনার মহিমাকে ত স্ফীত করিতে যাও নাই? ব্রাহ্মগণ! আমরা কি জ্ঞান ধর্ম্মে এত দূর উন্নত হইয়াছি, আমাদের আর ভাবিতে হইবে না? ইহা কখনই না। আমরা সেই সর্ব্বসাক্ষীর সমক্ষে যে কত অপরাধ করিয়াছি, তাঁহার আজ্ঞাকারী দাস হইয়া কত বার যে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। অতএব আজি

সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। এই সম্বৎসর কাল তিনি যে অনুপম করুণার সহিত আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, রোগ শোক, ভয় বিপত্তি, পাপ তাপ হইতে যে রক্ষা করিয়াছেন, স্বহস্তে কত বিশুদ্ধ সুখ—আনন্দ আমাদের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আজি কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিব। ভবিষ্যতে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ভয়ানক পাপে পতিত হইতে না হয়, এবং যাহাতে তাঁহার কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারি, তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম বল প্রার্থনা করিব।

হে বিশ্বপিতা অখিল-মাতা পরমেশ্বর! তোমারই অনুপম প্রীতি উপভোগ করিতে করিতে আমরা নির্বিঘ্নে সম্বৎসর অতিবাহিত করিলাম। তোমারই স্নেহকোমল অঙ্কে অধিরূঢ় হইয়া এক বৎসরের পথ অতিক্রম করিলাম। এই বৎসর মধ্যে কত সুখ—কত আনন্দ তুমি স্নেহের সহিত প্রদান করিয়াছ, তাহার সংখ্যা করিতে পারি না। আমাদের সংশোধনের নিমিত্তে তুমি যে সকল শোক, দুঃখ বিপদ্ প্রেরণ করিয়াছিলে তাহাতে তোমারই মঙ্গল ভাব অনুভব করিয়াছি, এক্ষণে কোটি কোটি নমস্কার পূর্ব্বক তোমার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি, তুমি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।

হে মঙ্গল দাতা মুক্তি দাতা পরমেশ্বর! তুমি সকলের অন্তর্যামী ও সকল হৃদয়ের অধীশ্বর। আমাদের পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, উন্নতি অবনতি সকলি জানিতেছ। তোমাকে আর কি বলিব; আমাদের আত্মাকে গ্রহণ কর, এবং এই মলিন আত্মা দ্বারা যাহাতে তোমার কার্য্য সিদ্ধ হয়, তোমার মঙ্গল ইচ্ছা সম্পন্ন হয়, তাহাই কর। দণ্ড পুরস্কার তোমারই হস্তে।

হে মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর! তোমার মঙ্গল রাজ্য বিস্তার কর, তোমার প্রেম শিক্ষা দাও, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছার অনুগত কর। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তোমার জয়ঘোষণা ঘোষিত হউক, তোমার নাম কীর্ত্তিত হউক, নর নারী সকলে মিলিয়া তোমার মঙ্গল ভাব বিস্তার করিতে থাকুক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"।

অনন্তর ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল এবং সকলের মুখে সম্প্রীতি ও পবিত্রতার চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল।

ইজিপ্‌টীয় মত।

১৫৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৭ পৃষ্ঠার পর।

আনুবিস্। ইজিপ্ট দেশের মধ্যে আনুবিস অত্যন্ত বিখ্যাত দেবতা ছিলেন। সমুদায় ইজিপ্টীয়েরা বিশেষত সাইনোপোলিস দেশীয়েরা ইঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিত। কুক্কুরের ন্যায় ইঁহার মস্তক ছিল। কুক্কুরই ইঁহার বাহন। ইনি ওসাইরিস দেবের বিশেষত আইসিস দেবীর সহচর ছিলেন। ইনি দেবতাদিগের সমুদায় কার্য্যের আরম্ভক ও দূতের ন্যায় ছিলেন। এবং ইনি মৃত লোকদিগকে যথোপযুক্ত স্থানে লইয়া যাইতেন।

থৎ। বিশ্বকর্ম্মা যেমন এ দেশীয় শিল্পকরদিগের দেবতা, থৎও অনেক অংশে ইজিপ্টীয়দিগের সেই রূপ দেবতা ছিলেন। গ্রীক্ ও ল্যাটিন গ্রন্থকারেরা ইঁহাকে মার্করি দেব বলিয়া গিয়াছেন। ইনি ইজিপ্টীয়দিগকে সমুদয় নিয়ম এবং অক্ষরবিন্যাস, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, আয়ুর্ব্বেদ ও অন্যান্য বিদ্যায় শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। আইবিস্ নামক পক্ষী ইঁহার বাহন ছিল এবং ইঁহার এই রূপ ইচ্ছা যে মনুষ্যেরা আইবিস্ পক্ষীর ন্যায় প্রতিমূর্ত্তিতে

আমার পূজা করে। টাইফন * যখন দেবতাগণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন ইনি আইবিস্ পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করেন।

ওসিরিস্। ত্রিংশৎ দিনে মাস ধরিলে তিন শত ষাটি দিনে বৎসর হয়, ইহাতে সৌর বৎসরের আর পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকে। রিয়া দেবী এই পাঁচ দিনে সূর্য্য, হর্ক্যুলিস ও শনি (স্যাটারণ) হইতে যথাক্রমে তিনটি পুত্র ও দুটি কন্যা প্রসব করেন। সূর্য্য হইতে ওসিরিস্ ও আরু-আরিস্ এই দুই পুত্র, শনি হইতে আইসিস কন্যা এবং হর্ক্যুলিস্ হইতে টাইফন পুত্র ও নেপ্থিস্ কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। অগ্রে পুত্র তিনটি, পরে কন্যা দুটি, জন্ম গ্রহণ করে। দেব ও দেবীতে এই পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন পিতা হইতে এক মাতারই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং ইহাদের পরস্পর সহোদর ও সহোদরা সম্বন্ধ আছে। কিন্তু কেবল এই সম্বন্ধ চির কাল বর্ত্তমান ছিল না। ওসিরিস্ নিজ সহোদরা আইসিস্ দেবীকে ও টাইফন্ নিজ ভগিনী নেপ্থিস দেবীকে বিবাহ করেন। ইজিপ্ট দেশে এই পাঁচটির বিশেষত তিনটি দেবের পূজাই অধিকতর প্রচলিত হইয়াছিল। ইহাঁদের মধ্যে আরুআরিসের অধিক বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকে অনুমান করেন, ইজিপ্টীয়েরা সূর্য্যকে ওসিরিস ও চন্দ্রকে আইসিস্ বলিয়া পূজা করিত। ইহাঁরা উভয়ে সূর্য্য ও চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন।

* ওসিরিসের জন্মের সময়ে এই দৈব বাণী হইয়াছিল যে, সমুদায় পৃথিবীর রাজা জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইনি সমুদায় পৃথিবীর রাজা হইয়াছিলেন। ইনি সহস্রলোচন, তেজোময় ও মঙ্গলদাতা ছিলেন বলিয়া ইহাঁর অম্ফিস এই নাম হইয়াছিল। ইনি যে সময়ে টাইফনের রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে স্যারাপিস নামে আহ্বান করা হইত। যেমন গ্রীক্ দেবতা জুপিটরের সহিত টাইটানের, পারসিক দেবতা অর্ম্মসের সহিত আহ্রিমানের এবং হিন্দু দেবতা ইন্দ্রের সহিত বৃত্রাসুরের বৈর ভাব হইয়াছিল, সেই রূপ ওসিরিসের সহিত টাইফনের নিরন্তর বিবাদ বিসম্বাদ হইত।

একদা ওসিরিস দেব, দেবগণ সমভিব্যাহারে পৃথিবী পরিভ্রমণে নির্গত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি পৃথিবীস্থ লোকদিগকে সভ্যতা বিষয়ে ও কৃষিকর্ম্মে শিক্ষা প্রদান করিলেন *। ওসিরিস্ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর টাইফন একটি ভোজের সময়ে তাঁহাকে সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং লৌহকীলকে ঐ সিন্দুক বদ্ধ করিয়া নীল নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। সিন্দুক ভাসিতে ভাসিতে নীল নদীর ট্যানিটিক নামক মুখ দিয়া সাগরে গিয়া নিপতিত হইল। ইজিপ্টীয়েরা এই নিমিত্ত ট্যানিটিক মুখের নামোল্লেখ করিলে অত্যন্ত শঙ্কিত হইত। এই সময়ে ওসিরিসের অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়স্ হইয়াছিল। কোমস দেশের ফনস্ ও স্যাটিস্ জাতিরা প্রথমে ঐ সিন্দুক দেখিতে পাইয়াছিল। ওসিরিস দেবের পত্নী আইসিস্ দেবী এই দুর্ঘটনার সংবাদ শুনিবামাত্র মস্তকের এক গুচ্ছ কেশ কাটিয়া ফে-

* ইনি কোন কোন বিষয়ে যম ও কোন কোন বিষয়ে অম্বরের ন্যায় ছিলেন।

* পাতঞ্জল দর্শনে অশরীরী ঈশ্বরকে নির্ম্মাণ-কায় বলিয়া থাকে তাহার অর্থ এই—নিরাকার ঈশ্বর কুম্ভকার ও কৃষক প্রভৃতির শরীর ধারণ করিয়া ঘট নির্ম্মাণ ও কৃষি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই মতের সহিত আংশিক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

নিলেন এবং শোকসূচক পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। অনন্তর অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ সেই সিন্দুক অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, পথে যাহাকে দেখেন, তাহাকেই ঐ সিন্দুকের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। এমন সময়ে কতক গুলি বালক তাঁহাকে বলিল যে, সিন্দুক নীল নদীর টানিটিক মুখ দিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। অনন্তর আইসিস্ দৈববাণী দ্বারা অবগত হইলেন যে, সেই সিন্দুক সমুদ্রে পতিত হইলে অকস্মাৎ তুফান উপস্থিত হয়, তাহাতে সেই সিন্দুক সমুদ্রের তীরস্থ বাইবুলস্ নামক দেশে উপস্থিত হয়। তথায় কতকগুলি তৃণ ও গুল্মের একটি ঝোপ ছিল। সিন্দুকটি তাহার উপরে যেমন সংলগ্ন হয় অমনি সেই তৃণগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া উঠে। সিন্দুকটি সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে। তথাকার রাজা [illegible] তৃণমণ্ডির বৃক্ষ ভাব প্রাপ্তি দেখিতে পাইয়া ঐ বৃক্ষটী ছেদন পূর্ব্বক স্ব ভবনের একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। আইসিস্ দেবী দৈববাণী দ্বারা এই সংবাদ অবগত হইয়া বাইবলস দেশে গমন করিলেন এবং একাকিনী একটি নির্ঝরের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজভবনের কতকগুলি দাসী সেই স্থানে উপস্থিত হয়। তাহারা আইসিস্ দেবীর সন্নিহিত হইলে তাঁহার গাত্র হইতে সহসা আশ্চর্য্য সৌরভ নির্গত হইতে লাগিল, দাসীরা এই সংবাদ রাজমহিষীকে প্রদান করে। রাজমহিষী এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া লোক দ্বারা আইসিস দেবীকে স্ব ভবনে আনয়ন করিয়া আপনার শিশু পুত্রের ধাত্রী করিয়া রাখেন। আইসিস্ দেবী সেই শিশুটীকে স্তন্য না দিয়া অঙ্গুলি পান করাইয়া রাখিতেন। এবং প্রতি রাত্রিতে, তাহাকে অমর করিবার নিমিত্ত অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং সেই স্তম্ভটির চতুর্দ্দিকে বিলাপ করিয়া বেড়াইতেন। কোন কারণে রাজমহিষীর অন্তঃকরণে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে তিনি একদা জাগরিত থাকিয়া আইসিস্ দেবীর এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন এবং পুত্রটিকে অগ্নির মধ্যে নিক্ষিপ্ত দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিলেন। এই জন্য তাঁহার কুমার অমরত্ব লাভে বঞ্চিত হইল। তখন আইসিস্ দেবী নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই স্তম্ভটি প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর সেই স্তম্ভ ভঙ্গ করিয়া তন্মধ্যে সেই সিন্দুকটি দর্শন করিয়া এমন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন যে তাহা শ্রবণ করিয়া সেই শিশুটি প্রাণত্যাগ করিল। তখন তিনি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও সেই সিন্দুক সমভিব্যাহারে লইয়া ইজিপ্ট দেশাভিমুখে গমন করিলেন। প্রাতঃকালে পথে মধ্যে ফীড্রস্ নামক নদীতে তুফান উপস্থিত হইয়া তাঁহার গমনের ব্যাঘাত করে, তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নদীকে শুষ্ক করিয়া দিলেন। অনন্তর এক অরণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সিন্দুক উদ্ঘাটন পূর্ব্বক ওসিরিস দেবের মৃত দেহ লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী রাজপুত্র রোদনের কারণ অনুসন্ধান করিতে তাঁহার সন্নিহিত হইবা মাত্র দেবী তাহার প্রতি কঠোর কটাক্ষপাত করিলেন, রাজপুত্রটি অমনি প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর আইসিস দেবী স্বামীর মৃত দেহ সঙ্গে লইয়া ইজিপ্ট দেশে আগমন করিলেন।

দিন পরে তিনি স্বামীর মৃত দেহকে অতি গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত রাখিয়া বুটস্ নগরে নিজ পুত্র হোরস (আপোলো) দেবকে দেখিতে গেলেন। এ দিকে টাইফন শুক্র

পক্ষের রাত্রিতে ইতস্তত অন্বেষণ করিতে করিতে ওসিরিস্ দেবের মৃত দেহ বাহির করিয়া ফেলিলেন, এবং তাহা চতুর্দ্দশ ভাগে ছেদন করিয়া দেশের চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন। আইসিস্ দেবী এই সংবাদ শ্রবণমাত্র একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আরোহণ পূর্ব্বক দেশের চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে করিতে ত্রয়োদশ খণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। এক খণ্ড নীল নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; লেপিডোটস, ফেগ্রস ও অক্সিরিংকস এই ত্রিবিধ জাতীয় মৎস্যে তাহা ভক্ষণ করিয়া ফেলে। এই জন্য ইজিপ্টীয়েরা এই তিন প্রকার মৎস্যের উপর অত্যন্ত ঘৃণা করিত। আইসিস্ দেবী আর কি করেন স্বামীর যে অঙ্গ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল ফেলস নামক কল্প সেই অঙ্গ দ্বারা তাহা পূর্ণ করিলেন। এত দিনের পর ওসিরিস্ দেব মৃত্যু ভবন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিজ পুত্র হোরসের নিকট উপস্থিত হইলেন, হোরস ইতি পূর্ব্বে পিতার চির-বিরোধী টাইফনকে যুদ্ধে পরাস্ত ও রুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আইসিস্ দেবী তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন। হোরস্ সেই ক্রোধে জননীর মস্তকের মুকুট কাড়িয়া লন। তাহাতে থথ্ বৃষমস্তকের ন্যায় একটি মুকুট আনিয়া আইসিস্কে প্রদান করেন। অনন্তর আইসিসের গর্ভে ওসিরিসের একটি কৃশাঙ্গ পুত্র উৎপন্ন হন, তাঁহার নাম হার্পোক্রেটিস্।

স্ত্রীলোকের রচিত প্রার্থনা।

যেখানে কোন মনুষ্যের ব্যগ্রতা নাই, কোন প্রচারকের যত্ন নাই, কেবল ঈশ্বরের হস্ত নিভৃত ভাবে কার্য্য করিতেছে, আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম সেখানে কি মধুর বেশ ধারণ করিয়াছে, পাঠকবর্গ অবগত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করুন। কলিকাতা নিবাসী কোন পরিবার হইতে একটি রচনা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতে নিপুণ লেখকের ন্যায় কোন আড়ম্বর বা অলঙ্কার নাই, কিন্তু কেবল পবিত্র হৃদয়ের সরল ভাবে তাহা অলঙ্কৃত হইয়া আছে। যদিও তাহার কোন কোন স্থানে রচনাগত কিছু কিছু দোষ লক্ষিত হয়, কিন্তু আমরা তাহার কোন পরিবর্ত্ত না করিয়া অবিকল নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মন্! তোমার নিকট আমি এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তোমাকে না ভুলিয়া থাকি ও যাহাতে তোমার পবিত্র প্রেমের অধিকারী হইয়া নিত্য সুখ ভোগ করিতে পারি। এবং যেন বাটীর সকলে একত্র বসিয়া তোমার উপাসনা করিতে পারি। হে পরমেশ্বর! তোমার সম্মুখে কত অপরাধ করিয়াছি তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম, এই নিমিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমারদিগকে পাপ হইতে মুক্ত কর, এবং সৎকর্ম্মে নিযুক্ত কর। তুমিই সকল কল্যাণের আকর তোমাকে ভুলিয়া, আমরা জীবন যাপন করিতেছি; এ নরের কি দুর্ভাগ্য ও কষ্ট, যাঁহা হইতে আমরা এতাদৃশ সুখ সম্পদ সমুদায় প্রাপ্ত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, কিন্তু তাঁহাকেই ভুলিয়া রহিয়াছি, অতএব আমারদের সকলের উচিত যে পশুবৎ মুগ্ধ না হইয়া তোমার আরাধনায় নিযুক্ত থাকি। হে করুণাময় আমার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা গ্রহণ কর।

হে পরমেশ্বর পার কর এই সংসার পারাবার।
চাহিয়া দাসীর প্রতি, হর মম এ দুর্গতি,
আমি অতি মূঢ়মতি, নাহিক ধর্ম্মেতে মতি,
কি হইবে পরে গতি, ভাবি তাই নিরন্তর।
কৃপা দৃষ্টে কৃপাসিন্ধু, পার কর ভবসিন্ধু,
এ অধীন জনের বন্ধু, তুমি বিনা নাহি আর।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎকিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব
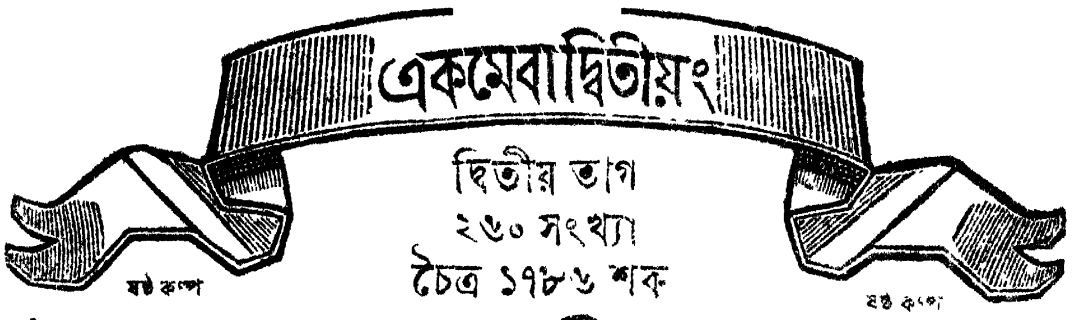
মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্ত কালে ব্রহ্মোপাসনা।

অদ্য আমারদিগের বাসন্তীয় উৎসবের দিবস উপস্থিত। অদ্য আমারদিগকে তিন প্রকার সৌন্দর্য্য এই স্থানে আকর্ষণ করিয়াছে; বসন্তের সৌন্দর্য্য, সত্য ভাবের সৌন্দর্য্য এবং ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য। বসন্ত কালে জগতে নব জীবন ও নব রসের আবির্ভাব হয়; বন ও উপবন সকল নব পল্লব ও মুকুলকুলে পরিশোভিত হইয়া চিত্ত হরণ করে; পক্ষিগণ নূতন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্তি পূর্ব্বক অবরুদ্ধ কণ্ঠ সকল পরিমুক্ত করিয়া সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করে; অপূর্ব্ব মলয় সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া শরীর মধ্যে আশ্চর্য্য সুখের সঞ্চার করে। কিন্তু বসন্তের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সত্য ভাবের সৌন্দর্য্য কি শ্রেষ্ঠ! যখন হৃদয় হৃদয়কে আকর্ষণ করে, যখন এক সরল সত্য-নিষ্ঠ ঈশ্বর-পরায়ণ মন অন্য সরল সত্য-নিষ্ঠ ঈশ্বর-পরায়ণ মনের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া প্রণয়-পাশে বদ্ধ হয়, সে ভাবের সৌন্দর্য্যের নিকট বসন্তের সৌন্দর্য্য কোথায়? কিন্তু যিনি বসন্তের সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি কর্ত্তা ও সত্য ভাবের সৌন্দর্য্যের জনয়িতা, তাঁহার সৌন্দর্য্যের কি সীমা আছে? তিনি সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ, তাঁহা হইতে সকল জ্যোতি, সকল শোভা ও সকল সৌন্দর্য্য বিনিঃসৃত হইতেছে। তিনি গুণের আকর, তিনি সৌন্দর্য্যের সাগর। ঈশ্বরের অনুপম গুণই তাঁহার সৌন্দর্য্য। সে সৌন্দর্য্যের সহিত চক্ষের সংস্পর্শ নাই, সে সৌন্দর্য্যের সহিত মনের সম্বন্ধ নাই। সে সৌন্দর্য্য যে ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিতেছে, তাহার আর চক্ষু ফিরাইবার সাধ্য হইতেছে না! ব্যাকুল [illegible] আছেন, কিন্তু আমাদের ব্যাকুলতা কোথায়? প্রেমী যে হউন যে প্রেমাস্পদ তাঁহার প্রতি প্রীতি-দৃষ্টি না করিলেন? যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হয় ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, তিনি তাহার সমীপে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। ঈশ্বর যে ব্যক্তিকে স্বীয় সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উপাসক দেখেন, তিনি তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আপনার সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ অধিকতর প্রকাশিত করিতে থাকেন। এ অবস্থাতে সাধক "উৎসবাৎ উৎসবং যান্তি স্বর্গাৎ

স্বর্গং সুখাৎ সুখং" উৎসব হইতে উৎসবে, স্বর্গ হইতে স্বর্গে, সুখ হইতে সুখে উপনীত হয়েন। এই রূপে তাঁহার পবিত্র যৌবন বিগত হইয়া যখন তাঁহার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়, তখন কি তাঁহার আনন্দের হ্রাস হয়? কখনই নয়। বরং তাহা অস্তকালীন সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় আরো গাঢ় ও পরিপক্ব হয়। বাহ্যে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন কিন্তু অন্তরে চির-যৌবন ও চির-বসন্ত। এই বাহ্য বসন্ত সেই আধ্যাত্মিক বসন্তকে স্মরণ করিয়া দিতেছে। যিনি বসন্তের সৌন্দর্য্যে, সখা ভাবের সৌন্দর্য্যে ও স্বীয় সৌন্দর্য্যে বিরাজ করিতেছেন, আইস অদ্য আমরা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার গুণ গান করত আমাদের জীবনকে সার্থক করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

জীবনের প্রকৃত ব্যবহার।

(৫৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৮ পৃষ্ঠার পর।)

জিগীষা।—যদি তুমি গৌরবান্বিত হইতে ইচ্ছা কর এবং যদি তোমার কর্ণকুহর প্রশংসা-ধ্বনি তৃপ্তিপ্রদ বোধ করে, তাহা হইলে জড়তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন মহৎ বস্তুর প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখ। যখন কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন সর্ব্বদা মনে করিবে যে, কোন কার্য্যই একে বারে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে না। যে বট-বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে ছায়া প্রদান করিতেছে, ইহা এক কালে কণামাত্র বীজে নিহিত ছিল। যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, মনোমধ্যে প্রতিজ্ঞা করিবে, যাহাতে তোমাকে কোন প্রতিবাসীর অমঙ্গল চিন্তা করিয়া উন্নতির পথে গমন করিতে না হয়। কোন প্রতিবাসীর উন্নতির সহিত তুলনা করিয়া আপনার উন্নতির পরিমাণ করিতে যাইও না। প্রতি দিন নিজ উন্নতির সহিতই নিজ উন্নতির তুলনা করিবে। অপ্রতিহত অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া অহরহ আপনাকে অতিক্রম করিতে যাওয়াই যথার্থ জিগীষার লক্ষণ। অন্যের জয় লাভে ঈর্ষান্বিত হইয়া জিগীষা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে ব্যাকুল হইও না। তুমি এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিবে, যে অদ্য মন যেরূপ অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে, কল্য আমি যত্ন সহকারে দৃঢ়ব্রত হইয়া আরও অগ্রে গমন করিব। এই রূপ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিলেই অচিরাৎ মহান্ লক্ষ্যে উপস্থিত হইতে পারিবে; এবং তোমার জিগীষা বৃত্তিও যৎপরোনাস্তি চরিতার্থ হইবে। এই রূপ জিগীষু ব্যক্তিই অনন্ত উন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর লোকে গমন করেন।

সমব্যবসায়ীকে অন্যায় দ্বারা নীচ-পদবীস্থ করিতে চেষ্টা না করিয়া স্বয়ং দৃঢ়ব্রত ও কঠিন পরিশ্রম দ্বারা অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে যত্নবান্ হইবে। তাহা হইলেই যশের সহিত সফলতা লাভ করিবে। জীগীষু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যাদৃশ মহৎ কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাদৃশ মনকে মহৎ করিয়া স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হন। তিনি পৃথিবীস্থ সকল বিঘ্ন বিপত্তিকে অবহেলা করিয়া ধৈর্য্য ও সাহস রূপ পক্ষ দ্বয় সহকারে উচ্চতম লক্ষ্য স্থানে উড্ডীয়মান হন। তিনি সর্ব্ব ক্ষণ সাধু লোকদিগের দৃষ্টান্ত অন্তরে জাগরূক রাখেন, এবং সেই সকল দৃষ্টান্ত আপনার কার্য্যে পরিণত করিতে সর্ব্ব প্রকারে যত্ন পান। তিনি উচ্চ কার্য্যে লক্ষ্য রাখিয়া শরীর মন সকলি সেই কার্য্যের জন্য উৎসর্গ করেন এবং যে পর্য্যা- [illegible] কর্ত্তৃক সেই কার্য্য সুসম্পন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত কখনই বিশ্রাম করেন না; কিন্তু যখন তিনি আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন,

তখন তাঁহার অন্তঃকরণে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে, তাহা অন্য লোকের স্বপ্নেরও অগোচর। কেবলই যে তিনি আনন্দ উপভোগ করেন এমত নহে কিন্তু তাঁহার অন্তে পৃথিবী চিরকাল তাঁহার নাম পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়া থাকিবে। ঈর্ষাপরবশদিগের সমস্তই বিপরীত। তাহাদিগের অন্তঃকরণ গরলে পরিপূর্ণ। তাহারা যাহা কিছু করিতে যায়, তাহাতে তত দিন আপনাদিগকে উন্নত বোধ করিতে পারে না, যত দিন আশীবিষের ন্যায় অন্তর্গরল বাহির করিয়া প্রতিবাসীদিগকে বিবণ ও অকর্ম্মণ্য করিতে না পারে। তাহাকে সর্ব্বক্ষণই বিষাদে পরিপূর্ণ দেখা যায়; বিশেষতঃ যখন তাহার কর্ণকুহরে তাহার প্রতিবাসীর উন্নতির সংবাদ প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পড়ে এবং পাছে প্রতিবাসীরা তাহা অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করে এই আশঙ্কায় তাহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়। ঘৃণা তাহার অন্তঃকরণে সর্ব্বক্ষণ রাজত্ব করিতেছে, এক মুহূর্ত্ত কাল যে তিনি মনের আরামে কাল যাপন করিবেন, তাহার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। পরোপকার কাহাকে বলে, যদিও লোক মুখে এবং ব্যবহারে জানিতে পারে, তথাপি তাহাকে তাহার অনুষ্ঠানে কখন দেখা যায় না। সুতরাং 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" আপনার ন্যায় সকলকে দেখিয়া এমন সুন্দর সংসার তাঁহার পক্ষে বিষবৎ হইয়া উঠে। তিনি যদি তাঁহার সমব্যবসায়ীকে তাহা অপেক্ষা অধিক উন্নত দেখেন; তাহা হইলে তাঁহার সমব্যবসায়ী যে যে কার্য্য করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছেন,সেই সেই কার্য্যের দোষানুসন্ধানে রত হইয়া কি উপায়ে তাঁহার আর উন্নতি না হয়, স্বতঃপরতঃ তাহার চেষ্টা পান। কিন্তু দেখ এতাদৃশ অন্যায়াচারী অহিতকারীর মঙ্গল কখনই সম্ভবে না; সে যাদৃশ লোক সকলের উন্নতির কণ্টক স্বরূপ, তাদৃশ আপনি আপনার উন্নতির কণ্টক স্বরূপ। অবশেষে, সে এতাদৃশ স্বাধীন মনুষ্য হইয়া তন্তুকীটের ন্যায় আপনার ঈর্ষা জালে আপনিই যত বদ্ধ হইয়া পড়েন, প্রতিবাসীর মঙ্গল ঘটনা কালসর্পী হইয়া সময়ে সময়ে তাঁহকে ততই দংশন করিতে থাকে, সে মূর্খ আর এক পদও পলায়ন করিতে পারে না।

সুবুদ্ধি।—সর্ব্ব ক্ষণ সুবুদ্ধিকে তোমাদিগের অন্তঃকরণে স্থান দিবে, দেখ যেন এক বারো সুবুদ্ধির কথা অবহেলা না কর। সুবুদ্ধি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়াই শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় ধর্ম্ম পথ দিয়া চলিয়া যাওয়া যায়। জিহ্বাকে সর্ব্বক্ষণ বশে রাখিবে,নতুবা ইহা তোমাদিগের এতাদৃশ উপকারী বস্তু হইয়াও উদ্বেগের কারণ হইবে। কাণ, খঞ্জ ও কুব্জকে দেখিয়া কখন উপহাস করিবে না। যাঁহারা লোকদিগের কিঞ্চিন্মাত্র দুর্ব্বলতা দেখিয়া উপহাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হন। অধিক বাক্য ব্যয়ে সময় ক্ষেপণ করা নীচ অন্তঃকরণের কার্য্য, যাঁহারা অধিক বাক্য ব্যয করিতে প্রিয়, তাঁহারা স্বভাব অত্যন্ত অহিতকারী। তাঁহার বাক্য শুনিতে শুনিতে কর্ণ ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং অপরাপর বক্তাগণের বাক্য, যাহা শ্রবণ করা অতি আবশ্যক, তাহা তাঁহারি বাক্য জালে জড়িত হইয়া বক্তার অন্তরেই নিহিত থাকে। আপনার গুণের কদাচই গরিমা করিবে না; যে হেতু স্বীয় গুণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাধুদিগের তাচ্ছল্য উপস্থিত হয়। কাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না,

রণ ইহাতে অনেক আপদ্ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। অধিক কৌতুকে বন্ধুবিচ্ছেদ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা, যাঁহারা জিহ্বাকে শাসনে না রাখিতে পারেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে বিলক্ষণ ক্লেশ পাইয়া থাকেন। তোমার যে রূপ অবস্থা, তুমি সেই রূপ জীবনের উপযোগী দ্রব্য সকল সঞ্চয় করিবে। অধিক আয়াস পাইয়া অকিঞ্চিৎকর বস্তু সঞ্চয় আবশ্যক নহে, যে হেতু যে সুখের উদ্দেশে তুমি সেই দ্রব্য সঞ্চয় করিতেছ, তোমার সঞ্চয় করিবার দুঃখের সহিত তোমার ভবিষ্যৎ সুখের তুলনা করিলে সুখের অংশ অতি অল্পই থাকিবে। যাহা সঞ্চয় করিলে বৃদ্ধাবস্থায় সুখের কারণ হইবে, বিবেচনা পূর্ব্বক তাহার সঞ্চয় করিবে। দেখ যেন তোমার আমোদ অনেক ব্যয়-সাধ্য না হয়, তাহা হইলে পরে পশ্চাত্তাপ আসিয়া উপস্থিত হইবে। তোমার সৌভাগ্য যেন তোমার বিবেকশক্তিকে এবং পরিমিতাচারকে নষ্ট না করিয়া ফেলে। যিনি অধিক আড়ম্বর ভাল বাসেন, তাঁহাকে পরে আবশ্যক মত দ্রব্য না পাইয়া খেদ করিতে হয়। অন্যকে বিপদে পড়িতে দেখিয়া আপনি সতর্ক হইবে, এই স্থানেই লোকের বিপদ্ তোমার সম্পত্তির কারণ হইবে। অপরের দোষ দেখিয়া আপন দোষ সংশোধন করিবে। যদবধি না কোন ব্যক্তিকে উত্তম রূপে পরীক্ষা করা হয়, তদবধি তাহাকে বিশ্বাস করিবে না; এই জন্য যে তুমি সকল লোককে কোন কারণ ব্যতীত অবিশ্বাস করিবে, তাহাও নহে, যে হেতু এতাদৃশ কার্য্যে কদর্য্যতা প্রকাশ পায়। যদি কখন কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির অন্তর বাহ্য বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সৎ বলিয়া বিবেচনা হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে তোমার অন্তর হইতে দূরীকৃত করিও না; এতাদৃশ ব্যক্তি অমূল্য নিধি স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহাদিগের কৃপা প্রার্থনীয় কখনই হইবে না; তাঁহারা তোমার ফাঁদ স্বরূপ নিশ্চয় জানিবে। যাহা কল্য আব শ্যক হইবে, তাহা অদ্যই সমস্ত ব্যবহার করা কোন মতে বিধেয় নয়; আর যে বস্তু কেবল বিপদের কারণ বলিয়া বোধ হইবে, তাহা কখনই সঞ্চয় করিবে না। নির্ব্বোধেরা সকল সময়ে ক্ষতি সহ্য করে না এবং সুবুদ্ধিরাও সকল সময়ে সকল বিষয়ে জয় লাভ করিতে পারেন না, তজ্জন্য যে নির্ব্বোধেরা চির কাল সুখে কাটাইবে এবং সুবোধেরা দুঃখে কাল যাপন করিবেন, ইহা কোন কালে মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে।

তিতিক্ষা।—বিশ্বপতি মনুষ্যবর্গকে এই রূপে পৃথিবীস্থ করিয়াছেন যে তাঁহাদিগকে বিপদ্, দুর্ঘটনা, অভাব, ক্লেশ এবং ক্ষতি সহ্য করিতে হইবেই হইবে। তজ্জন্য, হে মনুষ্যগণ। তোমরা পূর্ব্বেই দৃঢ়তা, ধৈর্য্য এবং তিতিক্ষা শিক্ষা কর, যাহাতে তোমাদিগের জীবনের অবশ্যম্ভাবী আপদ্ হইতে অনায়াসে উদ্ধার পাইবে। উষ্ট্র যেমন বালুকাময় প্রান্তরে পতিত হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ অনায়াসে সহ্য করে, তাদৃশ তিতিক্ষু ব্যক্তি অবলীলায় সংসারের সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি অবিচলিত চিত্তে সহ্য করেন। মহান্তঃকরণ মনুষ্যগণ সুখ দুঃখে হর্ষ বা কাতরতা প্রকাশ করেন না। তাঁহারদিগের মহৎ অন্তঃকরণ দুঃখের কষাঘাতে সন্তপ্ত হইয়া চিরসেবিত ধর্ম্ম পথের বহির্ভূত হয় না। তিতিক্ষুর সুখ দুঃখ যদি সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের উপর নির্ভর থাকিত, তাহা হইলে তিনি দুঃখের সময় কাতর হইতেন, এবং সুখের

সময় আহ্লাদে হতচেতন হইতেন; কিন্তু তাঁহার মন তিতিক্ষারূপ রজ্জু দ্বারা ধর্ম্ম-রূপ পর্ব্বত মধ্যে ধৈর্য্য রূপ কীলকে আবদ্ধ রহিয়াছে, সুতরাং বায়ু-স্বরূপ সংসারের সামান্য সুখ দুঃখে ইহা বিচলিত হইবার বিষয় কি। যথার্থ তিতিক্ষু ব্যক্তি কেবল সাহস ও দৃঢ়তার উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসে বিপত্তি-সাগর পার হইয়া যান। তিনি বীরের ন্যায় আপদের সম্মুখীন হন, সুতরাং বিপদ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে না। সংকালে বিপদ-সমূহ চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার মনকে আক্রমণ করিয়া বিষাদ-সমুদ্রে নিপাতিত করিতে যায়, তখন তাঁহার ধৈর্য্য তাঁহাকে অক্ষয় কবচে আবৃত করিয়া রাখে। কিন্তু ক্ষীণমনা ভীত ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর, তিনি চিরকাল লজ্জার দাস হইয়া কাল যাপন করিতেছেন, তিনি দরিদ্রতার ভয়ে কম্পমান হইয়া নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এবং সাহস ও বীর্য্য না থাকায় অপমান সহ্য করিতে গিয়া নানা আপদে পতিত হইতেছেন। তাঁহার মন সামান্য তৃণ অপেক্ষাও লঘু, তিনি বিপদ সময়ে অকূল দুঃখসমুদ্রে মগ্ন হইতে থাকেন, দুরদৃষ্টের সময় হতচেতনপ্রায় হন এবং নৈরাশ্যের সময়ে তাঁহার আত্মা একে বারে অভিভূত ও নিরুপায় হইয়া পড়ে।

থিয়োডোর পার্করের পত্র।

২৫৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৭ পৃষ্ঠার পর।

ইউনিটেরিয়ানেরা কুসংস্কার-মূলক ত্রিনীতির মত সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া থাকেন, তন্নিমিত্ত গোঁড়াদিগের সহিত উহাঁদের ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হইত। ঐ সমস্ত গূঢ়বাদীরা মত-ভেদ নিবন্ধন নির্লজ্জতার সহিত উহাঁদিগের প্রতি অতি কদর্য্য ব্যবহার করিতেন। কিন্তু পরিশেষে ইউনিটেরিয়ানেরা উহাঁদিগকে পরাস্ত করিয়া ত্রিনীতির মতে অবিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়াছিলেন। উহাঁরা মেসেচুসেটদিগেরও ধর্ম্ম-বিষয়ক বিস্তর অসঙ্গত মত খণ্ডন করেন। অনন্তর তাঁহারা কতকগুলি ভজনাগার নির্ম্মাণ ও বহুসংখ্যক পূর্ব্বতন বিদ্যালয় আপনাদিগের অধিকারভুক্ত করিয়া তৎ সম্প্রদায়ের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিলেন। এই সমস্ত কারণে আমেরিকার ইতর সাধারণ সকলেই তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিল। যদিও ইঁহাদিগের মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তথাচ তাঁহারা আপনাদিগকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলিয়া বিবেচনা করিতেন না এবং সাধারণের ধর্ম্ম-সংক্রান্ত স্বাধীন ভাব দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন। তৎকালে ইউনিভার্সালিষ্টেরা বিজ্ঞান বিমল আলোকে আপনাদিগকে উজ্জ্বল করিতে পারেন নাই, তথাচ যাহা ধর্ম্ম-বিজ্ঞান সঙ্গত ইতিহাসকে এক কালে দূষিত করিতেছে, সেই অনন্ত নরক রূপ পরিশুদ্ধ মতের বিরুদ্ধে গৌরব সহকারে ঘোরতর বিতণ্ডা করিতেন। তাঁহারা সম্প্রদায়নিষ্ঠ অধিকার অব্যাহত ও নিয়মাবলি হইতে যে ধর্ম্মবদ্ধ নিয়ম গুলি পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং জগদীশ্বর যে সাধারণের প্রতি দয়া রূপ প্রীতি বিস্তার করিতেছেন—প্রীতি দান যে তাঁহার সর্ব্ব প্রধান দান, এই সত্যটি নিস্তব্ধ ও শান্ত ভাবে প্রচার করিতেন। সমস্ত খৃষ্টিয়ান সম্প্রদায় মধ্যে কেবল উহাঁরাই অনন্ত নরকের মতে মুক্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদিও তাঁহারা খ্রিষ্টীয় ধর্ম্মের এ সমস্ত সারাংশে অবিশ্বাস করেন, তথাচ কি ইউনিভার্সালিষ্ট কি ইউনিটেরিয়ান উভয় সম্প্রদায়ই বাইবেলের অলৌকিকতা বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন এবং কহেন যদি অলৌকিক ও

অভ্রান্ত বাইবলে ত্রিনীতি ও অনন্ত নরকের বিষয় স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা ইহাতে অবশ্যই আস্থা প্রদর্শন করিব সন্দেহ নাই।

মাষ্টার গারিসন আপনার বন্ধুবর্গের সহিত আমেরিকার পিউরিটান সম্প্রদায়দিগের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মতের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত আছেন, সেই সমস্ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মা ও হিব্রু-দিগের ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় সাতিশয় উৎসাহ ও যত্ন সহকারে, সেই সকল মত প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি পিউরিটান সম্প্রদায়, হিব্রুজাতীয় ভবিষ্যদ্বক্তা ও ধর্ম্মার্থ জীবন পরিত্যাগে উদ্যত খৃষ্টীয় বাল্মিকগণ অপেক্ষা অনেকাংশে আপনার মনুষ্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যৎকালে তিনি এ সমস্ত মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন এইরূপ আড়ম্বর শূন্য হইয়াছিলেন যে বোষ্টনের রাজপুরুষেরা বিস্তর অনুসন্ধান করিবার পর দেখিলেন একটি এই কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। তদ্দর্শনে উহাঁদিগের মনে পরিণামে কোন ভয়ের আর কিছুমাত্র আশঙ্কা রহিল না। ডাক্তর চানিঙ্ সম্পূর্ণ ক্ষমতা, হৃদয়ভেদী বক্তৃতা ও সমধিক মনুষ্যত্বের সহিত মনুষ্যের প্রকৃত গৌরব এবং ধর্ম্ম স্বাধীন প্রকৃত জীবন স্বরূপ এই দুইটি বিষয়ে সকলকে উদ্বোধিত করিয়া আপনার উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম-মত প্রত্যেক ব্যক্তি, রাজ্য ও সম্প্রদায়ের কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্টিত হইলেন। ঐ মহাত্মা কহিয়া থাকেন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রভাবে সুরাপায়ীর পান-দোষ নিবারণ, নির্ধনের অবস্থার উন্নতি সম্পাদন ও অনভিজ্ঞের শিক্ষা সমাধা হয়, এবং এই ধর্ম্মই আমেরিকার ক্রীত দাস-দিগের স্বাধীনতা প্রদানে প্রকৃত উদারতা প্রদর্শন করে। ঐ সুবিখ্যাত মহাত্মা যুবক-দিগের সহিত গাঢ়তর সংস্রব রাখিয়া এবং উহাঁদিগের সহিত বিবিধ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিয়া বয়সের উন্নতি অনুসারে জ্ঞানেরও সমধিক শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। হোরেস-মান ও তাঁহার কএকটি সহযোগী সাধারণের বিদ্যার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করেন। পিয়ারপণ্ট অসহায় হইয়াও সুরা পান নিবারণ, ধর্ম্ম যাজকের ন্যায়-পরতায় দৃষ্টি স্থাপন, ধর্ম্ম বিষয়ক ভয়ঙ্কর অসঙ্গতি নিরাকরণ এবং সাধারণের প্রীতিকর বা অপ্রীতিকরই হউক প্রকৃত নিষ্কপটতার প্রতিবিধানার্থ ধর্ম্ম-যাজকের অধিকার স্থাপন বিষয়ে সমধিক আয়াস অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরি-শেষে ইমার্সনের উজ্জ্বল ধীশক্তি বোষ্টনে সুপ্রকাশিত হইয়াছিল। উহা সুচতুর ব্যক্তি বর্গের মন আকর্ষণ করিয়া নূতন পথ ও নূতন প্রত্যাশা প্রদর্শন করে। ফলতঃ আমেরিকায় এইরূপ বিস্ময়াবহ ব্যাপার আর কখন প্রত্যক্ষ হয় নাই এবং এখনও ইহা অল্প বিস্ময়ের বিষয় নহে।

রুচিতত্ত্ব বিশারদ পার্কেস ও কুম্ব মনুষ্যের জড় দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিতে সাধারণকে প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রাচীন অপ্রাকৃতবাদীদিগের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন। ওয়া-র্ডওয়ার্থের রচনা প্রকৃতি-প্রিয় গূঢ়ানুসন্ধান-পর ব্যক্তিদিগের অতিশয় আদরণীয় হইয়া উঠে এবং উহা সাধারণকে প্রাকৃতিক ধর্ম্মে আকৃষ্ট করে। কার্লেলির গ্রন্থ বোষ্টনে পুনরায় মুদ্রিত হইয়া কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। কোল্রিজের রচনা সকল আমেরিকায় পুনর্মুদ্রিত হইয়া সাধারণকে নিগূঢ় ভাব অনুসন্ধান

করিবার প্রচুর সাহায্য প্রদান করিয়াছিল। ঐ সমস্ত রচনায় প্রগাঢ় বুদ্ধিজ্যোতি সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ আছে। ঐ রচনাগুলি অনেকের, বিশেষত দেবত্রয়বাদী ধর্ম্মযাজকদিগের চিন্তা শক্তি একান্ত উত্তেজিত করে। যদিও তৎসমুদায়ে ইতিহাস ও পদার্থ বিদ্যার অসঙ্গতি ও বিশুদ্ধ প্রণালীর অসদ্ভাব আছে এবং যদিও গর্ব্ব, কুসংস্কার, বৃথা তর্ক, বিশৃঙ্খলতা ও ভ্রান্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট নিরীক্ষিত হয়, তথাচ ঐ সমস্ত রচনা নিতান্ত পরাধীন চিত্তকে স্বাধীনতা প্রদানে সাহায্য করিয়া আমেরিকার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল। কুজিনের গ্রন্থ সুপ্রণালী ক্রমে বিরচিত, গভীর ভাব পরিপূর্ণ ও সাধারণের প্রীতিপ্রদ, তিনি স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে যেরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও প্রায় সর্ব্ববাদি সম্মত। আমেরিকার ধার্ম্মিক সম্প্রদায় উহার সবিশেষ আলোচনা করিয়া থাকেন। যে স্থানে মূলভাষার গ্রন্থ নিতান্ত দুর্ব্বোধ হইত, তথায় লোকেরা উহার অনুবাদ অনুশীলন করিত। অন্যান্য পদার্থ বিদ্যা দ্বারা সাধারণের যে কুসংস্কার প্রাদুর্ভূত হয়, কুজিনের গ্রন্থ প্রচারিত হইয়া তাহা এক কালে নিরাস করে।

ইজিপ্‌টীয় মত।

২২৯ সংখ্যক পত্রিকার ১৮৩ পৃষ্ঠার পর।

আইসিস্‌ দেবী। ইজিপ্টীয়দিগের প্রধান প্রধান দেবতার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে; এক্ষণে তাহাদিগের কতকগুলি দেবীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে। পুরাকালে অনেক গ্রন্থকার ইজিপ্টীয়দিগের ভূরিভূরি দেবীর কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু নিপুণ রূপে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, সেই সমস্ত দেবীর অধিকাংশই এক আইসিস্‌ দেবীর মূর্ত্তি ভেদ মাত্র ছিলেন। এ দেশে যেমন এক দুর্গা কালী, জগদ্ধাত্রী, চণ্ডী প্রভৃতি নানা বিধ আকৃতিতে পূজিত হইয়া থাকেন, সেই রূপ ইজিপ্ট দেশে এক আইসিস্‌ দেবী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের তত্ত্বাবধায়িকা রূপে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আরাধিত হইতেন। ইঁহার কোন প্রতিমূর্ত্তি শৃঙ্গবিশিষ্টও দেখিতে পাওয়া যায়। পরস্পর অনুরাগার্থী নায়ক নায়িকারা সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত বিশেষ রূপে আইসিস্‌ দেবীর আরাধনা করিত। প্লেটো আইসিস্‌ দেবীকে প্রজ্ঞা বলিয়া গণনা করিতেন। আইসিস দেবীর দশ সহস্র নাম ছিল, এই নিমিত্ত তাঁহার আর একটি নাম মিরিয়নিমস্‌। আইসিস্‌ দেবীর অন্যান্য বৃত্তান্ত প্রসঙ্গ ক্রমে ওসিরিস দেবের বিবরণ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বিউবাস্টিস্‌। ওসিরিসের ঔরসে আইসিস দেবীর গর্ভে বিউবাস্টিস্‌ দেবীর জন্ম হয়। গ্রীক্‌ দেবী ডায়নার সহিত ইঁহার অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। ইনি ডায়নার ন্যায় অত্যন্ত সতীব্রতা বলিয়া প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। বিউবাস্টিস্‌ নগরে ইঁহার একটি মন্দির ছিল। বিড়ালের মস্তক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ইঁহার পূজা হইত। ইজিপ্ট দেশে মৃত বিড়াল পাইলে, তৎসমুদায় সমাধিস্থ করিয়া বিউবাস্টিস্‌ নগরে প্রোথিত করিতে হইত।

ইলিথিয়া। শকুনির ন্যায় আকৃতি, দুই পার্শ্বে দুই পক্ষ বিস্তৃত, সর্ব্বাঙ্গ হীরক দ্বারা খচিত, একটি প্রতিমূর্ত্তি ছিল; তাহারই নাম ইলিথিয়া। ইনি স্বতন্ত্র দেবতা নহেন, আইসিস বা বিউবাস্টিসের মূর্ত্তি ভেদ মাত্র। যে দিনে দ্বিতীয়া তিথি পড়িত, সেই দিবস ইঁহার পূজা হইত।

নেপ্‌থিস্‌। ওসিরিসের বৃত্তান্তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হর্কুলিসের ঔরসে রিয়া দেবীর গর্ভে টাইফন পুত্র ও নেপথিস

কন।' জন্ম গ্রহণ করেন। এই নেপ্থিস্ দেবী নিজ সহোদর টাইফন দেবের পত্নী হইয়াছিলেন। গ্রীস্ দেশীয়েরা এই দেবীকেই অ্যাফ্রোডাইট্ বলিত। শ্বেতবর্ণা ধেনুর ন্যায় ইঁহার মূর্ত্তি। ইনি রাত্রি ও অন্ধকারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হিন্দুদিগের অপ্সরাগণ, গ্রীকদিগের বিনস ও ইজিপ্টীয়দিগের নেপ্থিস্ তুল্য রূপ চরিত্র হইয়াই মনুষ্যগণের মনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বুটো বা লাটোনা। নীল নদীর মুখে [illegible] দেশে চতুষ্পার্শ্বে সমান একটি মন্দিরে বুটো দেবী অবস্থান করিতেন। এই স্থানে দৈববাণী হইত। মাইগেল নামক পক্ষী ইঁহার বাহন। এই স্থানের সন্নিধানে কেমিস নামক একটি দ্বীপে ওসিরিসের পুত্র হোরস্ দেবের একটি মন্দির ও তিনটি বেদী ছিল। ইজিপ্টীয়েরা এই রূপ বিশ্বাস করিত যে, এই দ্বীপটি একটি হ্রদের উপর ভাসমান হইতেছে;—একদা ঈসিস দেবী নিজ পুত্র হোরসকে বুটস নগরে লাটোনার নিকটে সমর্পণ করিয়া যান। দেবদেবী টাইফন যখন হোরসকে আক্রমণ গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে লাটোনা হোরসকে কেমিস্ দ্বীপে রাখিয়া দ্বীপটি ভাসাইয়া দেন এবং স্বয়ং টাইফনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত মাইগেল পক্ষীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পলায়ন করেন।

ইজিপ্টীয় দেব দেবীর সহিত ভারতবর্ষীয় দেব দেবীর অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল দেব দেবী বলিয়া নয়, অন্যান্য মত বিষয়েও বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। ইজিপ্টীয়দিগের অন্যান্য বৃত্তান্ত বিবৃত হইবার সময়ে তাহা ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হইবে।

পৃথিবী ও মনুষ্য।
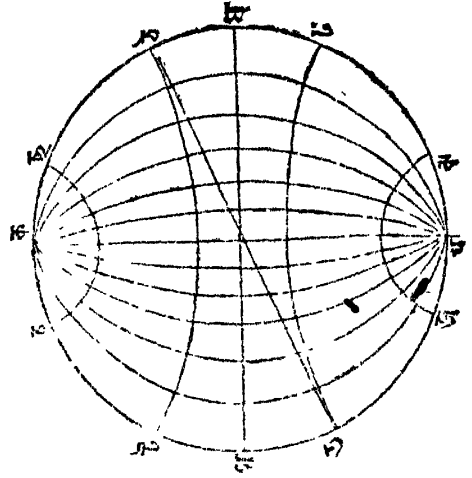
পৃথিবীতে যে সমস্ত ঘটনা উপস্থিত হইতেছে, তাহার কারণ নিরূপণ ব্যতিরেকে কেবল দেশ গ্রাম নগরাদির বিভাগ নির্দ্দেশ এবং তত্রত্য প্রাণিগণের স্বভাব ও চরিত্রাদির বিষয় বর্ণন করিলে ভূগোল বৃত্তান্ত নামের সার্থকতা সম্পাদন করা হয় না। ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত বিজ্ঞান ব্যতিরেকে যদি কেবল ঘটনা গুলির উল্লেখ করা হয়, তাহা হইলে সে যেমন শুষ্ক ও নীরস হইয়া যায়, সেই রূপ ভূগোল বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে গিয়া যদি গূঢ় কারণ সমস্ত উদ্ভাবন না করিয়া কেবল দৃষ্ট বস্তুর স্বরূপ মাত্র নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে উহাও সাধারণের কদাচ প্রীতিকর হয় না। বস্তু মাত্রের বর্ণনা করা ভূগোল বৃত্তান্তের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। পার্থিব পদার্থ সমুদায়ের পরস্পর বিভিন্নতা প্রদর্শন, কার্য্য কারণের উদ্ভাবন, সচেতন ও অচেতন পদার্থ সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ ও কার্য্য নিরূপণ এবং মানব সমাজের কি রূপে ক্রমশঃ উন্নতি হইয়াছে, ইহা নির্দ্ধারণ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া কেবল যদি বস্তু মাত্রের বর্ণনা করা যায়, তাহা হইলে ভূগোল বৃত্তান্ত নিতান্ত অসার ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠে। যে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানোপার্জ্জন করিলে

মন যথার্থ পুষ্টি ও প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে, তৎসমুদায়ের অসদ্ভাব হইলে পদার্থ বিদ্যা সহজেই নীরস হইয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে জড় ও চেতন পদার্থ পরস্পর কি রূপ সম্বন্ধে নিবদ্ধ হইয়া সেই করুণাময় বিশ্বস্রষ্টার মঙ্গল অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতেছে, ইহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়; যে সমস্ত কারণে পার্থিব পদার্থ সমুদায় ক্রমশ উন্নতি লাভ করিয়া বিশ্বপতির অনন্ত ও অচিন্ত্য কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতেছে, যদ্দ্বারা সেই সমস্ত কারণ উদ্ভাবন করা যায়; সেই রাজাধিরাজ মহারাজ যে সমস্ত নিয়মের অধীন করিয়া এই জড় জগৎকে নিরন্তর উদ্ভাস্ক করিতেছেন, যাহাতে তৎসমুদায়ের উপযোগিতা ও শুভজনকতা অভিব্যক্ত করা যায়; যাহাতে এই সমস্ত অচিন্তনীয় অতর্কনীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই বিশ্বপিতা অখিলমাতার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি উদ্দীপিত হয়; এই ভূগোল বৃত্তান্তের তাহাই উদ্দেশ্য। আমরা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত পৃথিবী ও মনুষ্য সংক্রান্ত বৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কোন কোন অবিচক্ষণ পদার্থ-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, পশু পক্ষ্যাদি জীব জন্তু এবং তরু গুল্মাদি উদ্ভিদ্ পদার্থের ন্যায় পাষাণ প্রভৃতি অচেতন পদার্থেরও জীবন আছে। কিন্তু এই মত নিতান্ত অলীক ও অমূলক। চেতন ও অচেতন এই উভয়বিধ পদার্থ পরস্পর বিভিন্ন। ধাতু ও বৃক্ষ, বৃক্ষ ও পশু পক্ষী এবং পশু পক্ষী ও মনুষ্য যে পরস্পর কত অন্তর তাহা অনুভবশীল ব্যক্তি মাত্রেই সহজে সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। অচেতন পদার্থকে মৃত ও সচেতন পদার্থকে জীবিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; কারণ পশু পক্ষ্যাদির ন্যায় পাষাণ প্রভৃতি অচেতন পদার্থে জীবনের কোন নিদর্শনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে ঐ সকল জড় পদার্থে কেবল জীবনের প্রতিভা মাত্র প্রতিভাত হইয়া থাকে। সলিলস্রোত তরঙ্গজাল বিস্তার পূর্ব্বক ফেনায় আকুলিত হইয়া ঝরঝর শব্দ সহকারে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, সমীরণ ভয়ঙ্কর অপ্রতিহত গতি অবলম্বন পূর্ব্বক পাদপদল উন্মূলিত ও ভূতলে নিপাতিত করিতেছে; অম্বরীক্ষে গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিঃ পদার্থ সকল পরস্পর আকর্ষণ শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিতেছে; চুম্বক বিন্দুমাত্র লৌহ সন্নিকৃষ্ট হইলেই বিচলিত ও নিরন্তর উত্তরাভিমুখীন হইয়া থাকে; দুইটি পদার্থ উপর্য্যুপরি সংস্থাপিত হইলেই উহাদিগের পরমাণু ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এক সূত্রাগ্রে অবস্থিত পদার্থ সমুদায়ের একাংশে আঘাত করিলে উহা সর্ব্বব্যাপী হইয়া থাকে, রসায়ন বিদ্যা প্রভাবে ইহা অভিব্যক্ত হইয়াছে যে, জড় পদার্থের প্রত্যেক পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগের সামর্থ্য আছে, এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে পশু পক্ষ্যাদির ন্যায় বৃক্ষাদের জীবন আছে, কিন্তু ইহা জীবন নহে, জীবনের প্রতিভা মাত্র। আমরা কএকটি পদার্থে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হই কিন্তু এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে এই রূপ অত্যাশ্চর্য্য ও অচিন্তনীয় কত শত ঘটনা উপস্থিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমরা অচেতন পদার্থের ন্যায় চেতন পদার্থেও এই রূপ কার্য্য দেখিতে পাই কিন্তু এই রূপ ক্রিয়াকে ইহার জীবন বলিয়া

কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। [illegible] সম্বন্ধের পরস্পর বিনিময়কে সামান্য কারণ জীবন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে পরস্পরের আকর্ষণে সমাকৃষ্ট জড়-দেহের উপর এই রূপ জীবন আরোপ করা অসঙ্গত ও অযৌক্তিক নহে। কিন্তু এই রূপ জীবন নিকৃষ্ট জীবন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

এই প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক জীবন সকল জড় দেহেই বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু এই রূপ প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক কার্য্যকে চেতন পদার্থের জীবন বা জীবনের মূল কারণ বলিয়া কদাচ প্রতিপাদন করা যায় না। জীব যে জীবন উপভোগ করিতেছে, উহা [illegible] অন্যতর কারণ। প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক জীবন বৃক্ষ ও পশু পক্ষী মনুষ্য সকলেতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, কিন্তু উহা উৎকৃষ্ট জীবনের সংযোগী মাত্র।

উদ্ধৃত।

ভবানীপুর ব্রাহ্ম বিদ্যালয়।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

প্রথম সংখ্যা।

[illegible]

আমরা বাহ্য দেশ হইতে অন্তরে প্রবেশ করিয়া [illegible] জানিয়াছি, শরীরের মধ্যে [illegible] হইতে পাইয়াছি। যেমন আমরা অন্য সকলের শরীর দেখিতেছি, তেমনি তাহাদের অন্তরের আত্মাকেও অনুভব করিতেছি। আমার এই আত্মা তোমাদের সমক্ষে [illegible] প্রকাশ করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছে, [illegible] তাহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক [illegible] চেষ্টা করিতেছে। এই আত্মাকে [illegible] চেতন রূপে জানিয়াছি, এক্ষণে তাহার অন্তর্য্যামী প্রদেশে যাইয়া সকলের প্রতিষ্ঠা [illegible] পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিতে [illegible] লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে।” যাঁহাকে লাভ করিয়া অপর লাভকে তদপেক্ষা অধিক বোধ হয় না এবং যাঁহাতে অবস্থান করিলে গুরু দুঃখেও বিচালিত হয় না।

বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগ সমাপ্ত হইলে পর উপনিষদ্ ব্রহ্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্ম কি? না যিনি সকল হইতে বৃহৎ, সকল হইতে মহৎ, যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই; যিনি সর্ব্ব-দেশ-ব্যাপী, যিনি সকল কালেই বিদ্যমান। উপনিষদ্ ইহাঁর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিলেন যে, ঋক যজুঃ সাম বেদের ইন্দ্র বায়ু অগ্নি প্রভৃতি যে সকল উপাস্য দেবতা, তাহারা কখনো ব্রহ্ম নহে। “নেদং যদিদমুপাসতে।” (তলবকারোপনিষদ্) বৈদিকেরা যে সকল পরিমিত দেবতার উপাসনা করে, তাহারা কখনো ব্রহ্ম নহে। কিন্তু যে অনন্ত পুরুষের শাসনে জগতের কার্য্য সম্পাদনে ইহারা সকল নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে, তিনিই ব্রহ্ম। “ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।” (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্) ইহার ভয়ে বায়ু প্রবহমান হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উদয় হইতেছে, ইহার ভয়ে অগ্নি ও ইন্দ্র ও মৃত্যু স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে ধাবিত হইতেছে। উপনিষদের ঋষিরা জ্ঞান মঞ্চে আরোহণ করিয়া এই উপদেশ দিলেন যে, অগ্নি বায়ু ইন্দ্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতারা সকলেই পরিমিত, সকলেই অল্প শক্তি, সকলেই ক্ষুদ্র, ইহারা স্বয়ম্ভূ নহে, ইহারা আপনাকে আপনি প্রকাশ করে নাই; ইহারা স্বতন্ত্র নহে, ইহারা আপন রাজ্য আপনার নিয়ন্তা নহে। ইহারা যাঁহা কর্ত্তৃক এই সংসারে প্রেরিত হইয়াছে, যাঁহা হইতে স্বীয় স্বীয় শক্তি লাভ করিয়াছে, যাঁহার শাসনে নিয়ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সত্য, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় আর কেহই নাই। এই ভাব তলবকার উপনিষদের আখ্যায়িকাতে অতি সুন্দর-রূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। সেই আখ্যায়িকা এই। “ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে।” ব্রহ্ম দেবতাদিগকে জয় বিধান করিলেন। ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দেবতারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে অসুরের উপর জয় লাভ করিলেন। ইন্দ্র চান যে, পৃথিবীতে সুবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া প্রজাদিগের হিত সাধন করেন, বৃত্রাসুর তাহা করিতে দেয় না। সকল দেবতারা একত্র হইয়া অনিষ্টকারী বৃত্রাসুরের উপরে জয় লাভ করিলেন। ব্রহ্ম তাঁহারদিগকে এই জয় প্রদান করিলেন, দেবতারা স্বীয় স্বীয় অভিমান-দোষে তাহা জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা মনে করিলেন, আমরাই আমারদের ক্ষমতাতে অসুরের উপর জয় লাভ

করিলাম; আমারদেরই এই জয়, আমারদেরই এই মহিমা। "অস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমা।" ঈশ্বর তাঁহারদের এই অভিমান জানিলেন। তাঁহারা অনিষ্টকারী অসুরদিগের ন্যায় বৃথা-অভিমান-দোষে হত না হন, এই জ্ঞান দিবার নিমিত্তে তিনি তাঁহারদের নিকটে স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন। তাঁহারা জানিতেও পারিলেন না যে, দীপ্যমান পূজনীয় পুরুষ ইনি কে। তাঁহারদের অপেক্ষা অধিক শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ যে কেহ আছেন, তাহা তাঁহারা জানিতেন না; আপনারদিগকেই স্বতন্ত্র স্বয়ম্ভু বলিয়া মান করিতেন। এই অপরিচিত পূজনীয়ের অব্যক্ত অপরিমিত তেজে তাঁহারা সকলেই হতপ্রভ হইয়া গেলেন; তাঁহারদের হৃদয় ও মন বিকম্পিত হইল। তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন, হে অগ্নি! হে জাতবেদঃ! তুমি আমারদের মধ্যে অতীব তেজস্বী, যাও তুমি ইহাঁর নিকটে গিয়া ইহাঁকে অবগত হইয়া আইস ইনি কে। অগ্নি তাঁহার নিকটে গেলেন। ব্রহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোঽসি" তুমি কে? অগ্নি দর্প করিয়া বলিলেন "অগ্নির্বা অহমস্মীতি জাতবেদা বা অহমস্মীতি" আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা। ব্রহ্ম তাঁহাকে বলিলেন "তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যং" তুমি যে জাতবেদা অগ্নি, তোমাতে কি শক্তি আছে? তিনি উত্তর করিলেন, "অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি।" এই পৃথিবীতে যে কিছু বস্তু আছে, তাহা সকলই আমি দগ্ধ করিতে পারি। ব্রহ্ম তাঁহাকে একটি তৃণ দিলেন ও বলিলেন, ইহাকে দগ্ধ কর। তিনি মহাবেগে আপনার সকল তেজ তাহাতে নিয়োগ করিলেন, তথাপি সেই তৃণটিকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। আপনাকে শক্তিহীন দেখিয়া লজ্জিত হইয়া দেবতাদিগের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—আমি চিনিতে পারিলাম না, এই অচিন্ত্য-শক্তি পূজনীয় পুরুষ কে। তখন তাঁহারা বায়ুকে বলিলেন, হে বায়ু! যাও তুমি ইহাঁর নিকটে গিয়া ইহাঁকে অবগত হইয়া আইস। বায়ু তাঁহার নিকটে গেলেন। ব্রহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? বায়ু দর্প করিয়া বলিলেন, "বায়ুর্ব্বা অহমস্মীতি মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি।" আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা। ব্রহ্ম বলিলেন, তুমি যে মাতরিশ্বা বায়ু তোমার কি শক্তি? তিনি উত্তর করিলেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি সকলই হরণ করিতে পারি। ব্রহ্ম সেখানে একটি তৃণ রাখিয়া বলিলেন, এখান হইতে ইহাকে গ্রহণ কর দেখি। তিনি তাহাতে আপনার সমুদায় বেগ নিয়োগ করিলেন, তথাপি তাহাকে একটুকুও বিচালিত করিতে পারিলেন না। আপনাকে শক্তিহীন দেখিয়া লজ্জিত হইয়া দেবতাদিগের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—আমি চিনিতে পারিলাম না, এই অচিন্ত্য-শক্তি পূজনীয় পুরুষ কে। পরে তাঁহারা ইন্দ্রকে বলিলেন, হে মঘবন্! তুমি আমারদের সকলের রাজা, যাও তুমি ইহাঁর নিকটে গিয়া ইহাঁকে অবগত হইয়া আইস। ইন্দ্র তাঁহার নিকটে অগ্রসর হইলেন। ইন্দ্রের রাজ-পদের অতীব গর্ব্ব ও অভিমান দেখিয়া ব্রহ্ম তথা হইতে তিরোহিত হইলেন; বরং তিনি অন্য অন্য দেবতাদিগকে দেখা দিয়াছিলেন, ইন্দ্রকে এক বার দেখাও দিলেন না। সেই স্থানে স্ত্রী রূপিণী ব্রহ্ম-বিদ্যা আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। ইন্দ্র সেই অলঙ্কৃতা ব্রহ্ম-বিদ্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সেই দীপ্যমান পূজনীয়, যিনি এই মাত্র এখানে ছিলেন তিনি কে? ব্রহ্ম-বিদ্যা বলিলেন ইহাঁকে তোমরা জান না, ইনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মের বিজয়ে তোমরা আপনার আপনার মহিমা মনে করিতেছিলে; যাও এই জয়ের জন্য ব্রহ্মেরই মহিমা বোধ কর। ব্রহ্মবিদ্যার এই উপদেশে ইন্দ্রের চৈতন্য হইল। তদবধি ইন্দ্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া অার সকল দেবতা হইতে উন্নত হইলেন। তদবধি অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবতারাও ইন্দ্রের নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া আর আর সকল দেবতা হইতে প্রধান হইলেন।

এই আখ্যায়িকা দ্বারা এই উপদেশ পাওয়া যাইতেছে যে, যে পর্য্যন্ত আমরা আপনারদের পরিমিত ভাব বুঝিতে না পারি, সে পর্য্যন্ত অনন্ত দেবের মহিমা অবগত হওয়া যায় না। অগ্নি বায়ু ইন্দ্র দেবতারা আপনারদের জ্ঞান শক্তির সীমা বুঝিতে না পারিয়া আপনারদিগকেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া অভিমান করিতেন। যখন তাঁহারা আপনারদের জ্ঞান শক্তির সীমা বুঝিলেন; যখন সেই পুরুষের পরম দেবতাকে না জানিতে পারিয়া তাঁহারদের জ্ঞান কুণ্ঠিত হইল, যখন একটি তৃণকেও স্থান ভ্রংশ করিতে না পারিয়া তাঁহারদের বল ক্ষুব্ধ হইল; তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে আমরা ক্ষুদ্র, আমারদের জ্ঞান শক্তি পরিমিত এবং সেই পরিমিত জ্ঞান-শক্তিকেও আমরা আপনারা সৃষ্টি করি নাই; কিন্তু সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণ পুরুষ হইতে লাভ করিয়াছি, যাঁহার সমক্ষে আমারদের সকল ভাব, সকল শক্তি, স্তব্ধ হইয়া গেল। দম্ভ ও অভিমান ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। আমি সকল বুঝিতে পারি, আমি সব করিতে পারি, আমারই যশ সর্ব্বত্র প্রকাশিত হউক; এই অভিমান ও নীচ কামনা ব্রহ্মকে বুঝিতে দেয় না। আপনার দুর্ব্বলতা যিনি জানিয়াছেন,

তিনিই তাঁহার অনুরাগী ও শরণাপন্ন হইয়া সবল ও উন্নত হইয়াছেন।

অগ্নি বায়ু ইন্দ্র প্রভৃতি ঋক্ যজুঃ সাম বেদের দেবতারা উপনিষদের উপাস্য দেবতা নহেন। উপনিষদের প্রতিপাদ্য পরম দেবতা এক মাত্র পরব্রহ্ম। উপনিষদের সংকল্প এই যে যিনি সকল হইতে বড়, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিয়া জানিতে হইবেক, তাঁহাকেই প্রীতি করিতে হইবেক, তাঁহাকেই পূজা করিতে হইবেক। তাঁহারা সকল হইতে বড় বলিয়া আত্মাকে জানিলেন, অতএব বলিলেন "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (মাণ্ডূক্যোপনিষদ্) এই আত্মা ব্রহ্ম। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্) যিনি মহান্ তিনি সুখ-স্বরূপ অল্প পদার্থে সুখ নাই, মহান্ পদার্থই সুখ-স্বরূপ; অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক। সেই ভূমা কোথায়? "স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্) তিনি অধোতে, তিনি ঊর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। সেই ভূমা কে? এই আত্মাই সেই ভূমা। "আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মা উত্তরতঃ।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্) আত্মাই অধোতে, আত্মাই ঊর্দ্ধেতে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইল যে যিনি সেই সর্ব্বব্যাপী ভূমা ঈশ্বর, তিনি শূন্য নহেন, তিনি জগতের আত্মা, তিনি সকলেতে পূর্ণ রহিয়াছেন। এখানে জিজ্ঞাসা এই যে সেই ভূমা কি শরীরী আত্মা? যে আত্মা শরীরে বদ্ধ থাকিয়া জাগ্রৎ কালে বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা স্থূল বাহ্যবিষয় ভোগ করে, এই আত্মা কি সেই ভূমা? এই "জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ স্থূলভুক্" আত্মা কি ভূমা? উপনিষদ্ বলেন যে না, ভূমা আত্মা কদাপি শরীরী আত্মা নহেন। ইনি শরীরী জাগরিত আত্মার ন্যায় বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা বহির্বিষয় উপভোগ করেন না; ভূমা আত্মার শরীরও নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই। তবে কি তিনি মনোময় আত্মা? —এখানে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে। শরীর নিস্পন্দ হইলে, ইন্দ্রিয়-দ্বার-সকল রুদ্ধ হইলে, যে আত্মা স্বপ্নেতে স্বীয় মহিমা অনুভব করে, যে স্বপ্নাবস্থ আত্মা বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের নিরপেক্ষ হইয়া স্বীয় মহিমাতেই বিষয়-সকল সৃষ্টি করিয়া তাহা উপভোগ করে; যে আত্মা যাহা দেখিয়াছে, যাহা নাও দেখিয়াছে, তাহা দেখে; যাহা শুনিয়াছে, যাহা নাও শুনিয়াছে, তাহা শুনে; যাহা অনুভব করিয়াছে, যা নাও অনুভব করিয়াছে, তাহা অনুভব করে; যে আত্মা "সর্ব্বং পশ্যতি সর্ব্বঃ পশ্যতি" আপনি সব হইয়া সব দেখে; সেই স্বপ্নাবস্থ মনোময় আত্মা কি ভূমা? না। যে আত্মা স্বপ্নেতে কেবল মনো-দ্বারা বিষয় উপভোগ করে, সেই "স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃপ্রবিবিক্তভুক্" আত্মা ভূমা নহেন। যেমন ভূমা আত্মার শরীর নাই, তেমনি তাঁহার মনও নাই। তিনি মনের দ্বারা সুখ দুঃখের অনুভব করেন না। তিনি স্বপ্নাবস্থ আত্মার ন্যায় শোকও করেন না, ক্রন্দনও করেন না। অতএব স্বপ্নাবস্থ মনোময় আত্মা ভূমা নহেন। এখানে তবে আবার এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, সুষুপ্ত আত্মা কি ভূমা? যে আত্মা সুন্দর সুপ্ত হইয়া কোন কামনাও করে না, কোন স্বপ্নও দেখে না; শোকও করে না, ক্রন্দনও করে না; এই সুষুপ্ত আত্মা কি সেই ভূমা? এই সুষুপ্ত আত্মাও ভূমা নহেন, যে হেতু তখন সে আত্মা "অয়মহমস্মীতি" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্) আমি এই বলিয়া আপনাকেও জানে না। যদিও সুষুপ্তাবস্থাতে আত্মার শোক নাই, ক্রন্দন নাই; তথাপি তাহার কোন ভোগ্য বস্তুও নাই। "নাহ মত্র ভোগ্যং পশ্যামি," (ছান্দোগ্যোপনিষদ্) আমি এখানে তাহার কিছুই ভোগ্য বস্তু দেখি না। এই সুষুপ্তাবস্থাতে আত্মার না কিছু ভোগ্য বস্তু আছে, না কোন ভোগ আছে, কেবল এক মহাবিস্মৃতি তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এই সুষুপ্ত অচেতন আত্মা কখনই ভূমাত্মা নহেন। যিনি ভূমাত্মা, তিনি অপরিলুপ্ত চৈতন্য-স্বভাব। তাঁহার চৈতন্যের কখনো লোপ নাই, তাহা সদাই প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। সংসারী আত্মাই শরীরের অধীন, বিষয়ের অধীন, মনের অধীন; সংসারী আত্মারই জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা, সুষুপ্তাবস্থা। ভূমাত্মা কোন অবস্থার অধীন নহেন: তিনি কখনো জাগ্রৎ, কখনো নিদ্রিত, কখনো সুষুপ্ত, এমত নহেন; তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার ভাব, সদাই দীপ্ত রহিয়াছে। "এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।" (কঠোপনিষদ্) যখন সকলে নিদ্রা যায়, তখন এই পুরুষ জাগ্রৎ থাকিয়া সকলের কাম্য বস্তু বিধান করিতে থাকেন। অতএব মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ বলিতেছেন, তিনি "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং।" তিনি সংসারের অতীত; শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। "স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ" তিনিই সেই আত্মা, তিনিই জানিবার যোগ্য। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তাবস্থ এই সংসারী আত্মার প্রতিষ্ঠা সেই অন্তর্য্যামী অমৃত জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা। এই শরীরী সংসারী আত্মার অন্তরতম প্রদেশে সেই অশরীরী অসংসারী মহান্ আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। "যা

পর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।” (মুণ্ডকোপনিষদ্) দুই সুন্দর পক্ষী জীবাত্মা আর পরমাত্মা, উভয়েই এক বৃক্ষ এই শরীরকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং উভয় পরস্পরের সখা। “স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যতি। মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।” (কঠোপনিষদ্) জীব যাঁহার দ্বারা স্বপ্নের মধ্যে সুখ-দুঃখ ভোগ করে, এবং জাগরিত থাকিয়া বিষয়-সকল দর্শন করে, সেই সর্ব্বব্যাপী মহান্ আত্মাকে স্বীয় অন্তরে জানিয়া ধীর ব্যক্তি আর শোক করেন না। “হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদোবিদুঃ।” (মুণ্ডকোপনিষদ্) ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা আত্ম-রূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন।

এখানে উপনিষদের সিদ্ধান্ত মনোযোগ পূর্ব্বক প্রণিধান কর। মাণ্ডুক্যোপনিষদের প্রথমে আছে “সর্ব্বংহ্যেতদ্ব্রহ্ম।” সকলই এই ব্রহ্ম। উপনিষদ এই কথাতে বেদের পুরাতন মত খণ্ডন করিতেছেন। অগ্নি ব্রহ্ম নহেন, সূর্য্য ব্রহ্ম নহেন, মিত্র ব্রহ্ম নহেন, বরুণ ব্রহ্ম নহেন; কিন্তু সকলই ব্রহ্ম। তিনি আকাশের অতীত হইয়া সকল আকাশে ও বিশ্ব সংসারে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন: তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের অতীত হইয়া সকল কালে ও সকল ঘটনাতে বিদ্যমান রহিয়াছেন। “ভূতং ভবং ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কারএব যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কারএব” ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, সকলই ওঙ্কার; যিনি এই ত্রিকালের অতীত, তিনিও ওঙ্কার। এখানে অবশ্য তোমরা জানিতে চাও, এই ওঙ্কার কি? এই ওঙ্কারের অর্থ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, উপনিষদ্ ওঁ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকেই ব্যক্ত করেন। “ওমিতিব্রহ্ম” (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্) ওঁ ইহা ব্রহ্ম। বেদের ঈশ্বর অগ্নি বায়ু ইন্দ্র প্রভৃতি যেমন ক্ষুদ্র, উপনিষদের ঈশ্বর ওঙ্কার-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম তেমনি মহান্। উপনিষদের ঋষিরা যখন এই ব্রহ্মকে অন্বেষণ করিয়া আপনারদের অন্তরে দেখিলেন, তখন বলিলেন “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” এই আত্মা ব্রহ্ম। পরে তাঁহারা তাঁহাকে প্রভেদ করিয়া বলিলেন “সোয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।” সেই এই আত্মা চারি পাদে বিভক্ত। এখন নির্ণয় করিতে হইবে যে ইহার কোন্ পাদ সেই আত্মা, যিনি বিজ্ঞেয়; যাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া জানা আমারদের নিতান্ত প্রয়োজন। প্রথম পাদ আত্মার জাগ্রদবস্থা, যে অবস্থাতে আত্মা বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা বহির্বিষয় উপভোগ করে। দ্বিতীয় পাদ আত্মার স্বপ্নাবস্থা, যে অবস্থাতে আত্মা বিষয়-সকল সৃষ্টি করিয়া তাহা উপভোগ করে। তৃতীয় পাদ আত্মার সুষুপ্তাবস্থা, যে অবস্থাতে আত্মা সুপ্ত হইয়া কোন কামনাও করে না, কোন স্বপ্নও দেখে না। এই তিন পাদ আত্মার তিন অবস্থা। ইহার কোন্ পাদ ব্রহ্ম? উত্তর—ইহার কোনো পাদই ব্রহ্ম নহেন, ইহার কোনো অবস্থাই সেই বিজ্ঞেয় আত্মার অবস্থা নহে। উপনিষদ্ ইহা সুস্পষ্ট-রূপে ব্যক্ত করিতেছেন, “নান্তঃপ্রজ্ঞং” সেই বিজ্ঞেয় আত্মা স্বপ্নাবস্থ আত্মা নহেন, “ন বহিঃপ্রজ্ঞং” তিনি জাগ্রদবস্থ আত্মাও নহেন, “ন প্রজ্ঞানঘনং” তিনি সুষুপ্তাবস্থ আত্মাও নহেন। তবে সেই বিজ্ঞেয় আত্মা কি? উপনিষদ তাহা পরে বলিতেছেন। “অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা সবিজ্ঞেয়ঃ।” তিনি চক্ষুর অগোচর কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অব্যবহার্য্য হয়েন। তিনি কোন লক্ষণ দ্বারা গম্য নহেন, তিনি কোন শব্দ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন, তিনি অচিন্ত্য। এক আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ হইয়াছে। তিনি সমুদায় সংসার ধর্ম্মের অতীত; তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। ব্রহ্মজ্ঞেরা তাঁহাকে আত্মার চতুর্থ পাদ বলিয়া গণনা করেন; তিনিই আত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয়। ইহাতে দেখ, “অয়মাত্মা ব্রহ্ম,” এই আত্মা ব্রহ্ম, বলিয়া ঋষিরা যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন তিনি কে, তাহার সিদ্ধান্ত হইল। সংসারী আত্মারই তিন পাদ—জাগ্রদবস্থা স্বপ্নাবস্থা সুষুপ্তাবস্থা; ইহার যে চতুর্থ পাদ, তাহাই সেই বিজ্ঞেয় পূর্ণ আত্মা, যাঁহাকে আমারদের অনুসন্ধান করিয়া জানিতে হইবেক; সেই আত্মাই ব্রহ্ম। জাগ্রৎস্বপ্ন-সুষুপ্তাবস্থা-স্থিত সংসারী আত্মা ব্রহ্ম নহেন; কিন্তু যিনি ব্রহ্ম, তিনি সংসারের অতীত; শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। এই সংসারী আত্মার প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম, এই আত্মাতেই আছেন, অতএব ব্রহ্ম ইহার চতুর্থ পাদ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পুরাতন উপনিষদের এই সার সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে আমরা মনের সহিত কেন অঙ্গীকার করি? ইহার হেতু কি? ইহাতে আমারদের দৃঢ় বিশ্বাস কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? এই শরীরী জাগ্রৎ আত্মাই চক্ষুর গোচর নহে; ইহার সুষুপ্তাবস্থার যে অচেতন ভাব, তাহার তো আমরা কিছুই সংবাদ জানি না; তবে এই আত্মার অন্তরাত্মা ভূমা ঈশ্বরকে কি প্রকারে জানিতে পারি, এবং এই জানার উপরে কি প্রকারেই বা নিঃসংশয় হইয়া আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন

ক[illegible] পারি ? ইহাতে উপনিষদ্ বলিতেছেন, আমারদের নির্ম্মল জ্ঞানে তিনি প্রকাশ পান, এবং আত্ম-প্রত্যয় তাহাতে বিশ্বাস করে। "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।" (মুণ্ডকোপনিষদ্) তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন; বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদিকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, শুদ্ধ-সত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যান-যুক্ত হইয়া নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারা নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন। তাঁহাকে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে না, তাঁহাকে মন মনন করিতে পারে না, তাঁহাকে বুদ্ধি আয়ত্ত করিয়া তর্ক দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারে না; হৃদয় কেবল এক আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা নিঃসংশয় হইয়া তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে। "একাত্মপ্রত্যয়সারং।" একঃ জগৎকারণং ব্রহ্মাস্তীতি আত্মনঃ প্রত্যয়ঃ সারং প্রমাণং যস্যাধিগমে তং একাত্মপ্রত্যয়সারং" এক আত্ম-প্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ হইয়াছে। যিনি এই সংসারী আত্মার জাগ্রদবস্থাতে বিষয় গ্রহণের জন্যে ইন্দ্রিয়-সকল দিয়াছেন, যিনি ইহার স্বপ্নাবস্থাতে ক্রীড়ার নিমিত্ত মনের কল্পনা-শক্তি দিয়াছেন, যিনি ইহার সুষুপ্তি কালে বিশ্রাম-সুখ দিয়া অহরহ ইহাতে চেতন বিধান করিতেছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-শক্তি অনন্ত পুরুষের অস্তিত্বের প্রতি কেবল এক আত্ম-প্রত্যয় নিঃসংশয় প্রমাণ হইয়াছে। যখন আমি আছি, তখন আমার স্রষ্টা পাতা নিয়ন্তা এক আছেন; এই আত্ম-প্রত্যয়। যিনি আমার স্রষ্টা পাতা নিয়ন্তা পুরুষ তিনি আমার সুহৃদ্ সখা আশ্রয় ও প্রভু, এই স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়। যিনি আমার সুহৃদ সখা আশ্রয় ও প্রভু, তিনি সকলের সুহৃদ্ সখা আশ্রয় ও প্রভু; তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়, এই আত্ম-প্রত্যয়ের সহজ অকাট্য সিদ্ধান্ত। এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম এই আত্ম-প্রত্যয়ের বিষয়ে কি বলেন, তাহা শুন। "সেই অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর চক্ষুর গোচর নহেন, তাঁহাকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তাঁহাকে মনের দ্বারা কল্পনা করা যায় না, তাঁহাকে পরিমিত বস্তুর ন্যায় বুদ্ধি দ্বারা বিশেষ করিয়া বুঝা যায় না। কেবল নির্ম্মল সহজ জ্ঞানে তিনি প্রকাশিত হয়েন এবং এক আত্ম প্রত্যয়ের বলে সেই জ্ঞান-গোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। জ্ঞান যে অকৃত অমৃত অনন্ত পুরুষকে প্রকাশ করে, আত্মা সেই পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্বে প্রত্যয় করে। জ্ঞানেতে সত্য প্রকাশ পায়, এবং সেই সত্যেতে আমারদের আত্মার প্রত্যয় হয়। অতএব এই স্বভাব-সিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রামাণ্য স্থাপনের এক মাত্র হেতু। যখন আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ অনন্ত পুরুষ সহজ জ্ঞানে প্রকাশিত হন, তখন বুদ্ধি তাঁহার জগৎ-রচনার কৌশল দেখাইয়া তাঁহার বিজ্ঞানের পরিচয় দেয় এবং জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্য নিয়ম দেখাইয়া সেই নিয়ন্তার মঙ্গল ভাব ব্যক্ত করে। যদিও পরিমিত বুদ্ধি অনন্ত পুরুষকে বুঝিয়া শেষ করিতে পারে না, তথাপি সে সহজ জ্ঞানকে অতি-মাত্র পোষণ করে। অতএব ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু ব্যক্তি জগৎকার্য্যের অন্তর্ব্বাহের আলোচনা দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে কদাপি অবহেলা করিবেন না। বুদ্ধি সুমার্জ্জিত হইলে সহজ জ্ঞান ও আত্ম প্রত্যয়ের অধিকার ও উদ্দেশ্য আমরা বিশেষ রূপে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি।" এই আত্ম-প্রত্যয় আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি নহে; ইহা পুরাতন উপনিষদে সুস্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে। বাস্তবিক বুদ্ধি যখনই আপনার পত্তন ভূমির অন্বেষণ করে, তখনি সে সহজ জ্ঞান ও আত্ম প্রত্যয়কে দেখিতে পায়।

এই আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধ জ্ঞান-গোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষ জন্মবিহীন মহান্ আত্মা। "অথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়।" যিনি আত্মা, তিনি লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন। এই আত্ম-রূপ সেতুর এ পারে দিন রাত্রি নিয়মিত হইতেছে; ও পারে দিনও নাই, রাত্রিও নাই সুকৃতও নাই, দুষ্কৃতও নাই; ইহা পুণ্য-জ্যোতিতে সদাই পবিত্র রহিয়াছে। জীব ইহার ও পারে উত্তীর্ণ হইলে সকল পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়; এই নিষ্পাপ ব্রহ্ম লোক। এই সেতুর পর-পারে উত্তীর্ণ হইয়া যে অন্ধ সে অনন্ধ হয়; যে সংসারের দুঃখ ক্লেশে বিদ্ধ, সে অবিদ্ধ হয়; যে পাপে ও দোষে উপতাপী, সে অনুপতাপী হয়। এই সেতুকে উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি, দিনের সমান আলোক ধারণ করে; এই ব্রহ্ম-লোক; ইহার দিবালোক কখন অস্ত হয় না, ইহার প্রকাশও নির্ব্বাণ হয় না; ইহা সদাই প্রকাশিত রহিয়াছে।

"নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ। ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং। সর্ব্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্ত্তন্তে। অপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্ম-লোকঃ। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বা। অন্ধঃ সন্নন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবতি উপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি। তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে। সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্)

মেদিনীপুর উনবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আজ আমাদের উনবিংশ সাম্বৎসরিক সমাজ। এই মেদিনীপুরস্থ ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম ক্রমে ক্রমে উনবিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়া অদ্য বিংশতিতম বর্ষে প্রবিষ্ট হইল। এই উনবিংশতি বর্ষে, বিশেষতঃ গত বৎসরে এখানে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের কত দূর বল ও পুষ্টি সাধন হইয়াছে, আমরা ধর্ম্মের দিকে কত টুকু অগ্রসর হইয়াছি, এ বিষয়ে আজ একবার আমাদের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য হইতেছে।

আমরা দেখিতে পাইতেছি, এখানে দিন দিন ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ও বিস্তার হইতেছে। প্রথমে যখন এখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইহার ভাব অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। তখন ইহার কোন স্বতন্ত্র গৃহ ছিল না। প্রথমে ইহার প্রতিষ্ঠাতা কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেবের বাস ভবনে উপাসনাদি সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। পরে একটী বাটী ভাড়া করিয়া কিছু দিনের জন্য তাহাতে সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। অনন্তর সমাজের বর্ত্তমান আচার্য্য মহাশয়ের বাসা বাটীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া সভার কার্য্য সমাধা হইত। পূর্ব্বে অতি অল্প লোক সমাজে উপস্থিত হইতেন, তৎকালে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি এখানকার অনেকেরই বিষম বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। সমাজের প্রথম অবস্থায় এখানে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিকূলে একটী ধর্ম্ম সভা নাম্নী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু চিরকাল সত্যের জয়—ধর্ম্মের জয়ই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি, সমুদায় প্রতিবন্ধকতা, সমুদায় বিদ্বেষাচরণ অতিক্রম করিয়া এখানে দিন দিন বলীয়ান্ ও পুষ্ট-দেহ হইয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনার নিজের মাহাত্ম্যেই আপনি বিস্তৃত ও সতেজ হইয়া উঠিতেছে। এক্ষণে এখানে বহু সংখ্যক লোকে বিশেষতঃ এ দেশের অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। এখন ব্রাহ্মসমাজ আর পর-গৃহ বাসী নহেন। এক্ষণে তাহার এই স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই যে এই গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে এ দেশীয়েরা অধিক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন।

প্রায় তিন বৎসর হইল এখানে একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ পাইতেছেন। তদ্দ্বারা অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বরূপ ও লক্ষণ অবগত হইতেছেন ও ইহার উন্নত ভাব দেখিয়া ইহাতে আকৃষ্ট হইতেছেন এবং অনেকে রীতিমত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন, বস্তুতঃ এই মেদিনীপুরে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিন দিন উন্নতির চিহ্নই দেখা যাইতেছে। বিশেষতঃ গত বৎসরে যে দুই প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম এখানে অনেক অগ্রসর হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রথম কার্য্য ধর্ম্ম প্রচার, দ্বিতীয় কার্য্য অনুষ্ঠান।

এই প্রদেশের সকল স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করিবার নিমিত্ত গত ফাল্গুন মাসে এখানে এক জন প্রচারক নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রচারক গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করিতেছেন। যদিও অল্পদিন প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি ইহার মধ্যেই অনেক ফল দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে এই মেদিনীপুর প্রদেশের অন্তঃপাতী পল্লী গ্রাম বাসীরা ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া একটী যে স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে, তাহা অবগত ছিল না। এক্ষণে প্রচারক দ্বারা অনেকে তাহা অবগত হইতেছে। অনেকে এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া তুমুল আন্দোলন করিতেছে। কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। অনেক স্থলে আমাদের প্রচারক সমাদরে গৃহীত হইতেছেন। অনেক স্থান হইতে প্রচারকের আহ্বান পত্র আসিতেছে। প্রচারকের যত্নে জলেশ্বর ও গড়বেতাস্থ সমাজের পুষ্টি সাধন হইয়াছে এবং গঙ্গাদাসপুর ও ঘাটালে সমাজ স্থাপনের কল্পনা হইতেছে। তদ্ভিন্ন কোন কোন স্থানে কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আত্মীয় স্বজন লইয়া নিয়মিত রূপে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই যে প্রচারক ও অপর এক মহাত্মার যত্নে কৃষক প্রভৃতি কতক গুলি সামান্য লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

গত বৎসর এখানে কয়েকটী ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত বৈশাখ মাসে আচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার পরিণয় কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হয়। এইটী এখানকার ব্রাহ্মদিগের প্রথম অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটী অত্রত্য ব্রাহ্মদিগের এক প্রকার পরীক্ষা স্থল হইয়াছিল। তদুপলক্ষে এখানে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। অনেকেই সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন, কতক গুলি আবার তাহাতে যোগ দিতে বিমুখ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটী শ্রাবণ মাসে সম্পন্ন হয়। ঐ অনুষ্ঠান রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পৌত্র শ্রীযুক্ত কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুরের পুত্রের জাতকর্ম্ম। এই অনুষ্ঠানে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ইহা আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে যে প্রথম

অনুষ্ঠানে আগমন করিতে যাঁহাদিগকে কুণ্ঠিত দৃষ্ট হইয়াছিল, এই অনুষ্ঠানের সময় তাঁহাদের অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় অনুষ্ঠান দ্বারা আমাদের মহোপকার সাধিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানটী বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে মহৎ দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

তৃতীয় অনুষ্ঠান মেদিনীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল দের পুত্রের নাম করণ। উহা আশ্বিন মাসে সম্পাদিত হয়। তাহাতেও অনেকের সমাগম হইয়াছিল। এই তৃতীয় অনুষ্ঠানটী এ প্রদেশে বিশেষ ধর্ম্মোন্নতি সাধনের চিহ্ন বলিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে যে দুইটী অনুষ্ঠান হয় তাহা ভিন্ন স্থান নিবাসীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়; এটী এই স্থান নিবাসী দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত বৎসরে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি বিষয়ে যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী অত্যন্ত প্রীতিকর সংবাদ আছে। তাহা এই,— এ প্রদেশের অন্তঃপাতী পল্লীগ্রাম বাসী শ্রদ্ধাবান ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র ভূস্বামী মহাশয় পুণ্যাহ দিবসে বড় প্রীতিকর কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ঐ দিন সমুদায় প্রজা বর্গকে পুণ্যাহের নিমন্ত্রণ করিলেন। যথা সময়ে সকলে উপস্থিত হইল। তিনি উপস্থিত প্রজামণ্ডলীর সমক্ষে পূর্ব্ববৎ পৌত্তলিক কার্য্য না করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে বসিয়াছিলেন। উপাসনা সমাপ্ত হইলে জগদীশ্বরের নিকট প্রজাবর্গের মঙ্গল কামনা পূর্ণ একটী প্রার্থনা করিয়া পুণ্যাহ কার্য্য সমাধা করিলেন। এই কয়েকটী অনুষ্ঠান দ্বারা এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি সাধন হইয়াছে বলিতে হইবে। কতকগুলি ব্রাহ্ম পূর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মে সমধিক অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের প্রায় সমস্ত কার্য্য ও ব্যবহার ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা অনুশাসিত হইতেছে।

যত দিন না আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে পারিব—যত দিন না আমাদের সমস্ত গৃহ কার্য্যে ব্রহ্ম নাম ঘোষিত হইবে—তত দিনই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি ও পুষ্টি সাধন হইবে না—তত দিনই আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য হইতে পারিব না। অনুষ্ঠান ধর্ম্মের জীবন স্বরূপ। অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মভাব প্রকৃত রূপে প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি কেবল আমাদের মনে ও সমাজ গৃহেই বদ্ধ থাকে, সংসার মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়; আমাদের গৃহ কার্য্যের সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম নেতা না হন; তাহা হইলে আমাদের কি হইল? তাহাতে কি আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব? মনে আমাদের যে ভাব আমরা কার্য্যে যদি তাহার বিপরীত ভাব দেখাই, তাহা হইলে কি আমরা কপট ও ভণ্ড বলিয়া পরিচিত হইব না? অন্য সময়ে আমরা কপট বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জিত হই, আর ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন সময়ে কপটতাচরণ করিয়া কি লজ্জিত হইব না? ঈশ্বরের নিকট কপটতা ও ভণ্ডতাচরণ করিলে আমাদের নিস্তার নাই। অতএব যদি আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছা করি, যদি আমরা পারলৌকিক অনন্ত সুখের প্রত্যাশা করি, তাহা হইলে কপটতাচরণ পরিত্যাগ করা আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমাদের সমস্ত কার্য্যের নেতা করা কর্ত্তব্য। আমাদের সকল অনুষ্ঠান সকল ব্যবহার ব্রহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত করা কর্ত্তব্য।

হে জগদীশ্বর! আমরা তোমার অতি ক্ষীণ সন্তান, আমাদের এমন বল নাই যে আমরা নিজে তোমার দিকে অগ্রসর হই, তোমার প্রদত্ত ব্রাহ্মধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতে সক্ষম হই, তোমাকে সাক্ষী রাখিয়া সাংসারিক সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারগ হই। তুমি করুণা না করিলে, তুমি ধর্ম্মবল প্রদান না করিলে, আমরা কখনই তোমার দিকে উন্মুখ হইতে সমর্থ হই না। হে ধর্ম্মাবহ পুরুষ! তুমি আমাদের মনে একপ বল দেও যেন আমরা সমস্ত জীবন তোমারি দিকে অগ্রসর হই, আমাদের সকল কার্য্য যেন তোমারি অনুমোদিত হয়, আমাদের সকল অনুষ্ঠান যেন তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশাসিত হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—:•:—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৬ শকের

মাঘ ও ফাল্গুন মাসের আয় ব্যয়

বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২০৫৵০
সভ্য দান	২০৭
এককালীন দান	১৷০
পুস্তক বিক্রয়	৯১ (১৫
ডাকমাসুল	১২।৵০
যন্ত্রালয়	১৭৮৶৵১০
পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন	৬। ১৫
দক্ষিণ দেশে দুর্ভিক্ষে দান	৩৫
অনিরূপিত	২॥৵৫
গচ্ছিত	৪০।৶৯
	৭৮০৶১৫

ব্যয়

মাসিক বেতন	২২১॥০
পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ ক্রয়	১০১।/১০
সরকারদিগের কমিশন	১৭।৶ ৫
যন্ত্রালয়	১২৮৸৵১০
ডাকমাসুল	৩০৸৵১০
পুস্তক মুদ্রাঙ্কন	৩৪ ৵০
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয়	৯॥৵০
পুস্তক বন্ধন	৪৸/১৫
কাগজ পত্রাদি ক্রয়	১৩॥ ১০
আলোকের ব্যয়	৩॥/১৫
দক্ষিণ দেশে দুর্ভিক্ষে দান	৩৫
পুস্তকালয়ের জন্য পুস্তক ক্রয়	৩।০
পুস্তক বি যের কমিসন	২॥০
গচ্ছিত	২৯ /১০
	৬৩৫॥৶৫
আয়	৭৮০৵১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৬৮৶০
	৮৪৮।/১৫
ব্যয়	৬৩৫॥৶ ৫
স্থিত	২১২॥৵১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
” কাশীশ্বর মিত্র	৫
” হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫
” শিবচন্দ্র নন্দী	৫
” হরিমোহন নন্দী	৪
” রাজারাম মুখোপাধ্যায়	৩
” মাধবচন্দ্র বসাক	২
” প্রসন্নকুমার ঘোষ	২
” অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	২
” দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২
” সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২
” হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২
” বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২
” জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	২
” সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	২
” গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২
” মহেন্দ্রনাথ রায়	২
” নবগোপাল মিত্র	২
” কান্তিচন্দ্র মিত্র	১
” গোবিন্দচন্দ্র বসু	১
” অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১
” নীলমণি ধর	১
” মহাতাপচন্দ্র চন্দ্র	১
” ত্রৈলোক্যনাথ বসু	১
” শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
” প্রমথনাথ মিত্র	১
” উমানাথ গুপ্ত	১
” অক্রূরচাঁদ মল্লিক	১
” হলধর মল্লিক	১
” বিশ্বেশ্বর ঘোষ	১
” গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১
” অভয়াচরণ গুপ্ত	১
” বনমালী সেন	১
” গোপালচন্দ্র মিত্র	১
” ক্ষেত্রমোহন দত্ত	১
” সাগরলাল দত্ত	১
” গণেশচন্দ্র রক্ষিত	১
” রামসেবক দে	১
” হরিদাস শ্রীমানী	১
” বিজয়গোপাল মিত্র	॥০
” হরকালি ঘোষ	॥০
	৭৮

অনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	২
” প্রসন্নকুমার ঘোষ	১
” শ্যামাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	১৵০
	৫৵০
দানাধারে দান	২
	৮৫৵০
আয়	৮৫ ৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	২৭৸৶১০
	১১৩ /১০

ব্যয়

সরকারদিগের কমিসন	২৸০
বর্ত্তমান	১১০।/১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আশ্বিন মাসের প্রবল ঝড়েতে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ একরূপ ভগ্ন হইয়াছে, যে সংস্কার না করিলে আর ব্যবহারের উপযোগী হইতে পারে না। এবার সংস্কার করিতে ন্যূনাধিক ২৫০০ টাকা লাগিবে। অতএব বিজ্ঞাপন দিতেছি যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যাঁহাদিগের স্নেহ আছে, ও ইহাকে রক্ষা করা যাঁহারা কর্ত্তব্য বোধ করেন; এই সময়ে তাঁহারা সাহায্য করিবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

৩০ চৈত্র মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৭ ঘণ্টার সময়ে বর্ষশেষ উপলক্ষে, এবং ১ বৈশাখ বুধবার প্রাতঃকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে নববর্ষ উপলক্ষে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। ব্রাহ্মগণ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

যাঁহাদিগের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা আগামী বর্ষের জন্য অগ্রিম মূল্য প্রদান করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে কার্য্যের ক্ষতি করা হয়।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক।